জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

নবম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

লাখো শহিদের রক্তে গড়া
দেশটা কারো বাপের না!

যাক, ফ্যাসিজমের রেশ-
শেষে,

বাংলাদেশ

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

নবম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে দশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‍্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং "দেখামাত্র গুলি" নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
	৯ম খন্ড (রংপুর বিভাগ)	
৫৪৩	শহীদ আব্দুল্লাহ আল তাহির	৭-১০
৫৪৪	শহীদ মো: সাজ্জাদ হোসেন	১১-১৩
৫৪৫	শহীদ মো: মেরাজুল ইসলাম	১৪-১৬
৫৪৬	শহীদ মো: মোসলেম উদ্দীন মিলন	১৭-২০
৫৪৭	শহীদ মো: মানিক মিয়া	২১-২৪
৫৪৮	শহীদ হাফেজ মো: নাসির ইসলাম	২৫-২৬
৫৪৯	শহীদ মো: আবু সাঈদ	২৭-৩২
৫৫০	শহীদ মো: সোহাগ	৩৩-৩৬
৫৫১	শহীদ মো: মঞ্জু মিয়া	৩৭-৩৯
৫৫২	শহীদ মো: মামুন	৪০-৪২
৫৫৩	শহীদ বদিউজ্জামান	৪৩-৪৬
৫৫৪	শহীদ আব্দুল লতিফ	৪৭-৪৮
৫৫৫	শহীদ লাবলু মিয়া	৪৯-৫১
৫৫৬	শহীদ জাহিদুল ইসলাম	৫২-৫৩
৫৫৭	শহীদ হাফেজ রিদওয়ান আলী	৫৪-৫৬
৫৫৮	শহীদ তৌফিক ইসলাম	৫৭-৫৯
৫৫৯	শহীদ আল শাহ রিয়াদ	৬০-৬২
৫৬০	শহীদ মো: জোবায়ের হোসেন	৬৩-৬৫
৫৬১	শহীদ মো: জাহিদুর রহমান	৬৬-৬৮
৫৬২	শহীদ মো: শাহরিয়ার আল আফরোজ শ্রাবন	৬৯-৭১
৫৬৩	শহীদ মিরাজুল ইসলাম	৭২-৭৪
৫৬৪	শহীদ মো: সুজন হোসেন	৭৫-৭৭
৫৬৫	শহীদ আজিজুল ইসলাম	৭৮-৮০
৫৬৬	শহীদ নুরুজ্জামান	৮১-৮৩
৫৬৭	শহীদ রায়হানুল হাসান	৮৪-৮৬
৫৬৮	শহীদ মো: সাহান পারভেজ	৮৭-৮৯
৫৬৯	শহীদ আল মামুন	৯০-৯২
৫৭০	শহীদ মো: রাকিবুল হাসান রকি	৯৩-৯৫
৫৭১	শহীদ মো: সুমন ইসলাম	৯৬-৯৯
৫৭২	শহীদ আবু ছায়েদ	১০০-১০২
৫৭৩	শহীদ মো: সাগর রহমান	১০৩-১০৫
৫৭৪	শহীদ মো: সাজু ইসলাম	১০৬-১০৯
৫৭৫	শহীদ মো: শাহাবুল ইসলাম	১১০-১১৩
৫৭৬	শহীদ মো: রায়হানুল ইসলাম	১১৪-১১৭
৫৭৭	শহীদ মো: নূর আলম	১১৮-১২০
৫৭৮	শহীদ রাশেদুল হক	১২১-১২৪
৫৭৯	শহীদ মো: গোলাম রব্বানী	১২৫-১২৮

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৫৮০	শহীদ মোহাম্মাদ আশিকুল ইসলাম	১২৯-১৩১
৫৮১	শহীদ মো: আশাদুজ্জামান নুর সূর্য	১৩২-১৩৫
৫৮২	শহীদ মো: মোহতাসিম হাসান ফাহিম	১৩৬-১৩৮
৫৮৩	শহীদ মো: সুমন পাটয়ারী	১৩৯-১৪১
৫৮৪	শহীদ মো: রবিউল ইসলাম রাহুল	১৪২-১৪৫
৫৮৫	শহীদ মো: আসাদুল হক বাবু	১৪৬-১৫০
৫৮৬	শহীদ মো: জিয়াউর রহমান	১৫১-১৫৩
৫৮৭	শহীদ আশরাফুল ইসলাম অন্তর	১৫৪-১৫৬
	(ময়মনসিংহ বিভাগ)	
৫৮৮	শহীদ আব্দুল্লাহ আল মাহিন	১৫৭-১৫৯
৫৮৯	শহীদ মো: রিদওয়ান হোসেন	১৬০-১৬২
৫৯০	শহীদ মো:আসীর ইনতিশারুল হক	১৬৩-১৬৫
৫৯১	শহীদ মো: নাজমুল ইসলাম রাজু	১৬৬-১৬৮
৫৯২	শহীদ মো:আমিরুল ইসলাম	১৬৯-১৭১
৫৯৩	শহীদ তোফাজ্জল হোসেন	১৭২-১৭৫
৫৯৪	শহীদ হাফিজুল ইসলাম	১৭৬-১৭৯
৫৯৫	শহীদ মো: রবিউল ইসলাম রকিব	১৮০-১৮৩
৫৯৬	শহীদ হুমায়ুন কবির	১৮৪-১৮৭
৫৯৭	শহীদ এ কে এম শহিদুল ইসলাম	১৮৮-১৯০
৫৯৮	শহীদ মো: জামাল মিয়া	১৯১-১৯৩
৫৯৯	শহীদ কবির	১৯৪-১৯৬
৬০০	শহীদ মো: জুবাইদ ইসলাম	১৯৭-১৯৯
৬০১	শহীদ শাকিবুল হাসান সাজু	২০০-২০২
৬০২	শহীদ বিপ্লব হাসান	২০৩-২০৫
৬০৩	শহীদ মো: নূরে আলম রাব্বি	২০৬-২০৮
৬০৪	শহীদ জুবায়ের আহমদ	২০৯-২১১
৬০৫	শহীদ শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন	২১২-২১৫
৬০৬	শহীদ মো: ওবায়দুল হক	২১৬-২১৮
৬০৭	শহীদ মো: কামাল হোসেন	২১৯-২২১
৬০৮	শহীদ মো: শাহজাহান	২২২-২২৪
৬০৯	শহীদ মো: সাদিকুর রহমান	২২৫-২২৭
৬১০	শহীদ মাজিদুল	২২৮-২৩০
৬১১	শহীদ মো: কাওসার মিয়া	২৩১-২৩২
৬১২	শহীদ রাজু	২৩৩-২৩৪
৬১৩	শহীদ মো:আনারুল ইসলাম	২৩৫-২৩৭
৬১৪	শহীদ মো:মাসুম শেখ	২৩৮-২৪০
৬১৫	শহীদ মো:মাহিন মিয়া	২৪১-২৪৩
৬১৬	শহীদ মো:সাইফুল ইসলাম	২৪৪-২৪৭
৬১৭	শহীদ সামিদ হোসেন	২৪৮-২৫২

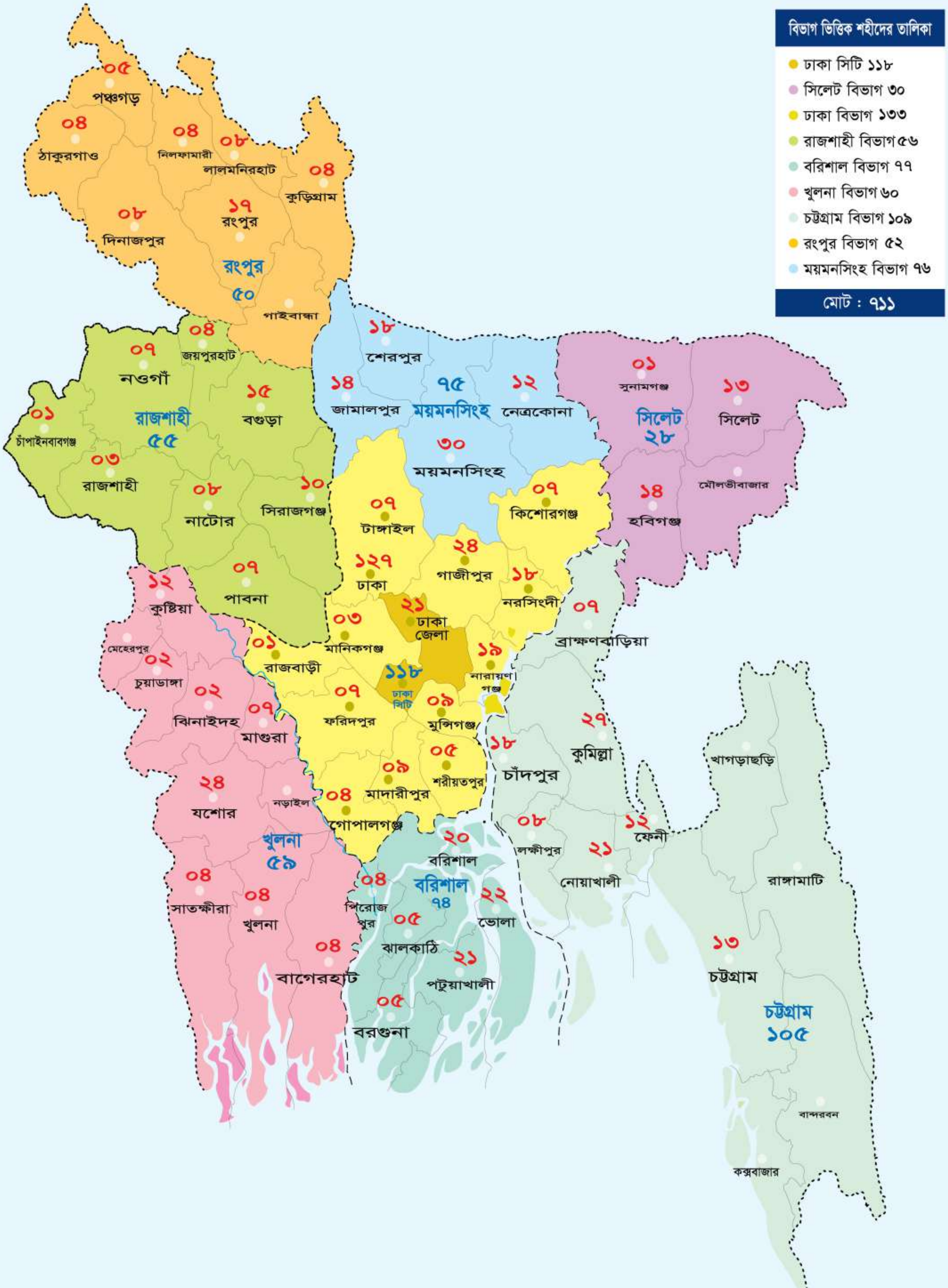
বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি ১১৮
সিলেট বিভাগ ৩০
ঢাকা বিভাগ ১৩৩
রাজশাহী বিভাগ ৫৬
বরিশাল বিভাগ ৭৭
খুলনা বিভাগ ৬০
চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৯
রংপুর বিভাগ ৫২
ময়মনসিংহ বিভাগ ৭৬
মোট : ৭১১
০৫ পঞ্চগড়
০৪ ঠাকুরগাও
০৪ নিলফামারী
০৮ লালমনিরহাট
০৪ কুড়িগ্রাম
০৮ দিনাজপুর
১৭ রংপুর
রংপুর ৫০
গাইবান্ধা
০৪ জয়পুরহাট
০৭ নওগাঁ
১৫ বগুড়া
০১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী ৫৫
০৩ রাজশাহী
০৮ নাটোর
১০ সিরাজগঞ্জ
০৭ পাবনা
১৮ শেরপুর
১৪ জামালপুর
ময়মনসিংহ ৭৫
১২ নেত্রকোনা
৩০ ময়মনসিংহ
০১ সুনামগঞ্জ
১৩ সিলেট
সিলেট ২৮
মৌলভীবাজার
১৪ হবিগঞ্জ
০৭ কিশোরগঞ্জ
০৭ টাঙ্গাইল
২৪ গাজীপুর
১২৭ ঢাকা
১৮ নরসিংদী
২১ ঢাকা জেলা
০৩ মানিকগঞ্জ
০১ রাজবাড়ী
১১৮ ঢাকা সিটি
১৯ নারায়ণগঞ্জ
০৭ ফরিদপুর
০৯ মুন্সিগঞ্জ
০৫ শরীয়তপুর
০৯ মাদারীপুর
০৪ গোপালগঞ্জ
০৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৭ কুমিল্লা
১৮ চাঁদপুর
খাগড়াছড়ি
০৮ লক্ষীপুর
১২ ফেনী
২১ নোয়াখালী
রাঙ্গামাটি
১৩ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ১০৫
বান্দরবন
কক্সবাজার
১২ কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২ চুয়াডাঙ্গা
০২ ঝিনাইদহ
০৭ মাগুরা
২৪ যশোর
নড়াইল
খুলনা ৫৯
০৪ সাতক্ষীরা
০৪ খুলনা
০৪ বাগেরহাট
২০ বরিশাল
০৪ পিরোজপুর
বরিশাল ৭৪
২২ ভোলা
০৫ ঝালকাঠি
২১ পটুয়াখালী
০৫ বরগুনা

শহীদ মোঃ আব্দুল্লাহ আল তাহির

ক্রমিক : ৫৪৩

আইডি: রংপুর বিভাগ ০০১

পরিচয়

১৯৯৬ সালের ১৭ এপ্রিল রংপুরের জম্মাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আব্দুল্লাহ আল তাহির। পিতা আব্দুর রহমান, পেশায় একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার এবং মাতা মোসা: শিরিনা বেগম একজন গৃহিণী। পিতা-মাতার চার সন্তানের দ্বিতীয় সন্তান আব্দুল্লাহ আল তাহির।

শিক্ষাজীবন: তাহিরের শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি রংপুর শহরের আল হেরা স্কুলে। এর পাশাপাশি মায়ের হাত ধরে শিশু সংগঠন ফুলকুঁড়ি সহ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন তাহির। আল হেরা স্কুলে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর রংপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। মাধ্যমিকের পর রংপুর পলিটেকনিকে সিভিল বিষয়ে ১ বছর অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকার সিরামিকস ইনিস্টিটিউটে (আর পি আই) সিভিল ডিপাটমেন্টে ভর্তি হন, উক্ত প্রতিষ্ঠানে শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত ৮ম সেমিস্টারে অধ্যয়নরত ছিলেন।

অনন্য তাহির: ধর্মভীরু আদর্শ পিতা-মাতা ছোটবেলা থেকেই তাহিরকে কোরআন হাদিসের আলোয় বড় করে তুলেছেন। তাহিরও ছিলেন পিতা-মাতার একান্ত বাধ্য সন্তান। পড়াশোনা ছাড়াও কো-কারিকুলারে ছিল তাহিরই সবার সেরা। ছোট থেকেই কবিতা রচনা, আবৃত্তি, গান চর্চা, বক্তব্যদানে পটু ছিলেন তাহির। যার ফলে যোগ্যতা দিয়ে ঢাকার নাম করা উচ্চারণ শিল্পীগোষ্ঠীর সহকারী পরিচালক হয়েছিলেন। রচনা করেছেন ছন্দের মাধুর্যে পরিপূর্ণ কবিতা, ছড়া ও গান। একাধারে তিনি ছিলেন কণ্ঠ শিল্পী, আবৃত্তিকার এবং অভিনেতা। ইসলামের বাস্তব অনুসারী ছিলেন আব্দুল্লাহ আল তাহির।

কর্মজীবন: তাহিরের বাবা স্ট্রোক করার পর থেকে পরিবারটি অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়ে যায়। কর্মক্ষম বাবা অসুস্থতার কারণে বেকার হয়ে পড়লে সংসারের হাল ধরেন তাহিরের মা। মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন শরীফ শিখিয়ে যা পেতেন তা দিয়েই সংসার চলতো। পরিবারের এমন দুরাবস্থায় তাহির সিদ্ধান্ত নেয় নিজের পড়াশোনার খরচটা নিজে জোগানোর। কখনও আতর বিক্রেতা হিসাবে আবার কখনো টুপি বা ইয়ার ফোন বিক্রি করে নিজের শিক্ষা জীবন চালাতে থাকে তাহির। কখনও কখনও নিজস্ব মেশিনে ক্রেস্ট তৈরী করে তা বিক্রি করতেন। তবুও আত্নসম্মান নিয়ে বেড়ে ওঠা তাহির তার অভাব অনটনের কথা কাউকে বলতেন না। সংগ্রাম করেই অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি।

আন্দোলনে তাহির: স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা অবৈধভাবে বার বার ক্ষমতায় থেকে দেশকে তলাবিহীন ঝুড়িতে রূপান্তরিত করেছিলেন। সাধারণ মানুষের উপর জুলুম নির্যাতনের মাত্রা এতটাই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যে, অন্যায়ের রিরুদ্ধে কেউ কথা বললেই তাকে জেল জুলুম, হত্যা ও গুম করে ফেলতেন। দেশের শিক্ষাঙ্গনে মেধাবীরা বার বার বৈষম্যের শিকার হতো। কোটা প্রথার কারণে সাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীরা চাকরি থেকে হতো বঞ্চিত। এমতাবস্থায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে, উক্ত আন্দোলনে তাহির সক্রিয় ভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে সরকার বিরোধী মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। আন্দোলন যখন চরম আকার ধারণ করে, সরকার তখন দিশেহারা হয়ে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলন ঠেকাতে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে এবং সারাদেশে কারফিউ জারী করে। তাহির চলে যায় রংপুরে তার নিজ বাড়িতে। যে ছেলে বেড়ে ওঠেছে দ্বীনের আলোয়, ঈমানী চেতনা যার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে কী আর বসে থাকতে পারে! রংপুরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচীতে নিজেকে যুক্ত রাখেন।

শাহাদাত বরণ: ২০২৪ সালের জুলাই মাসের ১৯ তারিখ শুক্রবার, আন্দোলনের অন্যান্য দিনের মতো তাহির নিজ বাসা থেকে সকাল ১১ টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিতে রংপুর সিটি কর্পোরেশন রাম মোহন রায় মার্কেটের সামনে যায়। সেখানে শিক্ষার্থীদের সাথে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে এবং মিছিলে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। জুমার নামাজ পড়ে বিকাল ৫ টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে বিক্ষোভে অংশ নেয়। শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক এ আন্দোলনের অপরদিকে পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সন্ত্রাসী নেতাকর্মীরা একত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর বর্বরোচিত সশস্ত্র হামলা চালায়। পুলিশ নিরীহ সাধারণ নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের উপর টিয়ারশেল, রাবার বুলেট ও মুহুর্মুহু গুলি করতে থাকে। এরই মাঝে ঘাতক পুলিশের একটি বুলেট তাহিরের পেট দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে সাথে তাহির রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে থাকা ২ জন সহযোগি তাকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে তার মা হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানে তাহিরের মতো আরো অনেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কাতরাতে থাকে। রংপুর মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালে তখন স্বজনদেরে আহাজারি। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাহির ৬-৭ ঘন্টার মতো সময় জীবিত থেকে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে। অবশেষে আনুমানিক রাত ১১ টার দিকে শাহাদাত বরণ করেন জাতির বীর সন্তান তাহির। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার শাহাদাতের মধ্যদিয়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে দেশকে নতুন করে দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীনতার সোনালী সূর্য উপহার দিয়ে যান। তার মৃত্যুতে মুহুর্তেই নেমে আসে শোকের ছায়া।

শহীদের পিতা-মাতার অনুভূতি: তাহিরের পিতা-মাতা দেশের জন্য, দেশের মানুষের মুক্তির জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে প্রিয় সন্তান এর শাহাদাতে নিজেদেরকে গর্বিত পিতা-মাতা হিসেবে গৌরব বোধ করেছেন। শোকাহত পিতা তার কাঁধে একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তানের কফিনটি বহন করেছেন। তাহিরের মা, শহীদ জননী বলেছেন, ঐ দিন তিনি নামাজের মধ্যে তার সন্তানের কফিন মাখা মুখ দেখতে পান।

রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের প্রতি আহ্বান: নিরহংকারী বিনয়ী ও সৎ চরিত্রের আগামী দিনের উজ্জ্বল নক্ষত্র শহীদ আব্দুল্লাহ আল তাহিরকে নির্মমভাবে প্রকাশ্যে দিবালোকে আওয়ামী সন্ত্রাসী, ছাত্রলীগ, যুবলীগ সহ আওয়ামী মদদপুষ্ট পুলিশ বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। এলাকাবাসী ও শহীদের পিতা মাতা এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেছেন। শহীদ তাহির আমাদেরকে করে গেছেন ঋণী। মহান আল্লাহ তার শাহাদাতকে কবুল করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম
মোঃ আব্দুল্লাহ আল তাহির
Name
MD. ABDULLAH AL TAHIR
পিতা
আব্দুর রহমান
মাতা
মোছাঃ শিরিনা বেগম
Date of Birth 17 Apr 1996
NID No 822 304 0372

তাহির

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

শহীদের পূর্ণ নাম	: আব্দুল্লাহ আল তাহির
জন্ম তারিখ	: ১৭ এপ্রিল ১৯৯৬
পেশা	: ছাত্র, ঢাকা সিরামিক ইন্সটিটিউট, ৮ম সেমিস্টার
পিতা	: ডাক্তার আব্দুর রহমান (৭১), হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার
মাতা	: মোসা: শিরিনা বেগম (৬০), গৃহিণী
ভাই-বোনের সংখ্যা	: ৪ জন, শহীদের অবস্থান ২য়
সদস্যদের বিবরণ	: ১. রেবেকা ইয়াসমিন (৩৬), গৃহিণী- সম্পর্কে বোন ২. আব্দুল্লাহ আল তায়্যিব (২৯), ছাত্র: সম্পর্কে ভাই ৩. আফসানা ফেরদৌসি আঁখি (২৪), গৃহিণী: সম্পর্কে বোন
বর্তমান ঠিকানা	: জুম্মাপাড়া, ২৩নং ওয়ার্ড, কতোয়ালী থানা, রংপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: বকবান্ধা নামাপাড়া, যাদুরচর, রৌমারি, কুড়িগ্রাম

শহীদ মো: সাজ্জাদ হোসেন

ক্রমিক : ৫৪৪

আইডি: রংপুর বিভাগ ০০২

শহীদ পরিচিতি

মো: বাবু মিয়া ও মোসা: ময়না বেগম দম্পত্তির ঘরে প্রথম পুত্র সন্তান হিসেবে ১০ এপ্রিল ১৯৯৫ সালে রংপুরের কামাল কাছনা এলাকার শিক্ষাঙ্গনে জন্মগ্রহণ করেন মো: সাজ্জাদ হোসেন।

শিক্ষাজীবন: সাজ্জাদের পিতা পেশায় ছিলেন একজন ফল বিক্রেতা। ইচ্ছে ছিল ছেলেকে পড়াশোনা করিয়ে অনেক বড় করবে, ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! খুবই অল্প সময়ের মাঝেই ইহকালীন মায়া ত্যাগ করে চলে যান মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে। শৈশব কালে পরিবারের বটবৃক্ষ নামক পিতা হারানোর ব্যথা বয়ে বড় হয় সাজ্জাদ। সাজ্জাদের ভাই বোন সহ পরিবারের মোট সদস্য ৮ জন। সম্পত্তি বলতে কেবল পিতার রেখে যাওয়া ২ শতক বাড়ির জায়গা রয়েছে। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ৫ম শ্রেণির বেশি পড়াশুনা করা সম্ভব হয়নি।

কর্মজীবন: বাল্যকাল হতেই কঠিন জীবন সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণের ভার আসলে সাজ্জাদ যোগ দেন বাবার পুরোনো সেই ফল বিক্রির ব্যবসায়। স্বৈরাচার সরকার নিত্য পণ্যের দাম যে হারে বাড়িয়েছে, সাজ্জাদের সামান্য উপার্জন দিয়ে ৮ সদস্যের পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে ছোট ভাইকে পড়াশোনা না করিয়ে কাজে দিতে বাধ্য হয়। দুই ভাইয়ের সামান্য উপার্জনের টাকা দিয়ে এত বড় একটি পরিবার কোনোমতে চলতো। অভাব অনটন নিয়েও আনন্দ আর ভালোবাসায় ছোট একটি পরিবার নিয়ে সাজ্জাদ বসবাস করতো রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর শিক্ষাঙ্গন রোডে।

সাজ্জাদের পরিবার: সাজ্জাদের স্ত্রী সহ ফুলের মতো সুন্দর নিষ্পাপ একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। খুবই অল্প বয়সে মেয়েটি এতিম হয়ে গিয়েছে। তাকে বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বাবা হারিয়ে তার ভেতরে প্রচণ্ড ব্যথা কাজ করছে। স্বামী হারিয়ে নির্বাক সাজ্জাদের স্ত্রী।

শাহাদাতের ঘটনা: প্রতিদিনের ন্যায় সাজ্জাদকে সকাল থেকেই ব্যবসার নানান কাজ করতে হয়, সে হিসাবে ১৯ জুলাই শুক্রবার বাসা থেকে বের হয়ে আসেন। দৈনন্দিন কাজ করে আবার বাসায় জুমার নামাজ পড়ার জন্য বাসায় ফিরে আসেন। জুমার নামাজ পড়ে খেয়েদেয়ে তিনি ফল বিক্রি করার জন্য পুনরায় সিটি বাজারে ফিরে আসেন। এসেই দেখতে পান পুলিশ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা নিরীহ শিক্ষার্থীদের উপর মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এ সময় সাজ্জাদ শিক্ষার্থীদের সাথে স্বৈরাচারী সরকারের বৈষম্যদূরীকরণের মিছিলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলে পুলিশের ছোঁড়া একটি গুলি এসে বাম পাঁজর দিয়ে ঢুকে তার ডান পাঁজর দিয়ে বের হয়ে যায়। তার ডান হাত গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী শাহ আলমের ভাষ্যমতে, সাজ্জাদকে রংপুর সিটি বাজারের সামনে আনুমানিক ৪.৩০ মিনিটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর তিনি সামনে গিয়ে দেখেন সাজ্জাদ শহীদ হয়েছেন। সেখানে কতিপয় লোকজন সাজ্জাদ হোসেনকে নিয়ে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান। ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাজ্জাদের লাশের প্রতি স্বৈরাচারীদের নির্যাতন: লাশ বাড়িতে আনা হলে মসজিদের মাইকে ঘোষণা করতে গেলে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বাধা দেয়। পরদিন সকাল ১১ টায় লাশ দাফন করা হয়। এবং স্থানীয় কবরস্থানে তাকে কবর দেয়া হয়।

রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান: পিতৃহীন পরিবারের দায়িত্বশীল সৎ ভাবে উপার্জন করে খেটে খাওয়া সাজ্জাদকে নির্মমভাবে প্রকাশ্যে দিবালোকে আওয়ামী সন্ত্রাসী, ছাত্রলীগ, যুবলীগ সহ আওয়ামী মদদপুষ্ট পুলিশ বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। এলাকাবাসী ও শহীদের পরিবার এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেছেন। মহান আল্লাহ তার শাহাদাতকে কবুল করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
Name: MD. SAZZAD HOSSEN
পিতা: মোঃ বাবু মিয়া
মাতা: মোছাঃ ময়না বেগম
Date of Birth: 10 Apr 1995
ID NO: 1968468627

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

শহীদের পূর্ণ নাম : মো: সাজ্জাদ হোসেন
জন্ম তারিখ : ১০ এপ্রিল ১৯৯৫
পেশা : ফল বিক্রেতা
পিতা : মৃত বাবু মিয়া
মাতা : মোসা: ময়না বেগম (৫২), পেশা: গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৮ জন

১. বাবলি আক্তার (৩৫) গৃহিণী: বোন
২. লাবনী আক্তার (৩০) গৃহিণী: বোন
৩. সুবর্না খাতুন (২৮) গৃহিণী
৪. শহীদ মো: সাজ্জাদ হোসেন (২৯) ব্যবসায়ী
৫. মো: শাফিন হোসেন (২৫) দোকানের কর্মচারী ভাই

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : শিক্ষাঙ্গন রোড-০৪, পূর্ব কামাল কাছনা, কতোয়ালী থানা, রংপুর

শহীদ মোঃ মেরাজুল ইসলাম

ক্রমিক : ৫৪৫

আইডিঃ রংপুর বিভাগ ০০৩

পরিচয়

শহীদ মেরাজুল ইসলাম জীবনযুদ্ধে হার না মানা এক সংগ্রামী নাম। তিনি ১৯৮৮ সালের ২ নভেম্বর রংপুর শহরের নিউ জুম্মাপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলাতেই বাবার ইন্তেকালে পরিবারের হাল ধরতে হয় তাঁকে। বাবা ছিলেন একজন কলা ব্যবসায়ী। সে ব্যবসার হাল ধরেন মেরাজ। এই ব্যবসা দিয়ে তার মায়ের ঔষধ এর খরচ, ভাই বোনদের খরচ সব একাই চালাতেন ।

পাশের মহল্লার নাজনিন আক্তারকে বিয়ে করেন মেরাজ। শুরু হয় সুন্দর একটি সংসার। সংসার জীবনে ২ সন্তানের জনক মিরাজুল ইসলাম। ১ম সন্তানের বয়স ১৫ বছর আর ২য় সন্তানের বয়স ৩ বছর। পরিশ্রম আর ব্যবসায়িক দক্ষতায় অল্পদিনেই সবার আস্থা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একজন পরোপকারী মানুষ।

যে ভাবে ঘটনা ঘটলো

দিনটি ছিল শুক্রবার প্রতিদিনের ন্যায় মেরাজ কলার ব্যবসার জন্য জারজেজ মার্কেটে যান। বাসায় এসে জুমার নামাজ পড়ে আবারো ব্যবসায়িক কাজে মার্কেটের দিকে যান, যাবার সময় তার শিশু সন্তান বায়না ধরে, সে কেক খাবে, তাঁর স্ত্রী জানান আজ তাদের বিবাহ বার্ষিকী । রাতের খাবার অবশ্যই একসাতে খেতে হবে।

মিরাজুল ১৯ জুলাই ২০২৪ রাস্তায় এসেই দেখতে পান পুলিশ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ সমন্বয়ে, কোটা আন্দোলনকারী ছাত্র ও জনতার উপর একের পর এক গুলি ছুঁড়তে থাকে। সন্ত্রাসী ও পুলিশদের সাথে নিরীহ জনতার মারামারির এই দৃশ্য দূর থেকে দেখে খুবেই আফসোস করছিলেন।

এক সময় দূর থেকে দেখেন ১ জন লোক পুলিশের গুলিতে মাটিতে ঢলে পড়ছে। তিনি গুলিতে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য সব কিছু ফেলে ছুটে যান তার কাছে। কিন্তু সেখানে আবারো পুলিশ গুলি চালালে সন্ধা ৬ টার দিকে গুলি বিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন একজন জীবন যোদ্ধা মেরাজুল ইসলাম।

সেখান থেকে তাঁকে স্থানীয়দের সহায়তায় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সন্ধ্যা ৭ টার দিকে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। গুলি ৩টি এমন ভাবে ঢুকেছিল যে, এক পাশ দিয়ে ঢুকে শরীরের ভেতরের নাড়ি ভূড়ি অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়।

একজন অমায়িক চরিত্রের মানুষকে খুনি হাসিনার পেটুয়া বাহিনীরা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় করে দিল। ২টি সন্তান এতিম হয়ে গেল। বিধবা স্ত্রী এতিম সন্তানের পড়াশোনা, খাবার খরচ ও মায়ের ঔষধ কিনে দেবার আর কেউ রইল না। ছোট্ট সন্তানকে তার বাবা সম্পর্কে বললে বলে, আমার বাবা ঢাকা গিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

এতিম সন্তানের আহাজারী, বুকফাটা স্ত্রীর কান্না, মায়ের আর্তনাদের কে জবাব দেবে? কে দেবে তাদের সান্ত্বনা।

শহীদ সম্পর্কে বক্তব্য/অনুভূতি

শহীদ সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী বলেন তিনি অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ ছিলেন। এলাকার ছোটখাট সমস্যায় তিনি এগিয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন নমনীয় প্রকৃতির । বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সে তাঁর ছোট সন্তান কে বলেছিলেন তুমি কি খাবে? ছেলে বলেছিল কেক খাবে। তার ছোট ছেলের আবদার হয়তো আর কখনো পুরণ হবে না। ছেলে কে জিজ্ঞেস করলে বলে বাবা ঢাকা গিয়েছে চলে আসবে।

জনাব মেরাজুলের স্ত্রী স্বামীর কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন, রাতের খাবার একসাথে খাবে এবং খুব ভালো রান্না করে রাখতে কারণ সেদিন ছিল তাদের বিবাহ বার্ষিকী। কিন্তু বুলেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তাদের সাজানো সংসার।

মা তার সন্তানকে কি বলে সান্ত্বনা দেবেন জানেন না। ছোট শিশুটিকে প্রতিদিন বুকে নিয়ে ঘুম পাড়াতো যে পিতা সে আজ কবরে শুয়ে আছে।

পারিবারিক অবস্থা

টিনের ঘেরা ৩ কক্ষ বিশিষ্ট বাড়িতে ৫ জন সদস্যের বসবাস। নিদারুন কষ্টের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তারা দিনাতিপাত করছেন। সঞ্চিত কোনো অর্থ নাই। আর্থিক সংকটের কারণে পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা দূরহ হয়ে পড়ছে।

সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

এতিম সন্তানদের পড়াশোনার খরচ, স্ত্রীর কর্মসংস্থান ও মায়ের চিকিৎসা খরচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

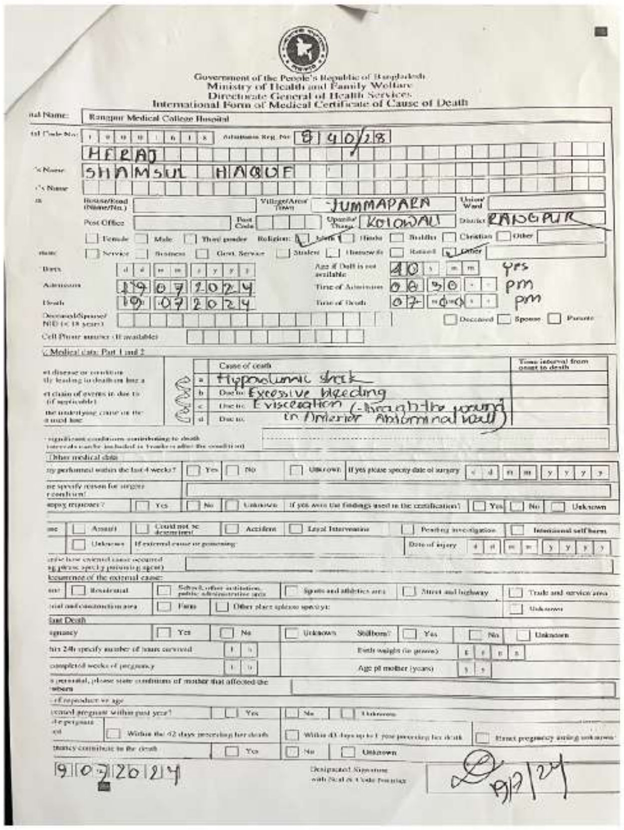

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Health and Family Welfare
Directorate General of Health Services
International Form of Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: Rangpur Medical College Hospital

Admission Reg. No: 8140/28

Name: MERAJ
Father's Name: SHAMSUL HAQUE

Village/Area/Town: JUMMAPARA
Upazila/Thana: KOTOWALI
District: RANGPUR

Age if DoB is not available: 40 yrs

Date of Admission: 19 07 2024 — Time of Admission: 06 30 pm

Date of Death: 19 07 2024 — Time of Death: 07 00 pm

Medical data: Part 1 and 2

	Cause of death	Time interval from onset to death
a	Hypovolumic shock	
b	Due to: Excessive bleeding	
c	Due to: Evisceration (through the wound	
d	Due to: in Anterior Abdominal wall)	

Date: 19 07 2024

Designated Signature with Seal & Code Number

19/7/24

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

শহীদের পূর্ণনাম	: মো: মেরাজুল ইসলাম
জন্ম	: ২ নভেম্বর ১৯৮৮, রংপুর
শহীদের পেশা	: কলা ব্যবসায়ী
পিতা	: শামছুল হক (মৃত)
মাতা	: আম্বিয়া খাতুন (৭০), গৃহিণী
স্ত্রী	: নাজনীন আক্তার (৩২), গৃহিণী
স্থায়ী ঠিকানা	: নিউ জুম্মাপাড়া, রংপুর সিটি
বর্তমান ঠিকানা	: নিউ জুম্মাপাড়া, রংপুর সিটি
সন্তানেরা	: ৫ ভাই, ২ বোন বড় ছেলে মেহরাব হোসেন নাজিল (১৫), ছাত্র, ৯ম শ্রেণি সম্পর্ক ছেলে মো: হানিফা (৩), সম্পর্ক ছেলে
শাহাদাত	: ১৯ জুলাই ৫:৩০ টায় কলাপট্টি জরজেজ মার্কেটের সামনে পুলিশের গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭.০০ টায় রমেক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন

শহীদ মোঃ মোসলেম উদ্দিন মিলন

ক্রমিক : ৫৪৬

আইডি: রংপুর বিভাগ ০০৪

শহীদ পরিচিতি

মোসলেম উদ্দীন মিলন। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে এই নাম। শাহাদাতের মধ্য দিয়ে তিনি নিজকে ইতিহাসের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। আপামর জনতার ন্যায্য অধিকার আদায়ে নিজের জীবন দিয়ে তিনি এ অধিকার বাস্তবায়ন করে গিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁকে মানুষ স্মরণ করবে একজন বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে।

১৯৮৭ সালের ২৫ জানুয়ারি রংপুর জেলার কোতোয়ালি থানাধীন ১/৫ পূর্ব গনেশপুর গ্রামে এই তেজস্বি বীর জন্মগ্রহন করেন। ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ৬ষ্ঠ, মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর বেড়ে উঠা। পরিবারের সহায়তায় তিনি দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ পান। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। অল্প বয়সে তিনি বাবার মতো স্বর্ণকারের পেশায় নিজেকে যুক্ত করেন। সেই সাথে তিনি পরিবারের হালও ধরেন। তিনি নগরীর দেওয়ানবাড়ী সড়কের একটি জুয়েলার্সে কর্মরত ছিলেন।

বিবাহিত জীবনে তিনি ২ সন্তানের জনক। বড় ছেলে বায়েজিদ ৭ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত এবং ছোট ছেলে তামজিদ হিফজ খানায় পড়াশোনা করে।

১৯ জুলাই ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতার মিছিলে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার ঘাতক পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন মোসলেম উদ্দিন মিলন।

যেভাবে তিনি রবের ডাকে সাড়া দেন

ছাত্রসমাজ কর্তৃক সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটাপ্রথার সংস্কারের ন্যায্য দাবির আন্দোলনকে শুরু থেকেই সমর্থন করতেন মোসলেম উদ্দিন। আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করার পেছনে তার আবেগী মন সব সময় কাজ করতো। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ তার নিজ জেলা রংপুরের ছেলে নিরস্ত্র আবু সাঈদকে গণমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত অবস্থায় পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। যা তিনি কোনভাবেই মেনে নিতে পারেননি। বাসায় বার বার তার সেই ভিডিও দেখতেন আর বলতেন 'কি অপরাধ ছিল ছেলেটির। আমাদের উচিৎ এর প্রতিবাদ করা'। এরপর তিনি ভেবেছিলেন এতগুলো তাজা প্রাণের ঝড়ে যাওয়া দেখে সরকারের বোধোদয় হবে, তারা ছাত্রদের যৌক্তিক দাবি মেনে নিয়ে কোটাপ্রথার সংস্কার করবে। কিন্তু সরকার ছাত্রদের দাবি মেনে নিয়ে আদালতের রায় পরিবর্তনের কথা মুখে বললেও সরকারি পুলিশ বাহিনী একদিনের জন্য গুলি করা থামায়নি। ফলে শহীদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। ১৬,১৭ ও ১৮ জুলাই এই তিনদিনে শহীদের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় শতকের ঘর। তাই সেদিন আর তিনি নিজেকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারেননি।

দিনটি ছিল ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই শুক্রবার। সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। জুমার নামাজের পর সারা দেশের ছাত্র-জনতা নেমে আসে রাজপথে। রংপুরও এর ব্যতিক্রম ছিল না। শহীদ মোসলেম উদ্দীন মিলন এ দিন জুমার নামাজ আদায় করে দুপুরের খাবার শেষে বেরিয়ে পড়েন। তখন সময় আনুমানিক বিকাল ৪ টা। তিনি সাধারণ জনতার সাথে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে যোগ দেন।

মিছিল এগিয়ে গেলে একপর্যায়ে পুলিশ ও সাধারণ জনতার মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। পুলিশ অন্যায়ভাবে সাধারণ জনতার উপর টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। নিরস্ত্র জনতা দ্বিগিবদিক ছুটতে থাকে। আকস্মিক ঘাতক পুলিশের একটি বুলেট সরাসরি মোসলেম উদ্দিন মিলনের বুকে বিদ্ধ হয়। সে সময় তিনি মুড়ি পট্টি, পৌরবাজারের সামনের রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে তিনি সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। পরবর্তীতে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল থেকে আনুমানিক রাত ৮ টায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়। পরদিন শনিবার বিকাল ৩ টায় মুন্সিপাড়া কবরস্থানে নামাজে জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

পরবর্তীতে মৃত্যুর ৫৮ দিন পর ১৫ সেপ্টেম্বর রোববার রংপুর সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার(ভূমি) আহমেদ সাদাত, তদন্ত কর্মকর্তাসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও নিহতের পরিবারের উপস্থিতিতে কবর থেকে তার লাশ উত্তোলন করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ সাদাত বলেন, আদালতের নির্দেশে সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে নিহত মোসলেম উদ্দিন মিলনের লাশ কবর থেকে উত্তোলন করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য লাশ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গত ২৭ আগস্ট নিহতের সহধর্মিণী দিলরুবা আক্তার বাদী হয়ে রংপুর-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীসহ ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

১. শহীদ মোসলেম উদ্দিন মিলনের প্রতিবেশী রুবায়েত আল খায়ের এর ভাষ্য মতে, তিনি খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। স্থানীয় কারো সাথে শত্রুতা, ঝগড়া বিবাদ ছিলনা। তিনি ছিলেন বন্ধুত্ব পরায়ণ মানুষ, ছোট বাচ্চাদের সাথে গভীর সখ্যতা ছিল, তিনি দায়িত্ব পালনে ছিলেন বিনয়ী।

২. শহীদের চাচা বাদল ইসলামের সাথে কথা হলে তিনি জানান, তিনি ছোটদের প্রতি অনেক স্নেহপরায়ণ ছিলেন। কিছুদিন পর পর ছোট ভাই ভাতিজা, সন্তানদের নিয়ে চড়ুইভাতির আয়োজন করতেন। এসব কিছু আজ শুধুই স্মৃতি। তিনি তো আর কখনো ফিরে আসবেন না আমাদের মাঝে।

তারা বলেন, আমরা এই হত্যার বিচার চাই। আল্লাহর কাছে একটাই প্রার্থনা- মহান আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে জান্নাতুল ফিরদৌস নসিব করুন। আর এই শহীদ পরিবারের প্রতি সবাই এগিয়ে আসুন। এই পরিবারে ২ জন এতিম সন্তান রয়েছে। আপনারা দয়া করে তাদের ভবিষ্যৎ এর দিকে তাকাবেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মোসলেম উদ্দীন মিলনের ৪ সদস্যের পরিবার। ২ ছেলেকে নিয়ে খুব সুন্দর ভাবেই দিনাতিপাত করছিলেন। তার একমাত্র

আয়ের উৎস ছিল স্বর্ণের দোকানের ম্যানেজার। সেখান থেকে তিনি পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন। বড় ছেলে ৭ম শ্রেণির ছাত্র আর ছোট ছেলে হিফজ মাদ্রাসায় পড়ে। বর্তমানে ছেলের লেখাপড়ার খরচ ও পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা দূরহ হয়ে পড়েছে। মোসলেম উদ্দিন তার নিজের বসত ভিটায় একটি পাকা ঘর নির্মাণের জন্য কাজ শুরু করেছিলেন। এজন্য কিছু ঋণও করেছেন। ঘরটি সম্পূর্ণ করা হয়নি। কাজ চলমান রেখেই তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যান।

শহীদ মোসলেম উদ্দীন মিলন শহীদ হওয়ায় তার পরিবারের ভরণপোষণ পরিচালনা করা পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। পরিবারের একমাত্র আয়ের মানুষটি শহীদ হওয়ায় গোটা পরিবারটি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে যায়। এতিম দুই সন্তানের ভবিষৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Rangpur City Corporation
Rangpur City Corporation, Rangpur
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 22/08/2024 | Death Registration Number 19878597522795995 | Date of Issuance 22/08/2024

Date of Birth : 25/01/1987
Date of Death : 19/07/2024
In Word : Nineteenth of July Two Thousand Twenty Four
Sex : Male

নাম	: মোঃ মোসলেম উদ্দিন মিলন	Name	: Md Moslem Uddin Milon
মাতা	: মোছাঃ মর্জিনা বেগম	Mother	: Most Morjina Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ মোকলেছার	Father	: Md Moklesar
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: রংপুর, বাংলাদেশ	Place of Death	: Rangpur, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

22/8/28
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
MD MOSTAFIZAR RAHMAN
Assistant Registrar
Rangpur City Corporation

RANGPUR CITY CORPORATION ★ RANGPUR ★

22/8/28
Seal & Signature
Registrar
MD. SAZZAD HOSSAIN
Registrar
Birth and Death
Rangpur City Corporation

প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: বাসস্থান প্রয়োজন। তার অসমাপ্ত ঘরটি সম্পূর্ণ করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা দরকার।

প্রস্তাবনা-২: মাসিক ভাতা চালু করা।

প্রস্তাবনা-৩: ইয়াতিম ছেলেদের পড়াশোনা ও যাবতীয় খরচ বহন করলে ভালো হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম
মোঃ মোসলেম উদ্দিন মিলন
Name
MD MOSLEM UDDIN MILON
পিতা
মোঃ মোকলেছার
মাতা
মোছাঃ মর্জিনা বেগম
Date of Birth 25 Jan 1987
NID No. 150 001 2123

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: মোসলেম উদ্দিন মিলন
জন্ম তারিখ	: ২৫-০১-১৯৮৭
পিতা	: মরহুম মোকলেছার রহমান
মাতা	: মোসা: মর্জিনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ১/৫ পূর্ব গনেশপুর, ইউনিয়ন: রংপুর সিটি কর্পোরেশন, থানা: কোতোয়ালি, জেলা: রংপুর
পেশা	: স্বর্ণকার, বৈরানী জুয়েলার্স
এতিম সন্তান	: ২ জন ১. বায়েজিদ বোস্তামী (১৩ বছর), ৭ম শ্রেণি ২. তামজিদ (১০ বছর), হিফযখানা
ঘটনার স্থান	: মুড়িপট্টি, পৌর বাজারের সামনে
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৪:৩০
শাহাদাতের সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৪:৩০। মুড়িপট্টি, পৌর বাজারের সামনে
আঘাতের ধরন	: বুকে বুলেট বিদ্ধ হয়ে
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: মুন্সিপাড়া কবরস্থান

শহীদ মানিক মিয়া

ক্রমিক : ৫৪৭

আইডি: রংপুর বিভাগ ০০৫

শহীদ পরিচিতি

মানিক মিয়া রংপুর জেলার কতোয়ালি থানার ঘাঘটপাড়া গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলীর ছেলে। ১৯৮৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এক দরিদ্র পরিবারে। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া ৪ ভাই ও বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ২য় সন্তান । পারিবারিক অভাব অনটন যেখানে নিত্যদিনের ঘটনা নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে শিক্ষা অর্জন ছিল তাদের কাছে দু:স্বপ্নের মতো।

পঞ্চম শ্রেণি পাশ করা মানিক মিয়া ছোটকাল থেকেই অন্যের বাড়িতে কামলা দিতেন। মাঠে কাজ করতেন। তিনি ছোট বেলাতেই বাবার সাথে পরিবারের হাল ধরেন। তার বাবা দীর্ঘদিন মৃত্যু শয্যায় বিছানায় পড়ে পড়ে ছিলেন। ২০ বছর বয়স থেকে তিনি পরিবারের আয়ের প্রধান কর্তা হিসেবে কাজ করেন। আয় হলে পরিবারের সবার মুখে খাবার জুটতো আর আয় না হলে কখনো একবেলা আবার কখনো বা না খেয়েই অনাহারে দিন কাটাতে হত। বর্তমানে শহীদ মানিক মিয়ার বাড়িতে টিন দিয়ে ঘেরা ১টি ঘরে মা, স্ত্রী ও তার ১৭ মাসের সন্তান সহ একসাথে বসবাস করেন। অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার খরচ বহন করতেন শহীদ মানিক মিয়া। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মানিক মিয়া ছোট সন্তানের খরচ, মায়ের ঔষধ ক্রয়, পারিবারিক খরচ সব কিছু তিনি ছোট্ট একটি চায়ের দোকান আর অটো চালিয়ে যা ইনকাম হতো তাই দিয়ে চালাতেন। জীর্ন শীর্ন বাড়িতে বসবাস উপযোগী নয়। নীচে কাচা মাটির মেঝে উপরে ও চারদিকে অনেক পুরোনো জং ধরা টিনের বাড়ি, বৃষ্টি এলেই পানিতে ভিজে যায় ঘরের মেঝে।পরিবারের ভরণপোষণ এখন প্রায় হুমকীর মুখে। তার অকাল মৃত্যুতে পরিবার আজ দিশেহারা।

মানিক মিয়ার শাহাদাতের দিন যা ঘটেছিল

মানিক মিয়া লেখাপড়া খুব বেশি করতে না পারলেও সত্য মিথ্যার পার্থক্য সে করতে পারত অনেক ভালোভাবে। পৃথিবীর বুকে অনেক শিক্ষিত মানুষ আছে কিন্তু মনুষ্যত্ব নেই আবার অনেক মানুষ আছে যাদের অক্ষর জ্ঞান নেই কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক থেকে তারা অনেক উপরে। যার বাস্তব প্রমাণ আমাদের দেশের সন্ত্রাসী সংগঠন আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ এবং তাদের বাছাই করা কিছু পুলিশ সদস্য যাদের মানবতা বলে কিছুই নেই। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পবিত্র জায়গায় ধর্ষণে সেঞ্চুরি করতেও দ্বিধাবোধ করে না। যারা বাংলাদেশের জন্ম নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদেশী শত্রুদের সাথে হাত মেলায়। গত ১৫ বছরে যারা প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য যারা স্বনামধন্য সেনার সদস্যদের হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। মানিক মিয়া ছিলেন এদের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। সকল সময় সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। অবশেষে দেশকে পুনরায় স্বাধীন করতে সে তার নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিলেন।১৮ জুলাই ২০২৪ রোজ বৃহস্পতিবার একটি সুন্দর সকাল । সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের তুমুল আন্দোলন চলমান। রংপুর পূর্ব ঘাঘটপাড়ার শহীদ মানিক মিয়া তিনি সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান নিজের চায়ের দোকানে সকাল ১১:০০ পর্যন্ত তিনি দোকানেই ছিলেন ।তিনি আন্দোলনের সাথে যুক্ত পরিচিত ছাত্রদের কাছ থেকে আন্দোরনের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থী ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শিক্ষার্থীদের আহত হবার খবর শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি দোকান বন্ধ করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় মর্ডান মোড়ের আশা নামক এনজিও প্রতিষ্ঠানের সামনে উপস্থিত হন। নিজের পকেটের টাকা খরচ করে পানি স্যালাইন কিনে আন্দোলনকারীদের খাওয়াচ্ছিলেন। আহত শিক্ষার্থীদের রিকশায় তুলে দেয়ার কাজও তিনি

করছিলেন। সহায়তার এক পর্যায়ে দুপুর ২.০০ টায় তিনি পুলিশের টিয়ারগ্যাসে আক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু তার মন পড়েছিল সেই শিক্ষার্থীদের মিছিলে। বাড়িতে দেড় ঘন্টা অবস্থানের পর তিনি পুনরায় শিক্ষার্থীদের মিছিলে যোগ দেন। এ সময় পুলিশের সাথে শিক্ষার্থী, জনতার সংঘর্ষের মাত্রা বাড়তে থাকে।

বিকেল নাগাদ পুলিশ শটগান দিয়ে অন্যায় ভাবে গুলি চালাতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীর তথ্য মতে তিনি আসরের পর আনুমানিক বিকেল ৫.৩০ মিনিটে রংপুর মডেল কলেজ সংলগ্ন ফাতেমা কোল্ড স্টোরেজ এর সামনে গুলিবিদ্ধ হন। পুলিশের গুলিটি তার ফুসফুস ভেদ করে বের হয়ে যায়। আশংকাজনক অবস্থায় তাকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তির প্রায় ৩০ মিনিট পর আনুমানিক ৬.৩০ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন পর্যন্ত তার লাশ হস্তান্তরে প্রশাসন টালবাহানা করতে থাকে। অতপর ১৯ জুলাই বিকেল বেলা লাশ হস্তান্তর করা হয়। প্রশাসনের চাপে বিকেল ৫.০০ টায় স্থানীয় কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হয়। ঘাতক পুলিশের নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হলেন এই জনদরদী মানুষটি। তিনি আর ফিরে আসবেন না্ তার ছোট ১৭ মাসের সন্তান চিনতেই পারলনা তার বাবার মুখটি।

শহীদ মানিক মিয়ার স্বপ্ন

মানিক মিয়ার স্বপ্ন ছিল তার ছোট্ট সন্তানকে নিয়ে। এর আগে পরপর তিনটা সন্তান হয়ে মারা যাওয়ার পর আবার এক সন্তান হয়। সন্তানের নাম রাখা হয় মিনহাজুল ইসলাম সিয়াম। মানিক মিয়ার স্বপ্ন তার ছেলেকে সে অনেক দূরের কোন এক ভালো মাদ্রাসায় লেখাপড়া করাবেন। তার স্ত্রী দূরের মাদ্রাসায় না দেয়ার পরামর্শ দিলে মানিক মিয়া বলতেন জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাদের নবী সুদূর চিন পর্যন্ত যেতে বলেছে। আর আমার সন্তানকে কাছে পড়ালে সে ভালো করে পড়বে না। বাবা মায়ের মায়া মহব্বতে থাকলে সন্তানদের ভালো লেখাপড়া হয় না ।তাই দূরের কোন মাদ্রাসায় পড়াতে হবে যেন শুধু লেখাপড়া করে। মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মত যেন বড় হুজুর হতে পারে সেটাই আমার একমাত্র চাওয়া পাওয়া।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ মানিক মিয়ার একটি ১৭ মাসের সন্তান, মা ও স্ত্রী নিয়ে পরিবারটি খুবই কষ্টের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে। তাদের একমাত্র উপর্জনক্ষম ব্যক্তি জনাব মানিক মিয়ার শাহাদাতে পুরো পরিবারটি একবারে ভেঙ্গে পড়ে। কি করবে বা কি করতে হবে এমনটিও তাদের কাছে পরিষ্কার নয়।

স্ত্রী ও সন্তান

শহীদের বাড়ি

গ্রামের সাধারণ মানুষের বক্তব্য

তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। সমাজের অন্যান্য লোকজনের কোন সমস্যা হলে সবার আগে দৌড়ে যেতেন। অত্যন্ত পরোপকারী ও কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন এই শহীদ মানিক মিয়া। মানিক মিয়া এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন গ্রামের কোন মানুষ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির গোসল করানো, কাফন পরানো এবং কবরস্থ করা পর্যন্ত সে সহযোগিতা করত। অর্থনৈতিক সমস্যা থাকার পরেও

এক নজরে শহীদ মানিক মিয়া

পূর্ণাঙ্গ নাম	: মো: শহীদ মানিক মিয়া
পিতা	: মো: মৃত সেকেন্দার আলী
মাতা	: মোসা: নূর জাহান
জন্ম তারিখ	: ০১-০৮-১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ঘাঘটপাড়া, ইউনিয়ন :রংপুর সিটি কর্পোরেশন, থানা: কোতোয়ালি, জেলা: রংপুর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: ঘাঘটপাড়া, ইউনিয়ন :রংপুর সিটি কর্পোরেশন, থানা: কোতোয়ালি, জেলা:রংপুর
পেশা	: চায়ের দোকান
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: ৫ম শ্রেণি
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
স্ত্রী	: মুন্নি আক্তার (২৬) গৃহিণী
সন্তান	: মিনহাজুল ইসলাম সিয়াম , ১৭ মাস বয়স
আক্রমণের স্থান ওই সময়	: রংপুর মডেল কলেজ সংলগ্ন ফাতেমা কোল্ড স্টোরেজ এর সামনে, ১৮-০৭-২০২৪ বিকাল ৫:৩০ মিনিট
শাহাদাতের স্থান ও সময়	: রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, ১৮-০৭-২০২৪ বিকাল ৬:৩০মিনিট
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন	: নিজ এলাকায় পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ হাফেজ মোঃ নাসির ইসলাম

ক্রমিক : ৫৪৮

আইডি : রংপুর বিভাগ ০০৬

শহীদ পরিচিতি

২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম একজন শহীদ হাফেজ মোঃ নাসির ইসলাম (০৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩- ২০ জুলাই ২০২৪)। রংপুরের কাওনিয়া থানার প্রান্নাথপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গার্মেন্টস ব্যবসায়ী পিতা মোঃ আশরাফুল ইসলাম (৪৬) ও গৃহিণী মাতা মোসাঃ নাজমা আক্তারের (৩৬) একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন নাসির ইসলাম। এছাড়াও দম্পতির ঘরে আরও দুজন কন্যা সন্তান রয়েছে।

২ তারা হলেন আমেনা খাতুন (১৬) এবং আছিয়া মনি (১২)। তারা দুজনেই মেট্রো স্কুল এন্ড কলেজের যথাক্রমে অষ্টম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী। শহীদ নাসির তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা টঙ্গী শাখার আলিম প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। ২০ জুলাই বিকেলে গাজীপুরা এশিয়া পাম্পের সামনে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। সহযোদ্ধা তাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শহীদ মো: নাসির ইসলাম ২০১৯ সালে তানযীমুল উম্মাহ মাদ্রাসা, উত্তরা শাখা থেকে হেফজ সম্পূর্ণ করেন। এছাড়া আশরাফুল ইসলামের ঘরে আরো দুজন কন্যা সন্তান রয়েছে। তারা হলেন আমেনা খাতুন (১৬) এবং আছিয়া মনি (১২)। তারা দুজনেই মেট্রো স্কুল এন্ড কলেজের যথাক্রমে অষ্টম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা:

শহীদের পিতা মো. আশরাফুল ইসলাম একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। এছাড়াও তাদের দুই একর ফসলী জমি রয়েছে।

যেভাবে শহীদ হন

২০ জুলাই তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার টঙ্গী ক্যাম্পাসের পাশেই গাজীপুরা এশিয়া পাম্পের কাছে মাদ্রাসার সকল ছাত্ররা সমবেত হন। তারা নানা শ্লোগান দিতে থাকে। মিছিল শুরু হয়। এ মিছিলে হঠাৎ গুলি চালায় পুলিশ বাহিনী। বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে একটি গুলি এসে বিদ্ধ হয় নাসির ইসলামের বুক। সহযোদ্ধা তাকে দ্রুত ঢাকা সেনানিবাসের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসা চলাকালীন বিকেল ৫.৫০ মিনিটে মৃত্যুকে বরণ করে শাহাদতের অমিয় পান করেন হাফেজ মো: নাসির ইসলাম।

শহীদ সম্পর্কে তার পিতার প্রতিক্রিয়া

শহীদের পিতা মো: আশরাফুল ইসলাম বলেন, "এমন ছেলে কয়জনের ভাগ্যে জোটে জানিনা। কখনও তার দুইশত টাকার প্রয়োজন হলে সমপরিমাণ টাকাই চাইত। আবার ৫/১০টাকা বাঁচলে সাথেসাথে আমাকে ফেরত দিত। চেষ্টা করতাম কিছু টাকা তার কাছে বেশি দিয়ে রাখতে। ঐদিন (২০ জুলাই) বিকেল ৫টায় ছেলের মোবাইল থেকে হাসপাতালের ডাক্তার আমাকে ফোন করে বলে যে,' আপনার ছেলে এক্সিডেন্ট করেছে। আপনি দ্রুত কুর্মিটোলা হাসপাতালে আসেন। আমি গেলাম কিন্তু ছেলের তাজা মুখটা আর দেখতে পেলাম না। আমার ছেলেটার কী দোষ ছিল "

৫ মাসে হিফয সবক সমাপনঃ
মোঃ নাসির ইসলাম-১৭১৫, ৭ম শ্রেণি [পিতা: মোঃ আশরাফুল ইসলাম, মাতা: মোছাঃ নাজমা বেগম] ১৫০তম কর্মদিবসে গতকাল তার হিফয সবক সমাপন করেছে। তাকে নিয়ে একটি মুহূর্ত। সে সকলের কাছে দুআ'প্রার্থী।

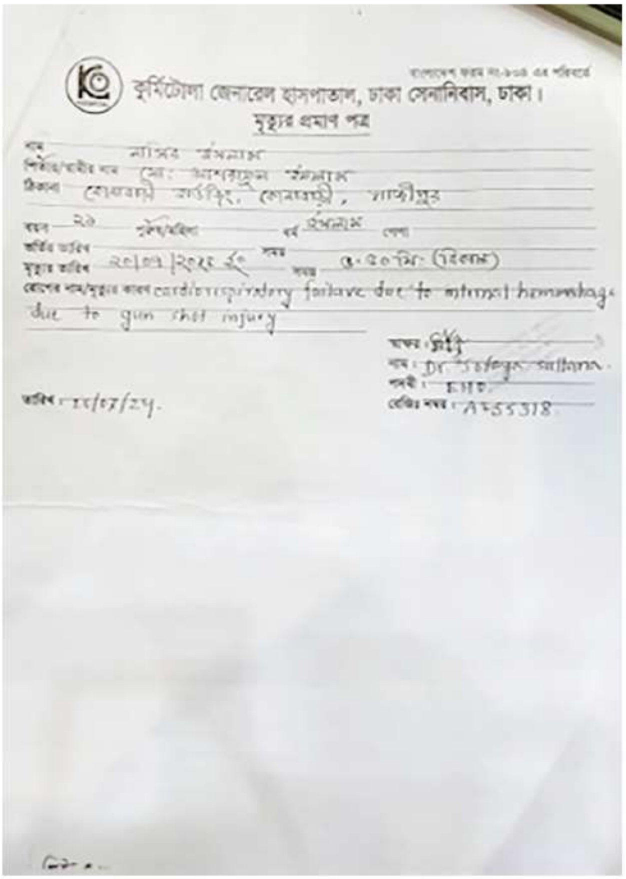

কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

মৃত্যুর প্রমাণ পত্র

নাম: নাসির ইসলাম

পিতা/স্বামীর নাম: মো: আশরাফুল ইসলাম

ঠিকানা: কোনাবাড়ী ... কোনাবাড়ী, গাজীপুর

বয়স: ২১ ... ধর্ম: ইসলাম

মৃত্যুর তারিখ: ২০/০৭/২০২৪ ইং ... সময়: ৫.৫০ মি: (বিকাল)

রোগের নাম/মৃত্যুর কারণ: cardiorespiratory failure due to internal hemorrhage due to gun shot injury

স্বাক্ষর:

নাম: Dr. ... Sultana

পদবী: EMO

রেজি নম্বর: A-55318

তারিখ: 22/07/24

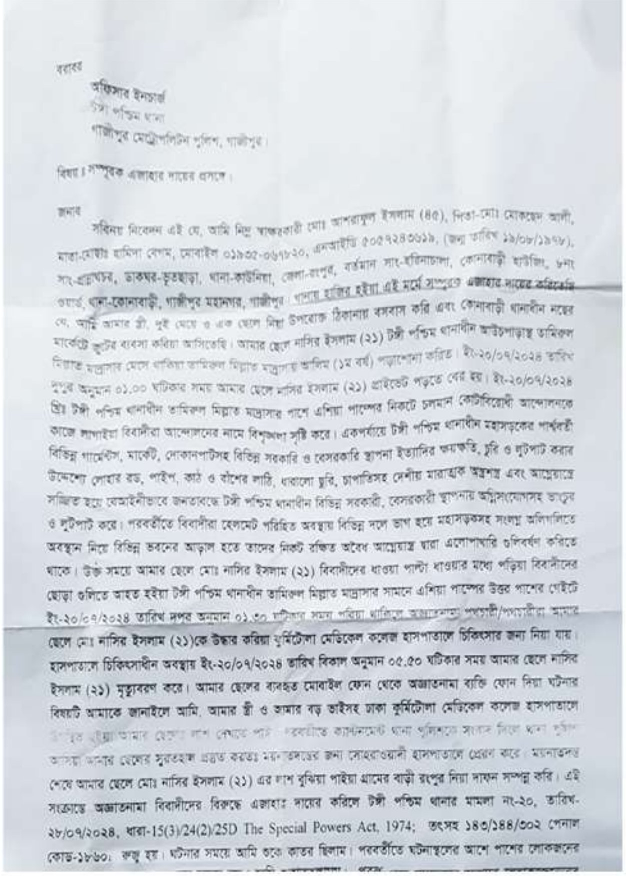

বরাবর

অফিসার ইনচার্জ

টঙ্গী পশ্চিম থানা

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, গাজীপুর।

বিষয়: সম্পূরক এজাহার দায়ের প্রসঙ্গে।

জনাব

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী মো: আশরাফুল ইসলাম (৪৫), পিতা-মো: মোকছেদ আলী, মাতা-মোছা: হামিদা বেগম, মোবাইল ০১৯৩২-০৬৭৮২০, এনআইডি ৫০২৭২৪৩৩১৯, (জন্ম তারিখ ১৯/০৮/১৯৭৮), সাং-প্রাণনাথপুর, ডাকঘর-চুতহাড়া, থানা-কাউনিয়া, জেলা-রংপুর, বর্তমান সাং-হরিনাচালা, কোনাবাড়ী হাউজিং, ৬নং ওয়ার্ড, থানা-কোনাবাড়ী, গাজীপুর মহানগর, গাজীপুর। থানায় হাজির হইয়া এই মর্মে সম্পূরক এজাহার দায়ের করিতেছি যে, আমি আমার স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে নিয়া উপরোক্ত ঠিকানায় বসবাস করি এবং কোনাবাড়ী থানাধীন নয়ের মার্কেটে জুতার ব্যবসা করিয়া আসিতেছি। আমার ছেলে নাসির ইসলাম (২১) টঙ্গী পশ্চিম থানাধীন আউচপাড়াস্থ তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার মেসে থাকিয়া তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসায় আলিম (১ম বর্ষ) পড়াশোনা করিত। ইং-২০/০৭/২০২৪ তারিখ দুপুর অনুমান ০১.০০ ঘটিকার সময় আমার ছেলে নাসির ইসলাম (২১) প্রাইভেট পড়তে বের হয়। ইং-২০/০৭/২০২৪ খ্রি: টঙ্গী পশ্চিম থানাধীন তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার পাশে এশিয়া পাম্পের নিকটে চলমান কোটাবিরোধী আন্দোলনকে কাজে লাগাইয়া বিবাদীরা আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। একপর্যায়ে টঙ্গী পশ্চিম থানাধীন মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গার্মেন্টস, মার্কেট, দোকানপাটসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি, চুরি ও লুটপাট করার উদ্দেশ্যে লোহার রড, পাইপ, কাঠ ও বাঁশের লাঠি, ধারালো ছুরি, চাপাতিসহ দেশীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেআইনীভাবে জনতাবদ্ধে টঙ্গী পশ্চিম থানাধীন বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী স্থাপনায় অগ্নিসংযোগসহ ভাংচুর ও লুটপাট করে। পরবর্তীতে বিবাদীরা হেলমেট পরিহিত অবস্থায় বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে মহাসড়কসহ সংলগ্ন অলিগলিতে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন ভবনের আড়াল হতে তাদের নিকট রক্ষিত অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা এলোপাথারি গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। উক্ত সময়ে আমার ছেলে মো: নাসির ইসলাম (২১) বিবাদীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে পড়িয়া বিবাদীদের ছোড়া গুলিতে আহত হইয়া টঙ্গী পশ্চিম থানাধীন তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার সামনে এশিয়া পাম্পের উত্তর পাশের গেইটে ইং-২০/০৭/২০২৪ তারিখ দুপুর অনুমান ০১.৩০ ঘটিকার সময় পড়িয়া থাকিলে অজ্ঞাতনামা পথচারী/পথচারীরা আমার ছেলে মো: নাসির ইসলাম (২১)কে উদ্ধার করিয়া কুর্মিটোলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়া যায়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইং-২০/০৭/২০২৪ তারিখ বিকাল অনুমান ০৫.৫০ ঘটিকার সময় আমার ছেলে নাসির ইসলাম (২১) মৃত্যুবরণ করে। আমার ছেলের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ফোন দিয়া ঘটনার বিষয়টি আমাকে জানাইলে আমি, আমার স্ত্রী ও আমার বড় ভাইসহ ঢাকা কুর্মিটোলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ... আমার ছেলের লাশ দেখতে পাই। পরবর্তীতে ক্যান্টনমেন্ট থানা পুলিশকে সংবাদ দিলে থানা পুলিশ ... আমার ছেলের সুরতহাল প্রস্তুত করতঃ ময়নাতদন্তের জন্য সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে প্রেরণ করে। ময়নাতদন্ত শেষে আমার ছেলে মো: নাসির ইসলাম (২১) এর লাশ বুঝিয়া পাইয়া গ্রামের বাড়ী রংপুর নিয়া দাফন সম্পন্ন করি। এই সংক্রান্তে অজ্ঞাতনামা বিবাদীদের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করিলে টঙ্গী পশ্চিম থানার মামলা নং-২০, তারিখ-২৮/০৭/২০২৪, ধারা-15(3)/24(2)/25D The Special Powers Act, 1974; তৎসহ ১৪৩/১৪৪/৩০২ পেনাল কোড-১৮৬০; রুজু হয়। ঘটনার সময়ে আমি শোকে কাতর ছিলাম। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলের আশে পাশের লোকজনের ...

এক নজরে শহীদ হাফেজ মো: নাসির ইসলাম

নাম	: হাফেজ মো: নাসির ইসলাম
পিতা	: মো: আশরাফুল ইসলাম
মাতা	: মোসা: নাজমা আক্তার
পেশা	: শিক্ষার্থী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩, ২১ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল
দাফনের স্থান	: নিজ গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে
স্থায়ী ঠিকানা	: প্রান্নাথপুর, শহিদবাগ, কাওনিয়া থানা, রংপুর
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: ভিটাবাড়িসহ দুই একর ফসলী জমি
ভাইবোন ও সন্তানের বিবরণ	: শহীদ ছাড়া দুই বোন

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে

২. শহীদের বোনদ্বয়ের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে

“বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর”

শহীদ মোঃ আবু সাঈদ

ক্রমিক : ৫৪৯

আইডি : রংপুর বিভাগ ০০৭

শহীদ পরিচিতি

আবু সাঈদ (২০০১ - ১৬ জুলাই ২০২৪) ছিলেন একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী। তিনি এই আন্দোলনের রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সমন্বয়ক ছিলেন। ১৬ জুলাই আন্দোলন চলাকালে একজন পুলিশ সদস্যের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কোটা আন্দোলনকারীরা তাকে আন্দোলনের প্রথম শহীদ বলে আখ্যায়িত করে।

ব্যক্তিগত জীবন

আবু সাঈদ ২০০১ সালে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মকবুল হোসেন এবং মাতার নাম মনোয়ারা বেগম। আবু সাঈদের ছয় ভাই ও তিন বোন ছিল, নয় ভাই বোনের মধ্যে সে সবার ছোট। তিনি স্থানীয় জাফর পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপরে স্থানীয় খালাশপীর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি পাশ করেন। এরপর তিনি ২০১৮ সালে রংপুর সরকারি কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে এইচএসসি পাশ করেন। পরে তিনি ২০২০ সালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। তিনি রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।

পারিবারিক জীবন

শহীদ আবু সাঈদের ২ জন মা। নিজের মা- মনোয়ারা বেগম, সৎ মা মৃত মফেলা বেগম। পরিবারের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিত ছিল আবু সাঈদ। তার জন্য পুরো পরিবার অপেক্ষা করছিল বড় হয়ে সে সংসারের হাল ধরবে। তারা ছিল ৯ ভাই-বোন। বড় ভাই ভ্যান চালক, অপর ভাই-বোনদের একজন গার্মেন্টস কর্মী, একজন কৃষি কাজ করেন। দুই বোন গৃহিণী, এক বোন পড়াশোনা করেন। অন্য ভাই গ্রামে মুদি দোকান করে সংসার চালান।

২০২৪-এর কোটা সংস্কার আন্দোলন

আবু সাঈদ ছিলেন ২০২৪ সালের বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের একজন কর্মী। ২০১৩, ২০১৮ সালের পর ২০২৪ সালের ৬ জুন আবারো কোটা সংস্কারের আন্দোলন শুরু হয়। তিনি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক হিসেবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রংপুর অঞ্চলে কোটা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। আবু সাঈদ আন্দোলনকে বেগবান করতে ১৫ জুলাই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নিহত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুজ্জোহাকে উল্লেখ করে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন:

"স্যার! (মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা), এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার স্যার! আপনার সমসাময়িক সময়ে যারা ছিল সবাই তো মরে গিয়েছে। কিন্তু আপনি মরেও অমর। আপনার সমাধি আমাদের প্রেরণা। আপনার চেতনায় আমরা উদ্ভাসিত। আপনারাও প্রকৃতির নিয়মে একসময় মারা যাবেন। কিন্তু যতদিন বেচেঁ আছেন মেরুদণ্ড নিয়ে বাচুঁন। নায্য দাবিকে সমর্থন জানান, রাস্তায় নামুন, শিক্ষার্থীদের ঢাল হয়ে দাড়াঁন। প্রকৃত সম্মান এবং শ্রদ্ধা পাবেন। মৃত্যুর সাথে সাথেই কালের গর্ভে হারিয়ে যাবেন না। আজন্ম বেচেঁ থাকবেন শামসুজ্জোহা হয়ে। অন্তত একজন 'শামসুজ্জোহা' হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের।"

১৬ জুলাই দুপুর ১২টা থেকেই রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে কোটা আন্দোলনকর্মীরা বিক্ষোভ করছিলো। আবু সাঈদ এই আন্দোলনের সম্মুখ ভাগেই অবস্থান করছিলো সব সময়।

দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটার দিকে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কোটা সংস্কার শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে ঘাতক পুলিশ বাহিনী। ছাত্রদের সবাই স্থান ত্যাগ করলেও আবু সাঈদ স্থান ত্যাগ করেনি। সে হাতে একটি লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশ এই অবস্থায় তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। সংঘর্ষ শুরু হলে আন্দোলনকারীদের মধ্যে সবার আগে ছিলেন আবু সাঈদ। অন্যরা একটু পেছনে ছিলেন। আবু সাঈদের ঠিক সামনে অবস্থান ছিল পুলিশের। পুলিশের অবস্থানের জায়গাটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে। উল্টো দিক থেকে রাবার বুলেট ছুঁড়ছিল পুলিশ সদস্যরা। তারপরও নিজ অবস্থান থেকে সরেননি আবু সাঈদ, দাঁড়িয়েই ছিলেন, তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি। তিনি সেই লাঠি দিয়ে রাবার বুলেট ঠেকানোর চেষ্টা করছিলেন। একপর্যায়ে শরীরে একের পর এক রাবার বুলেটে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আবু সাঈদ। হাসপাতালে আনার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবু সাইদের মৃত্যুর পরেই মূলত আন্দোলন প্রকট আকার ধারণ করে।

প্রতিক্রিয়া

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ফারুখ ফয়সাল আবু সাঈদের মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ছেলেটার কাছে যেহেতু প্রাণঘাতী কোনও অস্ত্র ছিল না, কাজেই পুলিশের সহিংস হওয়ার কোনও দরকার ছিল না, কিন্তু পুলিশ সেটি না করে গুলি ছুঁড়ে। নিরীহ মানুষের উপর এমন আক্রমণ মোটেও মেনে নেওয়া যায় না।"

১৭ জুলাই ভারতীয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ফেসবুকে আবু সাঈদের একটি ছবি পোস্ট করে লিখেন, "আজ, অস্থির লাগছে। আমিও তো সন্তানের জননী। আশা করবো বাংলাদেশ শান্ত হবে।"

২৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন আবু সাঈদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ১০ আগস্ট বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস, উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ আবু সাঈদের বাড়িতে যান। সেখানে ইউনূস বলেন, "বাংলাদেশে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে

সবারই সন্তান আবু সাঈদ। হিন্দু পরিবার হোক, মুসলমান পরিবার হোক, বৌদ্ধ পরিবার হোক–সবার ঘরের সন্তান এই আবু সাঈদ।”

তার বন্ধুরা জানান-অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল স্পস্ট। বলতেন জনগনের ন্যায্য অধিকার আদায়ে যদি শহীদ হতে হয় হবে তবুও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেনা। খুবই ভালো সৎ চরিত্রবান ছেলে ছিলেন আবু সাঈদ। টিউশনি করে নিজে চলতেন এবং পরিবারকেও চালাতেন।

দাফন-কাফন

ময়না তদন্দের জন্য শহীদ আবু সাইদের লাশ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। দাফন-কাফনের জন্য লাশ নিতে হাসপাতালে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পড়িমসি শুরু করে। এ নিয়ে প্রসাশনের সাথে চলে বাক বিতণ্ডা। অনেক বাধা বিপত্তির পর অবশেষে লাশের ময়না তদন্তের পর শহীদ আবু সাইদের লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জানাজা শেষে নিজ গ্রামে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

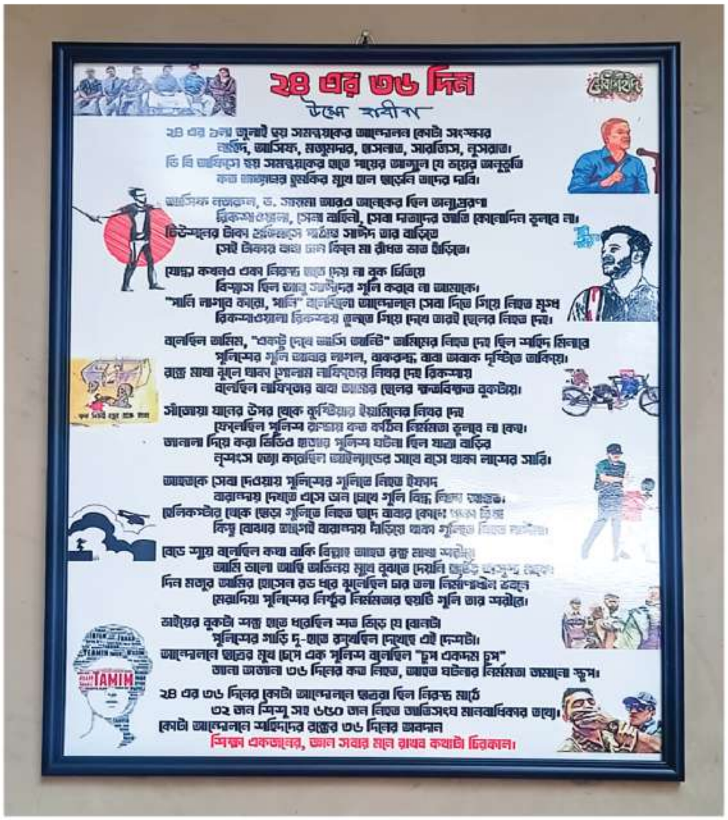

কৈবল্যধাম হাউজিং
শহীদ আবু সাঈদ উচ্চ বিদ্যালয়
বিশ্ব কলোনী, আকবরশাহ, চট্টগ্রাম।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ মো: আবু সাঈদ
পেশা	: ছাত্র, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
জন্ম	: তারিখ: ২০০১
বয়স	: ২৩ বছর
পিতা	: জনাব মো: মকবুল হোসেন
মাতা	: মোসা: মনোয়ারা বেগম
শাহাদাতের তারিখ	: ১৬ জুলাই ২০২৪
গুলিবিদ্ধ হওয়ার স্থান	: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
শাহাদাতের স্থান	: ১৬ জুলাই ২০২৪, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: বাবনপুর ইউনিয়ন: মদনখালী থানা: পীরগঞ্জ, জেলা: রংপুর

শহীদ মো: সোহাগ

ক্রমিক : ৫৫০

আইডি: রংপুর বিভাগ ০০৮

শহীদ পরিচিতি

প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী আর মৃত্যু এক অনিবার্য বাস্তবতা। মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা নিয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু একদিন সবাইকে মরতে হবে-সে বিষয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোন মতপার্থক্য নেই। 'মৃত্যু' পৃথিবীর মায়ামোহ ধন-দৌলত থেকে সবাইকে বিচ্ছিন্ন করে। ভাই-বোন, পিতা-মাতা কিংবা বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কের মাঝে ফারাক তৈরি করে। প্রেম-ভালোবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করে। এমনকি এক পর্যায়ে মৃত ব্যক্তিকে তাদের স্বজন কিংবা পরিচিত জনের হৃদয় থেকে ভুলিয়ে দেয়।

কিন্তু মৃতকে বাঁচিয়ে রাখে একটি মৃত্যু। সেই মৃত্যু সৌভাগ্যের, সেই মৃত্যু শাহাদাতের। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।'

সত্য মুক্ত স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের/খোদার রাহে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের। কি অপরাধ ছিল শহীদ মো: সোহাগের? কেন সন্তানের কফিন পিতার কাঁধে বহন করতে হলো? কেন মা আর ভাইয়ের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হল? কেন স্বজন আর প্রতিবেশীদের বুকফাটা আর্তনাদ শুনতে হল? অপরাধ একটাই! আর তা হল অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। স্বৈরাচার খুনি শেখ হাসিনার বৈষম্যপূর্ণ আচরণের বিরোধিতা করা। এছাড়া তো আর কোন অন্যায় সে করেনি। এর জন্যই বুঝি শেখ হাসিনার পোষা পুলিশ লীগ সোহাগকে গুলি করে হত্যা করল।

শহীদ মো: সোহাগের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বাংলাদেশে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর জোট সরকার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করল। ঐ দিনই সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগ জামায়াতে ইসলামীর অনেক নেতা কর্মীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। এরপর পরপরই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে দেশ পরিচালনা করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শুরুর দিকেই ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারিতে রেজাউল করিম ও সালমা বেগমের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। '২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আলোকিত শহীদ মো: সোহাগ হোসেন। রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার বড় পাহাড়পুর গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তান মো: সোহেল। অর্থের অভাবে খুব বেশি লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি তার। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েই লেখাপড়ার ইতি টানেন। অবশেষে পরিবারসহ ঢাকায় বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। পিতা অনেক কষ্টে রিকশা চালান। পিতার কষ্টকে কিছুটা লাঘব করার জন্য সে মাত্র ৭৫০০ টাকা বেতনের ঢাকার এম জেড কোম্পানি নামে এক গার্মেন্টসে চাকরি নেন। গার্মেন্টস এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অত্যাচার তাকে নিয়মিত সহ্য করতে হতো। সে মনে মনে জীবনে বড় হয়ে বড় একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক হবে এ ধরনের স্বপ্ন এঁকেছিল। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী সংগঠন ও তাদের কোটায় চাকরি পাওয়া পুলিশ তার স্বপ্নকে চিরতরে শেষ করে দিল। ১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে ঘাতক পুলিশের গুলিতে তাকে চির বিদায় নিতে হলো।

শাহাদাতের ঘটনা

শিক্ষার্থীরা যখন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিলেন, সেই পর্যায়ে ১৪ জুলাই ২০২৪ শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবি নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল । আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে সে 'রাজাকার শব্দও ব্যবহার করেছিল। এতে তার একগুঁয়েমি ও অহংকারের বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছিল। এরপর শিক্ষার্থীরা ফুঁসে ওঠেন, আন্দোলন আরও জোড়ালো হয়। সেই আন্দোলন দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করায় গত ১৭ জুলাই থেকে কয়েক দিনে সারা দেশে দুই শত এর বেশি প্রাণহানি ঘটে। এরপর সেনাবাহিনী নামিয়ে কারফিউ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। তবে শিক্ষার্থীরা সরকার পতনের এক দফার আন্দোলনে নামেন। বিপুলসংখ্যক প্রাণহানির ঘটনায় শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুতেই রক্ষা হলো না।

১৯ জুলাই, শুক্রবার ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় পরিস্থিতি থমথমে। মেট্রোরেল স্টেশন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েয়ের টোল প্লাজা, মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামসহ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করা হয়।পরে জানা যায় আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ হাসিনার পরামর্শে ও পরিকল্পনায় বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় আগুন লাগিয়ে ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সাধারণ ছাত্রদের দোষারোপ করা হয় । এতে সারা দেশে সংঘর্ষে অন্তত ৫৬ জন নিহত।

এদিন জুম্মার পর দুপুর ৩ টায় উত্তর বাড্ডায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে তার ময়মনসিংহের এক বন্ধুর সাথে অংশগ্রহণ করেন সোহাগ। আন্দোলনের কর্মসূচির এক পর্যায়ে সোহাগ সামনের সারিতে চলে যায়। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। রাস্তায় কয়েক জন ছাত্র আহত হয়ে পড়ে থাকে।

আহতদের সহযোগিতা করার জন্য কারো এগিয়ে যাওয়ার সাহস হচ্ছে না। সোহাগ এবং আরো কয়েকজন আন্দোলনকারী আহতদের সহযোগিতায় এগিয়ে গেল। সকল ভয়ভীতি দূর করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে সকলেই। আন্দোলনের কর্মসূচির একপর্যায়ে বিবেকহীন পশু সমতুল্য পুলিশ অতর্কিত গুলি চালায় নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপর। সোহাগ আন্দোলনরত অবস্থায় বুকের বাম পাশে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিতে লুকিয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাকে পার্শ্ববর্তী এ এম জেড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্মরত ডাক্তার তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেলে তিনি ইন্তেকাল করেন। নিকটস্থ কেউ না থাকায় অনেক লাশের ভিতর সে হারিয়ে যায়। অবশেষে লাশের স্তুপ এর মধ্য থেকে তার পিতা পাঞ্জাবি দেখে তাকে শনাক্ত করতে পারেন। ২০০৮ সাল থেকে টানা ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থেকে হত্যা, নৈরাজ্য ও লুটপাট করে মানুষের আস্থা হারায় ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সরকার।

কোটা সংস্কার নিয়ে চলা দীর্ঘ আন্দোলনের তোপের মুখে পড়ে এবং শহীদ সোহাগের মতো সত্য ন্যায়ের পথে চলা সন্তানদের জীবনের বিনিময়ে অবশেষে দেশত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় নরখাদক, ক্ষমতা লোভী শেখ হাসিনা

শহীদের বড় ভাইয়ের অনুভূতি

মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত কেউ স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে আবার কেউ অস্বাভাকি মৃত্যুবরণ করে। আর কিছু মৃত্যু হয় স্মরণীয় মৃত্যু। আর সোহাগ সবসময় সে স্মরণীয় মৃত্যুই কামনা করত। তার মৃত্যুতে আমি মোটেও দুঃখিত না বরং শহীদের ভাই হতে পেরে আমি গর্বিত।

শহীদ সোহাগের শখ

কবুতর পোষা খুব ভালো লাগতো। অল্প অল্প করে টাকা গুছিয়ে ঢাকাতে বড় একজন ব্যবসায়িক হওয়া স্বপ্ন ছিল সোহাগের। গার্মেন্টসে চাকরি করতে যেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন তাকে সহ্য করতে হতো। এ কারণে সে মনে মনে কল্পনা করে আমিও একদিন এ ধরনের গার্মেন্টসের মালিক হবো।

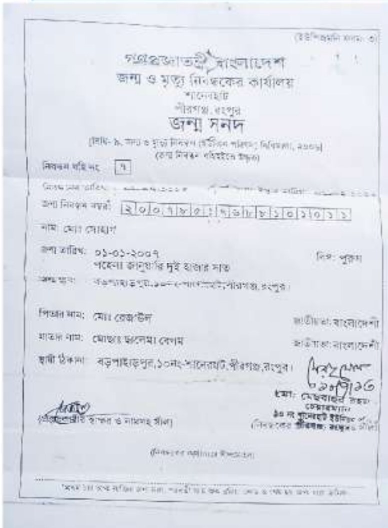
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
শানেরহাট
পীরগঞ্জ, রংপুর
জন্ম সনদ
নিবন্ধন বহি নং: ৭
জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২০০৭৮৫১৭৬৮৪১০১০১১
নাম: মো: সোহাগ
জন্ম তারিখ: ০১-০১-২০০৭
পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার সাত
লিঙ্গ: পুরুষ
পিতার নাম: মো: রেজাউল
জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: মোছা: হুসনেমা বেগম
জাতীয়তা: বাংলাদেশী
স্থায়ী ঠিকানা: বড়পাহাড়পুর, ১০নং-শানেরহাট, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১০নং শানেরহাট ইউনিয়ন পরিষদ
মৃত্যু সনদপত্র
চেয়ারম্যান
১০নং শানেরহাট ইউপি পীরগঞ্জ, রংপুর।

একনজরে শহীদ মো: সোহাগ

পূর্ণ নাম	: মো: সোহাগ
জন্ম তারিখ	: ০১.০১.২০০৭
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী, এম জেড কোম্পানী ঢাকা
জন্মস্থান	: বড় পাহাড়পুর, পীরগঞ্জ, রংপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রড, পাহাড়পুর, ইউনিয়ন: ১০ নং শানের হাট , থানা: পীরগঞ্জ, জেলা: রংপুর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: রড, পাহাড়পুর, ইউনিয়ন: ১০ নং শানের হাট, থানা: পীরগঞ্জ, জেলা: রংপুর
পিতার নাম	: মো: রেজাউল (৫২), রিকশা চালক
মাতার নাম	: মোসা: সালসা বেগম (৪৫) গৃহিণী
বড় ভাই	: মো: সোহেল (২৬) গার্মেন্টস কর্মী
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
আহত হওয়ার সময় ওস্থান	: ১৯-০৭.২০২৪, বিকাল ৪ টা উত্তর বাড্ডা, ঢাকা
শাহাদাতের সময়	: ১৯-০৭-২০২৪ বিকাল ৪:৩০ উত্তর বাড্ডা
আক্রমনকারী	: পুলিশ
দাফন	: ২০-০৮-২০২৪ সকাল ১০ টায় পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মো: মঞ্জু মিয়া

ক্রমিক: ৫৫১

আইডি: রংপুর বিভাগ ০০৯

শহীদ পরিচিতি

১৯৮১ সালের ৩ মার্চ রংপুরের পীরগাছা উপজেলার জোয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ মঞ্জু মিয়া। তার পিতার নাম এনছান আলী এবং মাতার নাম সহিতন খাতুন। বর্তমানে মাতা পিতা দুইজনই বয়সে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন । মঞ্জু মিয়া অনেক আশা নিয়ে ঢাকাতে এসেছিলেন যেন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ভালো হয়। চার সন্তানের জনক মঞ্জু ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ আল্লাহর কাছে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। ইসরাইল যেমন অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনের মানুষদের ওপর বিমান হামলা করছে, হেলিকপ্টার দিয়ে গুলিবর্ষণ করছে ঠিক তেমনি বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার দিয়ে গুলিবর্ষণ করে তার অবৈধ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। মঞ্জু মিয়ার মত কয়েকশো মানুষ সে শহীদ করেছে ঠিকই কিন্তু সে তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারল না। পাপ করলে পাপের শাস্তি পেতেই হয়। শহীদ মঞ্জ মিয়া ছোটকাল থেকেই কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকল সময় ছিলেন সোচ্চার। তাইতো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্ত্রী সন্তানের মায়া মহব্বত তাকে ঘরে থাকতে দেয়নি।

শহীদ মো: মঞ্জু মিয়া সংক্রান্ত সামগ্রিক বর্ণনা

পৃথিবী মাঝে মাঝে যেমন অনেক সুন্দর লাগে তেমনি অনেক খারাপও লাগে। এক এক সময় মনে হয় এই পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। যেখানে কোনো হিংসা কোনো ঝগড়া কোনো কলহ থাকবে না। থাকবে শুধু ভালবাসা, প্রেম, নিরিবিলি পরিবেশ। যেখানে বসে একা একা অনেকক্ষণ চিন্তা করতে পারব। কবিতা লিখতে পারব সেই সুন্দর স্থানে চলে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এই সুন্দর স্থানটি এই পৃথিবীতে

মিলবে? পৃথিবীটা আসলে অনেক সুন্দর। কিন্তু এখানকার মানুষগুলি অনেক খারাপ। আর এদের কারণেই এই সুন্দর পৃথিবী আজ এক করুণ রূপ ধারণ করেছে।

মৃত্যু এক অনিবার্য মহাসত্য। মৃত্যুর হাত থেকে কেউই মুক্তি পায়নি। মানুষের কীর্তিই মানুষকে চিরভাস্বর করে রাখে। মৃত্যুর পরেও হয়ে থাকে অমর। পৃথিবীর বুকে তাকে রাখে চিরস্মরণীয় বরণীয়। তেমনি কীর্তিগাঁথা আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গকারী এক শহীদ মো: মঞ্জু মিয়া।

দীর্ঘ শাসনে সবাইকে খেপিয়ে তুলেছিলেন শেখ হাসিনা। তার সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, ও অর্থনীতির মন্দা পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। আর রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের বাইরে অন্য সব দল সরকার বিরোধী অবস্থানে চলে যায়। এর ফলে শেখ হাসিনা রাজনৈতিক দিক থেকেও একা হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনেও সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৭ জুলাই ২০২৪ রোজ শনিবার, জয় বাংলা রোড, বড়বাড়িতে নিজের ভাড়া বাসা থেকে মো: মঞ্জু মিয়া হেলিকপ্টারের শব্দ শুনে ঘর থেকে শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদের সাথে যোগ দেন। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা এবং পুলিশের মাঝে অনেক দূরত্ব ছিল। দূরত্ব বজায় রেখেই শান্তিপূর্ণভাবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কার্যক্রম চলছিল। কিন্তু কে জানে ফ্যাসিবাদী সরকার জনগণের ঘাম ঝরানো টাকায় কেনা হেলিকপ্টার উড়িয়ে এই জনগণকেই হত্যা করবে? বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম ঘটনা কোনদিন ঘটেনি যে ঘটনার ইতিহাস স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকার করে গেল। পৃথিবীর ইতিহাসেও খুব কমই দেখা মেলে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক হত্যাকাণ্ড। বাসা থেকে ৫ মিনিটের দূরুত্বে প্রধান সড়কে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে। হেলিকপ্টার থেকে পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শরীরের পেটের বামপাশে গুলিবিদ্ধ হন দিনমজুর মঞ্জু। উনার স্ত্রীর কাছে ফোনযোগে খবর এলে ছুটে যান, সেখানে চিকিৎসা না পেয়ে ঢাকা মেডিকেলে নেয়ার পথে উত্তরায় এক ক্লিনিকে চিকিৎসক শরীরের ভিতর থেকে গুলি বের করা যায় কিনা। পরক্ষণেই রাস্তায় এম্বুলেন্সেই শাহাদাত বরণ করেন।

শহীদ মো: মঞ্জু মিয়া সকল সময় শহীদ হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন। বাংলাদেশের ২য় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শহীদ রংপুরের মো: মঞ্জু মিয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। স্ত্রীকে শহীদ হওয়ার আগে বলেছিলেন যে, আমি যদি আন্দোলনে গিয়ে মারা যাই সে মৃত্যু আমার শহীদি মৃত্যু হবে, তুমি চিন্তা করবে না আর আমাদের বাচ্চাদের দেখে রাখবে। বাস্তব জীবনে ইসলাম চর্চার খুবই চেষ্টা করতেন।

শহীদ মঞ্জু মিয়ার সাথে আন্দোলনকারী এক ব্যক্তির অভিমত

মঞ্জু মিয়া আন্দোলনরত জনতা কে বারবার বলতেছিল আমাদের বিজয় হবেই হবে। কারণ আমরা সত্যের পথে আছি। আর সত্যের পথে অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। এটা তার শেখ হাসিনার অবশ্যই একদিন পতন হবে। আমাদের জীবন থাকতে আমরা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের অন্যায় কখনো মেনে নেব না। এদেশ থেকে বৈষম্য দূর করেই ছাড়বো। ইনশাল্লাহ।

শহীদ মঞ্জু মিয়ার স্ত্রীর কান্না বিজড়িত কথা

আমি এখন কি করে বাঁচবো আমার সন্তানদের নিয়ে? আমার স্বামী তো কোন অন্যায় করেনি সে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিন্তু তাকে কেন হত্যা করা হলো। দেশের বৈষম্য দূর হোক এটা চাওয়া কি অন্যায়? কোমলমতি ছাত্রদের যারা হত্যা করছে তার বিরুদ্ধে কথা বলা কি অন্যায়? আমার স্বামী তো সেই সব ছাত্রদের পক্ষে কথা বলেছে, তাদের আন্দোলনের সাড়া দিয়েছে যারা মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরি হোক এটা চেয়েছিল। আমি আমার স্বামী হত্যার বিচার চাই। যারা আমার স্বামীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে এবং যারা হেলিকপ্টার থেকে আমার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করেছে তাদের বিচার চাই।

পারিবারিক অবস্থা

তিনি বাস্তব জীবনে তিন ছেলে ও এক মেয়ের জনক ছিলেন। দিনমজুরের কাজ করে পরিবার চালাতেন মঞ্জু মিয়া ।তার স্ত্রী একজন গার্মেন্টস কর্মী ছিলেন। বর্তমানে কোনো আয়ের উৎস নেই। টিনের ঘরে ৪ সন্তান নিয়ে শহীদের স্ত্রী বসবাস করছেন। বৃদ্ধ পিতা-মাতাও অসহায় অবস্থায় গ্রামে দিন যাপন করছেন।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Saula
Pirgachha, Rangpur
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration	Death Registration Number	Date of Issuance
11/08/2024	19818517319108079	11/08/2024

Date of Birth : 03/03/1981 Sex : Male
Date of Death : 20/07/2024
In Word : Twentieth of July Two Thousand Twenty Four

নাম	মোঃ মঞ্জু মিয়া	Name	: Monju
মাতা	মোছাঃ সহিতন খাতুন	Mother	: Sohid
মাতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	মোঃ এনছার আলী	Father	: Enser
পিতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	রংপুর, বাংলাদেশ	Place of Death	: Rangpur, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	হত্যা	Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ মন্জু মিয়া
Name: Md Monzu Mina
পিতা: মোঃ এনছার আলী
মাতা: মোছাঃ সহিতন খাতুন
Date of Birth: 03 Mar 1981
ID NO: 8517319111506

এক নজরে শহীদ মোঃ মঞ্জু মিয়া

নাম	: শহীদ মোঃ মঞ্জু মিয়া
জন্ম তারিখ	: ০৩.০৩.১৯৮১
পেশা	: দিন মজুরের কাজ
জন্মস্থান	: জুয়ান, পীরগাছা, রংপুর
স্থায়ী ঠিকানা	
গ্রাম	: জুয়ান, ইউনিয়ন: ৫ নং ছাওলা
থানা	: পীরগাছা, জেলা: রংপুর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: জুয়ান, ইউনিয়ন: ৫ নং ছাওলা, থানা: পীরগাছা, জেলা: রংপুর
পিতার নাম	: মোঃ এনছার আলী (৭৭) কৃষিকাজ
মাতার নাম	: মোসাঃ সহিতন (৬৫) গৃহিণী
স্ত্রী	: গৃহিণী
সন্তান	: ১. মোঃ আলম (১৫) আক্কেলপুর সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ৯ম শ্রেণি ২. মোঃ রাসেল (১১) বিয়ারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪র্থ শ্রেণি ৩. মোহনা মরিয়ম (৪) ৪. আবু বকর সিদ্দিক
আহত হওয়ার সময় ও স্থান	: ২০/৭/২০২৪ তারিখ, দুপুর ১২টা, গাজীপুর বড়বাড়ি, জয়বাংলা রোড
শাহাদাতের সময়	: ২০/০৭/২০২৪ বিকাল ৪ ঢাকা মেডিকেলে নেয়ার পথে, উত্তরার পথে
আক্রমনকারী	: পুলিশ (হেলিকপ্টার থেকে গুলিবর্ষণ)
দাফন	: ২১/০৮/২০২৪ সকাল ১০ টায়, নিজ এলাকায় পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মো:মামুন

ক্রমিক: ৫৫২

আইডি: রংপুর বিভাগ ০১০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: মামুনের (৪ জানুয়ারি ১৯৮৪- ৫ আগস্ট ২০২৪) জন্ম রংপুরের পীরগাছা থানার আদম বাড়াইপাড়া গ্রামে। কিন্তু ব্যবসার সুবাদে তাকে থাকতে হয় মিরপুর-২ এ, এখানেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস। প্রতিষ্ঠানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি । মিছিল শুরু হলে তিনিও মিছিলে যোগ দেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের একদফা দাবিতে মানুষের ঢল নামে ঢাকার রাস্তায়। চলমান মিছিলের লক্ষ্য ছিল গণভবন । সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। বুকে গুলিবিদ্ধ হন জনাব মো: মামুন এবং ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন । ব্যবসায়ী পিতা আজগর আলী (৬০) ও গৃহিণী মাতা মোছলিমা খাতুনের (৫৫) একমাত্র পুত্র সন্তান তিনি।

ব্যক্তিগত জীবন

শহীদ মো: মামুন ছিলেন পেশায় একজন ব্যবসায়ী। ঢাকার মিরপুর-২ এ তাদের একটা পার্টনারশীপের ব্যবসা ছিল। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের (গার্মেন্টস) ব্যবসা। চারজন পার্টনারের একজন ছিলেন মামুন। তার পিতাও ব্যবসায়ী। তার স্ত্রী শারমীন আক্তার ঢাকা দ্বীন মোহাম্মদ চক্ষু হাসপাতালে চাকরি করেন। শহীদ মো: মামুন এবং শারমীন আক্তার ছিলেন নিঃসন্তান। তারা তিন ভাই-বোন। তার বোনদের মধ্যে মোসা: নাছরীন আক্তার (৩৬) গৃহিণী এবং মোসা: আঁখি আক্তার (১৭) পড়াশোনা করেন পাওটানা বালিকা দাখিল মাদ্রাসার একাদশ শ্রেণিতে। ব্যক্তিগত জীবনে মামুন জীবন-জীবিকার সন্ধানে সংগ্রামী ছিলেন। ফলে ঢাকা হয়ে ওঠে ব্যবসা ও আবাসস্থল।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদের পিতা মো: আজগর আলীর নিজস্ব একটি পাইপ কারখানা রয়েছে। শহীদ মো: মামুনও ছিলেন ব্যবসায়ী এবং তার স্ত্রী শারমীন আক্তার ছিলেন চাকরিজীবী। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আর্থিক একটা মজবুত ভিত্তি এ পরিবারের ছিল।

যেভাবে শহীদ হন মো: মামুন

৫ আগস্ট সকালে মিরপুর-২ এ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন শহীদ মো: মামুন। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পদত্যাগের এক দফা দাবিতে গণভবন অভিমুখে মানুষের ঢল নেমেছে রাস্তায়। এই স্রোত মামুনকেও টানল। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। মিশে গেলেন মানুষের মিছিলে। সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। বুকে গুলিবিদ্ধ হন শহীদ মো: মামুন এবং ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন ।

শহীদ সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ মো. মামুনের ভাগ্নে সৈয়দ আল মুরাদ বলেন, "মামা ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনয়ী। মিরপুর-২ এ তার পার্টনারশীপের ব্যবসা ছিল। ৫ আগস্ট তিনি স্বৈরাচার পতনের এক দফা দাবিতে রাস্তা নামেন এবং বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে তিনি সবার খোঁজখবর রাখতেন। স্বৈরাচার সরকারের পতন হয়ে আমরা খুঁশি কিন্তু আমরা এর সুষ্ঠু বিচারও দাবি করছি।"

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Registrar, Birth and Death Registration

Saula

Pirgachha, Rangpur

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration	Death Registration Number	Date of Issuance
17/08/2024	19848517319124456	17/08/2024

Date of Birth : 04/01/1984 Sex : Male

Date of Death : 05/08/2024

In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

Name	: Md Mamun
Mother	: Md Taslima Begum
Nationality	: Bangladeshi
Father	: Md Azgar Ali
Nationality	: Bangladeshi
Place of Death	: Rangpur, Bangladesh
Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

এক নজরে শহীদ মামুন

নাম	: মো: মামুন
পিতা	: মো: আজগর আলী
মাতা	: মোসা: মোছলিমা খাতুন
পেশা	: ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ৪ জানুয়ারি ১৯৮৪, ৪০ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সকাল ৮:৩০ মিনিট
শাহাদাৎ বরণের স্থান	: মিরপুর-১
দাফনের স্থান	
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 25°40'22.1"N 89°28'35.4"E
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: আদম বাড়াইপাড়া, থানা: পীরগাছা, জেলা: রংপুর
ভাইবোন ও সন্তানের বিবরণ	: দুই বোন। তাদের কোন সন্তান নেই

শহীদ বদিউজ্জামান

ক্রমিক: ৫৫৩

আইডি: রংপুর বিভাগ ০১১

শহীদ পরিচিতি

১৯ আগস্ট ১৯৮৮ সালের পড়ন্ত বিকেলে জন্মগ্রহণ করেন বদিউজ্জামান। রংপুর জেলার কাউনিয়া থানার ভূত ছাড়া গ্রামে দম্পতি আব্দুল কাইয়ুম ও বশিরুন নেছার ঘর পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মত আলোকিত করেন বদিউজ্জামান। পিতা মাতার প্রথম সন্তান ছেলে হওয়ায় অনেক খুশি হন তার পরিবার। আব্দুল কাইয়ুমের জীবনের বড় একটি চাওয়া পাওয়া ছিল সুন্দর একটি ছেলে হবে তার প্রথম সন্তান। সেই চাওয়া পাওয়া পূরণ করল বদিউজ্জামান জন্ম নিয়ে। কিন্তু পিতা মাতা বেঁচে থাকতেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন বদিউজ্জামান। যেতে চাননি কিন্তু কুখ্যাত ছাত্রলীগ তাকে জোর করেই বিদায় করলেন। তার একমাত্র দোষ ছিল সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সহযোগিতা করেছে, সে সকল সময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে ,গার্মেন্টসের চাকরিজীবী হয়েও সে সকল সময় ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করেছে। বদিউজ্জামান, দশম শ্রেণি পর্যন্ত হলদি বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার পর কর্মজীবনে নারায়নগঞ্জে গার্মেন্টেসে যোগদান করেন। তিন ভাই, এক বোনের মধ্যে শহীদ বদিউজ্জামান ই সবার বড় ছিলেন। বাবা কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় শহীদ বদিউজ্জামানই পরিবারের দেখাশুনা করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে উনি এক কন্যা সন্তানের জনক, যার বয়স আট বছর। সে তার নানা বাড়িতে টেপামধুপুর রংপুরে থেকে ১ম শ্রেণিতে পড়াশুনা করছে। শহীদের স্ত্রীও গার্মেন্টস শ্রমিক যিনি বর্তমানে নারায়নগঞ্জে অবস্থান করছেন।

শহীদ সংক্রান্ত সামগ্রিক বর্ণণা

ভালো ভালো বাক্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছাত্রলীগের সভাপতির কথা, ছাত্রলীগ আপন গতিতে এগিয়ে চলছে নষ্টামির যাবতীয় কর্মতিলক এঁকে। কিন্তু বাস্তবে ছাত্রলীগ ন্যায়ের বিপরীতে অন্যায়ের পক্ষে সকল সময়। পৃথিবীর কোন ছাত্র সংগঠন এত ভয়ংকর এবং কুখ্যাত হতে পারে তা কারো জানা নেই। আওয়ামী লীগের যাবতীয় অপকর্মের পক্ষে লাঠিয়াল হিসেবে পেয়ে যান ছাত্রলীগ নামের এই দলীয়

গুণ্ডাবাহিনীকে, সেই বাহিনীকে ব্যবহার করে তারা ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ করেন। প্রয়োজনে হামলা করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর, শিক্ষকদের ওপরে। ২০২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সিলেটে ছাত্রলীগের কর্মী সাইফুর রহমানসহ ৯ জনের দল স্বামীকে বেঁধে রেখে এক গৃহবধূকে গণধর্ষণ করে দেশব্যাপী নিন্দার ঝড় তুলেছিল। অবশেষে এই কুখ্যাত দলের পতন হলো কিন্তু বদিউজ্জামানের মত নিরীহ ব্যক্তিদের জীবন দিতে হলো ছাত্রলীগের হাতে।

সে দিনের ঘটনা

৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দুপুর ২ টার দিকে ভারতে পালিয়ে যায়। ১৫ বছরের জুলুম নির্যাতনের অবসান ঘটায় বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ আনন্দ উল্লাস করতে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। শহীদ বদিউজ্জামানও এ সরকারের অনেক জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তাই ফ্যাসিবাদ শেখ হাসিনার পতনে তার আনন্দটাও অনেক বেশি ছিল। আজ বহুদিন পরে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছে। আজ বড় আনন্দের দিন এই আনন্দের দিনে কি কেউ ঘরে থাকতে পারে? আজ বাংলার প্রতিটি মানুষ আবার স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারল। বদিউজ্জামান তার স্ত্রীকে বলছেন চলো আমরা এই বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করি। আমরা স্বাধীন দেশে বসবাস করলেও দীর্ঘদিন স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার কারণে পরাধীন অবস্থায় ছিলাম। আজকের এই দিনে চলো আমরা সাধারণ মানুষের সাথে মুক্ত আকাশের নিচে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি। বদিউজ্জামানের স্ত্রী আদরি খাতুন বললেন, না, আমার যেতে ভালো লাগছে না তুমি যাও। শহীদ বাদিউজ্জামান তখন একাই বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল । বদিউজ্জামান অনেক আনন্দের সাথে সরকার পতনের মিছিল করে সন্ধ্যা ৬ টার দিকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়িতে ঢুকবেন এমন সময় ছাত্রলীগের কিছু গুণ্ডা তাকে ধরে নিয়ে যায়। বাদিউজ্জামানকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের নির্দিষ্ট রুমে যেখানে তারা সাধারণ ছাত্রদের নিয়মিত অত্যাচার করে থাকে সেখানে রড হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে বদিউজ্জামানকে মেরে ফেলে। পরে সন্ধ্যা ৬:৩০ টার দিকে তার স্ত্রীর কাছে কেউ ফোন দিয়ে বলে আপনার স্বামী নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি আছে। দ্রুত হাসপাতালে চলে আসেন। স্ত্রী আদুরি খাতুন দ্রুত হাসপাতালে গেলে তার স্বামী বদিউজ্জামানকে মৃত অবস্থায় পায়। তখনই পুরো হাসপাতালে বদিউজ্জামানের স্ত্রীর কান্নায় ভারী হয়ে যায়।

একজন গার্মেন্টস কর্মীর বক্তব্য

গার্মেন্টস কর্মীদের প্রতি স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার সব সময় অত্যাচার করেছে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধ্বসের মাধ্যমে এক হাজার শ্রমিকের বেশি মানুষ হত্যা করে আওয়ামী লীগ সরকার। রানা প্লাজায় উদ্ধারকর্মীদের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে জানা গিয়েছে শেখ হাসিনার নির্দেশেই রানা প্লাজা ধ্বসের মামলা স্থগিত করা হয়েছে। এর আগে ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর তাজরীন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ড লাগিয়ে দেয় ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার। এতে ১১৭ জন নিরীহ গার্মেন্টস শ্রমিক আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করে। এভাবে বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগ সরকার গার্মেন্টস কর্মী শহীদ বদিউজ্জামানের মতো বাংলাদেশের মানুষের প্রতি নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে।

বদিউজ্জামানের কর্মজীবন

গ্রামে থাকা অবস্থায় বাবার চাষাবাদে সহযোগিতা করতেন। ২০০৩ সালে ঢাকায় একটি গার্মেন্টসে চাকরি নেন। ৩ মার্চ ২০০৪ থেকে কেসি প্রিন্ট লিমিটেডের ডেলিভারি ম্যান হিসেবে জয়েন করেন। নিজের কর্ম প্রচেষ্টা এবং যোগ্যতায় অল্প অল্প করে পদোন্নতি হতে সর্বশেষ এই প্রতিষ্ঠানেরই সিনিয়র সুপারভাইজার ছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শহীদ সম্পর্কে বন্ধুর অনুভূতি

বদিউজ্জামান আমার সমবয়সী, বন্ধু একই সাথে পড়াশুনা করেছি। সে অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র ও নামাজী ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতে উনি যোগদান করতেন শ্রমিক হওয়া স্বত্তেও ৫ আগস্ট তারিখেও সে মিছিলে গিয়েছিল। মিছিল শেষে বাসায় ফিরেছিলেন তিনি। বাসার সামনে থেকে ডেকে নিয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে মেরে ফেলে। আমি তার পরিবার, গ্রামবাসীর পক্ষ হতে এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।

গ্রাম বাংলার সংবাদ

অকালের বাণী ৩

কাউনিয়ায় বিএনপির মতবিনিময় সভা

আহেল হেলমেট ইউজ করতে হবে

ট্রাফিকের দায়িত্বে শিক্ষার্থীরা

উৎসব মিছিলে নিহত কাউনিয়ার বদিউজ্জামান বদির দাফন সম্পন্ন

ছাত্রদের সহযোগিতা চাইলেন পুলিশ সুপার

পঞ্চগড়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ সমাবেশ

গাইবান্ধায় বিএনপির আনন্দ মিছিল সমাবেশ

পঞ্চগড়ে বিএনপির মতবিনিময় সভা

ভুরুঙ্গামারীতে জামায়াতে ইসলামীর আনন্দ মিছিল

খানসামা উপজেলা জামায়াতে ইসলামী অফিস খুললো ১৩ বছর পর

এক যুগ পর নীলফামারী সরকারী কলেজে ছাত্রদলের মিছিল সমাবেশ

আতঙ্কে বন্ধ হলো লালমনিরহাটের ইউএনও কার্যালয়

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বৃক্ষরোপণ ও মন্দিরে জনসচেতনতা

গাইবান্ধায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলন

গঙ্গাচড়ায় আসলেন বিএনপি নেতা সুজন

Tuesday, August 6, 2024

নারায়ণগঞ্জে উৎসব মিছিলে নিহত কাউনিয়ার বদিউজ্জামান বদির দাফন সম্পন্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঢাকার নারায়ণগঞ্জে গত সোমবার বিকেলে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের বিজয় উৎসবে দূর্বৃত্তের হামলায় নিহত বদিউজ্জামান বদির দাফন সম্পন্ন হয়েছে। সে কাউনিয়া উপজেলার শহীদবাগ ইউনিয়নের ভুতছাড়া মাঝাপাড়া গ্রামের আব্দুল কাইয়ুমের ছেলে।

মঙ্গলবার (০৬ আগস্ট) দুপুরে জানাযা নামাজ শেষে সামাজিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। পরিবার সূত্রে জানাগেছে, নিহত বদিউজ্জামান বদি জীবিকার তাগিদে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে শ্রমিকের কাজ করেন। সে সোমবার বিকেলে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের মিছিলে অংশ নেয়। ওই মিছিলেই দূবৃর্তকারীদের হামলায় সে নিহত হয়। পরে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে পরিবারের লোকজনকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঢাকায় থাকা স্বীয় ছোটভাই ও পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় গ্রামের বাড়িতে তার লাশ নিয়ে আসে।

পরে মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় ভুতছাড়া মাঝাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাযা নামাজ শেষে সামাজিক কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন করে। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া নিহত বদিউজ্জামান বদি এক কন্যা সন্তানের জনক। তার মর্মান্তিক এই অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোক বিরাজ করছে।

এক নজরে শহীদ বদিউজ্জামান

নাম	: বদিউজ্জামান
জন্ম তারিখ	: ১৯-০৮-১৯৮৮
জন্মস্থান	: কাউনিয়া, রংপুর
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী। কেসি প্রিন্ট লিমিটেড, সিনিয়র সুপারভাইজার (২০০৪ সাল থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কাজ করতেন
বর্তমান ঠিকানা	
গ্রাম	: ভূতছাড়া
ইউনিয়ন	: শহীদবাগ
থানা	: কাউনিয়া , জেলা : রংপুর
স্থায়ী ঠিকানা	:গ্রাম: ভূতছাড়া
ইউনিয়ন	: শহীদবাগ
থানা	: কাউনিয়া, জেলা: রংপুর
পরিবার	
পিতার নাম	: আব্দুল কাইয়ুম
পিতার পেশা ও বয়স	: কৃষক ৬২ বছর
মাতার নাম	: মোসা: বছিরুন খাতুন
মায়ের পেশা ও বয়স	: গৃহিনী, ৫৬ বছর
আয়ের উৎস	: গার্মেন্টসের চাকরি
পরিবার	: মেয়ে নুসরাত জাহান মিম (৮) প্রথম শ্রেণির ছাত্রী
আঘাতকারী	: ছাত্রলীগ
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ, ৫ আগষ্ট ২০২৪ সন্ধ্যা ৬টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগষ্ট ২০২৪ সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ
পারিবারিক কবরস্থান	: নিজ গ্রামের এলাকা পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ আব্দুল লতিফ

ক্রমিক : ৫৫৪

আইডি : রংপুর বিভাগ ০১২

শহীদের পরিচিতি

বাংলাদেশের রংপুর জেলার কাউনিয়া থানার বল্লভবিষু গ্রামে পিতা মোঃ নিজাম উদ্দিন (৬৫) এবং মাতা মোসাঃ নবীয়া বেগমের (৫০) ঘরে ১১ নভেম্বর ১৯৯৬ সালে শহীদ মোঃ আব্দুল লতিফ জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ পিতা কৃষক ও জননী গৃহিণী। বিপ্লবী পরিবারে এক ভাই ও এক বোন রয়েছে। তেজস্বী মহাবীর শহীদ পেশায় একজন রিক্সা চালক ছিলেন। ২০২১ সালে সাহীদা বেগম এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন।

যেভাবে শহীদ হলেন আবুল লতিফ

সরকারি চাকরির কোটা নিয়ে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয়। যত দিন যেতে যায় আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করে। বাকশাল চেতনা ধারন করা আওয়ামীর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যের মাধ্যমে তার গুন্ডা লীগকে কুকুরের মতো ছাত্রজনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয়। পরের দিন ঢাকা এবং ঢাকার বাহির থেকে ট্রাক ও বাস যোগে আওয়ামী টোকাই লীগ ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে যেমন নারায়নগঞ্জ, চিটাগাং রোড , বাড্ডা, শাহাবাগ, মিরপুর ১০, মিরপুর-১২, উত্তরা, গাজীপুর সহ সারাদেশে নারকীয় তাণ্ডব চালায়। ঐ দিন শত শত ছাত্র , শ্রমিক, নারী, শিশুর জীবনের প্রদীপ নিভে যায়। তাদের মধ্যে একজন শহীদ আব্দুল লতিফ। ঐ দিন ভারত পরিচালিত সরকারের পেটুয়া পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র ছাত্র ছাত্রী ও সাধারণ জনগণ এর মধ্যে যে ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয় সেখানে আহত হন শহীদ আব্দুল লতিফ। তিনি তার পরিবারের মুখে দুমুঠো খাবার তুলে দেওয়ার জন্য ২০ জুলাই ২০২৪ তারিখে বিকাল ৫: ৩০ টায় বাসা থেকে অটো নিয়ে বের হন। অনেক রাত হয়ে যায় কিন্তু আব্দুল লতিফ বাড়িতে না ফেরায় তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সকলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। মৌচাক, চিটাগাং রোড, নারায়নগঞ্জ, আশেপাশের হসপিটাল সহ সকল স্থানে তাঁর সন্ধান করা হয়। কোন সন্ধান না পেয়ে ঘুষখোর প্রশাসনের সহায়তায় ২২ জুলাই ২০২৪ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে রক্তাক্ত নিথর দেহ খুঁজে পায় তাঁর পরিবার।

রেখে যাওয়া স্মৃতি

শহীদ আব্দুল লতিফ একজন বিনয়ী নম্র ভদ্র স্বভাবের ছিলেন। যখন তার বয়স ১০ বছর তখন থেকে তিনি ও তার ছোট ভাই নানীর কাছে বড় হয়েছেন। খুব অল্প বয়সে পরিবারের হাল ধরেন শহীদ আব্দুল লতিফ। তিনি পরিবারের থেকে দুরে থাকলেও সার্বক্ষণিক পরিবারের খোঁজ খবর রাখতেন। নানীকে খুব ভালোবাসতেন শহীদ। সবসময় তাঁর যত্ন করতেন।

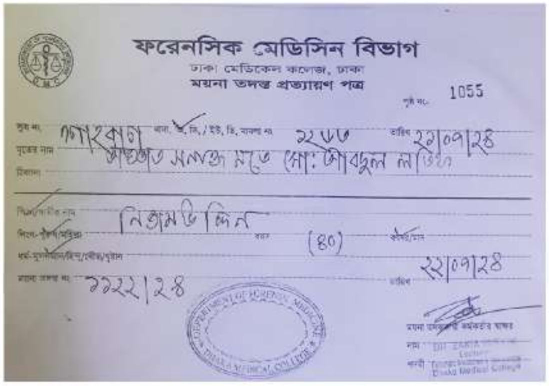
ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ণ পত্র
1055

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ আব্দুল লতিফ
Name: MD. ABDUL LOTIF
পিতা: মোঃ নেজামুদ্দিন
মাতা: মোছাঃ নবিয়া বেগম
Date of Birth: 11 Nov 1996
ID NO: 5553232330

এক নজরে শহীদের তথ্য

নাম	: আব্দুল লতিফ
পেশা	: অটো রিক্সা চালক
জন্ম তারিখ	: ১১-১১-১৯৯৬
পিতার নাম	: মো: নিজাম উদ্দিন
মাতার নাম	: মোসা: নবিয়া বেগম
আহত হওয়ার সময় তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫ : ৩০
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 25°46'49.6"N 86°22'39.1"E
স্থায়ী ঠিকানা	: জেলা: রংপুর, থানা: কাউনিয়া, গ্রাম: বল্লভবিষু

শহীদ মো: লাবলু মিয়া

ক্রমিক: ৫৫৫

আইডি: রংপুর বিভাগ ০১৩

শহীদ পরিচিতি

রংপুর জেলার কাউনিয়া থানার হারাগাছ ইউনিয়ন মোল্লাটরি গ্রামে পিতা মো: তৈয়ব আলী ও মাতা মোসা: লাইলী বেগম এর ঘরে ১১ জানুয়ারি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শহীদ লাবলু মিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়োবৃদ্ধ বাবা ও মা গৃহস্থালি কাজ করেন । শহীদ লাবলু মিয়া পেশায় একজন ফেরিওয়ালা। তিনি তার পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। জীবন-জীবিকার তাগিদে তিনি ভাঙ্গারির মালামাল ফেরি করতেন এবং তার পরিবারের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করতেন।

যেভাবে শহীদ হলেন লাবলু মিয়া

২০২৪ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলন হলো বাংলাদেশের সব ধরনের সরকারি চাকরিতে প্রচলিত কোটা ভিত্তিক নিয়োগ ব্যাবস্থা সংস্কারের দাবিতে সংগঠিত একটি আন্দোলন। এই আন্দোলনে হাজার হাজার মায়ের বুক খালি হয় । শতশত বেওয়ারিশ লাশ ও গোপন করা হয় । শহীদ ভাইদের লাশ গুলো পুলিশ লীগ দ্বারা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বহু ছাত্র-জনতার অঙ্গহানি হয় । অনেক কসাই চিকিৎসকের অবহেলায় বহু আন্দোলনকারী চিকিৎসা না পেয়ে মারা যায়। অনেক কসাই চিকিৎসকের কুরুচিপূর্ণ বুলি এমন ছিলো যে

সুশিক্ষিত মানুষের হৃদয়েও আঘাত হানে। এসব অত্যাচারের নৃশংসতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় তখনই বহু নারী, পুরুষ, কৃষক, শ্রমিক, ভেদাভেদ ভুলে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে । তাদেরই একজন ছিলেন শহীদ লাবলু মিয়া । তিনি ৫ আগস্ট " লং মার্চ টু ঢাকা " কর্মসূচিতে দুপুর ১ টায় ছাত্রদের সাথে যোগ দেয় । কোটা বিরোধী ছাত্র-জনতার মিছিল গুলো যখন গণভবনের কাছাকাছি তখন ডামি সরকার তার পোষা বাহিনীকে আন্দোলন রুখে দেওয়ার নির্দেশ দেয় । " লং মার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচির অংশ হিসেবে উত্তরা আজমপুর এলাকায় সড়ক অবরোধ করতে গেলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মনুষ্যত্বহীন পুলিশ বাহিনী ও টেন্ডারবাজ আওয়ামী সন্ত্রাসীরা নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। সেই গুলিতে জীবনের আলো নিভে যায় অনেকের সেখানে শহীদ লাবলু মিয়াও ছিলো। তিনি বিকাল ৩ টার দিকে ঘাতক পুলিশের গুলিতে আহত হন এবং তার মাথার পিছনের দিক থেকে ঢুকে সামনের দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় । তাৎক্ষণিকভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শহীদ লাবলু মিয়ার বন্ধু তাকে ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং তার স্ত্রীকে জানায় লাবলু আহত হয়েছে । অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করেন। শহীদ হওয়ার পরের দিন বিকাল ৫:৩০ মিনিটে নিজ বাড়ির পাশে সমাহিত করা হয় শহীদ লাবলু মিয়াকে ।

কেমন আছেন লাবলুর পরিবার

শহীদ লাবলু মিয়া তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তার দুই মেয়ে ও একটি ছেলে আছে । তার একমাত্র ছেলেও শারীরিকভাবে অসুস্থ। তার বড় মেয়ে বিবাহিত । টাকার অভাবে ছোট দুই সন্তানের পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার পথে । জনাব লাবলু মিয়ার সংসার অনেক কষ্টের মধ্যে চলছিল। দিন এনে দিন খেতো, তাকে হারিয়ে পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

রেখে যাওয়া স্মৃতি

শহীদ লাবলু মিয়া অত্যন্ত আল্লাহ ভীরু ছিলেন। ঠিক মতো নামাজ আদায় করতেন সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি পরিবার-পরিজন সবাইকে নিয়ে থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি যখন এলাকায় যেতেন তখন সকলের সাথে দেখা করতেন। সবার খোঁজ খবর রাখতেন। তার কথা স্মরণ করে পরিবার ও এলাকাবাসী শোকাহত।

Uttara Crescent Hospital
Total Health Care Solution

Death Certificate

Reg No. : 24528968 Age: 44Y/ 06M/ 25D
Mr./Mrs. : LABLU MIA
Father's Name : MD.TOYOB ALI
Mother's Name : MST. LAILY BEGUM
Date of birth : 11/01/1980
NID No. : 8524208246838
Address : HARAGACHH (MOLLATARI), POST:- HARAGACHH - 5440, HARAGACHH,(KAUNIA) MUNICIPALITY, KAUNIA, RANGPUR.

Was brought to emergency department of Uttara Crescent Hospital at about 07:02 PM. on 05/08/2024 (Monday)

I examined the patient thoroughly & have found

- Pulse - not palpable
- BP - not recordable
- Heart Sound - not audible
- Breath Sound - not audible
- Pupil - fixed, dilated, not reacting to light
- ECG - flat line

On the basis of above findings I have declared the patient Brought dead

EMERGENCY MEDICAL OFFICER
Uttara, Crescent Hospital
Uttara, Dhaka -1230

DR.MIRZA ISTIAK AHMED

Signature and name of attending physician
BMDC Registration no. A- 102358

Uttara Crescent Diagnostic & Consultation Centre
House - 16, Road - Rabindra Sarani, Uttara, Dhaka-1230
Mobile : 01707704150, 01707704151, 01791571281, 01791571283
Phone : 58954653, 48954164, 8932430

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ লাবলু মিয়া
Name: Md Lablu Mia
পিতা: মোঃ তৈয়ব আলী
মাতা: মোছাঃ লাইলী বেগম
Date of Birth: 11 Jan 1980
ID NO: 8524208246838

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: লাবলু মিয়া
পেশা	: ফেরিওয়ালা
পিতার নাম	: তৈয়ব আলী
মাতার নাম	: মোসা: লাইলি বেগম
আহত হওয়ার সময়	: ৫-৮-২০২৪ , বিকাল ৩টা
শাহাদাত এর তারিখ	: ৫-৮-২০২৪, সন্ধ্যা ৭ টা ক্রিসেন্ট হসপিটাল উত্তরা
স্থায়ী ঠিকানা	: জেলা-রংপুর, থানা-কাউনিয়া, ইউনিয়ন-হারাগাছ, গ্রাম-মোল্লাটারি
শহীদের কবরের (জিপিএস) লোকেশন	: 25° 48 '47.9"N 89° 20'18.2" E

"শেনে রিনা শহীদ হলে শহীদ হবো দেশ স্বাধীন করবোই"

শহীদ মো: জাহিদুল ইসলাম

ক্রমিক: ৫৫৬

আইডি: রংপুর বিভাগ ০১৪

শহীদের পরিচয়

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার হাটখোলাপাড়া গ্রামে পিতা মো: রফিকুল ইসলাম, মাতা মোসা: আমেনা বেগমের ঘরে ১ জানুয়ারি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ জাহিদুল ইসলাম। তার বাবা পেশায় ছিলো একজন রিকশা চালক এবং মা ছিলো গার্মেন্টস কর্মী। শহীদ জাহিদুল ইসলামের ৩ ভাই ছিলো। তাদের মধ্যে জাহিদুল বড়। তিনি পেশায় একজন নাপিত ছিলেন। তিনি রংপুর জেলার বটগড় ইউনিয়নের আমরুল বাড়ী হাটপাড়া গ্রামের রিনা বেগম কে বিয়ে করেন এবং শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই থাকতেন। তার নিজের কোন ঘর নেই। তিনি নাপিত এর কাজ করেই তার পরিবারের খরচ বহন করতেন।

যেভাবে শহীদ হলেন জাহিদুল ইসলাম

আশুলিয়া থানার সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ হয়। দেশকে ফ্যাসিবাদ মুক্ত করার এক দফা দাবিতে ছাত্র-জনতার সাথে আন্দোলনে নামেন শহীদ জাহিদুল। কোটা ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে আন্দোলন শুরু হয় জুলাই এর শুরু থেকে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা ও দলমত নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ ছিলো সেখানে। একজন শিশু থেকে শুরু করে একজন নাপিত ও জীবন দেয় এই যুদ্ধে। এই আন্দোলনের নৃশংসতা দেখে বহু মানুষ অত্যাচারি সরকারের কবল হতে মুক্তির জন্য ছাত্র-জনতার "লং মার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ছাত্র-জনতাকে দমিয়ে রাখার জন্য দখলদার সরকারের রক্ত পিপাসু পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন ফন্দি আঁটে। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে আশুলিয়া থানার ছয় তলা থেকে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এই গুলিতে অসংখ্য মানুষ আহত হয়। তার মধ্যে ফ্যাসিবাদী আজ্ঞাবাহী পুলিশের একটি গুলি এসে লাগে জাহিদুল এর মাথায়। গুলি মাথার পেছনের দিকে আঘাত করে সামনের দিক ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তার সহযোদ্ধারা নিজেদের জীবনের তোয়াক্কা না করে তাকে সাথে সাথে আশুলিয়ার মা ও শিশু হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শহীদ জাহিদুল ইসলামের স্বপ্ন

আশা ছিলো ছোট মেয়েটাকে সুন্দর একটা জীবন উপহার দিবে। শহীদ জাহিদুলের স্বপ্ন ছিলো দেশকে স্বাধীন করবে। দেশ স্বাধীন হওয়া আর দেখা হলো না তার। স্বপ্ন ছিলো বহুদুর কিন্তু দেশীয় সম্পদ লুট করে খাওয়া শাসক ও চাটুকার পুলিশ তার স্বপ্ন পূরণ করতে দিলো না। অসম্পূর্ণ স্বপ্ন নিয়েই জঞ্জাল ভরা দুনিয়াকে বিদায় জানিয়ে তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত সুন্দর বাগানের দিকে এগিয়ে গেলেন শহীদ জাহিদুল ইসলাম।

আর কখনো ঘরে ফিরবে না জাহিদুল ইসলাম

শহীদ জাহিদুল ইসলাম ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি সবসময় অন্যায় এর প্রতিবাদ করতেন। জাহিদুল এর সাথে সবার সুসম্পর্ক ছিলো। অভাবের তাড়নায় গ্রাম থেকে ঢাকায় এসেও গাজীপুরে সেলুনের কাজ করে তার পরিবার চালাতো। শহীদ জাহিদুল ইসলামকে হারিয়ে তার পরিবার শোকাহত তার ছোট মেয়েটা হলো এতিম এবং তার মাথার উপর থেকে বটবৃক্ষের ছায়া উঠে গেলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ জাহিদুল ইসলাম
Name: MD. JAHEDUL ISLAM
পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম
মাতা: মোছাঃ আমিনা বেগম
Date of Birth: 01 Jan 1996
ID NO: 1507660338

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: জাহিদুল ইসলাম
পেশা	: নাপিত
পিতার নাম	: মো: রফিকুল ইসলাম
মাতার নাম	: মোসা: আমিনা বেগম
জন্ম তারিখ	: ১-১-১৯৯৬
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫-৭-২০২৪ দুপুর ২: ৩০ মিনিট
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ৫-৮-২০২৪, দুপুর ৩ ঘটিকায়
স্থায়ী ঠিকানা	: জেলা-রংপুর, থানা- বদরগঞ্জ, গ্রাম: হাটখোলাপাড়া
ভাই	: ৩ জন

আশুলিয়া নারী ও শিশু হাসপাতাল
Ashulia Women and Children Hospital

শহীদ হাফেজ রেদওয়ান আলী

ক্রমিক : ৫৫৭

আইডি : রংপুর বিভাগ ০১৫

শহীদ পরিচিতি

২০০১ সালের ১৪ জুলাই রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ঝাটু পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হাফেজ রিদওয়ান। পিতা মো: সাইদুল ইসলাম এবং মাতা মোসা: মল্লিকা খাতুন খুব কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করলেও ছেলেকে আখেরাতের জন্য তৈরি করেছেন হাফেজ বানিয়ে। গ্রামে থেকে ছেলেদের মানুষের মত মানুষ করা কঠিন হয়ে যাবে এজন্য সাইদুল ইসলাম তার সন্তানদের নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। চার ভাইয়ের মধ্যে হাফেজ রিদওয়ান ছিলেন পিতা মাতার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কারণ তার আচার-আচরণ ছিল অমায়িক। পিতা মাতাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বছরখানেক আগে গোপালগঞ্জের মেয়ে রুকাইয়া খাতুন এর সাথে রিদওয়ান বিয়ে হয়। তাদের ঘর এখন ছয় মাস বয়সের বায়েজিদ বোস্তামী আলোকিত করে রেখেছেন। হাফেজ রিদওয়ান এর বড় ভাই আলাদা সংসার করছেন এবং ছোট দুই ভাই হেফজ খানায় পড়ালেখা করেন। ইসলামিক পরিবার হওয়ায় অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যেও তারা সুখে শান্তিতে দিন যাপন করতেন। বিশ্বনন্দিত আলেমে দ্বীন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন হাফেজ রিদওয়ান স্বপ্ন আঁকেন তার সন্তান হলে সাঈদী সাহেবের মত তৈরি করবেন। সন্তান হয়তো মানুষের মত মানুষ হবে, আলেম হবে কিন্তু হাফেজ রিদওয়ান সেটা উপভোগ করতে পারবে না। কারণ তাকে জালিম স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পোষা কিছু মানুষ নামের পশুরা দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলেন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

সদ্য মুক্ত স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের/খোদার রাহে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের। কি অপরাধ ছিলো হাফেজ রেদওয়ানের? কেন সন্তানের কফিন পিতার কাঁধে বহন করতে হলো? কেন মায়ের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হলো? কেন স্বজন আর দ্বীনি ভাইদের বুকফাটা আর্তনাদ শুনতে হলো? অপরাধ একটাই! 'তাদের (ঈমানদারদের) থেকে তারা কেবল একটি কারণেই প্রতিশোধ নিয়েছে। আর তা হচ্ছে তারা সেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি প্রশংসিত, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্যের অধিকারী।

মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত কেউ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে আবার কেউ অস্বাভাকি মৃত্যুবরণ করে। আর কিছু মৃত্যু হয় স্মরণীয় মৃত্যু। আর হাফেজ রেদওয়ান সবসময় সেই স্মরণীয় মৃত্যুই কামনা করতেন। মৃত্যু এক অনিবার্য মহাসত্য। মৃত্যুর হাত থেকে কেউই মুক্তি পায়নি। মানুষের কীর্তিই মানুষকে চিরভাস্কর করে রাখে। মৃত্যুর পরেও হয়ে থাকে অমর। পৃথিবীর বুকে তাকে রাখে চিরস্মরণীয় বরণীয়। তেমনি কীর্তিগাঁথা আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গকারী এক শহীদ হাফেজ রেদওয়ান।

৫ আগস্ট ২০২৪ দেশ স্বাধীনের দাবিতে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন হাফেজ রিদওয়ান। সকাল থেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীর ছাত্র-জনতার সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী গ্রুপের দফায় দফায় সংঘর্ষ হতে থাকে। সাধারণ ছাত্র-জনতা ন্যায্য দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসলেও আজ দুপুরে আন্দোলনের সফলতা আসে। সফলতা আসার পরেও সন্ধ্যার দিকে আজমপুর উত্তরায় ছাত্র-জনতাকে উদ্দেশ্য করে পুলিশ মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ করে। আন্দোলনরত জনতার মধ্যেই একজন ছিলেন হাফেজ রিদওয়ান আলী। তিনি সবসময় আন্দোলনের সামনের দিকে ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন সারা দেশ যখন আমরা স্বাধীন করে ফেলেছি তখন এখানেও স্বাধীন করা সম্ভব। স্বৈরাচার গণহত্যাকারী শেখ হাসিনা যখন পদত্যাগ করেছে তখন তার প্রশাসন সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী বেশিক্ষণ আমাদের সাথে লড়াই করতে পারবেনা । তার চিন্তাভাবনা ঠিকই ছিল। কিন্তু হঠাৎ পুলিশের নিক্ষেপ করা ৪ টি গুলি শরীরে বিদ্ধ হয়। তন্মধ্যে ১ টি গুলি কাঁধে আটকে যায়। সাথে সাথে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে পরে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় পরেরদিন রাত ৯ টায় ইন্তেকাল করেন কুরআনের পাখি হাফেজ রিদওয়ান।

হাফেজ রিদওয়ানের আমল আখলাক

হাফেজ রিদওয়ান বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই নিজেকে ইসলামের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেন এবং তিনি সর্বদা ঠাণ্ডা, ঝড়-বৃষ্টি সত্ত্বেও নামাজের শুরুতে মসজিদে যেতেন এবং নামাজের পর কোরআন পড়তে বসতেন। কুরআন ছিল তার ব্যক্তিগত সঙ্গী, তিনি সর্বদা এটি আবৃত্তি করতেন।তিনি তার আচরণে সৎ ছিলেন; তার সর্বদা অশ্রুসিক্ত চোখ তার ভাল সততাকে নির্দেশ করে এবং তার সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য।

হাফেজ রিদওয়ান একজন পরামর্শদাতা ব্যক্তি ছিলেন, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে। তিনি সর্বদা পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতেন।তিনি তার পিতাকে সম্মান করতেন এবং তার মায়ের প্রতি স্নেহশীল এবং মমতাময়ী ছিলেন। তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি তার উচ্চ আধ্যাত্মিকতার জন্য পরিচিত ছিলেন, কারণ তিনি মসজিদে যে নামাজ আদায় করতেন তার রুকু ও সিজদা দীর্ঘায়িত করতেন। শুক্রবারে অজু করে সবার আগে মসজিদে যেতেন এবং নিয়মিতভাবে রাতে উঠে নামাজ পড়তেন, নিয়মিত রোজা রাখতেন এবং গোপনে সাদকা করতেন।তিনি ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত করতে আগ্রহী ছিলেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে, হাফেজ রিদওয়ান তার পরিবারকে বিদায় জানালেন জিহাদের কাজের আহ্বানে সাড়া দিলেন। তার আত্মা তাকে বলেছিল যে তার নাম শহীদদের মধ্যে থাকবে। তাই তিনি তার মায়ের কাছে ফিসফিস করে বললেন মা আমি শহীদ হতে পারি । তিনি তার মাকে ধৈর্য ধরতে বললেন এবং মিসেসকে সান্ত্বনা দিতে বলেছিলেন। তিনি তার মুখের দিকে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীর প্রস্থানের বিরোধিতা করেছিলেন, এবং তাকে যা করতে হয়েছিল তার উত্তর ছিল, আমি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছি।

শহীদের পিতার বক্তব্য

সকলের জন্য অবধারিত কেউ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে আবার কেউ অস্বাভাকি মৃত্যুবরণ করে। আর কিছু মৃত্যু হয় স্মরণীয় মৃত্যু আর রিদওয়ান সবসময় সেই স্মরণীয় মৃত্যুই কামনা করত। তার মৃত্যুতে আমি মোটেও দুঃখিত না। বরং শহীদের পিতা হতে পেরে আমি গর্বিত।

হাফেজ রিদওয়ান এর পারিবারিক অবস্থা

শহীদ রিদওয়ানের পারিবারিক অবস্থা বর্তমানে খুবই খারাপ। ছয় মাসের ছেলেকে নিয়ে রিদওয়ানের স্ত্রী রিদওয়ানের পিতার পরিবারেই আছেন। উপার্জনের কোন ব্যক্তি এই পরিবারে নেই। তাদের স্থায়ী কোন সম্পত্তিও নেই। শহীদ রিদওয়ানের ছোট দুই ভাই লেখাপড়া করেন। একটি হাফেজী মাদ্রাসায় এবং বড় ভাই আলাদা করে সংসার করেন।

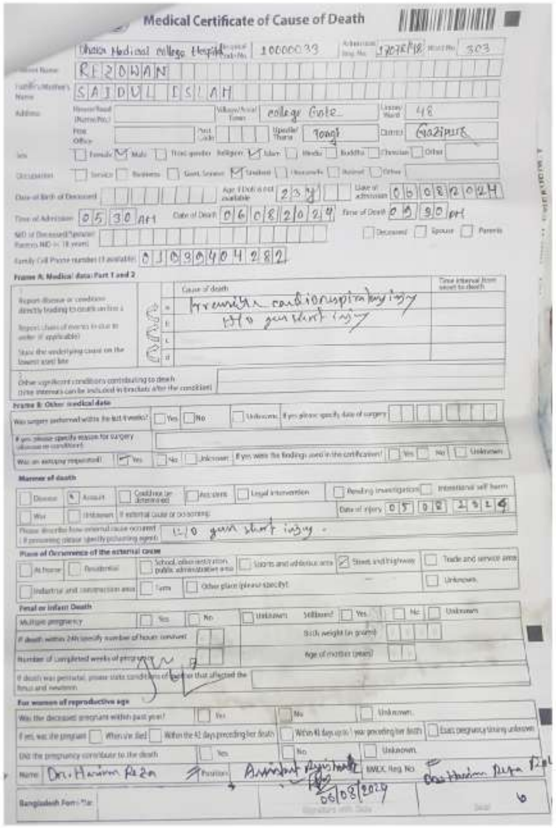
Medical Certificate of Cause of Death

Dhaka Medical college Hospital 10000033

RIZOWAN

SAIDUL ISLAM

college Gate 48

Tongi Gazipur

এক নজরে শহীদ হাফেজ রিদওয়ান আলী

নাম	: হাফেজ রিদওয়ান আলী
জন্ম তারিখ	: ১/০৭/২০০১
জন্মস্থান	: ঝাটুপাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর
পেশা	: প্রাইভেট শিক্ষক, ব্যবসা
বর্তমান ঠিকানা	: ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড, দত্তপাড়া টঙ্গী কলেজ গেট টঙ্গী, পূর্ব থানা, গাজীপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ঝাটু পাড়া, ইউনিয়ন: ৫ নং কাজীপাড়া, থানা: বদরগঞ্জ, জেলা: রংপুর
পরিবার	
পিতার নাম	: মো: সাইদুল ইসলাম (৪৯), বেকার
মাতার নাম	: মোসা: মল্লিকা খাতুন (৪৫) গৃহিণী
আয়ের উৎস	: টিউশনি, আতর টুপির ছোট ব্যবসা
স্ত্রী	: রুকাইয়া খাতুন (১৭) গৃহিণী
ছেলে	: বায়জিদ বোস্তামি (৬ মাস)
আঘাতকারীর	: পুলিশ
আহত হওয়ার তারিখ, সময় ও স্থান সময়	: আজমপুর, উত্তরা; ০৫-০৮-২০২৪, বিকাল ৫ : ৩০
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ০৬-০৮-২০২৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাত ৯ টা
জানাজ	: ০৭-০৮-২০২৪, সকাল ১১ টা
কবরস্থান	: ঝাটুপাড়া, বাজারগঞ্জ, রংপুর

প্রস্তাবনা

১.নিয়মিত মাসিক আর্থিক সহায়তা
২. ব্যবসায়িক কাজে মূলধন সহায়তা
৩. বাড়ি করে দেওয়া

শহীদ বাগানের তরতাজা ফুল

শহীদ মোঃ তৌফিক ইসলাম ভুঁইয়া

ক্রমিক: ৫৫৮

আইডি: রংপুর বিভাগ ০১৬

শহীদ পরিচিতি

১৫ বছর পর স্বৈরাচারী শাসকের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে সোনার বাংলাদেশ। রংপুর জেলার সদর থানার মহাদেবপুর চাওড়াপাড়া গ্রামের মো: আ: হাদী ভুঁইয়া, এ আলী ও হোসনে আরা বেগম ঘর আলোকিত করে ২১ নভেম্বর ১৯৮০ সালে মো: তৌফিক ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে নিজেকে একজন প্রকৌশলী হিসেবে তৈরি করেন। লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি। বিএসসি শেষ করে পেডরোলা পাম্প লিমিটেডে কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মোসা: ইসমাম জাহান ইলোরার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শহীদ তৌফিক ইসলাম পরিবারের একমাত্র সবেধন নীলমণি ছিলেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

১৯ জুলাই ২০২৪ দিনটি ছিলো শুক্রবার। কোটা সংস্কার এর দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কমপ্লিট সাটডাউন বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচিকে ঘিরে রাজধানীর ঢাকায় ব্যপক সংঘর্ষ হামলা ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এই

আন্দোলনে শহীদ তৌফিক ইসলাম কোটা সংস্কার এর পক্ষে ছিলেন। এই দিন ঢাকা ও বিভাগীয় শহর গুলোতে নারকীয় তাণ্ডব ও নৈরাজ্য চালায় আওয়ামী দুর্বৃত্তরা। সে দিনটি ছিলো থমথমে। উত্তপ্ত ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে হাসিনা সরকার। আন্দোলনকে প্রতিহত করতে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বিটিভি ভবন, সেতু ভবন, দূর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ভবন, মিরপুর ১০, ও কাজি পাড়া মেট্রোরেল স্টেশন, উত্তরা এক্সপ্রেসওয়ে টোল সংগ্রহ বক্স ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। একই দিনে যাত্রাবাড়ী, বাড্ডা, রামপুরা, মোয়াখালী,বনানী , মিরপুর, মোহাম্মদপুরে ছাত্র জনতার উপর পৈশাচিক আক্রমণ চালায় চাঁদাবাজ পুলিশ ও দখলদার আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা। নিকৃষ্ট পুলিশের গুলিতে আহত হন শহীদ তৌফিক ইসলাম।তারপর তিনি একাই নিজের বাসার সামনে এসে পড়ে যায়। তখন তার বাসার দারোয়ান ও তার পরিবার তাকে বাসার কাছাকাছি এম ডেজ হসপিটালে নিয়ে যায় সেখানে পর্যাপ্ত ডাক্তার না থাকায় তার চিকিৎসা হয় না। পরবর্তীতে তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ২ দিন চিকিৎসা নেওয়ার পর ২১ জুলাই ২০২৪ তারিখে সকাল ৬ টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কেমন আছে শহীদ তৌফিক এর পরিবার

শহীদ তৌফিকের ছোট ২টি মেয়ে আছে। যাদের বয়স যথাক্রমে সাত ও দুই বছর। শহীদ তৌফিক বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের হাল ধরেছিলেন। মায়ের জন্য ছিলেন আশ্রয় স্থল, সন্তানদের জন্য ছিলেন বটবৃক্ষের ছায়া। টোকাই পুলিশের কারণে হাজার হাজার পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে আজ। অসংখ্য মা সন্তানহারা হয়েছেন। অগনিত শিশু এতিম এবং অসংখ্য বোন বিধবা হয়েছেন। তাদের মধ্যে তৌফিক ইসলামের পরিবারও আছে।

রেখে যাওয়া স্মৃতি

শহীদ তৌফিক ইসলাম ছিলেন অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির মানুষ।তিনি সকলের সাথে সুন্দর ব্যাবহার করতেন। সকালের বিপদে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন। তিনি শান্তিপূর্ণ জীবন পছন্দ করতেন। বাবাকে হারিয়ে অবুঝ শিশুদের আর্তনাদ যেন কোনভাবেই থামছে না।

এক নজরে শহীদের তথ্য

নাম	: মো: তৌফিক ইসলাম ভূঁইয়া
পেশা	: প্রকৌশলী
জন্ম তারিখ	: ২১-১১-১৯৮০
পিতার নাম	: মো: আ: হাদী ভুঁইয়া
মাতার নাম	: হোসনে আরা বেগম
আহত হওয়ার সময় ও তারিখ	: ১৯-৭-২০২৪, সকাল: ১১ টা
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ২১-৭-২০২৪, ভোর: ৬ টা
কবরের (জি পি এস) লোকেশন	: 25° 48'43.3"N 89°08'48.4"E
স্থায়ী ঠিকানা	: জেলা-রংপুর, থানা-রংপুর সদর, ইউনিয়ন-হরিদেবপুর, গ্রাম-মাহাদেবপুর

প্রস্তাবনা

১. মাসে ১০ হাজার পরিমাণ আর্থিক অনুদান দেওয়া যেতে পারে

২. শহীদ স্ত্রীকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে

৩. শহীদ সন্তানদেরকে এতিম প্রতিপালনের আওতাধীন করা যেতে পারে

শহীদ আল শাহ রিয়াদ

ক্রমিক: ৫৫৯

আইডি: রংপুর বিভাগ ০১৭

শহীদ পরিচিতি

আল শাহ রিয়াদ ৫ আগস্ট ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের প্রাণোৎসর্গকারীদের মধ্যে অন্যতম। ৫ আগস্ট বিজয় মিছিল চলাকালে আওয়ামী নরপিশাচদের নির্মমতার শিকার হন তিনি। লালমনিরহাটের একটি বাড়িতে আটকে রেখে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেখানেই আগুনে দগ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন তিনি।

ব্যক্তিগত জীবন

শহীদ আল শাহ রিয়াদের ডাক নাম তন্ময়। শহীদ তন্ময় প্রকৃত অর্থেই একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুল জীবন থেকে কলেজ জীবনের প্রত্যেক স্তরে তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। এসএসসিতে জিপিএ ৫ পেয়ে রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ভর্তি হন। ছোট বেলা থেকেই আল শাহ রিয়াদ মিশুক, ভদ্র ও মার্জিত স্বভাবের অধিকারী। মায়ের খুব বাধ্য সন্তান ছিল রিয়াদ। কখনো কোথাও যেতে হলে প্রথমেই তার মায়ের অনুমতি নিয়ে তারপর যেতেন । বাবা হারানোর পর পরিবারের বড়ো ছেলেটি ছিল মায়ের আদরের ধন। মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম নেয়া দুই ভায়ের মধ্যে সে ছিল বড়ো । ২০২০ সালে তার বাবা মারা যাবার পর পরিবারের আয়ের প্রধানতম পথটি রুদ্ধ হয়ে যায়। দুনিয়া থেকে চলে যাবার আগে শহীদ অনেক স্মৃতি রেখে গেছেন।

পারিবারিক জীবন

শহীদ আল রিয়াদ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। পরিবারিক সূত্র থেকে জানা যায় , শহীদের পিতার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ ও শহীদের মামা ওনানীর সহযোগিতা নিয়ে তারা মোটামুটিভাবে দিনাতিপাত করছিল। মো: আল জুবায়ের তামিম পুলিশ লাইন স্কুল, লালমনিরহাতে ৮ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে।

২০২৪-এর কোটা সংস্কার আন্দোলন এ শহীদ আল শাহ রিয়াদ

আল শাহ রিয়াদ ২০২৪ সালের বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের একজন কর্মী। ২০১৩, ২০১৮ সালের পর ২০২৪ সালের ৬ জুন আবারও কোটা সংস্কারের আন্দোলন শুরু হয়। দাবী আদায়ে রাজপথে নেমে আসে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। শহীদ আল রিয়াদ এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সরকার আন্দোলন দমাতে সব স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। ঢাকার মেসে মেসে চিরুনি অভিযান চালায় পুলিশ। সাধারণ ছাত্রদের ধরে এনে থানায় আটকে রাখে। আতংক ছড়িয়ে পড়ে শহরে। মায়ের অনুরোধে রিয়াদ লালমনিরহাটের নিজ বাসায় ফিরে আসেন। এখানে এসেও শহীদ তার কর্তব্য থেকে পিছিয়ে যাননা। তিনি আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে আসে বহুল কাঙ্খিত ২য় স্বাধীনতা।

অগ্নিঝরা আগস্ট মাসের ৫ তারিখ ছিল স্বৈরাচার পতনের দিন। সাধারন জনতার বিজয় ও আনন্দের দিন। শহীদ আল রিয়াদ আনন্দ মিছিলে যোগ দিতে বিকেল ৩ টায় বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় । বিজয় মিছিলে তখন ছাত্র-জনতা ও সাধারণ মানুষ আনন্দ করতে থাকে। এক পর্যায়ে কে বা কারা স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা শাখাওয়াত হোসেন সুমনের ৪ তলা সুরম্য প্রাসাদের ৩য় তলায় ৬ জন সাধারণ শিক্ষার্থীকে আটকে রাখে। বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় ঘাতকের দোসররা। মুহুর্তেই পুড়ে নি:শেষ হয়ে যায় ৬ জনের দেহ। অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে এই জঘন্ন হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে দাবী সাধারন জনগনের । বাড়িটি ছিল লালমনিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পেছনে।

রাত যত ঘনিয়ে আসে রিয়াদের মায়ের চিন্তা ততই বাড়তে থাকে। ছেলেকে দেখতে না পেয়ে হনে হয়ে খুঁজতে শুরু করে সবাই। ফেসবুকে অনলাইন, বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে সংবাদ আসে যে, আগুনে পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে ৬ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় লাশগুলি ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত লাশগুলো লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারগুলোর ধারনা যে, এই ৬ জনের মধ্যেই হয়তো তাদের সন্তানকে পাওয়া যাবে। পরদিন ৬ আগষ্ট শহীদের মামা ও চাচা একসাথে গিয়ে লাশ শনাক্ত করতে সক্ষম হন। শহীদের পুরো শরীর আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। দেখে বুঝার উপায় থাকে না এটা কার লাশ। শুধু মুখের থুতনী ও গলার চেইন দেখে তার পরিবার তাকে সানাক্ত করতে সক্ষম হন। ছেলের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে মায়ের অন্তর ফেটে যায়। কে আছে তার মাকে সান্তনা দেবে? মায়ের আহাজারিতে এলাকাবাসীও কান্না ধরে রাখেতে পারে না।

দাফন

অবশেষে বেলা ১:৩০ মিনিটে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হলে বিকেল ৫:৩০ মিনিটে আসর নামাজের পর লালমনিরহাট কেন্দ্রীয় কবরস্থানে শহীদ আল রিয়াদকে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদের সম্পর্কে তার বাল্যকালের বন্ধু , স্কুল ফ্রেন্ড মাহমুদা হোসেন মিথির ভাষ্য মতে, আল শাহ রিয়াদ ছিল খুবই সাধারণ, মেধাবী একজন ছেলে। সে অনেক মিশুক ছিল, তার সকল বন্ধুদের সে সম্মান করত। একই সাথে প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নিত। কারো সাথে দেখা হলেই কেমন আছিস বলে খোঁজ নিত। শহীদ রিয়াদের প্রতিবেশী বড় বোন মাহবুবা মনির ভাষ্য মতে, তার সাথে দেখা হলে হাসি মুখে কথা বলতো সালাম দিয়ে কুশলাদী বিনিময় করতো। দেশ প্রেমিক ও প্রতিবাদী মানসিকতার ছেলে ছিল শহীদ রিয়াদ। তার এই জঘন্য ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে সেই সাথে যারা এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে তাদের শাস্তির দাবী জানাই।

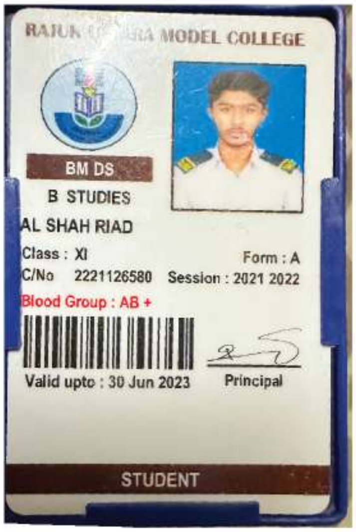

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Mohendranagar Union Parishad
Lalmonirhat Sadar, Lalmonirhat
জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate
Name: Al Shah Riad
Sex: Male
Nationality: Bangladeshi
Place of Birth: Lalmonirhat, Bangladesh
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Seal & Signature
Registrar

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: আল শাহ রিয়াদ
পেশা	: ছাত্র, রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ
জন্ম	: তারিখ: ০৮.০৯.২০০৫
বয়স	: ১৮ বছর
পিতা	: মরহুম জাহেদুল ইসলাম
মাতা	: নাসরীন পারভীন
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাতের স্থান	: লালমনিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পেছনে একটি বাড়িতে আগুনে দগ্ধ
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: হাড়িভাঙ্গা, মহেন্দ্রনগর, লালমনিরহাট

প্রস্তাবনা

১. শহীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান

২. পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান দেয়া

“দেহের সাথে স্বপ্ন গুলোও পুড়ে ছাই হয়ে গেল।”

মো: জোবায়ের হোসেন

ক্রমিক : ৫৬০

আইডি : রংপুর বিভাগ ০১৮

শহীদ পরিচিতি

মো: জোবায়ের হোসেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রাণোৎসর্গকারীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জন্ম লালমনিরহাট জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম খোর্দসাপটানাতে। তার পিতা জনাব জহিরুল ইসলাম এবং মাতার নাম মোসা: জিন্নাতুন নাহার। লালমনিরহাটের একটি বাড়িতে আটকে রেখে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। সেখানেই আগুনে দগ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন তিনি।

ব্যক্তিগত জীবন

মো: জোবায়ের হোসেন একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি লালমনিরহাট সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ৯ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করতেন। মাঝে মাঝে বাবার সাথে ইন্টেরিয়র ডিজাইন মিস্ত্রী হিসেবে কাজে যোগ দিতেন।

কিশোর জোবায়ের ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন মেধাবী এবং পরিশ্রমী একজন মানুষ। পরিশ্রম করে তিনি তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। স্বপ্ন ছিল অনেকদুর এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু সবার স্বপ্ন কি আর পূরণ হয়। কিছু মানুষের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। বাস্তবে রুপ নেয় না। আগুনে পুড়িয়ে সকল স্বপ্ন ভস্ম করে দেওয়া হল। তার দেহের সাথে স্বপ্ন গুলোও পুরে ছাই হয়ে গেল। চোখে দেখা রঙিন স্বপ্ন নিমিষেই কালো অঙারে পরিণত হয়ে গেল।

পারিবারিক জীবন

শহীদ জোবায়েরের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ জন। তার বড় ভাই জাকির হোসেন কোরআনের হাফেজ। আর ছোট বোন জেসমিন আক্তার ৯ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। দিন আনেন দিন খান। পরিবারটির মাসিক কোন আয় নেই। অসুস্থ বাবা মেরুদণ্ডের সমস্যা নিয়ে ইন্টেরিয়র ডিজাইন মিস্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। দিন শেষে যে টাকা পান তাই দিয়ে সংসার চলে। পরিবারের একমাত্র উপর্জনক্ষম ব্যক্তি শহীদ জোবায়ের হোসেনের পিতা জনাব মো: জহিরুল ইসলাম বর্তমানে খুবই অসুস্থ। বেশ কিছু দিন আগে মিস্ত্রির কাজ করার সময় পড়ে গিয়ে শহীদের বাবা কোমরে প্রচণ্ড চোট পান। পরে তাকে চিকিৎসা নিতে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। ভালো করে হাঁটতে পারেন না। ভারী কোন কাজ করতে পারেন না। তবুও অসুস্থ অবস্থায় জীবনের চাকা ঘুরাতে দিনরাত অসুস্থতা নিয়েও তাকে এই কাজ করে যেতে হয়। বাবা অসুস্থ হওয়ায় এই শহীদ ছেলেটি বাবার কাজে মিস্ত্রী হিসেবে সহযোগিতা করতো।

যেভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হল শহীদ মো: জোবায়ের হোসেন কে

ঘটনার দিনটি ছিল ৫ আগস্ট ২০২৪। এ দিনেই বাংলার ইতিহাসে রচিত হয় এক নতুন ইতিহাস। ফ্যাসিবাদ, স্বৈরাচারের পতন ঘটে। সারা দেশে বিজয় ও আনন্দ মিছিল বের হয়। শহীদ জোবায়ের হোসেনও সেদিন আনন্দ মিছিলে যুক্ত হয়েছিলেন।

যখন ছাত্র-জনতা ও সাধারণ মানুষ আনন্দ করতে থাকে তখন কে বা কারা স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা শাখাওয়াত হোসেন সুমনের ৪ তলা সুরম্য প্রাসাদের ৩য় তলায় ৬ জন সাধারণ শিক্ষার্থীকে আটকে রেখে বাহির থেকে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। দরজ বন্ধ করে বাহির থেকে আগুন ধরিয়ে দেয় ঘাতকের দোসররা। মুহূর্তেই পুড়ে নি:শেষ হয়ে যায় ৬ জনের দেহ। সেই ৬ জনের মধ্যে শহীদ মো: জোবায়ের হোসেনও ছিলেন। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই জঘন্ন হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে দাবী সাধারণ জনগনের। বাড়িটি ছিল লালমনিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পেছনে।

রাত যত ঘনিয়ে আসে ৬ জনের পরিবার তাদের খুঁজতে থাকে, কেউ ফেসবুকে অনলাইন, বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে সংবাদ আসে যে, আগুনে পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে ৬ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তখন রাত ১২ টা। তখনি সন্দেহ হয় তাদের। মনে হয় তাদের জোবায়েরও সেখানেই আছে। সেনা বাহিনীর সহায়তায় লাশগুলি উদ্ধার করে লালমনিরহাট হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে সেই পুড়ে যাওয়া ৬ জনের মধ্যে তাদের আদরের ছেলে জোবায়েরও আছে। লাশ পুড়ে একদম ছাই হয়ে যায়। চেনার কোন উপায় থাকে না। কোনটা কার লাশ। অবশেষে খুব কষ্টে শহীদ জোবায়ের লাশ সনাক্ত করা হয়। এমন ভয়ানক মৃত্যু দেখে সকলে থমকে উঠে। মমতাময়ী মা ছেলের এমন করুন মৃত্যু কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিল না।

দাফন-কাফন

হাসপাতাল থেকে বেলা ৫:৩০ মিনিটে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়। জানাজা শেষে বাদ মাগরিব স্থানীয় পারিবারিক কবরস্থানে লাশ দাফন করা হয়।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Birth and Death Registrar
Lalmonirhat Paurasava
Upazila: Lalmonirhat Sadar
District: Lalmonirhat, Bangladesh

BDR Form-3
Corrected

Birth Registration Certificate

Register No.: 13
Date of Issue: 10/07/2019
Date of Registration: 01/04/2013
BR Number: 2 0 0 8 5 2 2 3 7 0 2 0 0 6 7 2 3
Name: MD JOBAYER HOSEN
Date of Birth: 13 07 2008
Sex: Male
In Word: 13th Jul, 2008
Order of Child:
Place of Birth: Lalmonirhat
Permanent Address: KHORDO SAPTANA, BASUNDHARA, WARD NO-02, SADAR, LALMONI Lalmonirhat Paurasava, Lalmonirhat Sadar, Lalmonirhat, Rangpur Division

Father's Name: MD JAHIRUL ISLAM
Father's BRN: 19795225502003749
Father's Nationality: Bangladeshi
Father's NID:
Mother's Name: MST JINNATUN NAHAR
Mother's BRN: 19835225507004031
Mother's Nationality: Bangladeshi
Mother's NID:

Seal of Registrar Office
(Prepared by) KOUSHIK ROY Vaccinator Lalmonirhat Paurashava
(Verified by) DR SHARIF MD. BAZLUL HAQUE Medical Officer Lalmonirhat Paurashava
Signature and seal of the Registrar
Md. Rezaul Karim Swapan
Mayor
Lalmonirhat Paurashava

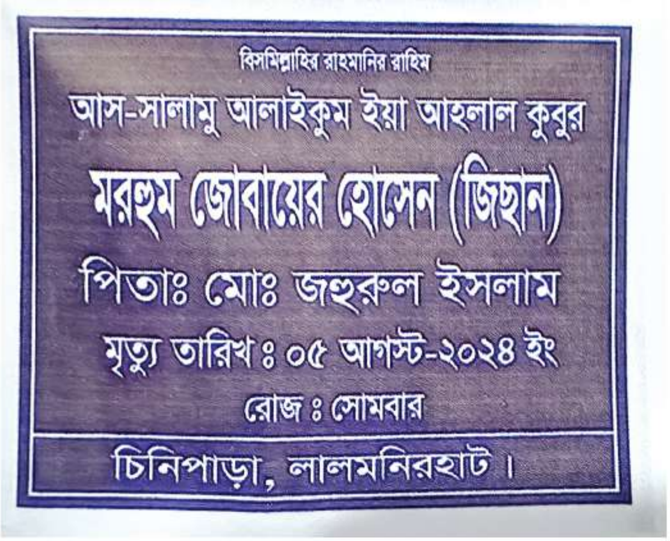

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: জোবায়ের হোসেন
পেশা	: ছাত্র, লালমনিরহাট সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ৯ম শ্রেণি
জন্ম তারিখ	: ১৩.০৭.২০০৮
বয়স	: ১৫ বছর
পিতা	: মো: জহিরুল ইসলাম
মাতা	: মোসা: জিন্নতুন নাহার
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাতের স্থান	: লালমনিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পেছনে একটি বাড়িতে আগুনে দগ্ধ
স্থায়ী বর্তমান ও ঠিকানা	: গ্রাম: খোর্দসাপটানা, লালমনিরহাট পৌরসভা, লালমনিরহাট
প্রস্তবনা	১. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান ২. শহীদের পিতার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা

"স্বামীর পর ছেলেকেও হারিয়ে নিস্ব হয়ে গেল মা"

শহীদ মো: জাহিদুর রহমান

ক্রমিক: ৫৬১

আইডি: রংপুর বিভাগ ০১৯

শহীদ পরিচিতি

মো: জাহিদুর রহমান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। তাঁর জন্ম লালমনিরহাট জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম নবীনগর। তার পিতা মরহুম সেকান্দর আলী এবং মাতার নাম মোসা: জমিলা বেগম। তিনি ৫ আগস্ট বিজয় মিছিল চলাকালে আওয়ামী নরপিশাচদের নির্মমতার শিকার হন। লালমনিরহাটের একটি বাড়িতে আটকে রেখে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। সেখানেই আগুনে দগ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন তিনি।

ব্যক্তিগত জীবন

মো: জাহিদুর রহমান একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি লালমনিরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ৯ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করতেন।

কিশোর মো: জাহিদুর রহমান ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন মেধাবী এবং পরিশ্রমী মানুষ। পরিশ্রম করে তিনি তার পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। স্বপ্ন ছিল অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু সবার স্বপ্ন কি আর পূরণ হয়। কিছু মানুষের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। বাস্তবে রুপ নেয় না। ছোট বয়সে বাবাকে হারান। মায়ের কাছেই বড় হন। মা খুব কষ্ট করে অন্যের বাড়িতে কাজ করে ছেলেকে এসএসসি পাশ করান। কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু দারিদ্রতার কারণে আর পড়াশোনা চালানো সম্ভব হয় না। ঢাকায় যান কাজের উদ্দেশ্যে।

আগুনে পুড়িয়ে সকল স্বপ্ন ভস্ম করে দেওয়া হল শহীদ জাহিদুর রহমানের। তার দেহের সাথে স্বপ্ন গুলোও পুরে ছাই হয়ে গেল। চোখে দেখা রঙিন স্বপ্ন নিমিষেই কালো অঙারে পরিণত হয়ে গেল।

পারিবারিক জীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ জাহিদুর রহমান খুবই দরিদ্র ঘরে বেড়ে উঠা এক যুবকে। ৪ জনের সংসারে তার পিতা অন্যের দোকানের কর্মচারী হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। খুব অল্প বয়সে যখন তার বয়স ৬ বছর তখন তিনি তার পিতাকে হারান। এই এতিম পরিবারের হাল ধরেন তার অসুস্থ মা। মানুষের বাসায় ও মেসে কাজ করে যা পেতেন তাই দিয়ে সংসার চালাতেন।

খুবই জীর্ণশীর্ন তাদের বাড়িটি, ২ কক্ষে ৪ জনের বসবাস। ৪ জন বলতে তার বোন ও দুলাভাই সহ। খুব কষ্টের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হয় এই বয়স্ক মানুষটির জীবন। ছেলের শাহাদাতের মধ্যদিয়ে বৃদ্ধ মা একা হয়ে গেল। তাই তার বোন ও দুলাভাই মায়ের দেখভালের দায়িত্ব নেবেন বলেছেন। তবে তারাও খুবই দরিদ্র।

আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় মো: জাহিদুর রহমান কে

৫ আগস্ট ২০২৪। বাঙালি জাতির স্মরণীয় একটি দিন। টানা ১৫ বছর পর পরাজয় হলো ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের। কোটা আন্দোলনের জেরে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা। ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে গণভবন থেকে নিরাপদ স্থানে চলে যান শেখ হাসিনা।

সরকারের পদত্যাগের দাবিতে চলমান অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের লং মার্চ টু ঢাকা ছিল আজ। এর আগে দুইদিনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে গড়ে ওঠা এই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পুরো জুলাই মাসজুড়ে চলে এই আন্দোলন।

একপর্যায়ে সরকার কোটা সংস্কার করে। তবে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সহিংসতার জেরে এক দফা দাবি উঠে শেখ হাসিনার পদত্যাগ। ৫ আগস্ট বেলা ১১ টার পর থেকে ঢাকার পথে ঢল নামে মানুষের। কারফিউ উপেক্ষা করে বিভিন্ন স্থান থেকে আসতে শুরু করেন তারা। এক পর্যায়ে শাহবাগ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সমূহ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে। ছাত্র-জনতার ঢল দেখে ভয়ে দেশ ছেড়ে পালান ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রচিত হয় এক নতুন ইতিহাস। ফ্যাসিবাদ, স্বৈরাচারের পতনের ঘটে। সারা দেশে বিজয় ও আনন্দ মিছিল বের হয়। যাওয়ার আগে স্বৈরাচারী হাসিনা দেশে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়। সারা দেশে হামলা, ভাঙচুর, আগুন, ডাকাতি, খুন ইত্যাদির মাধ্যমে এক আতংকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মো: জাহিদুর রহমান ও সেদিন নৃশংসতার শিকার হন। লালমনিরহাটের একটি বাড়িতে আবদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে ৬ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তার মধ্যে জাহিদুর রহমানও ছিলেন।

সাধারণ জনতার সাথে আনন্দ মিছিলে যুক্ত হন । শহীদ মো: জাহিদুর রহমান। আনন্দ মিছিল চলাকালে কে বা কারা স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা শাখাওয়াত হোসেন সুমনের ৪ তলা সুরম্য প্রাসাদের ৩য় তলায় ৬ জন সাধারণ শিক্ষার্থীকে আটকে রেখে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। দরজ বন্ধ করে বাহির থেকে আগুন ধরিয়ে দেয় ঘাতকের দোসররা। মুহুর্তেই পুড়ে নি:শেষ হয়ে যায় ৬ জনের দেহ। সেই ৬ জনের মধ্যে মো: জাহিদুর রহমান একজন। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই জঘন্ন হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছে বলে দাবী সাধারণ জনগনের। বাড়িটি ছিল লালমনিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পেছনে।

রাত যত ঘনিয়ে আসে ৬ জনের পরিবার তাদের খুঁজতে থাকে, কেউ ফেসবুকে অনলাইন, বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে সংবাদ আসে যে, আগুনে পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে ৬ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তখন রাত ১২ টা। তখনি পরিবারের সন্দেহ হয় তাদের ছেলে মো: জাহিদুর রহমানকে নিয়ে। সেনা বাহিনীর সহায়তায় লাশগুলি উদ্ধার করে লালমনিরহাট হাসপাতালে মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে সেই পুড়ে যাওয়া ৬ জনের মধ্যে তাদের আদরের ছেলে মো: জাহিদুর রহমানও আছে। লাশ পুড়ে একদম ছাই হয়ে যায়। চেনার কোন উপায় থাকে না। কোনটা কার লাশ। অবশেষে খুব কষ্টে জাহিদুর রহমানের লাশ সনাক্ত করা হয়। এমন ভয়ানক মৃত্যু দেখে সকলে কেঁপে উঠে। মমতাময়ী মা ছেলের এমন করুণ মৃত্যু কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিল না।

দাফন-কাফন

হাসপাতাল থেকে বেলা ৫:৩০ মিনিটে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়। জানাজা শেষে বাদ মাগরিব স্থানীয় পারিবারিক কবরস্থানে লাশ দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদের বোনের বক্তব্য অনুযায়ী, তার ভাইটি ছিল পরিবারের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। মাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো। পড়াশোনার খরচ কুলাতে না পেরে সে ঢাকায় কাজের জন্য যায় এবং সেখানে কাজ করে যা আয় করতো তা তার মায়ের জন্য পাঠাতো। সে বোনকে খুব আদর করত।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ মো: জাহিদুর রহমান
পেশা	: ছাত্র, লালমনিরহাট সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ৯ম শ্রেণি
জন্ম তারিখ	: ০৫.০১.২০০২
বয়স	: ২২ বছর
পিতা	: মরহুম সেকান্দর আলী
মাতা	: মোসা: জমিলা বেগম
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাতের স্থান	: লালমনিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পেছনে একটি বাড়িতে আগুনে দগ্ধ
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: নবীনগর, লালমনিরহাট পৌরসভা, লালমনিরহাট

প্রস্তাবনা

: শহীদের মাকে মাসিক সহযোগিতা প্রদান করা জরুরী

শহীদ মো: শাহরিয়ার আল আফরোজ শ্রাবন

ক্রমিক: ৫৬২

আইডি: রংপুর বিভাগ ০২০

শহীদ পরিচিতি

বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে যে ২য় স্বাধীনতা লাভ করেছিল তার নায়কদের মধ্যে সিপাহ সালার অন্যতম এক শহীদ শ্রাবন। এই বিপ্লবী তরুণ ২০০৫ সালে লালমনিরহাট জেলার খাতাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনাব মো: সাইদুর রহমান এবং মাতার নাম মোসা: আফরোজা খানম। তাঁর পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। শহীদ শাহরিয়ার আল আফরোজ শ্রাবন ড্যাফডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

শ্রাবন রাত দিন সব সময় স্বপ্ন দেখতো বৈষম্যবিরোধী একটি সমাজের, একটি সুন্দর আগামীর। কিন্তু মানবতার দুশমন, স্বৈরাচার হাসিনা সরকার সমাজের প্রতিটি পরতে পরতে এই বৈষম্যের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তাই জাতীকে মুক্তি দিতে শ্রাবনেরা জেগে ছিলো দিন রাত। তাদের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল বাংলাদেশের রাজপথ। আর এ রক্ত দিয়েই আসে এই স্বাধীনতা। যুগে যুগে জাতির এই সূর্য সৈনিকেরা জেগে উঠে আলোকবর্তিকা হয়ে। কখনো রফিক, জব্বার হয়ে কখনো মতিউর হয়ে কখনো বা নুর হোসেন হয়ে আবার কখনও বা সাইদ মুগ্ধ হয়ে ঘাতকের সামনে বুক পেতে দেয় দেশের জন্য।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ শাহরিয়ার আল শ্রাবনের জন্ম একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর বাবা একজন ব্যবসায়ী এবং মা একজন গৃহিণী। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। তাঁর ছোট ভাই মাহিয়ান আল আফরোজ এইচএসসি তে অধ্যয়নরত এবং ছোট বোন মেশকাতুল জান্নাত মেঘলা ২য় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। বাবা-মা ভাই-বোনদের সাথে আনন্দেই কাটছিল তাদের গোছানো সংসার। হঠাৎ শ্রাবনের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ঢেউ বইছে।

শহীদ হওয়ার হৃদয়বিদারক ঘটনা

কতটা নির্মম ও কতোটা পৈশাচিক ছিল শ্রাবনের শাহাদাত যা শুনলে একজন মানুষ স্বাভাবিক থাকতে পারবেনা।

০৫ আগষ্ট বিজয় আনন্দে শ্রাবন বের হয়েছির রাজপথে। আনন্দ করছিল বন্ধুদের সাথে, সেখানে থেকে কে বা কারা তাকে তুলে নিয়ে যায় আওয়ামীলীগের নেতা সুমন খানের সুরম্য অবৈধ টাকায় অর্জিত প্রাসাদে। সেখানে তাকে ৩য় তলায় বিশেষ লক সিস্টেমের দরজা ওয়ালা রুমে আটকে রেখে পরে চারদিকে আগুন ধরিয়ে দিলে মূহুর্তেই শ্রাবন সহ সাথে থাকা ৫ জন পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। চারদিক থেকে যখন আগুন জ্বলে উঠে ভিতর থেকে তারা

চিল্লাতে থাকে। কিন্তু কে শোনে তাদের আর্তনাদ। জীবন্ত মানুষ আগুনের তাপে শরীরের রক্ত মাংস গলে গলে পড়তে থাকে। তাদের দেহের কোন অংশ আর অবশিষ্ট থাকে না। আগুনে পুড়ে একদম ছাই হয়ে যায়। এমন মর্মান্তিক মৃত্যু মানুষকে কাদায়।

আনন্দ মিছিল শেষে সবাই বাড়ি ফিরলেও ফিরে আসে না শ্রাবন, সবাই অপেক্ষা করতে থাকে কখন আসবে শ্রাবন। আজ ওর জন্য সবচাইতে আনন্দের দিন। কিন্তু রাত যত বাড়তে থাকে, দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু শ্রাবনের দেখা নেই। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতেও কোথাও শ্রাবনকে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর একে একে চারদিকে ফোন করা, ফেসবুকে দেয়া কিন্তু কোথাও কোন সাড়া নেই। অবশেষে রাত ১১ টার সময় খবর আসে সুমন খানের বাসা থেকে লাশ পাওয়া গেছে ৬ জনের । সবাই তখন সদ্য আগুনে পুড়ে যাওয়া সেই বাড়ির কাছে যান এবং সেনাবাহিনীর সহযোগীতায় এক এক করে ৬ জনের পুড়ে যাওয়া বীভৎস দেহ বের করে আনা হয়। নেয়া হয় থানায়। পরদিন থানায় গিয়ে পরিবারের সদস্যরা লাশ শনাক্ত করতে সক্ষম হন। পরে প্রশাসন দাফনের জন্য মৃত দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। ছেলের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে মমতাময়ী মা শোকে কাতর হয়ে পড়েন।

পরিবার ও সাধারণ মানুষ এই ন্যাক্কারজনক হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানায় এবং হত্যার জন্য যারা দায়ী তাদের বিচারের আওতায় এনে কঠিন শাস্তির দাবী জানান।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের বক্তব্য

শহীদ সম্পর্কে স্থানীয় এলাকাবাসী জানান, আমাদের সকলের আদরের সন্তান ছিল শ্রাবন। ছোট বেলা থেকেই শ্রাবন ছিল খুবই ভদ্র, নমনীয়, আদব কায়দা সম্পন্ন ছেলে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে কখনো আপোস করে নাই। এলাকার সবার সাথে সে মিলে মিশে চলতো। আমরা সবাই তাঁকে অনেক ভালোবাসতাম।

তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কেউ ভাবতেই পারেনি এত অল্প বয়সে শ্রাবনকে হারাতে হবে। তাঁর জন্য দোআ করেছেন সবাই। এলাকাবাসী তাঁর হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ শাহরিয়ার আল আফরোজ শ্রাবন
Name: MD. SHAHRIAR AL-AFROZ SHRABON
পিতা: মোঃ সাইদুর রহমান
মাতা: মোছাঃ আফরোজা খানম
Date of Birth: 29 Dec 2005
ID NO: 1518494628

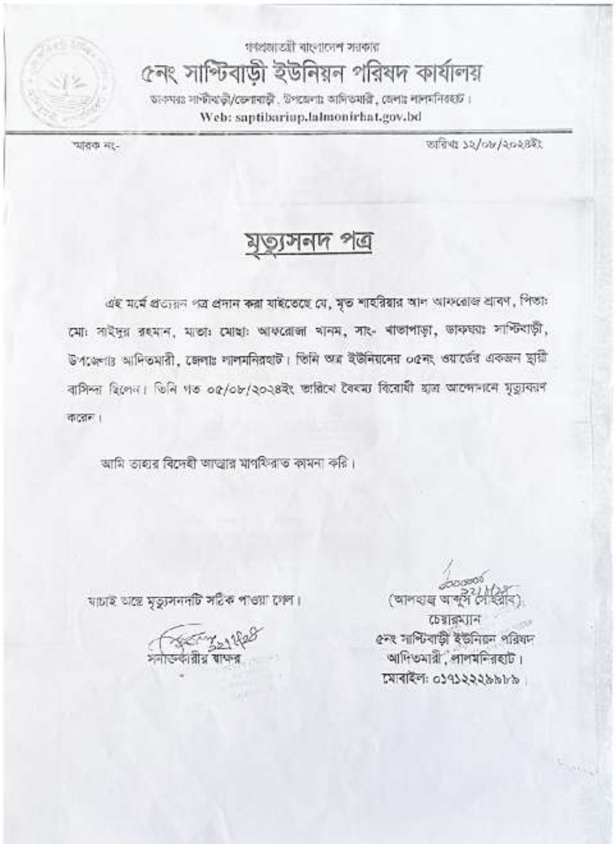

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫নং সাপ্টিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘরঃ সাপ্টিবাড়ী/ভেলাবাড়ী, উপজেলাঃ আদিতমারী, জেলাঃ লালমনিরহাট।
Web: saptibariup.lalmonirhat.gov.bd

স্মারক নং-

তারিখঃ ১২/০৮/২০২৪ইং

মৃত্যুসনদ পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা যাইতেছে যে, মৃত শাহরিয়ার আল আফরোজ শ্রাবণ, পিতাঃ মোঃ সাইদুর রহমান, মাতাঃ মোছাঃ আফরোজা খানম, সাং- খাতাপাড়া, ডাকঘরঃ সাপ্টিবাড়ী, উপজেলাঃ আদিতমারী, জেলাঃ লালমনিরহাট। তিনি অত্র ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডের একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি গত ০৫/০৮/২০২৪ইং তারিখে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করেন।

আমি তাহার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

যাচাই অন্তে মৃত্যুসনদটি সঠিক পাওয়া গেল।

সনাক্তকারীর স্বাক্ষর

(আলহাজ্ব আব্দুস সোহরাব)
চেয়ারম্যান
৫নং সাপ্টিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
আদিতমারী, লালমনিরহাট।
মোবাইল: ০১৭১২২২৯৯৮৯

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: শাহরিয়ার আল আফরোজ শ্রাবন
পেশা	: ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	: ড্যাফডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভারসিটি, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
জন্ম তারিখ	: ২৯.১২.২০০৫
বয়স	: ১৯ বছর
পিতা	: জনাব মো: সাইদুর রহমান
মাতা	: মোসা: আফরোজা খানম
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক বিকের ৪ : ৩০ মি:, আগুনে দগ্ধ হয়ে
স্থান	: লালমনিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পেছনে, আওয়ামীলীগ নেতার বাড়ি
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, ৪ : ৩০ থেকে ৬ টার মধ্যে
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: খাতাপাড়া মাজার, ইউনিয়ন: সাপ্টিবাড়ি থানা: আদিতমারী জেলা: লালমনিরহাট

প্রস্তাবনা :

১.শহীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান
২.পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
৩.ছোট ভাই বোনের শিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে পড়াশুনায় সাহায্য করা

শহীদ মিরাজুল ইসলাম

ক্রমিক: ৫৬৩

আইডি: রংপুর বিভাগ ০২১

শহীদ পরিচিতি

মিরাজুল ইসলামের পরিবার একটি সংগ্রামী পরিবারের উদাহরণ, যারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার মহিষখোচা ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম বারোঘরিয়াতে বসবাসকারী এই পরিবারটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংগ্রামের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবারের কর্তা, মিরাজুলের বাবা আব্দুল সালাম খান, একজন রিকশা চালক। তার বয়স ৪১ এবং তার সীমিত আয়ের মাধ্যমে পরিবারের ভরণ-পোষণ চলছে। প্রতি মাসে তার আয় মাত্র ৯,০০০ টাকা, যা দিয়ে তিনি পরিবারের চার সদস্যের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছেন। মিরাজুলের মা মোসা: মোহসেনা বেগম, বয়স ৩৩, একজন গৃহিণী। তিনি ঘরের সমস্ত কাজ সামলান এবং সন্তানদের দেখাশোনা করেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন, কারণ শুধুমাত্র বাবার আয়ের ওপরই পুরো পরিবারের নির্ভরশীলতা। মিরাজুল ছাড়াও পরিবারে আরও দুই ভাই রয়েছে। মিরাজের বড় ভাই মো: মিসবাহুল মিয়া, বয়স ১৮, আদিতমারী জিএস স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র এবং ছোট ভাই মো: সিরাজুল ইসলাম, বয়স ১৪, অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। দুই ভাই শিক্ষাজীবনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছে, যদিও পরিবারের আর্থিক দৈন্যদশার কারণে তাদের পড়াশোনায় অনবরত বাঁধা সৃষ্টি হয়।

মিরাজুলের জীবন এই গ্রামের একটি সাধারণ ও সংগ্রামী জীবনের প্রতিচ্ছবি। তার বেড়ে উঠা গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায়, যেখানে জীবনযাত্রা খুবই সাধারণ এবং দৈনন্দিন খাটুনি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। মিরাজুলের মতো একজন মেধাবী ছাত্র গ্রামের মানুষের মধ্যে বিশেষ পরিচিত ছিল তার ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহারের জন্য। যদিও পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না, তবুও মিরাজুল ও তার ভাইয়েরা তাদের ভবিষ্যত নির্মাণের লক্ষ্যে নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই পরিবারের প্রতিটি সদস্য দিন এনে দিন খায় এবং তাদের জীবনের প্রতিটি দিনই এক নতুন সংগ্রামের চিহ্ন বহন করে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

মোসা: মোহসেনা বেগম, শহীদ মিরাজুল ইসলামের গর্বিত মা। মিরাজুল তাঁর কাছে ছিল অমূল্য এক সম্পদ। সবসময় মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করত। মা বারবার বলতেন, "মিরাজ আমার সোনার টুকরা ছেলে। এত অল্প বয়সেই আমাদের পরিবারের হাল ধরেছিল।" কিন্তু এই কথা বলতে বলতেই তিনি বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

ঘটনার দিন ছিল সোমবার, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। মিরাজুল সকালে নাস্তা করে তাঁর খালাতো ভাইকে ফোন করে বলে যে, সে যাত্রাবাড়ি যাচ্ছে আন্দোলনে যোগ দিতে। ফোন রাখার পরই মা মোছা: মোহসেনা বেগম ছেলেকে নিষেধ করেন আন্দোলনে না যেতে, কারণ সরকার ইতোমধ্যে গুলি করে মানুষ হত্যা করছে। তিনি বলেন, "বাবা, আন্দোলনে যাওয়ার দরকার নেই। পুলিশ গুলি করছে।" কিন্তু মিরাজ বলল, "মা, সারা দেশের ছাত্ররা নেমে গেছে। আমিও ছাত্র, তাই ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে আন্দোলনে যেতেই হবে।"

সকাল ৯ টার দিকে মিরাজুল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পর, ১০ টা ১৫ মিনিটে, তাঁর বাবার মোবাইলে অজানা এক ব্যক্তি ফোন দিয়ে জানায় যে, মিরাজুল যাত্রাবাড়ি থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হয়েছে এবং তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মিরাজুলের বাবা তখন শনির আখড়ায় রিকশা চালাচ্ছিলেন। স্ত্রীর কাছে ফোন করে জানালেন, তাঁদের ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছে এবং তাকে রেডি হয়ে যাত্রাবাড়িতে আসতে বলেন। মোহসেনা বেগম তখন তাড়াহুড়ো করে যাত্রাবাড়িতে পৌঁছান, কিন্তু সড়কে আন্দোলনের কারণে কোনো গাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁরা ধোলাইপাড় দিয়ে পায়ে হেঁটে ঢাকা মেডিকেলের দিকে রওনা হন। দুপুর ১২ টার দিকে তাঁরা মেডিকেলে পৌঁছান এবং ফোন দিয়ে জানতে পারেন মিরাজুলকে জরুরী বিভাগের গেইটের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন, মিরাজুল রক্তাক্ত অবস্থায় ফ্লোরে পড়ে আছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, কিন্তু হাসপাতালে ভিড়ের কারণে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে ৩৫ মিনিট পর ডাক্তার এসে তাঁর রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু গুলিটি এমন জায়গায় লেগেছিল যে, চিকিৎসকরা জানালেন, গুলি বের করতে অপারেশন করতে হবে, কিন্তু অপারেশন করতে দেরি হবে। মিরাজুলের বাবা-মা তখন সিদ্ধান্ত নেন, তাকে রংপুর নিয়ে যাবেন। দুপুর ১ টা ১৫ মিনিটে একটি এম্বুলেন্স ভাড়া করে মিরাজুলকে রংপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন সারা ঢাকা শহরে আন্দোলনের জন্য রাস্তায় যানজট ছিল। রংপুর পৌঁছাতে তাঁদের রাত ১০ টা বেজে যায়। রংপুর মেডিকেলে মিরাজুলকে জরুরী বিভাগে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। ৩ দিন ধরে মিরাজুল ব্যথায় কাতর হয়ে শুধু বলত, "মা, তাড়াতাড়ি গুলি বের করতে বলো, আমি বাড়ি যাব।" অবশেষে, ৮ আগস্ট রাত ১ টা ৩০ মিনিটে মিরাজুলের শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। অক্সিজেন দেওয়া হয়, কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে চিকিৎসকরা জানান, গুলি এমন জায়গায় লেগেছে যে এখন অপারেশন করে বের করা সম্ভব নয়। রাতের এক পর্যায়ে মিরাজুলের শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক দুঃখিত কণ্ঠে জানান, "মিরাজ আর আমাদের মাঝে নেই।"মোসা: মোহসেনা বেগমের পক্ষে এটি বিশ্বাস করা ছিল অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবতা ছিল অত্যন্ত নির্মম। মিরাজুলকে হারানোর যন্ত্রণা তাঁদের পরিবারকে স্তব্ধ করে দেয়। সকালে এম্বুলেন্সে করে শহীদ মিরাজুলের নিথর দেহ বাড়িতে পৌঁছায়। গ্রামের মানুষ জানাজা ও দাফনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সকাল ১০ টায়, শত শত মানুষ মিরাজুলের জানাজায় অংশ নেন এবং গ্রামের মাটিতেই তাঁর শেষ ঠিকানা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

মিরাজুল ইসলামের ছোট ভাই মো: সিরাজুল ইসলাম কাঁদতে কাঁদতে জানান, "আমার ভাই আমাকে খুব আদর করতেন। পাশে বসিয়ে অংক করাতেন, স্নেহমাখা হাসি দিয়ে সবসময় আমাদেরকে ভালো রাখার চেষ্টা করতেন। আমরা ৩ ভাই সবসময় মিলে মিশে থাকতাম। এলাকায় তাঁর খুব সুনাম ছিল। সবাইকে ভালোভাবে সম্মান করতেন, কারও প্রতি কোনো অবহেলা দেখাতেন না।"সিরাজুল আরও বলেন, "ঢাকায় চাকরিতে যাওয়ার পরেও ভাইয়া প্রতিদিন আমার সাথে ফোনে কথা বলতেন, কখনও আমার খোঁজ নিতেন, কখনো হাসি-ঠাট্টা করতেন। এখনো মনে পড়ে, ভাইয়ার আদরের কথা। ভাইয়া আমাদের মাঝে নেই; এটা বিশ্বাস করা এত কষ্টের যে আমি তা মেনে নিতে পারছি না।"

ভাইয়ের এই অপূর্ণ শূন্যতা সিরাজুলের হৃদয়ে গভীর বেদনা তৈরি করেছে, যা কখনোই পূরণ হওয়ার নয়।

শহীদ মিরাজুল ইসলাম ছিলেন দরিদ্র পরিবারের আশার আলো। দুই ছোট ভাই এবং অসুস্থ মা-বাবাকে নিয়ে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচ। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল মিরাজুলকে। এসএসসি পাশ করার পর, তার শিক্ষার স্বপ্ন ত্যাগ করে জীবনের প্রয়োজনে ঢাকায় পাড়ি জমাতে হয়। সেখানে একটি ফ্লেক্সিলোডের দোকানে কাজ নিয়ে পরিবারের জন্য অর্থ সংগ্রহ শুরু করত ।

Government of the People's Republic of Bangladesh

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সনদ পত্র

Government of the People's Republic of Bangladesh

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মিরাজুল ইসলাম
পেশা	: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান: মহিষখোচা বহুমুখী স্কুল এন্ড কলেজে। এইচ এসসি ভর্তিচ্ছু
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: বারোঘরিয়া ইউনিয়ন: মহিষখোচা , আদিতমারী, জেলা: লালমনিরহাট :
পিতার নাম	: আব্দুল সালাম খান (৪১)
পেশা	: রিক্সাচালক
মাতার নাম	: মোসা: মোহসেনা বেগম, বয়স: ৩৩, পেশা : গৃহিণী
মাসিক আয়	: ৯০০০/- আয়ের উৎস: বাবার রিক্সা চালানোর আয়
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: ২ ভাই
	১) ভাই: মো: মিসবাহুল মিয়া, বয়স, ১৮, পেশা: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান: আদিতমারী জিএস স্কুল, শ্রেণি: ১০
	২) মো: সিরাজুল ইসলাম, বয়স: ১৪, প্রতিষ্ঠান: আদিতমারী জিএস স্কুল, শ্রেণি: ৮ম

প্রস্তাবনা :

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান

২. শহীদের ছোট ভাইদের পড়াশুনার যাবতীয় খরচ প্রদান

৩. শহীদের বাবাকে স্থায়ীভাবে কোনো ব্যবসা ধরিয়ে দেয়া অথবা সি এন জি নিয়ে দেয়া যেতে পারে

শহীদ সুজন হোসেন

ক্রমিক : ৫৬৪

আইডি : রংপুর বিভাগ ০২২

জন্ম পরিচয়

সুজন হোসেনের জীবন এক সংগ্রামী ও সাধারণ গল্প। ১৯৯৯ সালের ২৫ অক্টোবর লালমনিরহাট জেলার পশ্চিম সাড়াডুবি গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার পিতা মো: শহীদুল ইসলাম ৬৫ বছর বয়সী একজন পরিশ্রমী মানুষ আর মা মোসা: রাজিয়া একজন গৃহিণী। পরিবারের চার সদস্যের মধ্যে সুজন বড়। ভাই-বোনদের দায়িত্বও তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অভাবের সংসারে বড় হওয়া সুজন ছোটবেলা থেকেই সংগ্রাম করতে শিখেছিলেন। লেখাপড়া চালিয়ে যেতে গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে ঢাকায় কাজ শুরু করেন তিনি। নিজের প্রয়োজনের তুলনায় পরিবারের জন্যই বেশি অর্থ পাঠাতেন। এই কঠিন জীবনের মধ্যেও শিক্ষার প্রতি তার ভালোবাসা অটুট ছিল। একজন কর্মী এবং শিক্ষার্থী হিসেবে তার দ্বৈত জীবন ছিল বাস্তবতার কষাঘাতে ভরা, কিন্তু তবু তিনি সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন লালন করতেন। দারিদ্রের কষ্ট, কঠোর পরিশ্রম আর পরিবারের প্রতি গভীর ভালোবাসা সুজনকে একটি বাস্তবিক জীবন সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক করে তুলেছিল।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

শহীদ সুজন হোসেনের জীবনের কাহিনী যেন এক অশ্রুসিক্ত পরিহাস। জীবনের সবচেয়ে রঙিন সময়গুলোতে যখন একজন যুবক নিজের স্বপ্ন, ইচ্ছা ও পরিবারকে নিয়ে ভাববে, ঠিক তখনই সুজনের জীবন গতি বদলে গেল পরিবারের অমোঘ দায়িত্বের চাপে। তার বাবা ছিলেন শারীরিকভাবে অক্ষম, যিনি একদিন সংসারের মাথা ছিলেন, আজ সেই মাথার ভার সুজনের কাঁধে এসে পড়ে। পরিবার জীবনের জন্য নিজের সুখ, নিজের স্বপ্ন সবই তিনি ত্যাগ করলেন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সংসারের চাকা সচল রাখা, তার পরিত্যক্ত বোনকেও তিনি পরিবারের অংশ হিসেবে আদর যত্নে রেখেছিলেন।

ঢাকায় এসে একটি গার্মেন্টসে জুনিয়র অপারেটরের কাজ নিলেন, সামান্য বেতনে চলছিল তার জীবনযুদ্ধ। মাস শেষে ৫০০ টাকা নিজের হাতে রেখে, বাকি সব টাকা পরিবারকে পাঠিয়ে দিতেন। অর্থের অভাব থাকলেও তার মনে ছিল না কোনো ক্লান্তি, বরং এক ধরনের শান্তি খুঁজে পেতেন পরিবারের হাসিমুখ দেখে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মমতা তার শান্ত জীবনের সব কিছুকে এক মুহূর্তে উলটপালট করে দিল।

৫ আগস্ট ২০২৪ সাল, সেই অভিশপ্ত দিনটি যেন তার জীবনের সব কিছুকে কেড়ে নিল। সকাল ৭:৩০ টায় সুজন তার বন্ধু হাসান মাহমুদ রানাকে ফোন করে বলল, "আজ সেনাপ্রধানের সঙ্গে শেখ হাসিনার বৈঠক আছে। খবর কি বলে আমাকে জানাস।" এভাবে কথা বলে সে ফোন রেখে দিল। পরবর্তী সময়ে, দুপুরে তার ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট আসে, যেখানে লেখা ছিল, "স্বৈরাচারের পতন হয়েছে।" এই ছোট্ট বাক্যটি যেন তার জীবনের শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায়। বিকালের দিকে সুজন একটি ভিডিও শেয়ার করে, যেখানে দেখা যায়, সে ফুটওভার ব্রিজ থেকে দাঁড়িয়ে ভিডিও করছে, আর বলছে, "এখানে আশুলিয়া থানা পুলিশ গুলি করে অসংখ্য মানুষ মারছে।" তার সেই ভিডিও যেন মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি। এর কিছু সময় পর, যখন তার বন্ধু মেসেঞ্জারে তাকে ফোন করল, সুজনের ফোন আর রিং হয় না। আশঙ্কা ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ নেয়। রাতে খবর আসে, সুজন আর নেই। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এই প্রতিবাদী যুবক। সেই রাতে, সুজনের বাড়িতে শুধু কান্নার শব্দ। সবাই শোকে মুহ্যমান, চোখের জল থামানোর কোনো চেষ্টা কেউ আর করছে না। তার বন্ধু হাসান মাহমুদ যখন রাতে ঘুম ভাঙিয়ে কানে শুনলেন কাঁদার আওয়াজ, তখন তিনি জানতেন, সুজন আর ফিরে আসবে না। অশ্রুসিক্ত মন নিয়ে তিনি নিজেই কবর খননের জন্য এগিয়ে গেলেন। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও ছাতা টাঙিয়ে কবর খোঁড়া হলো, যেন প্রকৃতিও তার অকাল মৃত্যুতে শোকার্ত।

পরের দিন দুপুরে, বৃষ্টির মাঝেই জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। মুষলধারে বৃষ্টি যেন থামার নামই নিচ্ছিল না, তবু মানুষ জমায়েত হতে থাকল। শত মানুষের চোখের জল নিয়ে দাফন সম্পন্ন হয় সুজনের। তার মৃত্যুতে সারা এলাকায় এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ সুজন শুধু একজন যুবক ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। গত ১৬ বছর ধরে খুনি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলা স্বৈরাচারী শাসন, ভোটের অধিকার হরণ, দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া দাম, খুন, গুম–এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অকুতোভয় এক সৈনিক। তার মতো সাহসী মানুষের মৃত্যু শুধু একটি পরিবারকেই নয়, একটি পুরো এলাকাকেই শোকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। আজ সুজন নেই, কিন্তু তার প্রতিবাদী চেতনা, তার আত্মত্যাগ, তার শহীদ হওয়ার বেদনা যেন সবকিছুই থেকে যায় তার পরিবারের চোখের জলে, এলাকার মানুষের হৃদয়ে। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন এই দোয়াই আজ সকলের মুখে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদ সুজন হোসেন, আমার প্রিয় বন্ধুর নাম, যার সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো আজও আমার মনে উজ্জ্বল। সে ছিল একজন মিশুক প্রকৃতির মানুষ, হাসিমুখে সারাক্ষণ আমার পাশে থাকতো। যদিও বয়সে সে আমার থেকে চার বছর বড়, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের রসায়ন ছিল অনন্য। সুজনের মনে চলত গভীর চিন্তা তার পরিবারের জন্য, বিশেষ করে ছোট বোনের জন্য। যৌতুকের টাকা জোগাড়ের বিষয়টি তাকে প্রায়ই দুশ্চিন্তায় রাখত। "যৌতুকের এতগুলো টাকা আমি কোথায় পাবো?"–এমন আফসোস নিয়ে সে কথাগুলো বলতো, আর আমি শুধু শুনতে পারতাম, তার যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে পারতাম। সে পরিশ্রমী ছিল অবিরাম। পড়াশোনার পাশাপাশি, স্থানীয় বাজারে মুরগি কেটে বিক্রি করতো, কিন্তু সেই আয় কখনোই যথেষ্ট ছিল না। পরিবারের অসহায় বাবার জন্য সে গার্মেন্টসে চাকরি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল–ঢাকার সাভারে, প্রতিবেশি মামার সহায়তায়। সেখানে কাজ করে সে সংসারের খরচ ভালোভাবে চালাতে সক্ষম হয়েছিল, যেন তার পরিশ্রমের ফলে পরিবারে একটু সুখের আলো ফোটে।

কিন্তু সুজনের জীবনের গল্প অন্ধকারে মোড় নেয় যখন সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিজয় মিছিলে যোগ দেয়। ঘাতক পুলিশের গুলিতে শহীদ হয় সে, নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করতে গিয়ে। সুজনের মৃত্যু শুধু তার পরিবারকেই নয়, আমাদের সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আজও যখন তার স্মৃতি আমাকে স্পর্শ করে, তখন মনে হয় সে যেন একজন সাহসী যোদ্ধা, যার হৃদয়ে ছিল নিখাঁদ দয়া। সুজন আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তার আদর্শ ও সংগ্রাম চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ সুজন হোসেন ছিলেন তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সাভারের জামগড়ায় একটি গার্মেন্টসে চাকরি করতেন তিনি, পড়াশোনার পাশাপাশি সংসারের খরচ চালাতেন। তাঁর বাবা একজন প্রতিবন্ধী, যিনি বাম হাত ও বাম পায়ের আঙ্গুলে জন্মগত সমস্যার কারণে কোন কাজ করতে পারেন না। ফলে পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব সুজনের কাঁধে ছিল। কিন্তু একদিন, অপ্রত্যাশিতভাবে সুজন শহীদ হয়ে যান। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়। এখন তারা চিন্তিত, কিভাবে চলবেন এবং কিভাবে সংসারের খরচ চালাবেন। সুজনের অভাব তাদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। এই দুরবস্থার মধ্যে, তারা আশা করে সমাজ সহায়তা করবে, যাতে তাদের জীবনে কিছুটা আলো ফিরিয়ে আনা যায়।

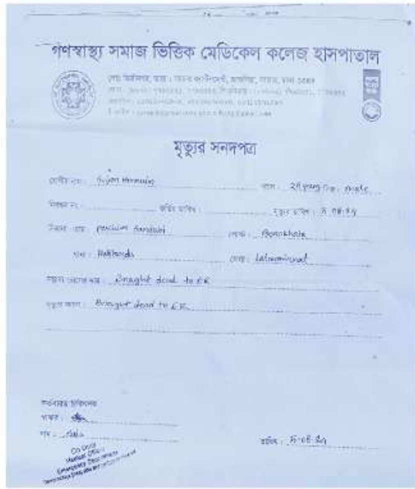
গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

মৃত্যুর সনদপত্র

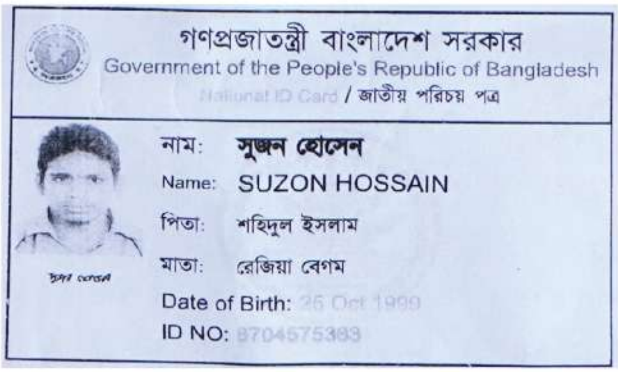
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: সুজন হোসেন
Name: SUZON HOSSAIN
পিতা: শহিদুল ইসলাম
মাতা: রেজিয়া বেগম
Date of Birth: 25 Oct 1999
ID NO: 8704575383

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: সুজন হোসেন
জন্ম তারিখ	: ২৫/১০/১৯৯৯
পেশা	: শিক্ষার্থী ও গার্মেন্টস কর্মী
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পশ্চিম সাড়াডুবি, ইউনিয়ন : বড়খাতা, থানা: হাতিবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট
পিতার নাম	: শহিদুল ইসলাম (৬৫)
মাতার নাম	: মোসা: রেজিয়া, বয়স: ৫১, পেশা : গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
	ভাই বোনের সংখ্যা: ২ জন
	১) পপি খাতুন, বয়স- ২৩, পেশা - গৃহিণী
	২) পাকিজা খাতুন, বয়স- ২০, পেশা- শিক্ষার্থী
ঘটনার স্থান	: জামগড়া
আক্রমনকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ : ০৫/০৮/২০২৪ ইং সময়: সকাল ১০: ৩০
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান	: ০৫/০৮/২৪ ইং, সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। রাত ৯ টা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: গ্রামে পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান
২. বোনের যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা করা
৩. শহীদ পরিবারকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

শহীদ মো: আজিজুল ইসলাম

ক্রমিক: ৫৬৫

আইডি: রংপুর বিভাগ ০২৩

শহীদ পরিচিতি

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাটেও। এ জেলার অন্যতম একজন শহীদ হাফেজ মো: আজিজুল ইসলাম। লালমনিরহাটের পাটগ্রাম থানার ঝালাঙ্গি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কৃষক পিতা মো: আবদুর রহিম (৫১) ও গৃহিনী মাতা মোসা: রেজিয়া খাতুনের (৪৩) একমাত্র পুত্র সন্তান তিনি। ৫ আগস্ট বিজয়ের দিন সন্ধ্যা ৬ টায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আজিজুল শাহাদাত বরণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবন

আওলিয়ারহাট কাজী নিজামীয়া দাখিল মাদ্রাসার দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন আজিজুল ইসলাম। এর আগে তিনি জামিয়া রাশিদিয়া ইসলামীয়া মাদ্রাসা থেকে হেফজ শেষ করেন। মো. আবদুর রহিমের দ্বিতীয়পক্ষের বড় সন্তান শহীদ হাফেজ মো. আজিজুল ইসলাম। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি কুরআনে হাফেজ হন। এলাকায় তরুণ ইসলামী বক্তা হিসেবে বেশ পরিচিতও হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ওয়াজ মাহফিল গুলোতে তাঁর ডাক পড়ত। তিনি ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করতে চাইতেন।

যেভাবে শহীদ হন

৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতার এক দফা দাবিতে সবাই রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানালে সারাদেশের মানুষ সেই আহ্বানে সাড়া দেয়। রাস্তায় নেসে আসে আওলিয়ারহাট কাজী নিজামীয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও। জমায়েত ঘটে কাউয়ামারী পয়েন্টে। সকাল ১১ টা থেকে সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে মিছিল চলে। এরপর খুনি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাদের দোসর ঘাতক পুলিশের সহায়তায় ছাত্র-জনতার উপর চড়াও হয়। চলে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া। এরই মধ্যে খবর আসে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। মানুষ আনন্দ মিছিল বের করে। সেই মিছিলেও যোগ দেন হাফেজ আজিজুল ইসলাম। সন্ধ্যা ৬ টার দিকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সম্বলিত একটা ডিজিটাল সাইনবোর্ডে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। আনুমানিক ২০ মিনিট বৈদ্যুতিক তারে ঝুলে ছিলেন। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদ সম্পর্কে শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া

আওলিয়ারহাট কাজী নিজামীয়া দাখিল মাদ্রাসার সহ-সুপার বলেন, "হাফেজ শহীদ মো. আজিজুল ইসলাম এই মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। এই বছর দাখিল পরীক্ষার্থী ছিলেন। বিগত তিন বছরে তিনি সহপাঠি বা কারো সাথে কোন দ্বন্দ্বে জড়াননি। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ অফিসে জমা পড়েনি। তার সবচেয়ে বড় গুণ ওয়াজের মওসুমে নানা স্থানে বয়ান পেশ করতেন। ভালো একজন ইসলামী বক্তা হওয়ার স্বপ্ন ছিল তার। আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ আজিজুল ইসলাম
Name: MD. AZIZUL ISLAM
পিতা: মোঃ আব্দুর রহিম
মাতা: মোছাঃ রেজিয়া খাতুন
Date of Birth: 28 Jul 2005
ID NO: 7824964071

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

আজিজুল ইসলামের পিতা মোঃ আবদুর রহিম পেশায় একজন কৃষক। নিজের জমিতে চাষবাস করে সংসার চলে। তাঁর দুই সংসার। প্রথমপক্ষে ৩ জন ছেলে সন্তান ও ২ জন মেয়ে রয়েছে। আর দ্বিতীয় পক্ষে একজন ছেলে (শহীদ আজিজুল ইসলাম) এবং একজন মেয়ে। আজিজুল ইসলামের তিন ভাইয়ের মধ্যে মোঃ জালাল উদ্দিন পেশায় কৃষক, মোঃ হেলাল উদ্দিন পাথর শ্রমিক এবং মোঃ মিজানুল ইসলাম আওলিয়ারহাট কাজী নিজামীয়া দাখিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

এক নজরে শহীদ মো: আজিজুল ইসলাম

নাম	: মো: আজিজুল ইসলাম
পিতা	: মো: আবদুর রহিম
মাতা	: মোসা: রেজিয়া খাতুন
পেশা	: কৃষক
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২৮ জুলাই ২০০৫ , ১৯ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট
শাহাদাৎ বরণের স্থান	: কাউয়ামারী পয়েন্ট
দাফনের স্থান	: নিজ গ্রাম
স্থায়ী ঠিকানা	: ঝালাঙ্গি, পাটগ্রাম থানা, লালমনিরহাট
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: নিম্নবিত্ত পরিবার
ভাইবোন ও সন্তানের বিবরণ	: তিন ভাই ও দুই বোন

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
২. ভাইদের যথাযথ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৩. ছোট বোনের সমস্ত দায়িত্ব নেয়া

শহীদ মো: নুরুজ্জামান

ক্রমিক: ৫৬৬

আইডি: রংপুর বিভাগ ০২৪

শহীদ পরিচিতি

মো: নুরুজ্জামান, একজন মোটরসাইকেল চালক, যিনি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে। তার পরিবার ছিল হতদরিদ্র, দিন এনে দিন খাওয়া ছিল তাদের জীবনের নিত্য চ্যালেঞ্জ। তার বাবা, মো: আফিয়ার রহমান আগেই পরলোকগমন করেছেন। তার মা মোসা: আছিয়া বেগম, বয়স ৬৮, গৃহিণী, পরিবারের জন্য আর্থিকভাবে কিছুই করতে পারছেন না। তাদের আয়ের কোনো নির্দিষ্ট উৎস ছিল না। নুরুজ্জামানের পরিবারে ছিল ৬ জন সদস্য। দুই ভাই ও দুই বোনের মাঝে তিনি ছিলেন গ্রামের সুপরিচিত এক পরোপকারী মানুষ। গ্রামের লোকজন তাকে যেকোনো সমস্যায় সবার আগে পাশে দাঁড়াতে দেখত। তার উদারতা ও সাহায্য করার ইচ্ছা তাকে গ্রামে সবার প্রিয় করে তুলেছিল। তবে তার নিজের জীবনে অর্থনৈতিক সংকট সবসময়ই ছিল প্রবল। দিন এনে দিন খাওয়া এই মানুষটি তার পরিবারকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

শহীদ নুরুজ্জামান ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও মিশুক প্রকৃতির মানুষ। আওলিয়ারহাট বাজার এলাকায় যখন তিনি ভ্যান চালাতেন তখন অনেকেই তাঁর ভ্যানের জন্য অপেক্ষা করতেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁর ভ্যানেই যেতেন বা ভাড়া নিতেন। তিনি কখনও অতিরিক্ত ভাড়া দাবী করতেন না। এলাকার মধ্যে তাঁর লেনদেন ও ব্যবহার নিয়ে তিনি প্রশংসিত ছিলেন। যখন তিনি ভ্যান বিক্রি করে মটর সাইকেল কিনে যাত্রী বহন করতেন তখনও সবার সাথে

ভালো লেনদেন ছিল। ভাড়া নিয়ে কারও সাথে মনোমালিন্য হয়নি। শহীদ নুরুজ্জামান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ের এক দফা কর্মসূচিতে আওলিয়ারহাট বাজারে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে অংশগ্রহণ করছিলেন। সকাল থেকে সারাদিন শান্তিপূর্ন ভাবেই অবস্থান নিচ্ছিলেন। দুপুরের দিকে মিছিল থেকে বাসায় গিয়ে খাওয়া ধাওয়া শেষ করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে বেলা ২ টা ৩০ মিনিটের দিকে সরকার পতনের খবর শুনে বিজয় মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য আবার আওলিয়ারহাট বাজারে যান। ওখানে গিয়ে সবার সাথে দীর্ঘক্ষণ বিজয় মিছিল করে চিৎকার করে বলতে থাকেন স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। এক সময়ে বাজারের একটি ফার্মেসীর দিকে আগাতে গেলেই পিছন থেকে ওৎ পেতে থাকা এক দুস্কৃতকারী তাঁর মাথার পিছনে স্বজোড়ে আঘাত করে। আঘাত পেয়ে নুরুজ্জামান মাটিতে পরে গেলে অন্য আরেকজন দুস্কৃতকারী তাঁর কোমড়ে বেধড়ক পেটাতে থাকে। বাজারে উপস্থিত অনেক লোকজনের সম্মুখেই এই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু আক্রমণ ঠেকাতে কেউ বাধা দেয়নি । প্রতিবেশী ২ জন এগিয়ে আসলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। মারাত্নকভাবে আহত নুরুজ্জামানকে মাথায় পানি দিয়ে বাসায় নিয়ে রাখা হয়। বাসায় অবস্থার অবনতি হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন রাখার পরে অবস্থা বেশি খারাপ হলে তাঁকে রংপুর মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। রংপুর মেডিকেলে ভর্তি করিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরে ডাক্তাররা বলেন যে,তাঁর মস্তিষ্কে আঘাত পেয়েছে এবং মগজের আবরন ফেটে গিয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিলে ৮ আগস্ট ২০২৪ রাত ৩ টা ২৫ মিনিটে অপারেশন করার আগেই প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর মৃত্যুতে পুরো পাটগ্রাম উপজেলায় শোকের সৃষ্টি হয়েছিল। আওলিয়ারহাট বাজারে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। তাঁকে হারিয়ে পরিবারের সদস্যরা এখন দিশেহারা। কারণ শহীদ নুরুজ্জামানই ছিলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম। উক্ত ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। শহীদ নুরুজ্জামানের বড় ছেলে হাবিবুর রহমান জানান যে ,হামলাকারীর নামে মামলা করার পরিকল্পনা ছিল । কিন্তু পুলিশ বলছে মামলা করলে লাশ কবর থেকে তুলে আবার ময়নাতদন্ত করতে হবে। বাবার লাশ আবার তুলতে হবে এটা ভেবে আমরা এখনও মামলা করিনি।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

আ: রহীম আওলিয়ারহাট বাজারের একজন মুদি ব্যবসায়ী। শহীদ নুরুজ্জামানের সাথে তাঁর খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল। শহীদ নুরুজ্জামান ভাইয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, নুরুজ্জামান যখন ভ্যান চালাতেন,তখন আমার মুদি দোকানের মালামাল ওর ভ্যানে করেই নিয়ে আসতাম। ভ্যানের ভাড়া নিয়ে কখনও সে আমার সাথে কথা বলেনি। যা ভাড়া দিয়েছি তাই নিয়েছে। প্রতিদিন বাজারে আমার সাথে দোকানে দেখা করতেন এবং ঘরের জন্য বাজার যা লাগতো আমার দোকান থেকেই নিতেন। নুরুজ্জামানের লেনদেন খুব ভালো ছিল। বাজারের কাছেই ওর বাসা হওয়ায় প্রায় সময়ই বাজারের দোকান গুলোতে বসে সবার সাথে আড্ডা দিতেন। কখনও কারও সাথে ঝগড়া-বিবাধে জড়াতেন না। কিন্তু হঠাৎ করে হামলায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যান। ব্যবসায়ী আ: রহীম পরিকল্পিত এই হত্যাকান্ডের সুষ্ঠ বিচার দাবী করনে।

পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মো: নুরুজ্জামান, বয়স ৪৩, পেশায় একজন মোটরসাইকেল চালক। নিজের ছোট্ট মোটরসাইকেলটি ছিল তার জীবনের একমাত্র উপার্জনের উৎস। প্রতিদিন যাত্রী বহন করে যে অল্প আয় করতেন, তা দিয়েই পরিবারের সমস্ত খরচ মেটাতেন। নুরুজ্জামান ছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি, যার শ্রম ও মেহনতেই তার পরিবারের চাকা ঘুরছিল। তার পরিবারে রয়েছে বৃদ্ধ মা, স্ত্রী, দুই মেয়ে এবং দুই ছেলে। দুই মেয়েকে তিনি বিয়ে দিয়েছেন, কঠোর পরিশ্রম করে বড় ছেলেকে বগুড়ার সৈয়দ আহমেদ কলেজ থেকে অনার্স পাশ করিয়েছেন। যদিও তার বড় ছেলে এখনো কোনো চাকরি পাননি, তবুও তিনি আশা করেছিলেন যে ছেলে একদিন পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে। ছোট ছেলেটি বর্তমানে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে, তার পড়াশোনা ছিল নুরুজ্জামানের বড় স্বপ্নের অংশ।

কিন্তু সেই স্বপ্ন আজ ধূসর হয়ে গেছে। শহীদ নুরুজ্জামান আর বেঁচে নেই। তার মৃত্যুতে পরিবারের উপার্জনের একমাত্র উৎস হারিয়ে গিয়েছে। তার চলে যাওয়ার সাথে সাথে পরিবারের ওপর নেমে এসেছে হতাশার কালো ছায়া। বৃদ্ধ মা প্রতিদিন ছেলের জন্য কান্নায় ভেঙে পড়েন, স্ত্রী নির্বাক, সন্তানদের ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা যেন তাকে নীরবে গ্রাস করছে। নুরুজ্জামান যে আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, তা যেন এখন নিভে গেছে। ছোট ছেলের পড়াশোনা, সংসার চালানোর খরচ, বৃদ্ধ মায়ের ওষুধের টাকা–সবকিছুই আজ প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। কীভাবে চলবে তাদের এই সংসার? বড় ছেলে অনার্স পাশ করলেও চাকরির অভাবে পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারছে না।শহীদ নুরুজ্জামানের এই পরিবার আজ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। যাদের কাছে তিনি একসময় ছিলেন শক্তির প্রতীক, আজ তারাই শূন্যতার ভারে নুয়ে পড়েছে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ নুরুজ্জামান
Name: Md Nuruzzaman
পিতা: মোঃ অফিয়ার রহমান
মাতা: মোছাঃ আছিয়া বেগম
Date of Birth: 03 Feb 1981
ID NO: 5217081346868

নাম	: মো: নুরুজ্জামান
পেশা:	মোটর সাইকেল চালক
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: শ্রীরামপুর, পাটগ্রাম, আওলিয়ারহাট, লালমনিরহাট
পিতার নাম	: মৃত মো: আফিয়ার রহমান,
মাতার নাম	: মোসা: আছিয়া বেগম, বয়স: ৬৮, পেশা : গৃহিণী
আয়ের উৎস	: আয়ের উৎস নেই
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: ৪, ২ ভাই ২ বোন ১. ভাই মো: হাবিবুর রহমান, বয়স, ২৫ পেশা: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান : শ্রেণি: মাস্টার্স ভর্তি-ইচ্ছুক ২. মোসা: লামিয়া আক্তার ময়না, বয়স: ২০ পেশা: গৃহিনী ৩. মোসা: নাসরিন আক্তার, বয়স: ১৯ ৪. মো: মারুফ হাসান তাবিব, বয়স ১২
পেশা	: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান : শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ৬ষ্ঠ শ্রেণি
ঘটনার স্থান	: আউলিয়ারর হাট, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ- ০৫/০৮/২০২৪, সময়: বিকাল- ৪ টা
মৃত্যুর সময় ও স্থান	: ০৮/০৮/২০২৪, রংপুর মেডিকেল কলেজ
শহীদের বর্তমান কবরস্থান	: নিজ বাড়ির পারিবারিক কবরস্থান
প্রস্তাবনা	১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান ২. শহীদের অনার্স পাশ বড় ছেলের ভালো চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেয়া

Government of the People's Republic of Bangladesh
Death Registration Certificate

শহীদ রায়হানুল হাসান

ক্রমিক: ৫৬৭

আইডি: রংপুর বিভাগ ০২৫

শহীদ পরিচিতি

মোহাম্মদ রায়হানুল হাসান, বাংলাদেশের ২য় স্বাধীনতা যুদ্ধে এক অসম সাহসী যোদ্ধা, যিনি ২১ আগস্ট ২০০৫ সালে ঠাকুরগাঁও জেলার হরিনারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ডাক্তার ফজলে আলম রাশেদ এবং মাতা রেহেনা আক্তার। তিনি ছিলেন তিন বোনের একমাত্র আদরের ছোটভাই। উত্তর হরিনারায়নপুর সিনিয়র আলিম মাদরাসার আলিম পরীক্ষার্থী ছিলেন।

অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন শহীদ রায়হান। পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি লেখালেখিও করতেন, খেলাধুলায়ে তিনি ছিলেন বেশ চৌকস। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কার অর্জন করেছিলেন তিনি।

৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে, ঠাকুরগাঁও রোডের বালিয়াডাংগি মোড়ে এক রাজনৈতিক সংঘর্ষে রায়হানুল গুরুতর আহত হন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা সন্ত্রাসী সাঈদ কমিশনার এবং তার সঙ্গীদের আক্রমণের শিকার হয়ে তিনি অগ্নিদগ্ধ হন। ১০ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সকাল ৭টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তার মৃত্যু হয়।

তার এই বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে। রায়হানুলের সাহসিকতা ও শুদ্ধচিত্তের উদাহরণ তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন দেশের ইতিহাসে এক মহান শহীদ হিসেবে, যিনি তার জীবনকে দেশের স্বার্থে উৎসর্গ করেছিলেন।

শাহাদাতের ঘটনা

কোটা বিরোধী আন্দোলনে শহীদ রায়হানুল ইসলাম প্রথম থেকেই সবগুলো মিটিং মিছিলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছিলেন। ন্যায্য দাবীর এ আন্দোলনে তার বাবা মা উভয়েই শিক্ষিত হওয়ায় কেউ তাকে এ কাজে বারন করেননি বরং উৎসাহ দিয়েছেন।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৪ আগষ্ট তিনি বাড়ি থেকে আন্দোলনে বেরিয়ে বন্ধুদের সাথে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০ টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও পুলিশ, আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগের সন্ত্রীদের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সংগঠিত হয়। এক পর্যায়ে পুলিশের একটি গুলি তার ডান কান ঘেঁষে চলে যায়, স্থানীয় হাসপাতালে ক্ষতস্থানের প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন।

পরদিন ৫ আগস্ট স্বৈরাচার পতনের পর তিনি ছাত্র-জনতার বিজয় মিছিলে অংশ নেন। মিছিলটি বালিয়াডাঙ্গি মোড়, ঠাকুরগাঁও রোড সাঈদ কমিশনারের বাড়ির কাছে গেলে সাঈদ কমিশনার আন্দোলনকারীদের সাথে বসবে বলে বেশ কয়েকজনকে তার বাড়িতে দাওয়াত করে। এদিকে পূর্বপরিকল্পিত ভাবে গ্যাস সিলিন্ডার ও পেট্রোল এনে সেই রুমটি তৈরী রাখে আওয়ামী দুর্বৃত্ত সাঈদ কমিশনার। আন্দোলনকারীরা তার রুমে বসলে সাঈদ কমিশনার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা দ্রুত সরে পড়ে এবং যাবার সময় আগুন লাগিয়ে দেয়, মূহুর্তেই বিষ্ফোরিত হয় গ্যাস সিলিন্ডার। অগ্নিকুন্ডলিতে পরিণত স্থানটি। আগুনে দগ্ধ হয়ে ভেতরে কাতরাতে থাকে রায়হানুল ইসলাম ও তার সাথীরা। দ্রুত লোকেরা সেখান থেকে আগুনে দগ্ধ ছাত্রদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পথিমধ্যেই একজন আন্দলনলকারী মারা যায়, আরও একজন শহীদ হন হাসপাতালে নেবার পর।

রায়হানুল ও তার আরেক সাথী রকিকে দ্রুত ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার শেখ হাসিনা বার্ন ইনিষ্টিটিউটে ১০ আগস্ট ভোর ৭ টায় রায়হানুল হাসান শাহাদাত বরণ করেন। ঠাকুরগাঁও নিজগ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হন শহীদ রায়হানুল ইসলাম।

তার পিতা ডা: ফজলে আলম রাশেদ দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামীলীগের রোষানলে পড়ে এক বিভীষিকার জীবন যাপন করছিলেন। ঠিকমতো ঘুমাতে পারতেন না বাড়িতে। তার একমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠনিটি বন্ধ রাখতে হয়েছিল এই সন্ত্রাসী আওয়ামী নির্যাতনের কারণে। তাই পরিবারের হাল ধরতে পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার ঔষধের দোকানে বসতে শুরু করেছিলেন শহীদ রায়হান।

শহীদ রায়হানুল হাসান এর আলিম পরীক্ষা শুরু হয়েছিল, তবে আন্দোলন ও দেশের পরিবর্তীত রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। স্থগিত হওয়া পরীক্ষা আবার শুরু হয়েছে, কিন্তু পরীক্ষার হলে শহীদ রায়হানের সে সিট ফাঁকাই রইল। মহান আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত পরীক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের কাছে ডেকে নিলেন।

এ ভাবেই শহীদ রায়হানুল হাসান বাংলাদেশের জনগনকে স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেলেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়র অনুভূতি

শহীদের বোনের বক্তব্য অনুযায়ী, তার ভাইটি ছিল পরিবারের জন্য একনিষ্ঠ একজন। মাকে প্রচণ্ড ভালোবাস, বাবার সাথেও ছিল খুব ভালোবাসা, সে ইসলামকে খুবই ভালাবাসতো। বাবা মার কথা মেনে চলতো। এলাকার লোকদের সে সবসময় নামাজের জন্য ডেকে ডেকে মসজিদে নিয়ে যেত। মেধাবী ও পরিশ্রমী ছেলে হিসাবে সবার প্রিয় ছিল সে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদের পিতা একজন পল্লী চিকিৎসক, আওয়ামী দুঃশাসনে তিনি তার আয়ের জন্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান ঔষধের দোকানে ব্যবসায়িক কাজে ঠিকমতো বসতে পারতেন না। পুলিশি ভয় সহ নানা প্রকার উৎপাত করতো আওয়ামী লীগের লোকেরা। সে জন্য তার রোগী দেখা ও ঔষধ বিক্রির কাজ প্রতিনিয়তই বিঘ্নিত হত।

প্রায়ই তাকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হতো, রাতে ঠিক মতো বাসায় ঘুমাতেও পারতেন না। এসময় তার শহীদ হওয়া ছেলেটি পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতা করতো। শহীদের পিতা বাহিরে রোগী দেখে মোটামুটি ২০,০০০ টাকার কম বেশী আয় করেন যা দিয়ে তাদের সংসার চলে।

প্রস্তাবনা

১. শহীদের বাবাকে স্থায়ী ব্যবসার জন্য পুঁজি দেওয়া যেতে পারে
২. নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: রায়হানুল হাসান
জন্ম তারিখ	: ২১-০৮-২০০৫
পিতা	: ডাক্তার ফজলে আলম রাশেদ
মাতা	: রেহেনা আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: হরিনারায়ণপুর , ইউনিয়ন: ১১ নং মুহাম্মদপুর, থানা: ঠাকুরগাঁও, জেলা: ঠাকুরগাঁও
পেশা	: ছাত্র (আলিম পরীক্ষার্থী)
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: হরিনারায়নপুর সিনিয়র আলিম মাদরাসা
ঘটনার স্থান	: বালিয়াডাংগি মোড়, ঠাকুরগাঁও রোড, সাঈদ কমিশনারের বাড়ি
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৫-০৮-২০২৪, বিকাল ৫টা (আনুমানিক)
শাহাদাতের সময়কাল	: ১০-০৮-২০২৪, সকাল ৭টা, শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট
আঘাতের ধরন	: অগ্নিদগ্ধ
আক্রমণকারী	: আওয়ামীলীগ নেতা সন্ত্রাসী সাঈদ কমিশনার ও তার সাঙ্গপাঙ্গ

মো: সাহান পারভেজ

ক্রমিক: ৫৬৮

আইডি: রংপুর বিভাগ ০২৬

“এক বৈষম্যবিরোধী যোদ্ধার বিদায়”

শহীদ পরিচিতি

২০০৪ সালের ৩ মার্চ ঠাকুরগাঁও জেলার ৮নং রহিমনপুর ইউনিয়নের হরিহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মো: সাহান পারভেজ। মৃত সইফ উদ্দিন ও মোসা: মর্তেজা বেগমের সুযোগ্য সন্তান।একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে ঠাকুরগাঁও সদরের মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। খেলাধুলায়ও তিনি বেশ চৌকস ছিলেন।

জুলাই ২০২৪ সালে দেশব্যাপী যে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়, সাহান সেই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ছাত্রজনতার প্রতিরোধে টিকতে না পেরে দুর্বৃত্ত হাসিনা তার বোন শেখ রেহানা সহ ভারতে পালিয়ে গেলে জনগণ বিজয় মিছিল বের, সাহানও তাতে অংশগ্রহণ করে। মিছিলের একপর্যায়ে ঠাকুরগাঁও রোড সাঈদ কমিশনারের বাড়ির সামনে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে তিনি আহত হন। তাকে গুরুতর অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে ৬ আগস্ট রাত ১২ টায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

সাহানের মৃত্যুতে তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং সমগ্র জাতি শোকাহত। তার শাহাদাত যুগে যুগে দাবি আদায়ের লড়াইয়ের সৈনিকদের প্রেরণা জোগাবে। রবের কাছে তার আত্মার উচ্চমর্যাদা কামনা করি এবং আল্লাহ যেন তার পরিবারকে এই কঠিন সময় মোকাবিলা করার শক্তি দান করেন। আমিন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ মো: সাহান পারভেজ। মেধাবী, চঞ্চল ও অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী সাহান পারভেজ ছোট বেলা থেকেই মা বাবার আদরের। পড়াশোনায় ভালো হওয়ায় এলাকার সবাই তাকে খুব ভালোবাসতো। শিক্ষকদেরও প্রিয় ছিলেন তিনি। সাহান এইচ এস সি পাশ করে ঢাকা কলেজে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

পরিবারের স্বপ্ন ছিল সে পড়ালেখা শিখে বড় মানুষ হবে, পরিবারের দুঃখ কষ্ট দূর করবে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে যেন সব থেমে গেল।

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নানাভাবে দেশের মানুষের মাঝে বিভেদের দেয়াল রচনা করে। এমনই এক দেয়াল ছিলো সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কোটাপ্রথা, যে দেয়াল ভাঙ্গার সাধ্য কারোরই ছিল না। অবশেষে ২০১৮ সালে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে কোটাপ্রথা বাতিল করে। কিন্তু আন্দোলন চলে গেলে ২০২৪ সালে পুনরায় বিনা ভোটে অনির্বাচিত সরকার আবারো ক্ষমতায় এসে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে বাতিল হওয়া কোটাপ্রথা পুনর্বহাল করে। এতে ক্ষিপ্ত হয় সাধারণ ছাত্র-জনতা পুনরায় আন্দোলনে নামে। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে সরকারকে নানা আল্টিমেটাম দেয়া হয় কিন্তু সরকার কোন ভ্রুক্ষেপও করে না। আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়ার উদ্দ্যেশ্যে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার ব্যাপক দমননীতি অবলম্বন করে। এক পর্যায়ে সরকার ছাত্র হত্যায় মেতে উঠলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি তখন ১ দফায় নেমে আসে। সরকার কারফিউ জারী ও ইন্টারনেট শাটডাউন করে পুরো দেশকে অন্ধাকারে ঠেলে দেয়। চলতে থাকে গুলি, কাঁদানে গ্যাস ও পাইকারিহত্যা। এক পর্যায়ে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে রাজপথে, খুনি হাসিনা জনগনের ভয়ে ভারতে পালিয়ে যায় ক্ষমতা ছেড়ে।। আর সে দিনটি ছিল "৩৬শে জুলাই" তথা ৫ আগস্ট ২০২৪।

সারা দেশে তখন আনন্দের জোয়ার, মিষ্টি খাবার ধুম। ঠিক সে সময় ঠাকুরগাঁয়েও স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে বিজয় মিছিলে বের করে ছাত্র-জনতা, সাহানও তাতে অংশগ্রহণ করে। মিছিলটি বালিয়াডাঙ্গি মোড়, ঠাকুরগাঁও রোড সাঈদ কমিশনারের বাড়ির কাছে গেলে সাঈদ কমিশনার আন্দোলনকারীদের সাথে বসবে বলে বেশ কয়েকজনকে তার বাড়িতে দাওয়াত করে। এদিকে পূর্ব থেকে পরিকল্পিতভাবে গ্যাস সিলিন্ডার ও পেট্রোল এনে সেই রুমটি তৈরী রাখে। আন্দোলনকারীরা তার রুমে বসলে সাঈদ কমিশনার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা দ্রুত সরে পড়ে এবং যাবার সময় আগুন লাগিয়ে দেয়। মূহুর্তেই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। আগুনে দগ্ধ হয়ে ভেতরে কাতরাতে থাকে সাহান ও তার সংগীরা। জনগণ সেখান থেকে আগুনে দগ্ধ লোকেদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পথিমধ্যে একজন ও হাসপাতালে পৌঁছানোর পর আরও একজন অগ্নিদগ্ধ শহীদ হন।

সহান কে উদ্ধার করে দ্রুত নিয়ে যাওয় হয় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তার শরীরের ৯০% আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। অবশেষে ৬ আগস্ট রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জালড়া সাহসী বীর '২৪ এর যোদ্ধা রাত ১২ টায় শেষ নি:শাস ত্যাগ করেন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে।

কি নির্মম ও পৈশাচিক ও বীভৎস ছিল এই মৃত্যুটি যা শুনলে সাধারণ মানুষের গা শিউরে উঠে। এলাবাসী সবাই এর কঠিনতম বিচার দাবী করেছেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য

১. শহীদের বড় ভাই বলেন, সাহান তাদের পরিবারের একমাত্র আলোকবর্তিকা ছিল। কারণ তার কলেজে রেজাল্ট খুব ভালো। তাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্ন ছিল, সে একদিন বড় হয়ে কষ্টের এই সংসারের হাল ধরবে কিন্তু কি হতে কি হয়ে গেলো। আমাদের সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেলো। সে বলতো, "আমি ঢাকা গিয়ে কিছু একটা করবো। পরিবারের হাল ধরবো, তোমার চোখের চিকিৎসা করাবো"।

২. প্রতিবেশি একজন জানান, পড়াশোনায় খুব ভালো এবং খেলাধুলা প্রিয় ছিল সাহান। আন্দোলনে তার জীবন গেছে, আমরা এলাকার মেধাবী ও ভদ্র একটি ছেলেকে হারালাম।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ মো: সাহান পারভেজ এইচএসসি পাশ করে ঢাকা কলেজে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। তার পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস হিসেবে তাঁকে পরিবার তৈরী করছিল।

তার বাবা সুগারমিলে চাকুরী করতেন, তার মৃত্যুর পর পরিবারের হাল ধরেন শহীদের অসুস্থ বড় ভাই। তিনি দীর্ঘদিন চোখের অসুখে ভুগছেন। মহাজনের সাথে বস্তা উঠানোর কাজ করে মাসে ১০,০০০/- টাকার মতো আয় করে সংসার চালান। এছাড়াও তার পিতা সুগারমিলে চাকুরীকালীন অবস্থায় বাড়ি তৈরীর জন্য দুই লক্ষ টাকা ঋণ করেন। ছেলেরা এখনো সেটা পরিশোধ করতে পারেননি। বাড়ির কাজও বাবার মৃত্যুর পর অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

প্রস্তাবনা

১. বাড়ির কাজ সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতা করা যেতে পারে।

২. শহীদের বড় ভাইকে তার অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা ও ব্যবসার জন্য পুঁজির যোগান দেওয়া যেতে পারে।

৩. অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার খরচ বহন করা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ সাহান পারভেজ
Name: MD. SAHAN PARVEJ
পিতা: মৃত সইফ উদ্দীন
মাতা: মোছা মর্তেজা বেগম
Date of Birth: 03 Mar 2004
ID NO: 4267312554

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: সাহান পারভেজ
জন্ম তারিখ	: ০৩-০৩-২০০৪
পিতা	: মৃত সইফ উদ্দিন
মাতা	: মোসা: মর্তেজা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: হরিহরপুর, ইউনিয়ন: ৮ নং রহিমনপুর , থানা: ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা: ঠাকুরগাঁও
পেশা	: ছাত্র (স্নাতক ভর্তিচ্ছু)
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ (এইচ এস সি পর্যন্ত)
ঘটনার স্থান	: বালিয়াডাংগি মোড়, ঠাকুরগাঁও রোড, সাঈদ কমিশনারের বাড়ি
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫-৮-২০২৪, বিকাল ৫ টা (আনুমানিক)
শাহাদাতের সময়কাল	: ৬ আগস্ট রাত ১২:০০টা, রংপুর মেডিকেল কলেজ
আঘাতের ধরন	: অগ্নিদগ্ধ
আক্রমণকারী	: আওয়ামী সন্ত্রাসী সাঈদ কমিশনার এবং তার সাঙ্গুপাঙ্গ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: মাদাডাঙ্গি পারিবারিক কবরস্থান।

শহীদ আল মামুন

ক্রমিক: ৫৬৯

আইডি: রংপুর বিভাগ ০২৭

শহীদ পরিচিতি

আল মামুন, শিবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর থানার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের ছিটচিলা গ্রামে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। গ্রামীণ সবুজ শ্যামল পরিবেশে তার শৈশব কেটেছে, যা তাকে প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতায় বিকশিত হতে সহায়তা করেছে।

তার বাবা, মো. আইনুল হক, বয়স ৬৫, একজন ব্যবসায়ী হিসেবে সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। মাসিক আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ১২,০০০ টাকা, যা দিয়ে পরিবারটি কষ্টে সংসার চালাত। তার মা, মোছাঃ মোকসেদা বেগম, বয়স ৫০, একজন গৃহিণী হিসেবে সংসার সামলাতেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও আল মামুন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং ভদ্র স্বভাবের। তার পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল হলেও, আল মামুন সবসময় পরিবারের হাল ধরার কথা ভাবতেন এবং পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার প্রতি তার গভীর আগ্রহ এবং দায়িত্বশীল মনোভাব তাকে সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। শহীদ আল মামুন তার গ্রামে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজন আদর্শ শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

শহীদ আল মামুন ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বীর যোদ্ধা। তার পরিবার এবং এলাকাবাসী সকলের কাছে মামুন ছিলেন একজন আদর্শ চরিত্রের অধিকারী যুবক। রাজনৈতিক কারণে ভিন্ন দল করার দরুণ তার পরিবারকে সাঈদ কমিশনারের পক্ষ থেকে নিয়মিত হয়রানির শিকার হতে হয়। পুলিশ দিয়ে বিভিন্নভাবে তাদের হয়রানি করা হতো, এবং মামুন পর্যন্ত তার ঘরে স্বাভাবিকভাবে ঘুমাতে পারেননি। এরই মধ্যে মামুনের পরিবারে আসে নতুন খুশির বার্তা–একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সন্তানের আগমনে মামুন এবং তার পরিবারে নতুন আনন্দের জোয়ার বইতে থাকে।কিন্তু সেই খুশির মাঝেই দেশজুড়ে শুরু হয় কোটা বিরোধী আন্দোলন। মামুন এবং তার বড় ভাই সেই আন্দোলনে প্রথম সারিতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিদিন তারা একসাথে আন্দোলনের কর্মসূচিতে যোগ দিত। তারা বিশ্বাস করত, এই আন্দোলন দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।

৫ আগস্ট, ২০২৪ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। মামুন অংশ নেয় বিজয় মিছিলে, যা ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি মোড়ে এসে পৌঁছায়। স্থানীয় সাঈদ কমিশনার আন্দোলনকারীদের কাছে আসতে বলে তাদের বসার জন্য তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়। আন্দোলনকারীরা ভাবলেন, হয়তো কোনো সমঝোতার প্রস্তাব দিতে চান তিনি। কিন্তু এটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত এক চক্রান্ত। সাঈদ কমিশনার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ঘরে আগে থেকে গ্যাস সিলিন্ডার এবং পেট্রোল রেখে ফাঁদ তৈরি করে। আন্দোলনকারীরা ঘরে প্রবেশ করার পরই তারা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয় এবং আগুনে ঘর ভরে যায়। ভেতরে থাকা আন্দোলনকারীরা দগ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। এলাকাবাসী দ্রুত আগুনে পুড়ে যাওয়া মানুষগুলোকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা করে। পথিমধ্যেই ৫ আগস্ট একজন মৃত্যুবরণ করে। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর আরও একজনের মৃত্যু হয়। আল মামুনকে ঠাকুরগাঁও থেকে দ্রুত ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু ৬ আগস্ট, ভোর ৬ টায় শ্যামলীর কাছে মামুন তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মৃত্যুর সাথে লড়াই করে শেষমেশ এই বীর শহীদ মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। মামুনের নির্মম মৃত্যু শুধু তার পরিবার নয়, পুরো এলাকাবাসীকে গভীর শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। এমন নৃশংস এবং পৈশাচিক মৃত্যুতে এলাকাবাসী সাঈদ কমিশনার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

তার পরিবারের সদস্যরা জানান সে ছিল খুবই আনন্দ প্রিয় মিশুক প্রকৃতির মানুষ। আল মামুনের ছোট্ট বাচ্চাটি শুধু আব্বু আব্বু করছে দুধের শিশু। বুঝতেই পারেনি তার বাবা আর ফিরে আসবেনা। তার মতো ভালো ছেলে খুব কমই আছে। কারো কোন সমস্যার কথা শুনলে আল মামুন সবার আগে দৌড়ে যেতো তার সমস্যা সমাধান করতো। তার চাচাতো ভাই ঘটনার সময় তার কাছাকাছি ছিল সেও অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। সে জানায় আমাদের মিথ্যে কথা বলে তার বাড়িতে আলোচনার কথা বলে এই পকিল্পিত ঘটনা সাজিয়েছে।

শহীদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ আল মামুনের পরিবারের দারিদ্রের কাহিনী অত্যন্ত বেদনাদায়ক। শহীদ আল মামুনের পিতা, যিনি দীর্ঘদিন ধরে সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া দেওয়ার ব্যবসার মাধ্যমে সংসারের খরচ চালিয়ে আসছেন, বর্তমানে কঠিন শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন। তার মেরুদণ্ডের সমস্যার কারণে রাস্তায় দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর থেকে তিনি শারীরিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। অসুস্থতাজনিত এই সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, তিনি সাউন্ড সিস্টেম ব্যবসা এবং ডেকোরেটরের আয় থেকে প্রতি মাসে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকা উপার্জন করেন। এই আয়ে পরিবারের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহীদ আল মামুনের বড় ভাই মোকসেদ আলী নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি মানুষের বাসায় গিয়ে টিউশন করিয়ে মাসে মাত্র ৫,০০০ টাকা আয় করেন। এই আয় পরিবারের খরচ মেটাতে তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না। মোকসেদ আলী এখনো অবিবাহিত এবং পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু পরিবারের আর্থিক সমস্যা এতই গুরুতর যে তার আয়ও যথেষ্ট নয়।

অন্যদিকে, শহীদ আল মামুনের মা ডায়াবেটিসে ভুগছেন এবং তার মাসিক চিকিৎসা খরচ ৭,০০০ টাকা। তিনি আগে একবার স্ট্রোকও করেছিলেন, যার কারণে তার শারীরিক অবস্থা আরও নাজুক হয়ে পড়েছে। পরিবারে মা ও বাবার নিয়মিত ঔষধের প্রয়োজন, যা তাদের আয় দিয়ে বহন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। এই

পরিবারটি শুধু দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে নয়, বরং চিকিৎসার খরচ বহন করতেই দারিদ্র্যের গভীরে ডুবে আছে। শহীদ আল মামুনের মর্মান্তিক মৃত্যু তাদের জীবনের এই দুঃখ-কষ্টকে আরও গভীর করেছে এবং এই কঠিন পরিস্থিতিতে পরিবারটি ধীরে ধীরে আরও সংকটে পতিত হচ্ছে।

প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান।

পরিবারের যাবতীয় চিকিৎসার খরচ বিনামূল্যের ব্যবস্থা করা।

ছোট ভাইয়ের ভালো চাকরির ব্যবস্থা করা।

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: আল মামুন,
পেশা	: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান: শিবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে। এইচ এসসি ভর্তিচ্ছু।
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: ছিটচিলা ইউনিয়ন : মোহাম্মদপুর
থানা	: ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা: ঠাকুরগাঁও
পিতার নাম	: মো আইনুল হক,
বয়স	: ৬৫, পেশা: ব্যবসা
মাতার নাম	: মোসা: মুকসেদা বেগম, বয়স: ৫০, পেশা : গৃহিণী
মাসিক আয়	: ১২০০০/- আয়ের উৎস: সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবসা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: ১ ভাই ১ বোন
	: ১) ভাই- মো: মোকদেস , বয়স, ২৫ পেশা: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান : সরকারি কারমাইকেল কলেজ, শ্রেণি: এমবিএ
	: ২) মোছা: আনিসা আক্তার, বয়স: ২৩ প্রতিষ্ঠান : ঠাকুরগাঁও ডিগ্রি কলেজ, শ্রেণি: ডিগ্রি

“স্বাধীনতার আনন্দ না নিয়েই প্রাণ হারালো শহীদ রাকিবুল হাসান”

শহীদ মো: রাকিবুল হাসান রকি

ক্রমিক : ৫৭০

আইডি : রংপুর বিভাগ ০২৮

জীবনশৈলি

মো: রাকিবুল হাসান রকি ১ নভেম্বর ১৯৯৫ সালে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানার ৮ নং রহিমানপুর ইউনিয়নের আরাজী পাইকপাড়া গ্রামে এক নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মো: জাকির হোসেন (৫৫) একজন কাঁচামাল ব্যাবসায়ী, মা মোসা: রিক্তা বেগম (৪০) একজন গৃহিণী। তার মা এবং বাবা উভয়ই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। রাকিবুলের বাবার মূলত হাইপ্রেসার এবং ওনার কাশির সাথে রক্ত আসে এবং মায়ের হরমোনের ও ডায়াবেটিকসের সমস্যা। কাঁচামালের ব্যাবসা করে মাত্র দশ হাজার টাকা আয় হয় যার মধ্যে সাত হাজার টাকা তার বাবা এবং মায়ের চিকিৎসার জন্য ব্যয় হয়।

বাকি টাকা দিয়ে কোনোরকমে ৫ সদস্যের পরিবারে জীবন যাপন করে তারা। পারিবারিকভাবে সামান্য কিছু কৃষি জমি থাকলেও সেখান থেকে কোনরকমে বছরের ভাত আসে। রাকিবুল তার পরিবারকে স্বচ্ছল করার জন্য প্রায়শই তার বাবার ব্যাবসা দেখাশোনা করত। এর পাশাপাশি রাকিবুল শিবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ থেকে অনার্স করছিল।

সামগ্রিক বর্ননা

৫ জুলাই সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোটা বিরোধী কর্মসূচি পালন করতে থাকে। দিনের পর দিন চলে গিয়েছে কিন্তু স্বৈরাচারী আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ছাত্র-ছাত্রীদের কথায় কর্ণপাত করেনি। যার ফলে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ রুপ নেয় শান্তিপূর্ণ মিছিলে। ১৫ জুলাই গুণ্ডা বাহিনী সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর অতর্কিত হামলা করে। এমনকি তারা ছাত্রীদেরকে নির্মমভাবে রক্তাক্ত করে। হল বন্ধ করে দিয়ে তারা ঘাতক পুলিশের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের উপর ব্যাপক হামলা চালিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্যাম্পাসকে রক্তে রঞ্জিত করে। নির্মমভাবে তারা শিক্ষার্থীদের হত্যা করে এবং মাটিচাপা দিয়ে রাখে। পরবর্তীতে এই সরকার দেশের প্রতিটি যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়, বিশেষ করে ইন্টারনেট পরিসেবা বন্ধ করে দেয়, গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয় কারফিউ জারির মাধ্যমে। ১৫ বছর থেকে মৌলিক অধিকার না পেয়ে আসা জণগণ আরও বেশি অধিকার হারা হয়। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ রাগে ফেটে পড়ে আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের উপর। সেরকমই রাকিবুল হাসানও আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি। আন্দোলন শুরুর প্রথমদিন থেকেই সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট হাসিনার গুণ্ডা পুলিশবাহিনী আন্দোলনকারীদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। সেদিন সেই ছাত্র আন্দোলনে রাকিবুলও ছিল। একে একে তেরোটি রাবার বুলেটের আঘাতে জর্জরিত হয় সে। কিন্তু দমাবার পাত্র রাকিবুল নয়। শরীরের তীব্র ব্যাথা নিয়ে ৫ আগস্ট আবারো আন্দোলনে যায়। সেদিন দুপুর ১২ টায় অন্যান্যদের মতো সেও শুনতে পায় ক্ষমতালিপ্সু হাসিনার পদত্যাগের কথা। তারপরে সেদিনের বিজয় মিছিলে যোগ দেয় রাকিবুল। মিছিলটি বালিয়াডাঙ্গি মোড় ঠাকুরগাঁও রোড এর সামনে সাঈদ কমিশনারের বাড়ির সামনে গেলে সাঈদ কমিশনার কয়েকজন আন্দোলনকারীদের সাথে বসবে বলে প্রস্তাব করে। এতে সরল মনে রাকিবুল সহ কয়েকজন আওয়ামী গোলাম সাঈদ কমিশনারের কথা বিশ্বাস করে তার সাথে তারা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে।

এদিকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সাঈদ কমিশনার ও তার ভাই গ্যাস সিলিন্ডার ও পেট্রোল এনে রুমটি প্রস্তুত করে রাখে। সুযোগ বুঝে সাঈদ কমিশনার সেখানে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্যাস সিলিন্ডার ও পেট্রোল থাকাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। রাকিবুল সহ অনেকেই আহত হয়। জরুরি ভিত্তিতে রাকিবুলকে ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় অন্যান্য আন্দোলনকারীরা। কিন্তু রাকিবুলের অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হতে থাকলে তাকে ঢাকায় শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া হয়। সেখানে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে সে। অবশেষে ১০ আগস্ট ভোর ৪ টায় মহান রব্বুল আলামীন রাকিবুলের কষ্ট লাঘব করে না ফেরার দেশে নিয়ে যায়।

পরবর্তীতে ঠাকুগাঁওয়ে তার নিজ গ্রামে জানাজা এবং দাফন করা হয়। রাকিবুল ছিল একজন সত্যিকারের যোদ্ধা এবং বাবা মায়ের গর্বিত বীর সন্তান।

নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

প্রতিবেশী মোঃ হানিফ হোসেন এই বীর সম্পর্কে বলেন, 'শহীদ রাকিবুল ছিল পরোপকারী নিবেদিত প্রাণ একজন সমাজকর্মী। যেকোনো প্রকার কাজে তার নান্দনিকতার ছোঁয়া। এমন পরোপকারী মানুষকে হারিয়ে আমরা ব্যাথিত। যারা এরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িত আমরা তাদের বিচারের দাবী জানাই।'

প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান।
পরিবারের যাবতীয় চিকিৎসার খরচ বিনামূল্যের ব্যবস্থা করা।

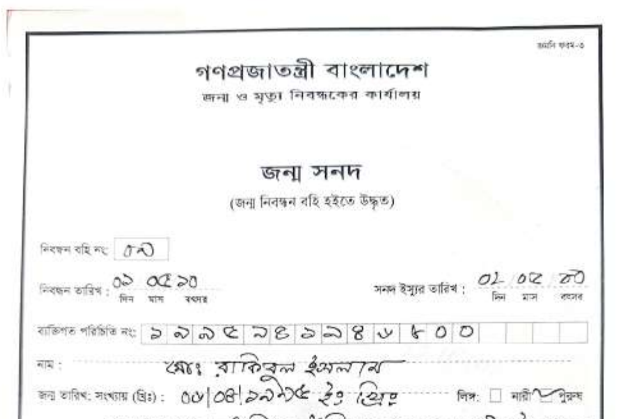
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং:
নিবন্ধন তারিখ: দিন মাস বৎসর
সনদ ইস্যুর তারিখ: দিন মাস বৎসর
ব্যক্তিগত পরিচিতি নং: ১৯৯৫৯৪১৯৪৬৮০০
নাম: মোঃ রাকিবুল ইসলাম
জন্ম তারিখ: সংখ্যায় (খ্রিঃ):
লিঙ্গ: নারী পুরুষ
কথায় (খ্রিঃ):
জন্মস্থান:
পিতার নাম:
জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম:
জাতীয়তা:
স্থায়ী ঠিকানা:
(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)
নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর
(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম : মো: রাকিবুল হাসান রকি
জন্ম তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৯৫
বাবার নাম : মো: জাকির হোসেন
মায়ের নাম : মোছা: রিক্তা বেগম
পেশা : ছাত্র এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যাবসা
পরিবারের সদস্য : ৫ জন
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: আরাজী পাইকপাড়া, ইউনিয়ন: ৮ নং রহিমানপুর, থানা: সদর, জেলা: ঠাকুরগাঁও
আঘাতকারী : সাঈদ কমিশনার, তার ভাই ও তার সন্ত্রাসী ছেলে
ঘটনার সময় ও স্থান : ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল: ৫টা, সাঈদ কমিশনারের বাড়িতে
মৃত্যুর তারিখ ও সময় : ১০ আগস্ট, ২০২৪, ভোর ৪টায়, ঢাকার শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতালে

“পরিবারের হাল ধরার সুযোগ হলোনা সুমনের”

শহীদ মো: সুমন ইসলাম

ক্রমিক : ৫৭১

আইডি : রংপুর বিভাগ ০২৯

শহীদ পরিচিতি

মো: সুমন ইসলাম, জন্ম ১৩ জানুয়ারি ২০০৩, পঞ্চগড় জেলার, বোদা থানার ৯ নং সাকোয়া ইউনিয়নের আমিন নগর গ্রামে। তিনি ছিলেন একটি দরিদ্র পরিবারের একমাত্র ছেলে। সুমনের বাবা মো: হামিদ আলী, দিনমজুর, আর মা কাজলি, গৃহিণী। সুমন ছিল চার বোনের মধ্যে সবার ছোট। তাই আদরটাও পেতেন একটু বেশি। তিন বোনের চোখের মণি সে, আবার পড়াশোনাতেও অত্যন্ত মেধাবী। ব্যাবহার মিষ্টি হওয়ায় সহজেই সবার সাথে মিশে যান, নতুন কারও সাথে মিশতেও সময় লাগেনা।

পড়াশোনায় মেধাবী সুমন জামিলাতুননেসা ফাজিল মাদ্রাসায় পড়ত এবং পড়াশোনার পাশাপাশি সে গার্মেন্টসে প্রডাকশন সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করে পরিবারের হাল ধরার চেষ্টা করেন। পরিবারে জমি বলতে মাত্র চার শতক বসতবাড়ির জমি ছাড়া আবাদযোগ্য কোনো জমিই তাদের নেই। সুমন যা আয় করত তার বেশির ভাগ তাঁর বৃদ্ধ ও অসুস্থ বাবা মা'র ওষুধ কিনতেই ব্যয় করত সুমন। কেননা বাবা-মাকে যে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে সুমন। ছোটবেলাতে যখন তাঁর বন্ধুরা মেলায় গিয়ে অনেক টাকা পয়সা খরচ করত তখন সে শুধু দেখত। মন চাইলেও যে কিছু নেয়া যাবেনা, কেননা বাবা- মা যে তাঁকে তাদের ওষুধের টাকা থেকে টাকা দিয়ে মেলায় আসতে দিয়েছে। সেটা দেখে সে সেদিনই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে ভালো কিছু হতে হবে। যে ভাবা সেই কাজ, কিন্তু দারিদ্রের করাল গ্রাস বার বার তাকে পড়ালেখা করতে বাধা দিয়ে যাচ্ছিল। তাই বাধ্য হয়ে বাবা-মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করে, বড় বোনদের শাসনকে কর্ণপাত না করে গার্মেন্টসে চাকরি নেয়।

কিন্তু স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার করা বৈষম্যের কালো মেঘ যেন অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত তাকেও ঘিরে ধরেছিল। তাই যখন বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোটা বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিল সেও তাতে সম্পূর্ন একাত্মতা ঘোষণা করল। একাত্মতা না করে বা উপায়ই কি কোটা থাকলে যে সেও চাকরি পাবেনা, তার স্বপ্ন যে পূরণ হবেনা। তাই প্রতিদিন সে কাজের ফাঁকে যতটুকু সময় পেত ততটুকু সময়ই সমাবেশে যোগদান করার চেষ্টা করত।

সেদিন ছিল ১৫ জুলাই, কিছুক্ষণ আগেই গার্মেন্টস ছুটি হয়েছে। সেদিন আর ওভার ডিউটি করারও ইচ্ছা নেই তার। তাই সে চলে গেল জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে। যদি এখনও আন্দোলন চলে তাহলে সে সেখানে যোগদান করবে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। সেদিনই স্বৈরাচারী সরকারের ছাত্র নামক গুণ্ডা বাহিনী তাদের উপর অতর্কিত হামলা করে। উপায় না দেখে পাশের একটা চায়ের দোকানে আশ্রয় নেয়। সেদিন অনেক ভয় পেয়েছিল সে। কেননা কয়েকটা লাঠির আঘাত তারও লেগেছিল। আর নিজেরর চোখের সামনেই সরকারের পালিত গুণ্ডা বাহিনী একটা ফাটা বাঁশ দিয়ে একটা মেয়ের মাথায় আঘাত করল,সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি আল্লাগো বলে মাথা ধরে চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কাঁপা কাঁপা পায়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে সে রিকশায় উঠে বাড়ির পথে রওয়ানা দেয়। রিকশার ঝাঁকিতে তার শরীরের সামনে তার চিন্তা গুলোও নাড়াচড়া করছিল। চোখের সামনে শুধু মেয়েটির সেই চিৎকারই ভেসে উঠছিল। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে রিকশা তার বাসার সামনে নিয়ে এসেছে টেরই পায়নি। সেদিন রাতে কোনোমতে একটু খাবার আর ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে চেষ্টা করলেও ঘুম আসেনি সারারাত। শুধু একটা কথাই ভাবতে থাকে, মানুষ এতটা নিষ্ঠুর নির্দয় হয় কি করে? আর সমবয়সী একজন সহপাঠী অন্যজনকে এত নির্মমভাবে মারতে পারেই বা কি করে? সে যতই এসব ভাবতে থাকে ততই স্বৈরাচারী সরকারের প্রতি, ছাত্র নামক গুণ্ডাদের প্রতি, স্বৈরাচার পালিত অস্ত্রধারী পুলিশের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা জন্মাতে থাকে।

এরপরদিন থেকে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। মোবাইলে ছত্রলীগের গুণ্ডাবাহিনীদের অত্যাচার সে দেখতে থাকে আর মনে মনে ফুঁসে উঠতে থাকে। এরপর কয়েকদিন তার আর আন্দোলনে আসা হলোনা। আজকাল গার্মেন্টস মালিকরা তাদের বেশিই খাটিয়ে নিচ্ছে। এর কারণটা সে বুঝতে পারেনা। সে ভাবে দেশের যে পরিস্থিতি কয়েকদিন পরে হয়ত অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ করে দিতে হবে তাই। এতো এতো কাজের চাপে তার আর আসার সুযোগ হচ্ছেনা তার উপরে ১৯ জুলাই থেকে আবার সকল ধরনের ইন্টারনেট পরিসেবা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই আন্দোলন যে কোনদিকে মোড় নিচ্ছে কোনোভাবেই বোঝা যাচ্ছেনা। পত্রিকাতে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাও আবার ভাসা ভাসা তথ্য। কোনো ভাবেই সে আর ঘরে টিকতে পারেনা। এর মধ্যেই তার ধারণাও ঠিক হয় ।গার্মেন্টস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।

অবশেষে সে ৪ আগস্ট আশুলিয়াতে দেখতে পায় শত শত স্কুল-কলেজের ছাত্র আন্দোলন করছে। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনা। যোগ দেয় তাদের সাথে। ছাত্রদের দেয়া প্রতিটি স্লোগানে যেন তার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। সে ভাবে স্লোগান গুলোর মধ্যে এত জোর ! সেও তাদের তালে স্লোগান দিতে শুরু করে,' রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায় ',দিয়েছিত রক্ত আরও দিব রক্ত, তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার।' প্রতিটি স্লোগান যেন তার সাহস আকাশচুম্বী করে দিচ্ছিল।

হঠাৎ সে পিঠে একটা তীব্র আঘাত অনুভব করে। সে আঘাতের চোটে চিৎকার দিয়ে ওঠে। বুঝতে পারেনা কি এমন লাগল তাকে, চোখ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। চোখ খুলে দেখে চারিপাশে সাদা ধোঁয়ায় অন্ধকার, নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে আর দাম দাম করে আকাশ ফাটানো শব্দ। সকলে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে। সুমন অনুভব করে সে তার বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাঁকে এখন কি করা উচিৎ সে যেন ভেবেই পাচ্ছেনা। হঠাৎ কোথা থেকে দুইজন ছেলে এসে একজন হাত ধরে অন্যজন তার দুটি পা ধরে একটা আধা অন্ধকার গলির মধ্যে নিয়ে যায়। ছেলে দুটির বয়স সে আন্দাজ করার চেষ্টা করে ২০ বা ২২ হবে। তাকে শুয়ে রেখে ছেলে দুটি কোথায় যেন চলে যায়। আশেপাশেই হয়ত কিছু মানুষ গল্প করছিল সেখান থেকেই শুনতে পায়, আজ মিছিলে নাকি নিষ্ঠুর সরকারের পালিত পুলিশলীগ এলোপাথাড়ি রাবার বুলেট ছুঁড়েছে,এর সাথে আবার কাঁদানে গ্যাস আর সাউন্ড গ্রেনেডও নিক্ষেপ করেছে। সে বুঝতে পারে এসব আকাশ ফাটানো শব্দ তাহলে সাউন্ড গ্রেনেডেরই ছিল। অনেক্ষণ অপেক্ষা করে সে দূর

থেকে একটা রিকশা ডাক দেয়, রিকশা কাছে আসলে সে কোনোমতে রিকশায় ওঠে কিন্তু উঠতে তার অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তার মনে পিঠের পেছনে হয়ত মাংশ পঁচে গিয়েছে। কোনোমতে সে বাসায় এসে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েই ঘুমিয়ে পরে। পরদিন ৫ আগস্ট সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে সাড়ে দশটা বেজে গেছে। গতদিনের তুলনায় আজ একট সুস্থতা অনুভব করে সে। কোনোমতে হাল্কা খাওয়া দাওয়া করে সে আবার বিছানায় যায়। জানালা দিয়ে আকাশ দেখছে আর ভাবছে আল্লাহ কি কোনোদিনই ডাকু শেখ হাসিনার পতন ঘটাবে না? এসব ভাবতে ভাবতেই সে রাস্তা থেকে একটা চিৎকার শুনে লাফ দিয়ে ওঠে বিছানা থেকে। সুমন শুনতে পায় কে যেন চিৎকার করে বলছে খুনি শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছে। আর দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছে। কথাটা শুনেই সে বিছানা থেকে উঠে তাড়াহুড়া করে কাপড় বদল করতে থাকে। রাস্তার লোক যেন তাকে ডাকছে, রাস্তার মিছিল তাকে ডাকছে। সে তার গতকালের আহতের কথা ভুলেই গিয়েছিল। সে অনুভব করে তার শরীরে আর কোনো ব্যাথা নেই হয়ত আনন্দের উত্তেজনায়।

বাইরে যেতে একটা লোক তার সাথে কোলাকুলি করে বলে ঈদ মোবারক, দেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়েছে। কথাটি শুনে তার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা টপটপ করে পড়তে থাকে। সে দৌড় দেয় রাস্তার দিকে, দেখে সবাই আনন্দ করছে, হৈ হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে। অন্য একদল রাস্তায় বিশাল মিছিল বের করেছে। সে তাতে যোগদান করে। আনন্দে তার হাত পা কাঁপছে। যখনই তারা আশুলিয়া থানার সামনে আসে হঠাৎ কোথা থেকে যেন স্বৈরাচারী হাসিনার প্রেতাত্মা ঘাতক পুলিশ গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। একটা কি যেন তার বুকে লাগল সে বুঝতে পারল। বুকে হাত দিয়ে দেখে তার পুরো হাত লাল। আর তার শরীর বেয়ে গরম কিছু একটা গড়িয়ে পড়ছে। সুমন চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পরে সে রাস্তায় লুটিয়ে পরে। সেখানেই তার প্রাণপাখি বের হয়ে যায়। বিজয় মিছিলের সম্পূর্ন স্বাদ আর নেয়া হয়না সুমনের। পরিবারের হালটাও আর তার ধরা হয়না।

জানাজা ও দাফন

হঠাৎ বাড়ির সামনে লাশবাহী গাড়ি দেখে আঁতকে ওঠে সুমনের মা কাজলী। দেখতে পায় ধীরে ধীরে কাফন পড়া কাউকে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে। কেন যেন লোকগুলো তা বাড়ির আঙিনায় শুইয়ে দেয় লাশটিকে। লাশের মুখের উপর থেকে ধীরে ধীরে কাপড় উঠালে সুমনের মা লাশের মুখটি দেখে একবার চিতকার দেন এরপরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আশেপাশের কিছু প্রতিবেশি মহিলা তাঁর মাথায় পানি ঢালতে থাকে। খবর পেয়ে বাইরে থেকে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে সুমনের বাবা। এরপর তিনিও স্তব্ধ হয়ে যান। তার বোনেরা জানতে পেরে তারাও কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে আদরের ছোট ভাইটিকে শেষবারের মতো দেখার জন্য। ধীরে ধীরে সুমনকে বড়ই পাতা, গরম পানি দিয়ে গোসল করানো হয়। গোলাপজল ছিটিয়ে দেয়া হয় তার গায়ে। এরপর জানাজা করা হয় আমিন নগরেরই স্থানীয় মসজিদের পাশে এবং এখানেই তাকে কবরস্থ করা হয়। তার বাবা-মা এবং তিন বোন অসহায় হয়ে পড়ে। অধিক শোকে তার বাবা- মা পাথরের মত হয়ে যায়। কেননা তাদের আশার শেষ প্রদীপটিও যে নিভে গেল।

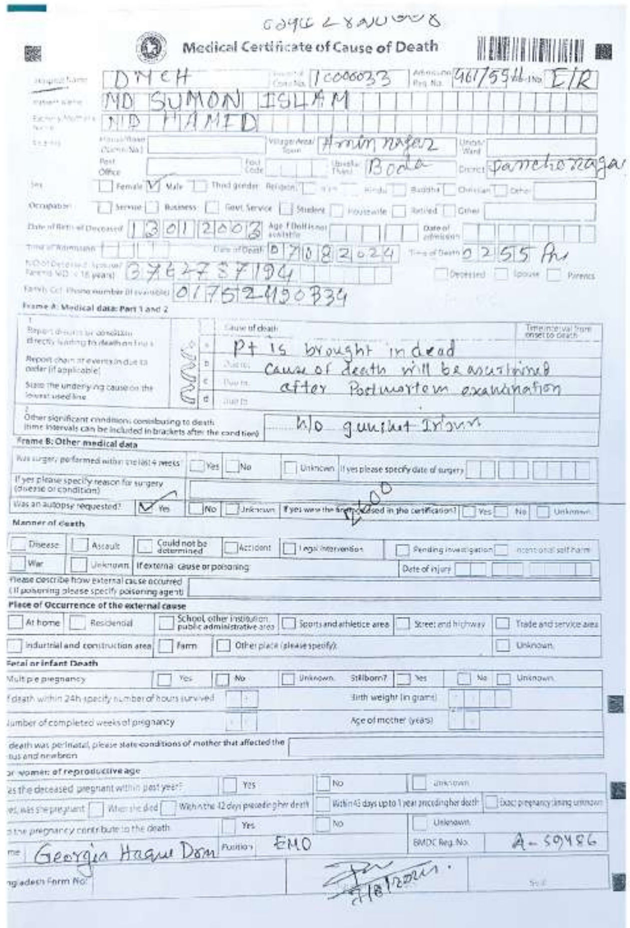

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: DMCH
Patient Name: MD SUMON ISLAM
Father's/Mother's Name: MD HAMED
Village/Area/Town: Amin nagar
Upazila/Thana: Boda
District: Panchagarh
Sex: Male
Date of Birth of Deceased: 13 01 2003
Date of Death: 07 08 2024
Time of Death: 02 55 Pm
NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years): 3762787194
Family Cell Phone number (if available): 01752490334

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

Cause of death:
a. Pt is brought in dead
b. Due to: Cause of death will be ascertained
c. Due to: after Postmortem examination

Other significant conditions contributing to death: h/o gunshot injury

Frame B: Other medical data

Was an autopsy requested? Yes

Manner of death

Name: Georgia Haque Dom
Position: EMO
BMDC Reg. No.: A-59486

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: সুমন ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ১৩ জানুয়ারি ২০০৩
বাবার নাম	: মো: হামিদ আলী
মায়ের নাম	: কাজলি
পেশা	: ছাত্র ও গার্মেন্টস কর্মী
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: আমিন নগর, ইউনিয়ন: ৯ নং সাকোয়া, থানা: বোদা, জেলা পঞ্চগড়
স্থায়ী ঠিকানা	: ঐ
পরিবারের সদস্য	: ৩ জন এছাড়া ৩ বোন বিবাহিতা
আঘাতকারী	: পেটুয়া পুলিশ লীগ
আহতের সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪ আনুমানিক বিকাল ৪ টায় আশুলিয়া থানার সামনে
মৃত্যুর সময় ও স্থান	: ঐ

"হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলি মাথার খুলি খন্ড খন্ড করে দিল শহীদ আবু ছায়েদের"

শহীদ মোঃ আবু ছায়েদ

ক্রমিক : ৫৭২
আইডি : রংপুর বিভাগ ০৩০

শহীদের পরিচয়

শহীদ মোঃ আবু ছায়েদ ১ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার ৬ নং মারিয়া ইউনিয়নের নতুন বস্তি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় একজন ব্যাবসায়ী ছিলেন।

আবু ছায়েদের পিতা আব্দুল খালেদ (মৃত) পেশায় একজন কৃষক ছিলেন এবং মাতা সোনাবান (মৃত) ছিলেন একজন গৃহিণী। ৮ ভাইবোনের মধ্যে ছায়েদ দ্বিতীয় ছিল। ৮ ভাই-বোনের পরিবার তার বাবা মা অভাবের মধ্যেই পরিচালনা করেছেন।

শহীদের পরিবার

তার ৮ ভাইবোনদের মধ্যে ছয় ভাই দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান এবং তার বোন গৃহিণী। ছায়েদ অভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরে আসেন এবং ব্যবসা শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার ব্যবসা বড় হয়। ছায়েদের দুই স্ত্রী ছিল। প্রথমজন তার সন্তান নিয়ে গ্রামেই বসবাস করেন এবং দ্বিতীয়জন ছায়েদের সাথে ঢাকায় বাস করেন। ছায়েদ ব্যবসা করে মাসে যা আয় করতেন তা থেকে কিছু অংশ গ্রামে প্রথম স্ত্রীর কাছে পাঠাতেন। এতে তার স্ত্রী এক ছেলে সন্তান নিয়ে তাদের সংসার সুখেই কাটাচ্ছিলেন। ছায়েদ তার দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে ঢাকাতে ভালোই ছিলেন। কিন্তু তাদের সুখের সংসার তছনছ হয়ে যায় ছায়েদের শাহাদাতের মাধ্যমে।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

জুলাই আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যেসব নির্দোষ নিরীহ শিশু, মহিলা পুরুষ ছাত্র-ছাত্রী প্রাণ হারায় তাদের মধ্যে ছায়েদ অন্যতম। ৫ জুলাইয়ের কোটা বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের দিকে একটিবারের জন্যও নজর ফেরায়নি। শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের স্বৈরশাসকের নজরে আসার জন্য একের পর এক সমাবেশের ডাক দেন। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সমাবেশে এই ফ্যাসিস্ট সরকারের ছাত্রনামক গুন্ডা নির্মমভাবে আঘাত করতে থাকে। তার উপরে আবার হাসিনার কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে বিরক্ত হয়ে হয়ে ছাত্র-জনতা তাদের মুখের উপরেই দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। বিশেষ করে ১৫ জুলাই বিকাল ৪ টায় যখন এক সাংবাদিকের প্রশ্নে সাইকো হাসিনা বলে, মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিদের দিব.' তার এই বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে সেইদিন রাতেই শিক্ষার্থীরা তুমুল আন্দোলন শুরু করে। শিক্ষার্থীরা, 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার' এই স্লোগান দেয়ায় গুণ্ডা বাহিনী ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদেরকে নির্মমভাবে মারতে থাকে। এরপর থেকে আন্দোলন আরও তীব্র হলে যখন আর শেখ হাসিনার পুলিশলীগ, গুণ্ডা ছাত্রলীগেরা শিক্ষার্থীদের ঠেকাতে ব্যর্থ হয় তখন ১৯ জুলাই জালিম শেখ হাসিনা র‍্যাবকে হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালাবার নির্দেশ দেয়। তারা যখন হেলিকপ্টার থেকে বৃষ্টির মত গুলি ছুড়তে থাকে তখন মানুষজন পাখির মত মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে। এমনকি অবুঝ শিশুরা আনন্দিত মনে বিমান দেখার জন্য ছাদে যায় তাদেরকেও গুলি লেগে সেখানেই মৃত্যুবরণ করতে থাকে।

এসময় ছায়েদের দোকানের জন্য পলিব্যাগের প্রয়োজন পড়লে তিনি পাশেই একটি দোকানে আনতে যান। তখন হেলিকপ্টার থেকে র‍্যাবের ছোড়া গুলির মধ্যে একটা বুলেট হঠাৎ ছায়েদের মাথার খুলি ভেদ করে ঢুকে যায়। আরেকটি গুলি তার পায়ে লাগে। সেখানেই তিনি পড়ে যান এবং মৃত্যু ঘটে। তার লাশ যখন ঢাকার মোহাম্মদপুরে দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেটা দেখে তার স্ত্রী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। এরপর তাকে গ্রামের বাড়ি বোদাতে নিয়ে আসা হয়। গ্রামজুড়ে এক কান্নার রোল পড়ে যায়। এরপর জানাজা শেষে তার নিজ গ্রাম বোদাতেই কবরস্থ করা হয়।

নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

ছায়েদের প্রতিবেশিরা ছায়েদ সম্পর্কে বলেন কি দোষ ছিল ছায়েদের? সে ত অত্যন্ত নিরীহ ব্যাক্তি ছিল। কারও কোনো ক্ষতি করেনি সে। যদি কোনো গরীব মানুষ তার কাছে সাহায্য চাইত সাধ্য অনুযায়ী সে দিত। অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিল ছায়েদ।

এই বলে এলাকাবাসীরা খুনি শেখ হাসিনার কঠোর বিচারের দাবি করেন। অনেকে আবার মহান রবের দরবারে বিচারের ভার দেন।

প্রস্তাবনা

ছায়েদের পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তিই ছিলেন ছায়েদ। তার মৃত্যুতে দুই স্ত্রীই পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। একমাত্র ছেলে মামুন ইসলাম (১৫) এতিম হয়ে যায়। ছায়েদের মৃত্যুতে আর্থিক কষ্টে ভুগছে তার দুটি পরিবার। সাহায্যের জন্য তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে অন্যের দিকে। অসহায় স্ত্রী সন্তানকে অন্তত আর্থিক সাহায্য করা যেতে পারে। এমন কোনো ব্যাবস্থা করে দেয়া যাতে অন্যের দিকে না তাকিয়ে থাকতে হয়। এছাড়াও তার মৃত্যুর আগে ঋণে রয়েছে ১৫০,০০০ টাকা। যা পরিশোধ করা দরকার।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Marea Bamanhat Union Parishad
Boda, Panchagarh

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 18/08/2024 | Birth Registration Number 19797712580109490 | Date of Issuance 18/08/2024

Date of Birth : 01/01/1979 Sex : Male
In Word : First of January Nineteen Seventy Nine

নাম	: মোঃ আবু ছায়েদ	Name	: Md Abu Shaed
মাতা	: মোছাঃ সোনা বান	Mother	: Mst Sona Ban
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মৃত আঃ খালেক	Father	: Late Abdul Khalek
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: পঞ্চগড়, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Panchagarh, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা		Permanent Address	: Vill: Natunbosti Post: Mareya Ward - 5, Marea Bamanhat, Boda, Panchagarh

Seal & Signature 18.08.2024
Assistant to Registrar (Preparation, Verification)
Md Nur Islam

Seal & Signature 18.08.2024
Registrar
Chairman

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্য

নাম	: আবু ছায়েদ
জন্ম তারিখ	: ১ জানুয়ারি ১৯৭৯
বাবার নাম	: আব্দুল খালেক (মৃত)
মায়ের নাম	: সোনাবান
পেশা	: ব্যবসায়ী
পরিবার	: দুই স্ত্রীও এক ছেলে
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নতুন বস্তি, ইউনিয়ন: মারিয়া ৬নং, থানা: বোদা, জেলা: পঞ্চগড়
বর্তমান ঠিকানা	: ঐ
ঘাতক	: স্বৈরাচারী হাসিনার র‍্যাব বাহিনী
ঘটনার সময় ও স্থান	: ঢাকা মোহাম্মদপুর ১৯ জুলাই ২০২৪
মৃত্যুর সময় ও স্থান	: ঐ

"পেটে ভাত নেই, কিন্তু বুক ভরা সাহস"

শহীদ মোঃ সাগর রহমান

ক্রমিক : ৫৭৩

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৩১

শহীদ পরিচিতি

২০২৪ স্বৈরাচার পতনের গণঅভ্যুত্থানে নিহত হওয়া শহীদদের অন্যতম মো: সাগর রহমান। তিনি শহীদ হন ৫ আগস্ট বিজয়ের দিনে। সাগর এর জন্ম ২ এপ্রিল ২০০৪ সালে পঞ্চগড় জেলা সদরের অন্তর্গত চাকলাহাট ইউনিয়নের কিত্তিনিয়া গ্রামে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন সাগর রহমান। তাঁর পিতার নাম মোঃ রবিউল ইসলাম (৫৫)। পেশায় তিনি একজন গরু ব্যবসায়ী। মাতা মোসাঃ সখিনা খাতুন (৪২) একজন গৃহিণী।

বড় দুঃখের বিষয় শহীদ সাগর রহমানের বয়স যখন মাত্র ১০ মাস, বাবা রবিউল ইসলাম তাঁর মাকে তালাক দেন। কারণ ছিল শহীদের মা মানসিক ভারসাম্যহীন। এমন পরিস্থিতিতে শহীদ সাগর রহমানের নানী মেয়ে ও ছোট নাতিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। ছোটবেলা থেকেই নানির বাড়িতে বড় হতে থাকেন সাগর রহমান। মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে ও ছোট নাতিকে নিয়ে দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটতো অভাবী নানীর। বিভিন্ন জায়গা হতে যা সহযোগিতা পেতেন তাই দিয়ে সংসার চালিয়েছেন নানী। সাগর রহমানের বয়স যখন ছয় বছর তখন এক প্রতিবেশির সহায়তায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয় তাঁকে । বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষা দিতে পেরেছিলেন সাগর রহমান। কিন্তু নানাবিধ সমস্যায় বিশেষ করে পারিবারিক দারিদ্রতা, মায়ের মানসিক সমস্যা , সুযোগ সুবিধার অভাব ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষায় বসলেও দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হন শহীদ সাগর রহমান। পড়াশোনার পাঠ চুকাতে হয় শহীদ সাগর রহমানকে।

সংসারে ভারসাম্যহীন মা ও নানির চিকিৎসার খরচ জোগাতে এবং পরিবারের হাল ধরতে বড় মামার সহযোগিতায় ২০২২ সালে ঢাকায় এসে স্পার্ট অনলাইন (Spart online) ডিস সংযোগ অফিসে চাকরি নেন সাগর রহমান। মেরুল বাড্ডায় একটি টিনশেডের ভাড়া বাসায় মা সহ থাকতেন সাগর রহমান। মেরুল বাড্ডায় ডিস সংযোগ অফিসে চাকরির সুবাদে অফিসের লোকজন এবং স্থানীয় বিভিন্ন লোকজনের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে সাগর রহমানের । তাদের থেকে কিছু অনুদান পেয়ে এবং ডিসলাইনে চাকরির টাকা দিয়ে অসুস্থ মা এবং অসুস্থ নানির চিকিৎসা সহ সকল বিষয়ে দেখাশোনা তাকেই করতে হয়।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা, ১৮ জুলাই কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচিতে মামাতো ভাই সজিবের সাথে মেরুল বাড্ডার কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন সাগর। সাগর রহমান ছিলেন সম্মুখ সারির সাহসী যোদ্ধা। পরবর্তীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের কর্মসূচিতে মামাতো ভাই সজীব ও বন্ধুবান্ধবসহ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন শহীদ সাগর। ঘটনার দিন ৫ আগস্ট ২০২৪, স্বৈরাচার সরকার বিরোধী এক দফা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে। মেরুল বাড্ডা এলাকায় পেটোয়া পুলিশলীগ ও স্বৈরাচারী সরকারের পালিত র‍্যাব ও বিজিবির নৃশংসতার কারণে ছাত্র-জনতা বিভিন্ন অলিগলিতে অবস্থান করেছিলেন। শহীদ সাগর রহমান ও তার বন্ধুবান্ধবরাও একটি নির্মানধীন ভবনের নিচে অবস্থান করেছিলেন। বেলা ১২ টার দিকে অফিস থেকে ফোন আসলে সাগর রহমান অফিসে চলে যায়। এদিকে ঢাকাসহ পুরো বাংলাদেশের সকল রাস্তায় ছাত্র-জনতার ঢল দেখে ভয় পেয়ে যায় ফ্যাসিবাদী সরকার। যখন লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা গণভবনে হামলা করতে যায় তখন প্রায় বেলা ২ টার দিকে তৎকালীন স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও পলায়নের খবর শুনে পুরো বাড্ডা এলাকা সহ পুরো বাংলাদেশে বিজয় মিছিল শুরু হয়। তৎক্ষণাৎ সাগর অফিস থেকে ছুটি নিয়ে, ছাত্র-জনতার সাথে বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করে। বাড্ডা থানার দিকে বিজয় মিছিল অগ্রসর হলে। থানার ছাদে অবস্থানরত পেটোয়া পুলিশ বাহিনী বিজয় মিছিলকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে বহু লোক হতাহত হয়। একের পর এক ছাত্র-জনতা রক্তাক্ত হতে থাকে। রাস্তায় রক্তের নদী বয়ে যেতে শুরু করে। হঠাৎ পেটোয়া পুলিশলীগের একটি গুলি সাগর রহমানের কোমরে বিদ্ধ হয় এবং পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় তার শরীর। সেখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সাগর। মৃত্যুর ফেরেশতা তার জন্য আসতে আর দেরি করেনি। সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে সে। কিন্তু তৎক্ষনাত তাকে হাসপাতালে নিতে পারেনি কোনো সহযোদ্ধা পরে স্থানীয় ছাত্র-জনতার সহায়তায় মুগদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়। কিন্তু বেশিরভাগ ডাক্তার যা বলে সেদিনের সেই ডাক্তারও একই কথা বলেন। তিনি তাকে মৃত ঘোষণা করে। সাগর রহমানের বড় মামা ও মামাতো ভাই সজীব একটি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে সেদিনই নিজ গ্রামে নিয়ে যায়। পরে হাজার হাজার মুসল্লীদের উপস্থিতিতে দুটি জানাজা শেষ করে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়, '২৪-র বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদ সাগর রহমানকে ।

বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল ছেলেকে হারিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন মা সখিনা আক্তারের অবস্থা হয় আরও করুণ। ছেলের এ আকস্মিক বিদায় তিনি এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নিতে পারছেন না। এছাড়াও অসুস্থ নানির দেখাশোনা করার মতো আর কেউ নেই।

শহীদ মোঃ সাগর রহমানের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন শহীদ সাগর। তার মানসিক ভারসাম্যহীন মা ও অসুস্থ নানীকে নিয়ে বাড্ডার এক টিনসেড ভাঙ্গা বাড়িতে তাদের বসবাস। সহায় সম্বলহীন এই ছোট্ট পরিবারটিতে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না তাদের।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদের মা সখিনা আক্তারের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা ও নানীর জন্য বৃদ্ধ ভাতার ব্যাবস্থা

২.এককালীন সহায়তা প্রয়োজন

৩.প্রতিবন্ধী মায়ের চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

৪.একমাত্র বাড়িটি পুনর্নির্মাণ করা প্রয়োজন।

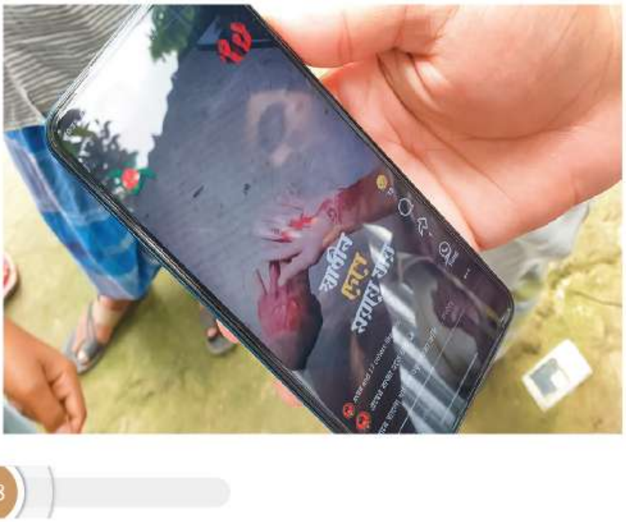

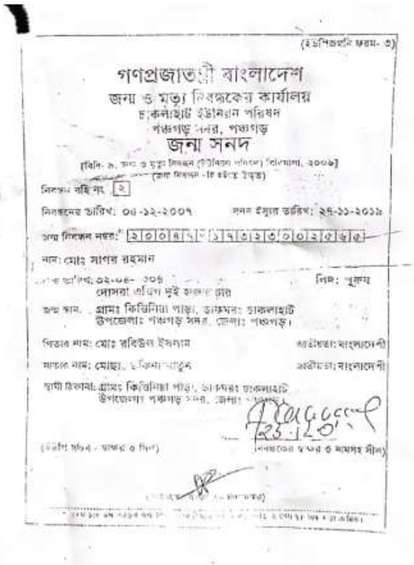
(ইউনিয়ন পরিষদ ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
চাকলাহাট ইউনিয়ন পরিষদ
পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়
জন্ম সনদ

নিবন্ধন বহি নং ২

নিবন্ধনের তারিখ: ০৪-১২-২০০৭ সনদ ইস্যুর তারিখ: ২৭-১১-২০১৯

নাম: মোঃ সাগর রহমান

লিঙ্গ: পুরুষ

জন্ম স্থান: গ্রামঃ কিত্তিনিয়া পাড়া, ডাকঘরঃ চাকলাহাট উপজেলাঃ পঞ্চগড় সদর, জেলাঃ পঞ্চগড়।

পিতার নাম: মোঃ রবিউল ইসলাম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

জাতীয়তা: বাংলাদেশী

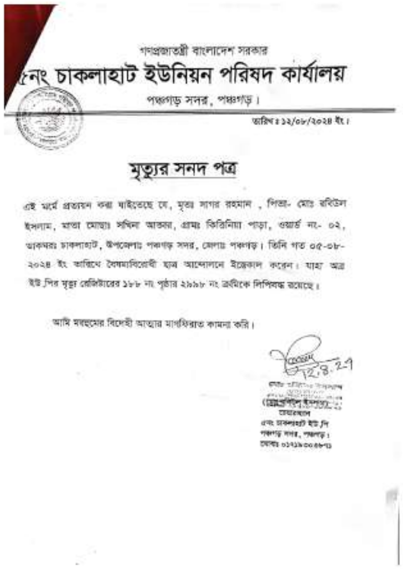
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নং চাকলাহাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

তারিখঃ ১২/০৮/২০২৪ ইং।

মৃত্যুর সনদ পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মৃত্যু সাগর রহমান , পিতা- মোঃ রবিউল ইসলাম, মাতা মোছাঃ সখিনা আক্তার, গ্রামঃ কিত্তিনিয়া পাড়া, ওয়ার্ড নং- ০২, ডাকঘরঃ চাকলাহাট, উপজেলাঃ পঞ্চগড় সদর, জেলাঃ পঞ্চগড়। তিনি গত ০৫-০৮-২০২৪ ইং তারিখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ইন্তেকাল করেন। যাহা অত্র ইউ পির মৃত্যু রেজিষ্টারের ১৮৮ নং পৃষ্ঠার ২৯৯৮ নং ক্রমিকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আমি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

চেয়ারম্যান

একনজরে শহীদ পরিচিতি

পূর্ণনাম	: মো: সাগর রহমান
জন্ম তারিখ	: ০২-০৪-২০০৪
জন্মস্থান	: পঞ্চগড় সদরের কিত্তিনিয়া গ্রামে
পেশা	: স্পার্ট অনলাইন ডিস সংযোগ অফিসে চাকুরী
পিতা	: মোঃ রবিউল ইসলাম
মাতা	: মোছা. সখিনা খাতুন
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: কিত্তিনিয়া, ইউনিয়ন: চাকলাহাট, থানা: সদর, জেলা: পঞ্চগড়
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কিত্তিনিয়া, ইউনিয়ন: চাকলাহাট, থানা: সদর, জেলা: পঞ্চগড়
শহীদ হওয়ার স্থান	: বাড্ডা থানা
ঘাতক	: পুলিশ
আঘাতের ধরন	: গুলি
গুলিবিদ্ধের তাং ও সময়	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৩:৩০
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৫:৩০
সমাধিস্থল	: গ্রামের বাড়ি

সন্তানের চাঁদমুখটাও দেখার সুযোগ হলোনা সাজুর

শহীদ মো: সাজু ইসলাম

ক্রমিক : ৫৭৪
আইডি : রংপুর বিভাগ ০৩২

শহীদ পরিচিতি

স্বৈরাচার পতন আন্দোলনের বীরদের মধ্যে অন্যতম সাজু ইসলাম। তিনি ১৯৯৮ সালে ১৩ ডিসেম্বর পঞ্চগড় জেলার সদর থানার চিলাহাটি ইউনিয়নের টোকরা পাড়া সরদার পাড়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা আজাহার আলী (৫৫) একজন রিকশা চালক এবং মা মোসা: ছামিনা আক্তার (৪২) একজন গৃহিণী। আজাহার ও সামিনার ঘরের প্রদীপ ছিলেন সাজু। দুই ভাইয়ের মধ্যে সাজুই ছিল বড়। দরিদ্র হলেও আজাহার তার আদরের সন্তানকে লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করেছেন। সারাদিন রিকশা চালিয়ে সন্তানের আবদার মেটানো এবং সাংসারিক খরচ বহন করতেন তিনি। সাজু স্কুলের পড়া চুকিয়ে দেবীগঞ্জের ডাউলগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন।

কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে তার বাবার কষ্ট দেখে সে পড়ালেখা না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেন। অনেক চেষ্টার পরে গাজীপুরে এশিয়া কম্পজিট লিমিটেডে একটা সাধারণ কর্মচারী পদে চাকরি পান।

চাকরির টাকা জমিয়ে সাজু প্রথমেই তাদের পূর্বের টিনের বাড়ি ভেঙে আধা পাকা বাড়ি করেন। কেননা অল্পতেই বৃষ্টির পানি টিনের ফুটা দিয়ে ঘরে পড়ত। এতে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ত ঘর। পাশাপাশি তার বাবা মায়ের দেখাশোনা এবং ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ চালাতেন তিনি। ২০২৩ সালে পারিবারিক ভাবেই বিয়ে হয় তার। চাকরির সুবাধে গাজীপুরের মাওনায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু হলে সে বিভিন্ন সময় ছাত্র আন্দোলন অংশগ্রহণ করেন। ৩ দিনের কারফিউ শেষ হলে সে আবার গাজীপুরে কর্মস্থলে চলে আসেন। ঢাকায় আসার ৪ দিন পরে তাঁদের কোলজুড়ে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর মাত্র ২৬ দিন আগেই ছেলে সন্তানের বাবা হন তিনি। ছেলের নামও রাখেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম শহীদ বীর আবু সাঈদের নামের সাথে মিলিয়ে।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

২০০৮ সালে আওয়ামী সরকার আসার পর থেকে তাদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকার কোটা পদ্ধতি চালু করে। তখন দেখা যেত যেকোনো চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা, নারী কোটা, পোষ্য কোটা, উপজাতি কোটা ইত্যাদি কোটায় চাকরি হত বেশি। এই কোটার সংখ্যাই ছিল প্রায় ৭০ শতাংশ। সরকারি চাকরিতে মেধাবীদের কোনো মূল্যায়ন করা হতনা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আন্দোলনের চাপে পড়ে নির্বোধের মত সকল প্রকার কোটা পদ্ধতি বাতিল করে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার। কিন্তু ২০২২ এ আবার সাজানো ভোটে জয়লাভ করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আবারও আগের সেই কোটা পদ্ধতি চালু করে। এতে নিষ্পেষিত হতে থাকে মেধাবীরা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ৫ জুলাই ২০২৪ এ আবারো শান্তিপূর্ণ ভাবে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের লক্ষে সভা সমাবেশ করতে শুরু কিরে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট সরকার এদিকে কর্ণপাত করেনি। এতে দিনে দিনে আন্দোলন আরও বাড়তে থাকে। ১৫ আগস্ট এক সাংবাদিকের প্রশ্নে স্বৈরাচারী হাসিনা বলে মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিদের চাকরি দিবনা তো কি রাজাকারদের নাতিপুতিদের চাকরি দিব?

এমন মন্তব্যে বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থী ক্ষুব্ধ হয়ে সেদিন রাত ১১ টায় মিছিল বের করে। সেদিন শিক্ষার্থীরা একযোগে স্লোগান দেয় 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার' 'কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার'।

এতে হাসিনা পাগল হয়ে পরের দিন থেকেই শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করতে থাকে। রক্তে লাল করতে থাকে রাজপথ। সেদিন হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের আহত করে তাদের ছাত্র নামক সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ। কিন্তু শিক্ষার্থীরা দমে যাওয়ার বদলে মারমুখী হয়ে ওঠে। এতে ভয়ে ঘরে ঢুকতে থাকে ছাত্রলীগ। এরপরে তারা রাস্তায় পুলিশলীগ ও বিজিবি নামিয়ে গণহত্যা শুরু করে। তাও দমে যায়নি শিক্ষার্থীরা। এবার শিক্ষার্থীদের কষ্ট দেখে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করে। এর মধ্যেই স্বৈরাচারী সরকার কারফিউ জারি করে।

এর আগে সাজু তার গর্ভবতী স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে আসেন এবং সিজারের জন্য সকল বন্দোবস্ত করে ৩ দিনের কারফিউ শেষ হলে সে আবার গাজীপুরে কর্মস্থলে চলে আসেন। ঢাকায় আসার ৪ দিন পরে তাঁর স্ত্রী পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। সেদিন আনন্দে অস্থির হয়ে যায় সাজু। দেশের পরিস্থিতি খারাপ থাকার কারনে তিনি আর বাড়িতে সন্তানের চাঁদ মুখটাও দেখতে আসার সুযোগ পাননি। শিক্ষার্থীদের উপর জুলুম দেখে আর ঘরে বসে থাকতে না পেরে সকল মায়া পিছুটানকে উপেক্ষা করে ৫ আগস্ট আন্দোলনে যোগদান করেন।

আন্দোলনে যাওয়ার আগে তিনি তার স্কুলের বন্ধু স্বপনের সাথে মোবাইলে কথা বলেন। তখন তার বন্ধু তাকে বারবার আন্দোলনে যেতে নিষেধ করে। তিনি বলেন, 'আমরা গরীব মানুষ আমরা আন্দোলনে গেলে পরিবার কে দেখবে?' কিন্তু এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি বলেন, 'আমিও ত একসময় ছাত্র ছিলাম। তাদের এই দুর্দিনে আমাকে পাশে দাড়াতেই হবে।' এই বলে সাজু আর দেরি না মরে গাজীপুরে মাওনাতেই আন্দোলনে যোগদান করেন।

এদিকে পেটোয়া পুলিশবাহিনী গুলি করে অকাতরে মানুষ মারতে থাকে। তারা এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। কিন্তু মানুষ তাদের ভয় না করে চিৎকার করে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যায়।

এসময় পেটোয়া পুলিশবাহিনী ও বিজিবি বাহিনীর ছোড়া গুলির মধ্যে একটি গুলি এসে সাজু ইসলামের বুকে এসে লাগে। সেখানেই বুক ধরে পড়ে যায় সাজু। পুলিশ, বিজিবি এমন বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়ছিল যে কেউ তার নিথর শরীরটাকে সরানোর সুযোগ পায়নি। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রায় এক ঘন্টা রাস্তায় পরে ছিলেন সাজু। একঘন্টা পরে একটু সুযোগ পেয়েই কিছু স্থানীয় জনতা ও কারখানার কর্মচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে নিয়ে ভর্তি করান। হাসপাতালে ভর্তি করানোর সময় তিনি বেঁচে ছিলেন এবং বন্ধুর মোবাইল দিয়ে বাড়িতে বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেছেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাজুর গুরুতর অবস্থা দেখে রাত ১২ টায় অপারেশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। অপারেশনে তাঁর জন্য ৮ ব্যাগ রক্ত প্রয়োজন হয়েছিল। ডাক্তাররা খুব আন্তরিকতার সাথে তাঁর অপারেশন করে পেট থেকে বুলেটটি বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপারেশন শেষে তাঁকে আবার বেড রেফারেন্স করা হয়। পরের দিন ৬ আগস্ট খবর পেয়ে সকাল বেলা বাবা-মা ময়মনসিংহ মেডিকেলে আসেন এবং সাজুর সাথে কথা বলেন। সেদিন দুপুরে সাজু হোসেনের মা মাল্টার রস খাওয়ানোর পরে সাজুর পেট ফুলতে থাকে। পেট ফুলে সাজুর অবস্থা খারাপ হওয়ায় ডাক্তার ডেকে এনে পেট ওয়াস করানো হয়। এর পরে রাতে ডাবের পানি খাওয়ানো হয় সাজুকে। খাওয়ানোর এক পর্যায়ে কিছুক্ষণ পরে আবার পেট ফুলতে থাকে। এমতাবস্থায় ডাক্তার তাঁর অবস্থা খারাপ দেখে আইসিইউতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করনে। রাত ১২ টার দিকে আইসিইউতে ভর্তি করানো হয় সাজু ইসলামকে। আইসিইউতে সে ৫ দিন থাকার পরে তাঁর পেট আরও ফুলতে থাকে। পেট ফুলা অবস্থায় ১২ আগস্ট রাত ১২ টায় তিনি না ফেরার দেশে চলে যান। শেষবারের মতো তার ২৬ দিন বয়সী সন্তানের মুখটিও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ছেলের মুখে মধুর একটি ডাক বাবা, সেই বাবা ডাকটিও কখনো শুনতে পাবেনা সাজু।

পারিবারিক অবস্থা

সাজুর মৃত্যুর খবর পেয়ে তার স্ত্রী চিতকার করে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। অসহায় বাবা-মা শুধু মাথা চাপরাতে থাকে। ছোট ভাইও অসহায় হয়ে কাঁদতে থাকে।

তার মৃত্যুর খবর যখন মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেয়া হয় তখন ছুটে আসে তার ছোট বেলার বন্ধু স্বপন। ছুটে আসে এলাকাবাসী, পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজন। বাড়িতে এক হৃদয় বিদারক কান্নার রোল পড়ে যায়। তাদের কান্নায়, তাদের দুঃখে যেন চারিপাশের বাতাসও কাঁদতে থাকে,এমনকি বাড়ির গবাদি পশু থেকে শুরু করে আশে পাশে যত পাখি এবং প্রাণী আছে তারাও সাজুর সন্তানের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে থাকে। কি হবে এখন আবু সাঈদের। পরে তাকে গোসল করিয়ে, স্থানীয় পারিবারিক কবরস্থানে কবরস্থ করা হয়।

প্রস্তাবনা

সাজুর মৃত্যুর পরে তার পরিবার এখন অসহায়। উপার্জন করার মত এখন একমাত্র ব্যাক্তি সাজুর বৃদ্ধ বাবা। তার এতিম সন্তানকে এবং বিধবা স্ত্রীকে দেখাশোনা করার মত আর কেউ নেই। তাদেরকে বড় অংকের আর্থিক সাহায্য করা দরকার এবং সাজুর বাবাকে একটি অটো রিকশা কিনে দেয়া যায়। এতিম সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়া জরুরি এবং বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়া জরুরি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ সাজু ইসলাম
Name: MD. SHAJU ISLAM
পিতা: মোঃ আজাহার আলী
মাতা: মোছাঃ সামিনা আক্তার
Date of Birth: 13 Dec 1998
ID NO: 5105683289

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: সাজু ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৮
বাবার নাম	: আজাহার আলী
মায়ের নাম	: মোসা: সামিনা আক্তার
পরিবারের সদস্য	: ছোট ভাই: মো: সামিউল ইসলাম, ৭ম শ্রেণির ছাত্র , ছোট ভাই
	: বিধবা স্ত্রী
	: এতিম ছেলে আবু সাঈদ (২৬ দিন)
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: টোকরা পাড়া সরদার পাড়া, ইউনিয়ন: চিলাহাটি, থানা: সদর, জেলা: পঞ্চগড়
ঘাতক	: পেটুয়া পুলিশ লীগ ও বিজিবি
ঘটনার স্থান	: ৫ আগস্ট, গাজীপুর মাওনা পাড়া কারখানার সামনে দুপুর প্রায় ১২ টায়
মৃত্যুর স্থান ও সময়	: ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (আইসিইউ) ১২ আগস্ট রাত ১২ টায়

শহীদ মো: শাহাবুল ইসলাম (শাওন)

ক্রমিক : ৫৭৫

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৩৩

জন্ম ও পরিচিতি

দেশের জন্য নিবেদিত এক তরুণ যুবক শহীদ মো: শাহাবুল ইসলাম শাওন। যিনি ১৯৯৬ সালে পঞ্চগড় জেলার অন্তর্গত দেবীগঞ্জ থানার মেলাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জনাব মো: আজহার কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং মাতা মোসা: তাসলিমা আক্তার পেশায় গৃহিণী। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এই যুবক চার ভাই বোনের মধ্যে তৃতীয়। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ার দরুণ ছোট বোন কেউ শিক্ষার আলো দেখতে পারেনি। সংসারের ভারে খুব অল্প বয়সেই ভার নিতে হয়েছে পরিবারের। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করলেও পারিবারিক শিক্ষা থাকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি ঢাকায় আসার পূর্বে গ্রামেই এলাকায় এলাকায় কাপড় বিক্রি করতেন। তার এই কাপড় বিক্রির টাকা দিয়ে উপার্জন দিয়ে স্ত্রী ও ছেলের সংসারে অভাব লেগেই থাকতো।

যাদের এছাড়াও তার থাকার জন্য একটি ঘর তৈরি করার জন্য । ঋণের টাকা পরিশোধ করার জন্য নিয়মিতই গুণতে হতো অনেক টাকা। যা তার এই সামান্য আয় থেকে পরিশোধ করা সম্ভব নয়।তখন তিনি ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকার বাইক বাইপাইল এলাকায় তিনি ভ্রাম্যমান সবজি বিক্রি করতেন। টানপোড়েনের সংসারে তার স্ত্রীও এক সংগ্রামী নারী। সে একটি পোশাক শিল্পে কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন। উভয়ের অর্থ উপার্জনে ভালই চলছিল তাদের সংসার।

যেভাবে শহীদ হলেন শাহাবুল ইসলাম

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হওয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন স্বৈরাচারী হাসিনার পদত্যাগের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। আন্দোলনটি প্রথমে ছিল শুধু একটি যৌক্তিক কোটার সংস্কার আন্দোলন। এজন্য শিক্ষার্থীরা দিনের পরে দিন রাজপথে মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ ইত্যাদি করে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে কোন সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করা হয় না। বরং শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। তারই প্রেক্ষিতে ১৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে একটি সমাধান চায় শিক্ষার্থীরা। ২৪ ঘন্টার আলটিমেটাম শেষ হলেও রাষ্ট্রপতি এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশে ছাত্রলীগের পেটুয়া সন্ত্রাসী বাহিনী আক্রমণ চালায়। এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। শিক্ষার্থীদেরকে বের করে দেওয়া হয় ক্যাম্পাস থেকে। সারা দেশের ক্যাম্পাস গুলোকে নিরাপত্তার নামে বন্ধ করে দেয় সরকার। ১৬ তারিখে এ উপলক্ষে প্রতিবাদ সমাবেশে পুলিশ ও অন্যান্য সন্ত্রাসীরা আক্রমণ চালায় ছাত্রদের উপরে। পুলিশের প্রত্যক্ষ গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন রংপুর জেলার মেধাবী শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। এরপর থেকেই মূলত শুরু হয় আন্দোলনের তীব্রতা। এত তীব্র আকার ধারণ করে যে সারাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ নেমে যায় রাস্তায়। প্রতিবাদ সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, গ্রাফিতি তৈরি, হ্যাশট্যাগ ব্যবহার, বিদেশি মিডিয়ার সংবাদ প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এর ন্যায্য বিচার দাবি করে সরকারের কাছে। তবুও সরকার এদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ছাত্র-জনতার উপরে ভারী অস্ত্রের আক্রমণ করতে থাকে। ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে বিশ্বের কাছ থেকে লুকানো হয় নির্মম হত্যাকাণ্ডের চিত্র। তবুও বাংলার বীর সন্তানেরা থেমে থাকেনি তাদের আন্দোলন থেকে। দেশের করুণ পরিস্থিতিতে দেশের জনগণ সিদ্ধান্ত নেয় এক দফা আন্দোলনের। চার তারিখে ঘোষণা করা হয় পাঁচ তারিখের মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি। এই দিনেও আহত-নিহত হয় অসংখ্য মানুষ। নিহতদের মধ্যে অন্যতম পঞ্চগড়ের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি শহীদ মো: শাহাবুল ইসলাম। তিনি চার আগস্ট ২০২৪ তারিখ সকাল ১১ টায় মিছিলে যাওয়ার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়। যদিও তার স্ত্রী তাকে বলে, তুমি মিছিলে যেও না। পুলিশ গুলি করে করে মানুষ মারছে। তবুও সাহাবুল ইসলাম এক ঘন্টার কথা বলেই বের হয়ে যায়। তবে এক ঘন্টা পরে আর তার বাসায় ফেরা হয়নি। কেননা ১১:৩০ এর দিকে ছাত্র জনতার প্রতিবাদ সমাবেশকে লক্ষ্য করে পুলিশ বৃষ্টির ন্যায় গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন শহীদ সাহাবুল ইসলাম। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়ি থেকে তার মেঝো ভাই কল দিলে নার্স রিসিভ করে জানায় যে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। তার লাশ নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গেলে কর্তৃপক্ষ পুলিশের রেফারেন্স ছাড়া লাশ দিতে অস্বীকার করেন। তার ভাই ধামরাই থানার পুলিশের সাথে যোগাযোগ করলে পুলিশ পোস্টমর্টেমের জন্য সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে নিয়ে যান। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কর্তৃপক্ষ পোস্টমর্টেম করে লাশ মর্গে রেখে দেন। পরদিন ৫ তারিখে ধামরাই থানার পুলিশের থেকে ক্লিয়ারেন্স আনতে গেলে দেখতে পান থানায় আগুন জ্বলছে। যার কারণে সেখানে কোন পুলিশ পাওয়া যায়নি। এরপর ১১ আগস্টে ধামরাই থানার একজন পুলিশ সদস্যের নাম্বার নিয়ে তার সাথে কথা বলে বিষয়গুলো খুলে বললে সে ১২ তারিখ সকালে থানায় আসতে বলেন। তখন তিনি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিয়ে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল থেকে লাশ নিয়ে বাসায় ফেরেন। ১২ তারিখে নিজ গ্রামে জানাজার শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় অনুভূতি

শাহাবুল ইসলামের নানা প্রতিবেশী গোলাম মোস্তফা জানান যে, শাহাবুল ইসলাম খুব হাসিমুখী ও মিশুক ছেলে ছিল। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। তাঁর যে দুই বছর চার মাস বয়সের ছেলে রয়েছে তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল। আমরা তাঁর হত্যার বিচার দাবি করছি এবং আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন সেই কামনা করছি।

পারিবারিক ব্যবস্থা বর্ণনা

শহীদ শাহাবুল ইসলাম পেশায় একজন ভ্রাম্যমান সবজি বিক্রেতা ছিলেন। ঋণ করে একটি জমি ক্রয় করেছিলেন। শহীদ হওয়ার পর পরিবারের অবস্থা খুবই শোচনীয়। পরিবারটি বর্তমানে অর্থনৈতিক এবং মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

প্রস্তাবনা

১. দুই বছর চার মাস বয়সী ছেলের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে।

২. গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করা স্ত্রীকে উন্নত মানের সেলাই মেশিন প্রদান করা যেতে পারে।

৩. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে।

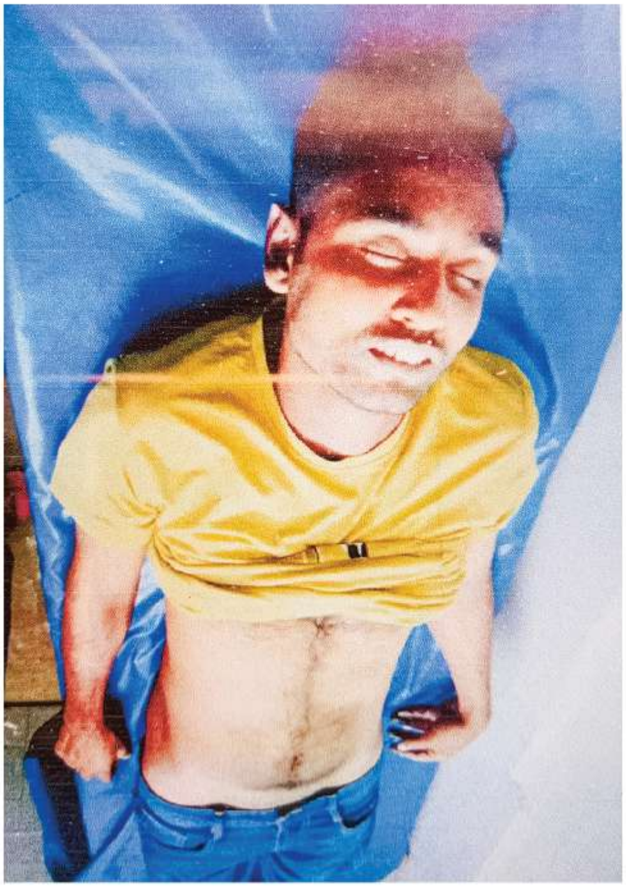

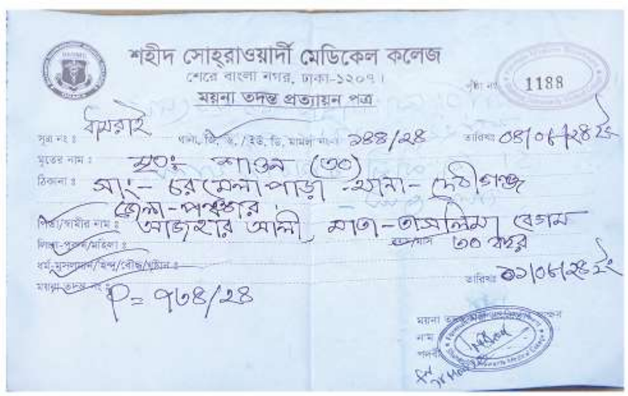

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
পৃষ্ঠা নং 1188
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ন পত্র

সূত্র নং ঃ বিমরাই থানা, জি, ডি, /ইউ, ডি, মামলা নং ঃ ৭৪৪/২৪ তারিখঃ ০৪/০৮/২৪ ইং
মৃতের নাম ঃ মোঃ শাওন (৩০)
ঠিকানা ঃ সাং- চরমেলাপাড়া থানা- দেবীগঞ্জ জেলা-পঞ্চগড়
পিতা/স্বামীর নাম ঃ আজহার আলী, মাতা-তাসলিমা বেগম
লিঙ্গ-পুরুষ/মহিলা ঃ বয়স ৩০ বছর
ধর্ম-মুসলমান/হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রীষ্টান ঃ
ময়না তদন্ত নং ঃ P= ৭৬৪/২৪ তারিখঃ ০১/০৮/২৪ ইং

ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক
নাম
পদবী

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: শহীদ মো: শাহাবুল ইসলাম (শাওন)
জন্মতারিখ	: ১০-১১-১৯৯৬
ধর্ম	: ইসলাম
পিতার নাম, বয়স, অবস্থা	: মোহাম্মদ আজহার, (৫৭), কৃষক
মায়ের নাম, বয়স, পেশা	: মোসা: তাসলিমা আকতার, (৫০), গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: সাত জন
সন্তান	: ০১ জন
ভাই বোন সংখ্যা	: ৪ জন
১. মো: বাদল, বয়স	: ৩৭, পেশা: শরবত বিক্রেতা
২. মো: তাহিদুল ইসলাম, বয়স	: ৩৩, পেশা: রিকশাচালক
৩. মোছা: সীমা আক্তার, বয়স	: ১৫, পেশা: ছাত্রী, শ্রেণি: অষ্টম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মোল্লাপাড়া, ইউনিয়ন: টেপ্রিগঞ্জ, থানা: দেবিগঞ্জ, জেলা: পঞ্চগড়
বর্তমান ঠিকানা	: এলাকা: বাইপাইল, থানা: আশুলিয়া, উপজেলা: সাভার, জেলা: ঢাকা
ঘটনার স্থান	: বাইপাইল, আশুলিয়া ,সাভার
আঘাতকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময় কাল	: ০৪ আগস্ট, ২০১৪, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ০৪ আগস্ট, ২০২৪, ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাত ১০ টা
শহীদের কবর	: নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান

“ইয়াতিম হতে হলো ৫ মাসের রাফনাজকে”

শহীদ মোঃ রায়হানুল ইসলাম

ক্রমিক : ৫৭৬

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৩৪

শহীদ পরিচিতি

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বেড়ে ওঠা সাহসী এক যুবকের নাম রায়হানুল ইসলাম। যিনি কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত ওলিপুর থানার মুন্সিপাড়া গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্ম ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে। ২১ তারিখে জনাব আব্দুর রশিদ এবং রাহেনা বেগমের কোলকে আলোকিত দুনিয়ায় আসেন এই যুবক। তার পিতা হাসিল সংগ্রহক এবং মাতা একজন গৃহিণী। পিতা হাসিল সংগ্রহণের পাশাপাশি দুটি ঘর ভাড়া দিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করেন। মধ্যবিত্ত এই পরিবারটি খুব ভালোভাবে চলতে না পারলেও বেশ স্বাভাবিকভাবেই চলছিল তাদের পরিবার।

তবে জনাব আব্দুর রশিদের মেধাবী ও পরিশ্রমী ছেলেটি একটি কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার পরে যেন খুলে গেল নতুন দরজা। শহীদ রায়হানুল ইসলাম স্টারলিং স্টক এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করেন। চাকরিতে যোগদান করার সময় বেশি দিন হয়নি। এইতো মাত্র ৫-৬ মাস হলো তিনি সেখানে যোগদান করেছেন। প্রতিমাসে তার বেতন থেকে পিতা-মাতাকে ১০ হাজার টাকা করে পাঠাতেন। সন্তানের কষ্টার্জিত এই অর্থ থেকে দশ হাজার টাকা পেয়ে পিতা-মাতা যেন আনন্দে উল্লাসিত থাকতেন। সন্তানের অজান্তেই পিতা মাতার চোখ দিয়ে বেয়ে যেতো আনন্দের পানি। তবে সেই আনন্দ যেন কিছুদিনের মধ্যেই ধুলোয় মিশে গেল। সন্তানের এই আকস্মিক মৃত্যুতে তার পরিবার পরিজন হয়ে গেলেন নিঃস্ব। রায়হানুল ইসলামের পরিবারে তার স্ত্রী এবং একটি পাঁচ মাসের কন্যা এখন এতটাই অসহায় যে, তার পাঁচ মাসের কন্যা আর কাউকে বাবা বলে ডাকতে পারেনা। মেয়ে তার বাবাকে হারালেন, বাবা মা তার ছেলেকে হারালেন এবং স্ত্রী তার স্বামীকে হারালেন। স্ত্রী পিতা-মাতা ও কন্যাকে রেখেই চিরতরে বিদায় নিতে হলো এই স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের কারণে।

যেভাবে শহীদ হলেন রায়হান

শহীদ রায়হান একটি প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। যখন দেশব্যাপী চলছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে কোটা সংস্কার আন্দোলন। কোটা সংস্কার আন্দোলন প্রথমে খুব শান্ত ভাবেই চলছিল। মূলত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলন প্রথমে ঢাকায় শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে যায় দেশের বিভিন্ন জায়গায়। অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নেমে যায় বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ। শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করলেই সরকার এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয় না। বিভিন্নভাবে তাদের সাথে অপরাজনীতি করে। তাদেরকে দেখানো হয় হাইকোর্ট। শিক্ষার্থীরা ১৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। ছাত্রদের পক্ষ থেকে সময় বেঁধে দেওয়া হয় মাত্র ২৪ ঘন্টা। রাষ্ট্রপতিও শিক্ষার্থীদের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ১৫ তারিখেও শিক্ষার্থীরা সারা দেশে কর্মসূচির ডাক দেন। ঢাকার মধ্যে সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা জড় হতে থাকেন রাজু ভাস্কর্যের সামনে। সাড়ে তিনটার দিকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে যেতে থাকেন শাহবাগের দিকে। তারপর ছাত্রলীগ ও টোকাই লীগের সন্ত্রাসী বাহিনীরা ওবায়দুল কাদেরের নির্দেশে ভারী অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালায়। সেই দিনে আহত হন অসংখ্য নারীরাও। এমনকি ঢাকা মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতেও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনীরা প্রবেশ করে আহত শিক্ষার্থীদের উপরে চালায় নির্যাতন। এমন অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৬ তারিখ সারা দেশে প্রতিবাদী সমাবেশ করেন ছাত্র-জনতা। পুলিশ প্রশাসন ছাত্রদের উপরে রাবার বুলেট টিয়ারশেল, গ্রেনেড, বোমাসহ গুলি চালান। রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশ বাহিনীর গুলিতে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ড নাড়া দেয় প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে। নতুনভাবে দেওয়া হয় সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি। সারা দেশেই ইতমধ্যে সরকারের লেলিয়ে দেওয়া বাহিনীর আঘাতে অনেকেই মৃত্যুবরণ করে ।মৃত্যুর মিছিল বাড়তে থাকে একের পর এক। ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলন ইতোমধ্যেই রূপ নিয়েছে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। ১৯ তারিখে কমপ্লিট শাটডাউন দিয়ে ছাত্র জনতা নামেন রাজপথে। সেই দিনটি ছিল শুক্রবার।

শহীদ রায়হানুল ইসলাম ঢাকার বাড্ডা লিঙ্ক রোডের একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। তিনি স্টারলিং স্টক এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেডে এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। মতিঝিলে অফিস হওয়ার কারণে বাড্ডার লিংক রোড এর কাছে বাসা নিয়ে থাকতেন তিনি। সুযোগ পেলে তিনি ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯ জুলাই শুক্রবার জুমার নামাজ আদায়ের পরে তার বন্ধুকে সাথে নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। দুপুর ১ টা ৪৫ মিনিটের দিকে সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী ছাত্র-জনতার উপরে গুলিবর্ষণ করেন। একটি গুলি এসে তার ডান চোখের উপরে মাথার সামনে দিয়ে ঢুকে পেছন দিয়ে বের হয়ে যায়। পুলিশের ব্যাপক গোলাগুলির কারণে বেশ কিছুক্ষণ তিনি রাস্তাতেই পরে থাকেন। ইতোমধ্যেই পিচঢালা কালো রাস্তাটি লাল হয়ে গিয়েছে। এর কিছুক্ষণ পরে পথচারী ও মিছিলে অংশ নেওয়া এক বন্ধু উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এই সংবাদ তার স্ত্রীকে ফোন দিয়ে জানালে স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পরেন। শুরু হয়ে যায় পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের আহাজারি। পরিবারের সূর্য সন্তানকে আওয়ামী পুলিশ বাহিনী এভাবেই বিদায় করে দেয় দুনিয়া থেকে।

নিকটাত্মীয়দের ও সজনদের বক্তব্য

শহীদ রায়হানুল ইসলামের নানা জানান, রায়হান খুব মিশুক ও অমায়িক ছেলে ছিল। শহীদ হওয়ার ১৯ দিন আগে সে বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁর মা তাঁর জন্য ৩ পদের মাছ রান্না করে সামনে বসে খাইয়েছিলেন। ৩ দিনের ছুটি শেষ করে যাওয়ার সময় তাঁর মা ৫ পদের তরকারী বক্স ভরে দিয়ে দেন যেন ঢাকায় বসে খেতে পারে। কিন্তু সে তরকারী শেষ হওয়ার আগেই সে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন।

শহীদ রায়হানুল ইসলামের মা রাহেনা বেগম কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন যে, আমার ছেলে তাঁর মেয়ের ইসলামীক নাম রেখেছেন। যেন কেয়ামতের দিন নাম ধরে ডাকলে বাবাসহ উপস্থিত হতে পারেন।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

শহীদ রায়হানুল ইসলাম পরিবারের একমাত্র সন্তান। তাঁর আর কোন ভাই/বোন নেই। সংসারে বাবা মা, স্ত্রী ও ৫ মাসের মাসের ছোট মেয়ে সন্তান রয়েছে।শহীদ রায়হান বাবা-মাকে খরচের জন্য প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে দিতেন। শহীদ রায়হানুল ইসলামের বাবা একজন স্থানীয় বাজারের হাসিল সংগ্রহক ও ২ টি

রুম ভাড়া দেওয়ার মাধ্যমে ওখান থেকে সামান্য কিছু উপার্জন করেন। কিন্তু শহীদ রায়হানুল ইসলাম মারা যাওয়ার পরে তাদের আয়ের বড় কোন মাধ্যম নেই । বর্তমানে আয়ের উৎস হিসেবে ২ টি রুম ভাড়া দিয়ে ৮০০০ হাজার টাকা ও স্থানীয় বাজারের হাসিল সংগ্রহ করে ৫০০০-৬০০০ টাকা করে প্রতি মাসে ১৪০০০/- উপার্জন করতে পারেন।

এক মর্মান্তিক ঘটনা

একটি এম্বুলেন্স ভাড়া করে মরদেহ কুড়িগ্রামের উলিপুর নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এম্বুলেন্সটি কুড়িগ্রামে ঢুকার মুখে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা বাধা দেয়।বিবেকের কতটা পচন ধরলে তাদের এমন আচরণ আশা করা যায়। এম্বুলেন্সটি ভেঙ্গে ফেলার হুকমি দিলে ড্রাইভার আর উলিপুরে যেতে রাজি না হওয়ায় অন্য একটি পিকআপা ভাড়া করে মরদেহ উলিপুর নিয়ে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দেওয়া হয়। উলিপুর আসার আগেই পুলিশ বাড়িতে এসে ভয়-ভীতি দেখিয়ে হুমকি দিতে থাকে। জানাজা নামাযের সময় নির্ধারন করে মাইকিং করতে অটো ভাড়া করলে সেই অটো পুলিশ আটকে দেয়। মরদেহের গাড়ি বাড়িতে পৌঁছার আগেই স্থানীয় ও দূর হতে অসা বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ জানাজায় অংশ নেওয়ার জন্য বাড়িতে অবস্থান নেয়।তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কাছের সাবাইকে ফোন দিয়ে জানাজার সময় জানিয়ে দেয়। পুলিশের উপস্থিতিতে অনেক সংক্ষেপ করে জানাজার আনুষ্ঠানিকতা সেরে দ্রুত সময়ে উলিপুর পৌরসভার কবরস্থানে দাপন সম্পন্ন করা হয়।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Ulipur Paurasava
Ulipur, Kurigram
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 11/08/2024 | Death Registration Number 19904926606000013 | Date of Issuance 11/08/2024

Date of Birth : 26/11/1990 Sex : Male
Date of Death : 19/07/2024
In Word : Nineteenth of July Two Thousand Twenty Four

নাম	: রায়হানুল ইসলাম	Name	: Rayhanul Islam
মাতা	: রাহেনা বেগম	Mother	: Rahena Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: আব্দুর রশিদ	Father	: Abdur Rashid
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Death	: Dhaka, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

11.08.24
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Ulipur Paurashava
Ulipur, Kurigram.

11.08.24
Seal & Signature
Registrar
Md. Khorshed Alom
Panel Mayor-1
Ulipur Pourashava
Ulipur, Kurigram

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: রায়হানুল ইসলাম
জন্মতারিখ	: ২৬-১১-১৯৯০
ধর্ম	: ইসলাম
পেশা	: কোম্পানির চাকরি
প্রতিষ্ঠান	: Sterling Stocks & Securities ltd.
পদবি	: Assistant Manager
পিতার নাম, বয়স, অবস্থা	: আব্দুর রশিদ, ৫৯ ,হাসিল সংগ্রহক
মায়ের নাম, পেশা	: রাহেনা বেগম, ৫১ ,গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৪ জন
	: ১ মেয়ে, রাফনাজ বিনতে রায়হান রাওজা, বয়স: ৫ মাস
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মুনসিপাড়া, ইউনিয়ন: উলিপুর, থানা: উলিপুর, জেলা: কুড়িগ্রাম
বর্তমান ঠিকানা	: বাড্ডা লিংক রোড, থানা: বাড্ডা, জেলা: ঢাকা
ঘটনার স্থান	: লিংক রোড ,বাড্ডা, ঢাকা
আঘাতকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ১৯-০৭-২০২৪ইং, দুপুর ১:৪৫ মি:
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ১৯-০৭-২০২৪ইং, লিংক রোড ,বাড্ডা, ঢাকা
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: পৌরসভার কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে (25°40'06.4"N 89°36'31.2"E)

কবরটি বাশের বেড়া দিয়ে বেষ্টুনী করে ঘিরে রাখা হয়েছে। শহীদের নাম সম্বলিত সাইন বোর্ড টানানো রয়েছে।

তিন মাসের সন্তানকে গর্ভে রেখে শহীদ হলেন নূর আলম

শহীদ মো: নুর আলম

ক্রমিক : ৫৭৭

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৩৫

শহীদ পরিচিতি

অকালে নিভে যাওয়া প্রদীপ শহীদ মো: নুর আলম ছিলেন অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তার পিতা জনাব আমির আলী ভ্যান চালিয়ে জীবিন নির্বাহ করেন। পাশাপাশি মা গাজীপুরের একটি পোশাক শিল্পে কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন। তাঁদের উভয়ের উপর্জন করা সত্ত্বেও পরিবারে যেন অভাব অনটন লেগেই থাকেতো। জীবিকার অন্বেষণে খুব ছোট থাকতেই ২০১৯ সালে গাজীপুর আসেন শহীদ নূর আলম। গাজীপুরে পিতা-মাতার ছোট্ট একটি ভাড়া করা ঘরেই তিনি উঠেন। সেখানে তিন বন্ধুর সাথে মিলে একজন কমান্ডারের আন্ডারে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তার রাজমিস্ত্রির আয় থেকে বেশ ভালোভাবেই চলছিল পরিবারটি। মাত্র তিন মাস পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান ধারণ করছেন। শহীদ নুর আলম অত্যন্ত বিনয়ী ও ভালো মনের মানুষ ছিলেন। ছুটিতে বাড়িতে গেলে বন্ধুদের সাথে খুব আনন্দচিত্তে হেসে খেলে সময় কাটাতেন। উৎফুল্ল সেই তরুণ যুবকটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে মারা যান। সন্তান দুনিয়ায় আসার পরে কাউকে বাবা বলে কাউকে তার সৌভাগ্য হবে না। পিতা-মাতা, স্ত্রী ও স্বজনরা নুরকে হারিয়ে দুখ, কষ্ট ও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন।

ঘটনার সংক্রান্ত বিবরণ

দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে তাকে অল্প বয়সেই কাজের সন্ধানে যেতে হয় গাজীপুরে। গাজীপুরে তিনি পিতা-মাতার সাথেই একটি ভাড়া করা বাসায় বসবাস করতেন। এখানে তিনি এক কমান্ডারের অধীনে রাজমিস্ত্রীর কাজ খুঁজে পান। তিন বন্ধু ছিলেন যারা একই সাথে কাজ করতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কারণে ছাত্র-জনতা গাজীপুর চৌরাস্তা দখল করে রাখেন। গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকায় নেমেছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল। ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও কারফিউ এর মধ্যেই চলছিল প্রতিবাদ সমাবেশ। কোনভাবেই ছাত্র-জনতাকে রাস্তা থেকে সরানো যাচ্ছিল না। স্বৈরাচার সরকার ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে দমন করার জন্য টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড, বুলেটসহ ভারি অস্ত্র দ্বারা শিক্ষার্থীদের উপর অমানবিক নির্যাতন করেন। দেশের মধ্যে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, যেন দেশে এখন যুদ্ধ চলছে। দেশের সাধারণ জনসাধারণ জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত হয়ে যান। অনেকেই নিজ কর্মস্থলেও যাওয়ার সাহস করতে পারেনি ।

শহীদ নুর আলম এমন পরিস্থিতিতে কাজে যাওয়া থেকে বিরত থাকতেন। তবে ২০২৪ এর ১৯ জুলাই তার পাওনা টাকা নেওয়ার জন্য বাসা থেকে তার বন্ধুর সাথে বের হন। যখন বাহিরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি চলছিল। এলাকার গলি দিয়ে যখন তিনি গাজীপুর চৌরাস্তায় পৌঁছান তখন হেলিকপ্টার যোগে সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ বাহিনী গুলিবর্ষণ করতে থাকেন। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। নুর আলম গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে মেইন রাস্তা দিয়ে দৌড়িয়ে নিরাপদে অবস্থান নিতে চান। তবে তিনি আর নিরাপদ স্থানে যেতে পারেননি। তার আগেই আকাশ থেকে ছোড়া গুলিতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। সেদিন সশস্ত্র বাহিনীর গুলি বর্ষণে অনেকেই গুলিবিদ্ধ হন। একারণে রাস্তায় অসংখ্য লাশ পরে থাকলেও লাশের পাশে যেতে সাহস করেনি কেউ। তার বন্ধুর ভাষ্যমতে, হেলিকপ্টার চলে গেলে তিনি নুর আলমকে খুঁজতে থাকেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। পরে তার মোবাইল ফোনে কল দিলে একজন কল রিসিভ করে বলেন সে শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজে আছে। ডাক্তার ইতোমধ্যেই তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন। এই সংবাদ শোনার পরে তার বন্ধুটি তার বাবাকে ফোন দিয়ে বিস্তারিত জানান। তার বাবা ও বন্ধুসহ মোট ছয় জন তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজে গিয়ে লাশ খুঁজতে থাকেন। লাশ খুঁজে পেলে দেখতে পান তার কপালে গুলি লেগে মাথার পিছন দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে। সন্তানের এই দৃশ্য দেখে তারা আর কেউ স্থির থাকতে পারেনি। সকলেই চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। তারপর শহীদের মাকে ফোন দিয়ে বিষয়টি জানালে তার মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কিন্তু বাহিরে এমন পরিস্থিতিতে তার মা তখনও হাসপাতালে আসতে পারেনি। বিকাল তিনটার দিকে তার মা অনেক কষ্ট করে হাসপাতালে এসে আবারো অঝোরে কাঁদতে থাকেন।এরপর পরিবার হাসপাতাল থেকে লাশ চাইলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লাশ দিতে অস্বীকৃতি জানান। অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর রাত এগারোটার সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লাশটি হস্তান্তর করে। স্বজনেরা আহাজারি করতে করতে এম্বুলেন্সযোগে কুড়িগ্রামে লাশ নিয়ে যান। এম্বুলেন্সটি যখন গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা এলাকার মানুষের চোখের পানি আটকানো যায়নি। গ্রামে সকল পেশার মানুষ জানাজায় উপস্থিত হয়ে তার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। এছাড়াও গ্রামবাসী আল্লাহর কাছে এর বিচার চান। একটা যৌক্তিক কোটা সংস্কার আন্দোলনের জন্য নিহত নিরীহ শ্রমজীবী মানুষটি এভাবেই দুনিয়া থেকে চলে যেতে হল।

পরিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ নূর আলম এর পিতা পেশায় একজন ভ্যান চালক। মা গাজিপুরের একটি গার্মেন্টস্ এ অল্প বেতনে চাকরি করেন। পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে অল্প বয়সেই তিনি ঢাকায় গিয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। শহীদ মোঃ নুর আলম মারা যাওয়ার পর থেকে তাঁর মা দীর্ঘ ১ মাস গার্মেন্টসে অফিস করতে পারেনি। বাবারও ভ্যান চালানোর মত পরিস্থিতি ছিল না। এখন তাঁদের সংসারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ।মা গার্মেন্টস এ কাজ করে যে বেতন পান ঐটা দিয়েই সংসার চালাচ্ছেন। এছাড়াও অন্তসত্ত্বা স্ত্রীর জীবন হয়েছে দুঃখময়।

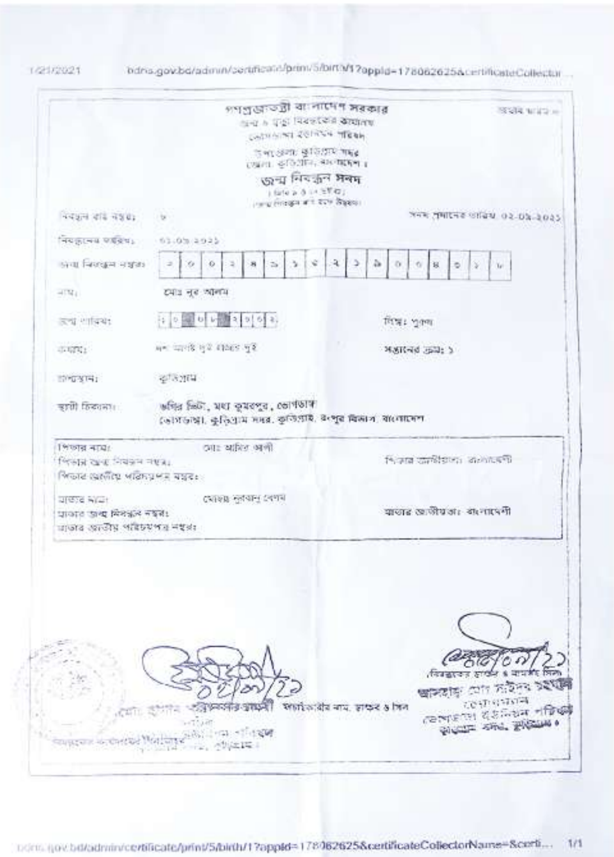

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জন্ম নিবন্ধন সনদ

নাম: মোঃ নুর আলম

লিঙ্গ: পুরুষ

সন্তানের ক্রম: ১

জন্মস্থান: কুড়িগ্রাম

স্থায়ী ঠিকানা: ভগির ভিটা, মধ্য কুমরপুর, ভোগডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম, রংপুর বিভাগ, বাংলাদেশ

পিতার নাম: মোঃ আমির আলী

পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মোঃ নুর আলম
জন্মতারিখ	: ১০-০৮-২০০২
ধর্ম	: ইসলাম
পেশা	: রাজমিস্ত্রী
পিতার নাম, বয়স, অবস্থা	: মোঃ আমির আলী (৫০), ভ্যান চালক
মায়ের নাম, পেশা	: মোসাঃ নুর বানু বেগম (৪৩), গার্মেন্টস কর্মী
পারিবারিক সদস্য	: ৪ জন
ছেলে মেয়ে	: গর্ভে সন্তান আছে
ভাই বোন সংখ্যা	: ২ ভাই
	: ১. শহীদ নূর আলম
	: ২. ছোট ভাই নূর জামাল, বয়সঃ ১৫
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রামঃ ভোগীরভাটা, ইউনিয়নঃ ভোগডাঙ্গা, থানাঃ কুড়িগ্রাম সদর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম
ঘটনার স্থান	: চৌরাস্তা, গাজীপুর
আঘাতকারী	: আওয়ামীলীগের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ১৯ জুলাই, ২০২৪, সকালঃ ১০.৩০ টা
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ২০জুলাই, ২০২৪, সকালঃ ১১ টা, শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: পরিবারিক কবরস্থান, 25°51'55.0"N 89°40'35.1"E

শহীদ রাশেদুল হক

ক্রমিক : ৫৭৮

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৩৬

জন্ম ও পরিচিতি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদের মধ্যে অন্যতম রাশেদুল হক। তিনি ২০০৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার গ্রামের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত নাগেশ্বরী থানার চরকাঠগিড়ি গ্রামে। গ্রামের বাড়িতেই পিতা-মাতার কাছে লালিত পালিত হন এবং প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন।

তার পিতা জনাব মো: বাচ্চু মিয়া দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার সম্মানিত জন্মদাতা মা আলেয়া বেগম একজন গৃহিণী। পিতা প্রায় বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার কারণে দিনমজুরের কাজ করে তেমন উপার্জন করতে পারে না।

শহীদ রাশেদুল হকের সহোদর কোন বোন না থাকলেও তারা মোট পাঁচ ভাই। পাঁচ ভাই ও পিতা-মাতা সহ মোট সাতজনের পরিবার। ভাই বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থতম। তার বড় তিন ভাই রিকশা চালিয়ে অর্থ উপার্জন করে এবং ছোট ভাই একটি টেইলার্স এ কাজ করে। পাঁচ ভাই যে যার মত ঘর ভাড়া নিয়ে ঢাকা শহরে বসবাস করে। তাদের পৈত্রিক কোনো সম্পত্তি না থাকায় দিনমজুরের কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে খুব কষ্টে সংসার চালাতে হয়।

শহীদ রাশেদুল হক শুরুতে গ্রামেই কৃষিকাজ করতেন। আবার বেশ কিছুদিন তিনি টেইলার্সের কাজও করেছেন। তিনি কৃষি কাজ ও টেইলার্সের কাজে খুব সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি কখনো অন্যের সাথে অন্যায় বা অসদাচরণ করতেন না। তার এই কাজের অর্থ দিয়ে পরিবার ভালোভাবে চলছিল না। তাই তিনি অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে তার গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন ঢাকা শহরে। ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি রুম নিয়ে তিনজন বন্ধু একই সাথে থাকতেন। তিনি যাত্রাবাড়ী থাকলেও নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টস কারখানায় ৩ জুলাই ২০২৪ থেকে জুনিয়র অপারেটর হিসেবে কাজ করেন। সর্বশেষ তিনি এই পেশাতেই সততা ও দক্ষতার সাথে নিয়োজিত ছিলেন।

শাহাদাতের ঘটনার প্রেক্ষাপট

শহীদ রাশেদুল হক জুলাই মাসের শুরুতেই নারায়ণগঞ্জ এ গার্মেন্টস কারখানায় চাকরি করতে এসেছেন। যখন ঢাকা সহ সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই মূলত শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যাত্রা। কেননা হাইকোর্ট ২০১৮ সালের কোটা বাতিল করা পরিপত্রটি অবৈধ ঘোষণা করেন। ৫৬% অযৌক্তিক কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন ছাত্রসমাজ। ছাত্রদের যৌক্তিক আন্দোলন ধীরে ধীরে বেগবান হতে থাকে। শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল যৌক্তিকভাবে কোটা সংস্কার করা। তবে সরকার ছাত্রদের যৌক্তিক দাবির প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেনা। বরং প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে রাজাকার বলে গালি দেন ২০২৪ এর জুলাইয়ের ১৪ তারিখে। প্রধানমন্ত্রীর এমন কটুক্তিকর মন্তব্যের কারণে সারাদেশের ছাত্রসমাজ ফুঁসে ওঠে। ১৫ তারিখে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ সমাবেশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নেন। বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে ছাত্রলীগের সশস্ত্র বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল গুলো থেকে বেরিয়ে এসে ছাত্রদের উপর ন্যাক্কারজনকভাবে হামলা চালায়। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের আক্রমণে আহত হয় অসংখ্য শিক্ষার্থী। এমনকি নারী শিক্ষার্থীদের উপরও আক্রমণ চালায়। গুরুতর আহত হয় অসংখ্য শিক্ষার্থী। আহত শিক্ষার্থীদেরকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করলে সেখানেও আক্রমণ চালায় ছাত্রলীগের গুণ্ডাবাহিনী। এরপর শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী তেমন সুবিধা করতে না পারলে সরকার পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। এরপর হল বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় সারা দেশের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়। তারা ভেবেছিল স্কুল প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলে আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে। তবে ১৬ তারিখেও শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে সারাদেশে প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। রংপুর প্রতিবাদ সমাবেশের উপরে পুলিশলীগ সরাসরি আবু সাঈদের উপরে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদ সহ ৬ জন নিহত হয়। এরপরে সারা দেশের ছাত্রসমাজ এর প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ সমাবেশে ছাত্রলীগ যুবলীগ আওয়ামী লীগের গুণ্ডাবাহিনীরা শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণ চালায়।

৫ আগস্ট পর্যন্ত অসংখ্য ছাত্রের উপর নির্যাতন চালানো হয় । শত শত মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়।শিক্ষার্থীদের আন্দোলন একপর্যায়ে রূপ নেয় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। সর্বশেষ ৫ তারিখে ঢাকা টু মার্চ কর্মসূচির দিন স্বৈরাচার হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

শহীদের ঘটনার বিবরণ

শহীদ রাশেদুল হক এলাকায় টেইলার্সের কাজের উপার্জন দিয়ে সংসার ভালোভাবে চলছিল না। এজন্য তিনি জুলাই মাসে ঢাকায় একটি কাজের সন্ধানে আসেন। ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকার একটি টিনশেডের ঘর ভাড়া নিয়ে তিন বন্ধু একত্রে বসবাস করতেন। তারপর তিনি নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টস কারখানায় জুনিয়র অপারেটর হিসেবে নিয়োগ পান।কিছুদিন পর যখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছালে নিয়মিত গার্মেন্টসে যেতে পারতেন না। কিন্তু যখন ১ম কারফিউ ঘোষণা করা হয় তখন তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথে নিয়ে আন্দোলনে যাত্রাবাড়ি পয়েন্টে অবস্থান নিতেন। দেশের এই কঠিন পরিস্থিতিতে যতদিন গার্মেন্টস বন্ধ ছিল ততদিন সে আন্দোলনে যোগদান করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে যখন ঢাকা অভিমুখী লংমার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করা

হয় তখন তাঁরা ৩ বন্ধু মিলে সকাল ১০ টার দিকে শনির আখড়া ব্রিজে ছাত্রদের সাথে লংমার্চ কর্মসূচিতে যোগ দেন। শহীদ রাশেদুল হক লংমার্চ কর্মসূচির মিছিলের সম্মুখে ছিলেন। লংমার্চ কর্মসূচির মিছিল নিয়ে যাত্রাবাড়ি ব্রিজের দিকে অগ্রসর হতে চাইলে বিপরীত দিক থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ছাত্র-জনতার দিকে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করা শুরু করে। পুলিশের ২ টি রাবার বুলেট রাশেদুল হকের কপালে ও মাথায় এসে লাগে এবং একটি গুলি বুকের মাঝ বরাবর ঢুকে পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়। স্বৈরাচারী সরকারের পেটোয়া পুলিশ লীগের গুলি লাগার সাথে সাথেই রাশেদুল হক মাটিতে লুটিয়ে পরেন। পরে মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা তাকে ধরে রাস্তার পাশে নিয়ে গেলে সাথে সাথেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এরপরে ছাত্ররা তাঁর পকেট থেকে মোবাইল বের করে বড় ভাইকে ফোন দিলে বড় ভাই ঘটনাস্থলে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় ভাইকে দেখে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পরেন। একপর্যায়ে বড় ভাই বাকি ২ ভাইকে ফোন দিয়ে ডেকে এনে শহীদ রাশেদুলের মরদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় একটি পিকআপ ভাড়া করে কুড়িগ্রামের উদ্দেশ্যে নিয়ে রওনা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

মো:রফিকুল ইসলাম প্রতিবেশি এক বন্ধু জানান যে, রাশেদুল হক ঢাকায় যাওয়ার আগে এলাকায় কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পাশপাশি সে কালীগঞ্জ বাজারে টেইলার্সের কাজও করতেন। এলাকার বিভিন্ন জমিতে কৃষি কাজ করার সময় সে ঠিক মত কাজ করতেন। কারও সাথে টাকা ও কাজ নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়াতেন না। বর্ষার মৌসুমে এলাকায় কৃষি কাজের সুযোগ কমে যাওয়ায় সে ঢাকায় চলে এসে যাত্রাবড়িতে টেইলার্সের কাজ শুরু করেন। টেইলার্সের কাজে সুবিধা করতে না পেরে সে নারায়নগঞ্জের একটি গার্মেন্টস এ জুনিয়র অপারেটর হিসেবে কাজে যোগদান করেন। কিন্তু আন্দোলন শুরু হওয়ায় কাজও ঠিক মত করতে পারেননি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে সেও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। আমাদের জানা মতে সে আন্দোলনের সম্মুখ ভাগে উপস্থিত থাকতেন। সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কারণে পুলিশের গুলি সরাসরি এসে তাঁর বুকে এসে বিদ্ধ হয়।

পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য : শহীদ রাশেদুল হক শাহাদাত বরণের ২২ দিন পূর্বেই বিবাহ করেছিলেন। তার মৃত্যুর তিন দিন পরে স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যান।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: রাশেদুল হক
জন্মতারিখ	: ১৮-০২-২০০৪
ধর্ম	: ইসলাম
পিতার নাম, বয়স, অবস্থা	: মো বাচ্চু মিয়া (৫৩) , দিনমজুর
মায়ের নাম, পেশা	: মোসা: আলেয়া বেগম (৪৭), গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৭ জন
ছেলে মেয়ে	: নাই
ভাই বোন সংখ্যা	: শহীদ ছাড়া ৪ ভাই
	: ১. ভাই: মো: আলমগীর, বয়স: ৩৬, পেশা: রিকশাচালক
	: ২. ভাই: মো: আলম, বয়স: ৩০, পেশা: রিকশাচালক
	: ৩. ভাই: মো: আল আমিন, বয়স: ২৩, পেশা: রিকশাচালক
	: ৪. ভাই: মো: আপন আহমেদ স্বপন, বয়স: ১৪, পেশা: টেইলার্সের কাজ
স্থায়ী ঠিকানা	: চর কাঠগিরি, ইউনিয়ন: নুন খাওয়া, থানা: নাগেশ্বরী, জেলা: কুড়িগ্রাম
বর্তমান ঠিকানা	: যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া ব্রিজ
আঘাতকারী	: স্বৈরাচারীর পালিত পুলিশ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সকাল ১১:৩০ মিনিট
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: শনির আখড়া ব্রিজ যাত্রাবাড়ী, সকাল ১১ টা ৩০ মিনিট
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: কুড়িগ্রাম, নিজ গ্রামে

শহীদ মো: গোলাম রব্বানী

ক্রমিক : ৫৭৯

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৩৭

সংগ্রামের প্রতীক ও আত্মত্যাগের উদাহরণ শহীদ গোলাম রব্বানী

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: গোলাম রব্বানী, কুড়িগ্রাম জেলার কচাকাটা থানার শোভারকুটি গ্রামে ২০০৮ সালের ১৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও, তাঁর জীবনের সংগ্রাম ও সততার কাহিনী অনুপ্রেরণার উৎস।

শহীদের পিতা মোঃ সাইদুল ইসলাম ৫৫ বছর বয়সী, কিন্তু বেকার থাকায় পরিবারের হাল ধরতে পারেন না। তাঁর মা মোছা. আমেনা বেগম একজন গৃহিণী, যিনি পরিবারের যত্ন নেন। চার ভাই-বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা সংসার করছেন, আর বড় বোনও বিবাহিত এবং গৃহিণী। ছোট ভাইয়ের পড়াশোনা করানোর স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন গোলাম রাব্বানী।

শিক্ষা জীবনে শহীদ গোলাম রব্বানী মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন এবং পড়াশোনার পাশাপাশি দিনমজুরের কাজ করেন। রাজমিস্ত্রির কাজ বেছে নিয়ে তিনি পরিবারের উপার্জন যোগান দেন, উপার্জিত অর্থ বাবার হাতে তুলে দিয়ে পরিবারের মুখে হাসি ফোটান। তাঁর এই পরিশ্রম ও দায়িত্ববোধ সত্যিই প্রশংসনীয়।

গোলাম নিয়মিত নামাজ আদায় করার চেষ্টা করতেন এবং মুরুব্বীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। তিনি সবসময় সবার খোঁজখবর নিতেন এবং জোরে জোরে সালাম বিনিময় করতেন। নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী হিসেবে, শহীদের উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস সত্যিই অনন্য।

গোলাম রব্বানীর সংগ্রামী জীবন, তাঁর পরিবারের জন্য দায়িত্ব ও স্বপ্ন–এসবই তাঁকে সমাজের এক অনন্য দৃষ্টান্তে পরিণত করেছে। তার জীবন কাহিনী আজকের প্রজন্মের কাছে একটি প্রেরণা, যেন প্রতিটি বাধাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগায়। শহীদ গোলাম রব্বানী, তোমার আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

শহীদ গোলাম রব্বানীর শাহাদাতের ঘটনা

শহীদ গোলাম রব্বানী বয়সে ছোট হলেও তিনি সবসময় পরিবারের পাশে দাঁড়াতেন। মাদ্রাসায় পড়ালেখা করার পাশাপাশি বিভিন্ন সময় রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। রাজমিস্ত্রী থেকে উপার্জিত অর্থ বাবার হাতে তুলে দিতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন করার জন্য দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার কারণে সে ঢাকায় গিয়ে রাজমিস্ত্রি কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। সেজন্য তার বন্ধু রাসেলকে ফোন দিয়ে জানায় ঢাকার রাজমিস্ত্রির কাজ করা সম্ভব কিনা। তার বন্ধু সম্মতি দিলে তিনি ঢাকায় চলে যান। ঢাকায় এসে রাজমিস্ত্রীর সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেন শহীদ গোলাম রাব্বানী।

কয়েকদিন কাজ করার পর দেশের অবস্থা ভয়াবহ রূপ নেয়। সারাদেশে কারফিউ মোতায়েন করে সেনাবাহিনী ও বিজিবি নামানো হয়। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশ ও যুবলীগ সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে অসংখ্য ছাত্র-জনতা কে হত্যা করে। তবুও আন্দোলন দমানো সম্ভব হয় না। বিশ্বের নিকট থেকে আওয়ামী সরকারের ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন তথ্য লুকানোর জন্য দেশের ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেশে সৃষ্টি হয় এক ভয়ানক পরিস্থিতি। দেশের মধ্যে গৃহ যুদ্ধাবস্থায় পরিণত হয়। পুলিশ র‍্যাব বিজিবি একসাথে ছাত্র-জনতার উপরে সরাসরি ও আকাশ পথে গুলি চালাতে থাকে। অসংখ্য নারী পুরুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সন্ত্রাসী বাহিনীর আক্রমণে। তবুও দেশপ্রেমী ছাত্র-জনতা দেশকে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পিছপা হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে দেশের সকল জায়গা অনিরাপদ হয়ে যায়। নিজের ঘরেও কেউ নিরাপদ থাকতে পারেনি। ঘরের মধ্যে জানালার ফাঁক দিয়ে গুলি এসেও নিহত হয়েছে অনেকেই। বাসার ছাদে শিশু খেলা করতে গিয়ে উপর থেকে ছোড়া গুলি থেকেও নিহত হয়েছে অনেক শিশু।

এমন পরিস্থিতিতে ১৯ জুলাই ২০১৪ রোজ শুক্রবার শহীদ রাব্বানী কাজ শেষ করে বিকাল ৫.৩০ টায় বাসায় যাওয়ার জন্য রওনা হয়। সে ও তার বন্ধু মিলে রুটি ও কলা ক্রয় করে যেন বাসায় গিয়ে সকলেই একত্রে নাস্তা করতে পারে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তাদের আর বাসায় যাওয়া হয়নি। কেননা তখন ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। রামপুরা মেইন রোডের পাশ দিয়ে হেটে যাওয়া রব্বানী ও তিন বন্ধু শিকার হয় পুলিশের কালো থাবায়। গোলাম রব্বানী পুলিশের গুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়ে যাওয়ার সময়

বিজিবির একটি গুলি তার ডান পায়ের উরুতে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পিচ ঢালা কালো রাস্তা রক্তে লাল হয়ে যায়।

রাসেল ও স্থানীয় কয়েকজন তাকে নিয়ে বনশ্রী নাগরিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে রাব্বির মত আর অসংখ্য ব্যক্তি ইমারজেন্সি রুমের সামনে অপেক্ষা করছে। তারা সেখানে জায়গা না পেয়ে একজন নার্সের পরামর্শে ছোট্ট একটি রুমে নিয়ে গোলাম রাব্বিকে একটি বেডে রাখা হয়। ১০ মিনিট পর ইমার্জেন্সি রুমে নিয়ে গিয়ে ব্যান্ডেজ করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করেন ডাক্তার। এরপর তার বাড়িতে ফোন দিয়ে জানায় যে, রব্বানী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এরপর দেখতে হয় পুলিশের আরেক নির্মম আচরণ।

পুলিশ রাত দশটার দিকে নাগরিক হাসপাতালে অভিযান জ্বালিয়ে কর্তব্যরত ডাক্তারদের শাসিয়ে যান। আহত বা গুলিবিদ্ধ কোন রোগীকে চিকিৎসা দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানায় পুলিশ। তবে নার্সকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে অনুরোধ করা হলে তিনি সকাল পর্যন্ত হাসপাতালের তিন তলায় একটি রুমে থাকতে দেন। পরদিন সকাল দশটায় একটি ভ্যান ভাড়া করে কুর্মিটোলা নিয়ে আসা হয় রাব্বিকে।কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভর্তি করিয়ে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিকালের দিকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার আগে তাঁর ব্যান্ডেজ খোলার চেষ্টা করা হয়। ব্যান্ডেজ খুলতে গিয়েই প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। রক্ত থামাতে না পেরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শ্যামলীর হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এর একজন ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে শ্যামলীতে নিয়ে যেতে বলে এবং ৫ ব্যাগ রক্ত রেডি রাখতে বলে। বিকেল ৫ টার দিকে শ্যামলীর হৃদরোগ ইনস্টিটিউটএ নিয়ে গেলে রোগীর অবস্থা খারাপ হওয়ায় ডাক্তাররা তাঁকে দ্রুত আইসিইউতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া অবস্থায় ডাক্তাররা দেখতে পান রোগী নিস্তেজ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে চেক করে দেখেন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারনে রোগী মারা গিয়েছে। তখন উপস্থিত সকলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এক পর্যায়ে বাড়িতে বিষয়টি জানানো হয় এবং কবর খোড়ার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাৎক্ষনিক অনেক গুলো এম্বুলেন্স খোঁজ করলে কেউ রাস্তায় সমস্যা হবে বলে ভয়ে যেতে চায় না ,আবার কেউ ভাড়া বেশি চায়। এক পর্যায়ে ২৮০০০ টাকা দিয়ে একটা এম্বুলেন্স ভাড়া করে রাত ১১ টায় গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে সেখানে এক হৃদয় বিদারক অবস্থা তৈরী হয়। জানাজায় সৃষ্টি হয় মানুষের ঢল।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

স্থানীয় মসজিদের ইমাম জনাব আবু বকর জানান শহীদ গোলাম রব্বানী পূর্ব খামার ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসায় পড়াশুনা করতেন। পড়াশুনার পাশাপাশি সংসারের হাল ধরার জন্য এলাকাতে রাজমিস্ত্রীর কাজও করতেন। মাদ্রাসায় পড়ার কারণে সে মসজিদে নামায আদায় করতে আসতেন। মসজিদে বা রাস্তায় আমার সাথে দেখা হলেই জোরে সালাম প্রদান করতেন। ছেলে হিসেবে গোলাম রব্বানী অতুলনীয়। অল্প বয়সেই পরিবারের হাল ধরার বিষয়টা সে বুঝেছিলেন। রাজমিস্ত্রীর কাজ করে যে টাকা পেতেন তা সরাসরি তাঁর বাবার হাতে দিয়ে দিতেন। তাঁর বাবা ঐ টাকা দিয়ে সংসারের বাজার করতেন। পরিবারের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেতে গিয়েই গোলাম রাব্বানী আজ শহীদ হয়েছেন। আমার মসজিদে তাঁর জন্য দোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকার সকল মুসল্লিরা হাজির হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
কেদার ইউনিয়ন পরিষদ
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
জন্ম সনদ

নিবন্ধনের তারিখ: ২২-০৮-২০২০ সনদ ইস্যুর তারিখ: ২২-০৮-২০২০

নাম: মোঃ গোলাম রব্বানী লিঙ্গ: পুরুষ

জন্ম তারিখ: ১৫-০১-২০০৮ পনেরই জানুয়ারি দুই হাজার আট

জন্ম স্থান: নিজবাড়ী

পিতার নাম: মোঃ সাইদুল ইসলাম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: মোছাঃ আমেনা বেগম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রামঃ পোড়ারকুটি, পোঃ+থানাঃ কচাকাটা, উপজেলাঃ নাগেশ্বরী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম

(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

প্রস্তাবনা : শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

: নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

পুরো নাম	: শহীদ মো: গোলাম রব্বানী
জন্মতারিখ	: ১৫-০১-২০০৮
ধর্ম	: ইসলাম
পেশা	: শিক্ষার্থী
পিতার নাম, বয়স,অবস্থা	: মো: সাইদুল ইসলাম (৫৫), বেকার
মায়ের নাম	: পেশা: মোসা: আমেনা খাতুন (৪৭), গৃহিনী
পারিবারিক সদস্য	: ৫ জন
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
ছেলে মেয়ে	: নাই
ভাই বোন সংখ্যা	: চার ভাই বোন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শোভারকুটি, ইউনিয়ন: কচাকাটা,থানা:কচাকাটা, উপজেলা: নাগেশ্বরী, জেলা: কুড়িগ্রাম
বর্তমান ঠিকানা	: শোভারকুটি, ইউনিয়ন: কচাকাটা,থানা: কচাকাটা, উপজেলা: নাগেশ্বরী, জেলা: কুড়িগ্রাম
ঘটনার স্থান	: আফতাব নগর, রামপুরা, ঢাকা
আঘাতকারী	: পুলিশ ও বিজিবি
আহত হওয়ার সময় কাল	: উনিশে জুলাই ২০১৪, বিকাল ৫ঃ৩০টা
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ২০ জুলাই ২০২৪ শ্যামলী জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: কুড়িগ্রামের গ্রামে

শহীদ মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম

ক্রমিক : ৫৮০

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৩৮

জন্ম ও বেড়ে উঠা

মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম। ২০০৭ সালের ১৪ জানুয়ারি দিনাজপুর জেলার গোপালগঞ্জ ইউনিয়নের নরহরিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ফরিদুল ইসলাম ও মাতা আরিশা আফরোজের মধ্যে বিচ্ছেদ হয় যখন তিনি মাত্র ২ বছর বয়সী ছিলেন। মা তার দুই বছর বয়সী একমাত্র ছেলেকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন এবং টেইলারিংয়ের কাজ করে আশিকুলকে বড় করতে থাকেন। পরবর্তীতে মায়ের অন্যত্র বিয়ে হলেও আশিক মায়ের নতুন সংসারেই থাকতেন। সেই সংসারে আশিকের ৬ মাস বয়সী একটি ছোট ভাইও আছে, যাকে আশিক আদর করে "চকলেট" ডাকতো।

মাঝে মাঝে তার গ্রামের বাড়ি নরহরিপুরেও ছিলো তার আসা যাওয়া। আশিকুল ইসলাম ঢাকার নিবরাস ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসার ৯ম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন এবং পাশাপাশি হিফজও করতেন।

শাহাদাতের ঘটনা

২০০৮ সালের পাতানো নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ সরকার তার ক্ষমতাকে বাংলাদেশর রাজনীতিতে চিরস্থায়ী করতে প্রথমেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে পিলখানায় ৫৭ জন চৌকস সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে। এই শাসনামলে যে কোন আন্দোলন কিংবা ন্যায্য দাবি আদায়ের কর্মসূচিকে সরকার বিরোধী আন্দোলন বলে তা কঠিন হস্তে করার দমন করার কর্মপন্থা অবলম্বন করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে জুডিশিয়াল কিলিং, পুলিশ, র‍্যাবসহ সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে বিরোধী মতাদর্শের যেকোনো ব্যক্তিকে খুন-গুম-ক্রসফায়ার, ডিজিএফআই কর্তৃক আয়না ঘর নামক বন্দিশালায় রোমহর্ষক নির্যাতন ও হত্যা যেন বিরোধী কর্মপন্থাকে দমানোর বৃহৎ পরিকল্পনার ক্ষুদ্র অংশ।

২০১৮ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কোটা প্রথা সংস্কারের দাবিতে রাজপথে নেমে আসে আপামর ছাত্র জনতা। এ আন্দোলনকে নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে না পেরে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা হঠাৎ করেই ঘোষণা করে বসেন- কোন কোটাই আর থাকবে না। ছাত্ররা বুঝতে পারে বিরাট এক রসিকতার সম্মুখীন হয়েছে তারা। কিন্তু তাদের আর কিছুই করার থাকে না।

পরবর্তীতে ২০২৪ সালের জুন মাসে আদালত কর্তৃক বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থা বহাল হলে জনতা রাস্তায় নেমে আসে। তারা বলেন আমরা কোটা ব্যবস্থার বিলুপ্তি চাই না বরং এর সঠিক ও যৌক্তিক সংস্কারের দাবি জানাই। কিন্তু ততদিনে আওয়ামী সরকার চতুর্থ বারের মতো মসনদে বসে নিজেকে অপ্রতিরোধ্য ভাবতে শুরু করেছে। তারা চিন্তা করতে থাকে, যেভাবে ২০০৯ সালে পিলখানায় ৫৭ জন সামরিক অফিসার কে হত্যা করে দেশের সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করা হয়েছিল, যেভাবে ২০১৩ সালের ৫ মে রাতের অন্ধকারে হেফাজতের গণজমায়েতে ম্যাসাকার চালানো হয়েছিল, যেভাবে ছাত্রলীগকে ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে জুন মাসে শুরু হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলনকেও দমিয়ে ফেলতে সক্ষম হবে সরকার।

তাই পূর্বের কর্মপন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করে সরকার ১৬ জুলাই থেকে ছাত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। সেই দিন রংপুরে আবু সাঈদ, চট্টগ্রামের ফয়সাল আহমেদ শান্ত ও ওয়াসিম আকরাম সহ মোট ছয়জন নিহত হওয়ার খবর দেশে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্র জনতা ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। ১৭ ও ১৮ জুলাই যথাক্রমে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর শিক্ষার্থীদের উপর চলে লাঠিচার্জ, রাবার বুলেট, টিয়ারশেল ও গুলি বর্ষণের ব্যাপক ঘটনা। এতে লাশের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় শতকের ঘর। লাশের সংখ্যা বাড়তে থাকলে জনসাধারণ বুঝতে পারে এই সরকারের আর কিছুতেই ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

১৯ জুলাই শুক্রবার পবিত্র জুমার দিন। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদ থেকে নামাজের পর জনস্রোত বেরিয়ে আসে রাজপথ গুলোতে। তবে মুসল্লিদের এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে গুলি চালাতে সরকারি বাহিনীগুলোর হাত এতোটুকু কাঁপেনি। সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রলীগ,আওয়ামীলীগ, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী কর্তৃক মুসল্লিদের উপর গুলি চালানোর সংবাদ আসতে থাকে। থেমে থেমে জুমার পর থেকেই চলতে থাকে সংঘর্ষ।

শহীদ আশিকুল ইসলাম প্রথম থেকেই কোটা সংস্কার আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন। আশিক বয়সে ছোট হলেও তার শারীরিক গঠন বেশ ভালো ছিল। রামপুরায় ছাত্রদের মিছিলে যখন পুলিশ হেলিকপ্টার ব্যবহার গুলি চালাতে শুরু করে তখন তিনি দিগ্বিদিক শুন্য হয়ে দৌড়াতে থাকা কয়েকজন ছাত্রকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পাঠানোর পর ছাত্রজনতা আবার যখন প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে তখন বিজিবি কর্তৃক এলোপাথাড়ি ছুঁড়তে থাকা একটি বুলেট এসে লাগে আশিকের মাথায়। ডানকানের পেছনে বুলেটটি বিদ্ধ হয়ে বাম কান এর পিছন দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাথে সাথেই লুটিয়ে পড়েন আশিক। গলগল করে বেরিয়ে আসে তাজা রক্ত, ধুলোয় ধুসরিত শুকনো রাজপথ সিক্ত হয় তাতে। যোগ দেন শহীদের মিছিলে। আন্দোলনের ইতিহাসে তার নাম মুদ্রিত হয় "শহীদ আশিকুল ইসলাম" হিসেবে। শাহাদাতকালে এ নশ্বর ধরায় রেখে যান তার মা, ছোট ভাই চকলেট ও এক বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ার প্রয়াস।

শহীদের নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

১. তার মা বলেন, সে আমার বড় ছেলে। অতি আদরের ছেলে। সেই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। সে তার ৬ মাস বয়সী ছোট ভাইয়ের সাথে সারাদিন খেলা করত। ভাইকে ডাকত "চকলেট" বলে। বলতো 'আমার ভাইটা একদম চকলেটের মত।' এখন সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আমি কিভাবে তার কথা ভুলবো।

২. তার গ্রামের মো: সাইদুল ইসলাম জানান, আশিক খুব মিশুক ও অমায়িক ছেলে ছিল। শহীদ হওয়ার ২৩ দিন আগে সে বাড়িতে এসেছিলেন। সে হিফজ পড়াও শুরু করেছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা : তার মা টেইলারিং এর কাজ করেন। আশিকের ছোট্ট ভাইকে নিয়ে ঢাকার রামপুরায় থাকেন।

প্রস্তাবনা : ১. মায়ের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে
২. ছোট ভাইয়ের বেড়ে ওঠা ও পড়াশোনার খরচ বহনের দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে

একনজরে শহীদ আশিক

নাম	: মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ১৪-০১-২০০৭
পিতা	: ফরিদুল ইসলাম
মাতা	: আরিশা আফরোজ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নরহরিপুর, ইউনিয়ন: গোপালগঞ্জ, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর
পেশা	: ছাত্র
শ্রেণি	: ৯ম, পাশাপাশি হিফজও করছিলেন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: নিবরাস ইন্টান্যাশনাল মাদরাসা, রামপুরা, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: রামপুরা, ঢাকা। ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে।
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯-৭-২০২৪, বিকেল ৪:৩০
শাহাদাতের সময়কাল	: ১৯-৭-২০২৪, বিকেল ৪:৩০, রামপুরা বাসার সামনে, ঢাকা
আঘাতের ধরন	: কানের পেছনে গুলির আঘাত
আক্রমণকারী	: বিজিবি
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে

শহীদ আশাদুজ্জামান নূর সূর্য্য

ক্রমিক: ৫৮১
আইডি : রংপুর বিভাগ ০৩৯

জন্ম ও বেড়ে উঠা

আশাদুজ্জামান নূর সূর্য্য, ২০০৮ সালের ১৭ জানুয়ারি দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌরসভা এলাকার বড় ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মো: মজনু এবং মাতা রাজিয়া সুলতানার দ্বিতীয় সন্তান। নূর স্থানীয় জালারপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি মানসিকভাবে অসুস্থ বাবার দেখাশোনা করতেন। তার মা রাজিয়া সুলতানা অল্প টাকা বেতনে জুট মিলের শ্রমিক হিসেবে কাজ করে যা রোজগার করতেন তা দিয়ে অতিকষ্টে দুই ছেলেকে বড় করছিলেন। শহীদ নুর অত্যন্ত সহজ-সরল এবং লাজুক প্রকৃতির ছেলে। সবসময় চুপচাপ থাকতে পছন্দ করতেন। কিন্তু তার এই সহজ সরল মনোভাব তাকে স্বদেশের প্রয়োজনে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়া থেকে আটকে রাখতে পারেনি। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি।

৪ আগস্ট, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচী থেকে তিনি নিখোঁজ হন। পরবর্তীতে ৫ আগস্ট রাত সাড়ে ১১টার দিকে হাকিমপুর পৌরশহরের হিলি বাজারে সাবেক পৌর মেয়র জাহেদ হোসেনের আগুনে পোড়া বাড়ি থেকে আসাদুজ্জামানসহ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। শহীদ নূর সূর্যের কবর বর্তমানে তার গ্রামের বাড়ির কাঠি পুকুর কবরস্থানে অবস্থিত, যেখানে তাঁর স্মৃতি চিরকাল জীবিত থাকবে।

শাহাদাতের ঘটনা

২০০৮ সালে একটি পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে গিয়ে হেন কোন উপায় নেই যা তারা অবলম্বন করেনি। শুরুটা হয়েছিল পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ ও ৫৭ জন চৌকস সেনা কর্মকর্তা হত্যার মাধ্যমে। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের একপাক্ষিক নির্বাচন ও বিনা ভোটে ১৫৩ টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা, ২০১৮ সালের নৈশভোটের তামাশা এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালের ডামি নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার বন্দোবস্ত করে।

সরকারি চাকরিতে বৈষম্য মূলক কোটা প্রথা আদালত কর্তৃক পুনর্বহাল হলে সারাদেশের ছাত্র জনতা প্রতিবাদ করে এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অংশ হিসেবে মিছিল মিটিং, অবস্থান কর্মসূচি, মানববন্ধন সহ বিভিন্ন অহিংস পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। একইসাথে সরকারকে এই ন্যায্য দাবি মেনে নেবার আহ্বান জানাতে থাকে। কিন্তু ক্ষমতার লোভ ও জনগণের সম্পদ লুটপাটের মোহে অন্ধ ফ্যাসিস্ট সরকার ছাত্রদের এই ন্যায্য দাবি মেনে নেয়া তো দূরে থাক উলটো পুলিশ ও আওয়ামী গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয় আন্দোলনকারীদের উপর। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাড়তে থাকে সহিংসতা। ১৬ জুলাই শহীদ আবু সাঈদ এর মাধ্যমে শুরু হয় শাহাদাতের মিছিল। ঝরে পড়তে থাকে শহীদ জাহিদুজ্জামান তানভীন, ফয়সাল আহমেদ শান্ত, ওয়াসিম আকরাম সহ আরো শত শত মেধাবী তাজা প্রাণ। সরকারের এই হিংস্র ও খুনি প্রতিক্রিয়া দেখে বাংলাদেশের আপামরজনতা বুঝতে পারে সরকারকে আর প্রশ্রয় দেয়া যাবে না । ফলশ্রুতিতে ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে পিষ্ট জনগণ যোগ দেয় ছাত্রসমাজের এই আন্দোলনে। ছাত্রআন্দোলন রূপ নেয় গণআন্দোলনে। অবশেষে প্রবল প্রতিরোধ ও হাজারো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে খুনি হাসিনা ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এর ঠিক একদিন পূর্বে মো: আশাদুজ্জামান নুর সূর্য ৪ আগস্ট ২০২৪ বিকেল ৩ টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবানে গণমিছিলে অংশ নেয়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ ও প্রশাসন যৌথ হামলা চালায়।

মিছিলকারীরা এদের হামলায় টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই অতর্কিত হামলায় অনেকেই আহত ও নিখোঁজ হয়। ছাত্র জনতা পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারলেও আশাদুজ্জামান ও দিনাজপুরের আরেক বীর শহীদ ফাহিমকে এরা ধরে নিয়ে পৌর মেয়রের বাসায় আটকে রাখে, যার খোজ কেউ বলতে পারেনা। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়, তাঁর পরিবার কোন খোঁজ পায়না। শুরু হয় ব্যাপক খোঁজাখুঁজি। প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস সহ সর্বত্র সন্ধান চেয়েও কোথাও খোঁজ মেলে না তাদের। অবশেষে পরদিন খবর মেলে হাকিমপুর পৌর মেয়র আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী জাহিদ হোসেন চলন্তের বাসার ২য় তলার এক রুমে আটকে রাখা হয় মো: আশাদুজ্জামান ও ফাহিমকে এবং সেখানে অগ্নিদন্দ্ব হয়ে শাহাদাত বরণ করেন তারা। ফায়ার সার্ভিস থেকে কল দিয়ে তার মৃত্যুর সংবাদ পরিবারকে জানানো হয়।

পর দিন সকালে বিনা ময়নাদতন্তে আশাদুজ্জামানের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা তখন জানিয়েছিলেন, ৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর বিক্ষুব্ধ জনতা হাকিমপুর পৌর মেয়র জাহেদ হোসেনের বাড়িতে হামলা করে আগুন লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকজনের ধারণা, আন্দোলনকারীরা যখন ওই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, তখন হয়তো আসাদুজ্জামানসহ ওই দুজন বাড়িতে আটকা পড়েছিল। আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে বের হতে না পেরে সেখানে তাদের মৃত্যু হয়।

তবে এ ঘটনায় গত ১৯ আগস্ট সকালে আসাদুজ্জামানের বড় ভাই মো. সুজন বাদী হয়ে হাকিমপুর থানায় যে হত্যা মামলা করেন, তাতে ভিন্ন অভিযোগ আনা হয়। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ৪ আগস্ট বেলা আড়াইটার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবে হাকিমপুর পৌর শহরে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য শিবলী সাদিকের নির্দেশে হাকিমপুর উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা হিলি রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের নিচে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনে অংশ নেওয়া আশাদুজ্জামান নূর, নাফিজ, মোস্তাকিম মেহেদী, মহিদুল ও বাবু আহম্মেদকে মারধর করতে করতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান। পরে আসাদুজ্জামানকে ও পরদিন ৫ তারিখ মোহতাসিম হাসান ফাহিমকে পৌর মেয়র জাহেদ হোসেনের বাড়ির টর্চার সেলে নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। নির্যাতনের ফলে সেখানে সূর্য ও ফাহিমের মৃত্যু হয়। পরে আসামিরা এ দুজনের লাশ গুম করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে গভীর রাতে নাফিজ, মোস্তাকিম মেহেদী, মহিদুল ও বাবু আহম্মেদ কৌশলে পৌর মেয়রের বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। পরদিন বেলা সাড়ে তিনটার দিকে নিহত এ দুজনের মরদেহ পুড়িয়ে ফেলে হত্যার ঘটনাকে ভিন্ন খাতে নিতে আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা বাড়িতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে রাতে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌর মেয়র জামিল হোসেনের বাড়ি থেকে আসাদুজ্জামান ও ফাহিমের মরদেহ উদ্ধার করে।

দাফনের ১ মাস ৪ দিন পর আসাদুজ্জামান নূর ওরফে সূর্যের কবর থেকে তার মরদেহ উত্তোলন করা হয়।

আদালতের নির্দেশে ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে মরদেহটি উত্তোলন করা হয়। এ সময় উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লায়লা ইয়াসমিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

বেলা ১১টার দিকে মরদেহটি কবর থেকে তোলার পর প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে দিনাজপুর এম আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগে পাঠায় পুলিশ। এ সময় হাকিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল হোসেন, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফুল ইসলামসহ অন্যান্য পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

শহীদের নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

১. শহীদের বড় ভাই সুজন আলী বলেন, 'শহীদ আসাদুজ্জামান অত্যন্ত সহজ সরল লাজুক প্রকৃতির ছিল। সে কারো সাথে ঝগড়া করা তো দূরে থাক উচ্চস্বরে কথাও বলত না। সে লজ্জার কারণে কারো সাথে বন্ধুত্বও করতে পারত না। তার শুধু একটি বন্ধু ছিল পরবর্তীতে তাকেও সে পরিত্যাগ করে, কারণ সে জানতে পারে তার বন্ধুটি সিগারেট খায়।

ছাত্র আন্দোলনের সময় তার পরিবারের বাধা ও নিষেধ সত্ত্বেও সে ছাত্রদের মিছিলে অংশগ্রহণ করত। আল্লাহ যেন তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন'।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা :

১. শহীদের মা রাজিয়া সুলতানা জুট মিলে কাজ করতেন, যার আয় দিয়ে অতি কষ্টের সংসার চলত। বর্তমানে ছেলেকে হারিয়ে শোকে প্রায় পাগলপারা।

২. বড় ভাই সুজন আলী বন্দরের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

প্রস্তাবনা :

১. শহীদের বড় ভাইকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য সহযোগিতা করা যেতে পারে।

২. মানসিকভাবে অসুস্থ পিতার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা যেতে পারে

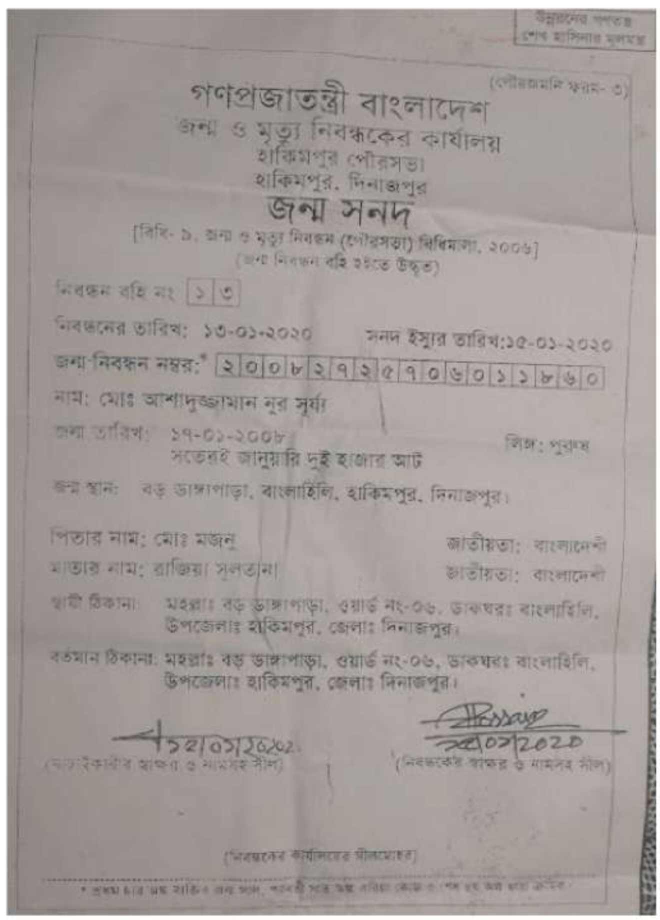

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
হাকিমপুর পৌরসভা
হাকিমপুর, দিনাজপুর
জন্ম সনদ

নিবন্ধন বহি নং: ১৩

নিবন্ধনের তারিখ: ১৩-০১-২০২০ সনদ ইস্যুর তারিখ:১৫-০১-২০২০

জন্ম-নিবন্ধন নম্বর: ২০০৮২৭২৫৭০৬০১১৮৬০

নাম: মোঃ আশাদুজ্জামান নুর সূর্য

জন্ম তারিখ: ১৭-০১-২০০৮ সতেরই জানুয়ারি দুই হাজার আট লিঙ্গ: পুরুষ

জন্ম স্থান: বড় ডাঙ্গাপাড়া, বাংলাহিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর।

পিতার নাম: মোঃ মজনু জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: রাজিয়া সুলতানা জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: মহল্লাঃ বড় ডাঙ্গাপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ডাকঘরঃ বাংলাহিলি, উপজেলাঃ হাকিমপুর, জেলাঃ দিনাজপুর।

বর্তমান ঠিকানা: মহল্লাঃ বড় ডাঙ্গাপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ডাকঘরঃ বাংলাহিলি, উপজেলাঃ হাকিমপুর, জেলাঃ দিনাজপুর।

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: আশাদুজ্জামান নূর সূর্য্য
জন্ম তারিখ	: ১৭-০১-২০০৮
পিতা	: মো: মজনু
মাতা	: রাজিয়া সুলতানা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বড় ডাঙ্গাপাড়া, ইউনিয়ন: হাকিমপুর পৌরসভা, থানা: হাকিমপুর, জেলা: দিনাজপুর
পেশা	: ছাত্র (৮ম শ্রেণি)
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: জালারপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
ঘটনার স্থান	: হাকিমপুর পৌর মেয়র জাহিদ হোসেন চলন্তর বাসা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪-৮-২০২৪, বিকাল: ৪:৩০টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ৫-৮-২০২৪, রাত: ১০টা
আঘাতের ধরন	: আওয়ামী সন্ত্রাসীদের দ্বারা অগ্নিসংযোগ
শহীদের কবরের অবস্থান	: কাঠি পুকুর কবরস্থান

মো: মোহতাসিম হাসান ফাহিম

ক্রমিক : ৫৮২

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৪০

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

শহীদ মো: মোহতাসিম হাসান ফাহিমের জন্ম পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত পূর্ব রামচন্দ্রপুর গ্রামের কৃষক বাবা আব্দুল মালেক মন্ডল ও মাতা উম্মে হাবিবার ঘরে। তিনি হাকিমপুর ডিগ্রী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী। বাবা মায়ের দুই সন্তান। এক ছেলে ও এক মেয়ের ভিতরে বড় ছেলে ছিলেন ফাহিম। একমাত্র বোনটি বাঘজানা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত।

পড়াশুনায় বেশ মনোযোগী ও মেধাবী ছিলেন শহীদ ফাহিম। ঘটনার দিনেও সে প্রাইভেট শিক্ষকের বাসায় প্রাইভেট পড়ার উদ্দেশ্যে বের হয়। প্রাইভেট থেকে ফেরার পথে বিজয় মিছিলে যোগ দেন ফাহিম। মিছিল থেকে এলাকার চিহ্নিত আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং হাকিমপুর পৌর মেয়র চলন্তের বাসায় আটকে রাখে। পরবর্তীতে বিক্ষুব্ধ জনতা মেয়রের বাসায় আগুন ধরিয়ে দিলে তাতে বন্দী করে রাখা ফাহিম অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান।

শাহাদাতের ঘটনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সরকার সারাদেশে কারফিউ জারি করে নিরাপত্তা বাহিনী ও আওয়ামীলীগ-ছাত্রলীগের গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে সাধারণ ছাত্রজনতার বিপক্ষে। সরকার যে কোন মূল্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে মরিয়া। টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট, ছড়রা গুলির ব্যবহার ছাড়াও স্নাইপার ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করে চালিয়ে যাচ্ছে হত্যাযজ্ঞ। লাশের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে। অবশেষে ৩ আগস্ট শহীদ মিনার থেকে আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম সরকার পদত্যাগের এক দফা আন্দোলন ঘোষণা করেন। এক দফা ঘোষণার সময় শহীদ মিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য সমন্বয়কগণ।

শুরুতে ৬ই আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন "লং মার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচি ঘোষণা করে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় সমন্বয়করা কর্মসূচি একদিন এগিয়ে এনে ৫ই আগস্ট ঘোষণা করেন। আন্দোলনকে ঘিরে ৫ আগস্ট অনেক জেলায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ এবং গোলাগুলির ঘটনা ঘটে, এতে একদিনে ১০৮জন সাধারণ নাগরিক ও পুলিশ নিহত হয়।

৫ আগস্ট খুনি হাসিনা এক দফা দাবির প্রেক্ষিতে সম্মিলিত ছাত্র-জনতার এক গণঅভ্যুত্থানে পদত্যাগ করে এবং দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়।এরই মধ্য দিয়ে তার ১৫ বছরেরও বেশি সময়ের একনায়কতান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান ঘটে। সারাদেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। অলিতে গলিতে শুরু হয় বিজয় মিছিল।

সেদিন প্রাইভেট শেষে বাসায় যাচ্ছিল মুহতাসিম হাসান ফাহিম। পথিমধ্যে সেও জনতার সাথে বিজয় মিছিলের শামিল হয়। কিন্তু হাসিনা পালিয়ে গেলেও রেখে যায় তার আওয়ামী গুন্ডা বাহিনী। বিজয় মিছিল থেকে স্থানীয় চিহ্নিত আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তাকে সহ দুইজনকে ধরে নিয়ে উচ্চ নিরাপত্তা সম্পন্ন হাকিমপুর পৌর মেয়র জাহিদ হোসেন চলন্তের বাসায় আটকে রাখে। উল্লেখ্য ভবনের দরজা ছিল ফিংগার লক দেয়া। পরিকল্পিতভাবেই তাদের আটকিয়ে রাখা হয়েছিল এই ভবনটিতে।

অপহরণের সংবাদ শুনে বিক্ষুদ্ধ জনতা চলন্তের বাসা ঘেরাও করে। কিন্তু তারা তাকে বাসায় না পেয়ে এক পর্যায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় ভবনটিতে।

ঐদিন বিকেল থেকে তার পরিবার তার মোবাইল বন্ধ পায়। বিকেল গড়িয়ে রাত হলেও তাকে ফোনে পায়নি তার পরিবারের সদস্যরা। চিন্তায় বিচলিত হয়ে পড়েন তার বাবা ও মা সহ পরিবারের সবাই। অবশেষে রাত সাড়ে ১১ টায় ফাহিমের শাহাদাত বরণের ঘটনা ফাহিমের চাচাতো ভাইকে ফোনে জানানো হয়। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই পৌর মেয়রের বাসার দিকে ফাহিমের পরিবারের সদস্যরা ছুটে যান, গিয়েই ফাহিম ও দিনাজপুরের আরেক বীর শহীদ আশাদুজ্জামান নুর সূর্যের অগ্নিদগ্ধ লাশ দেখতে পান।

তবে এ ঘটনায় গত ১৯ আগস্ট সকালে আসাদুজ্জামানের বড় ভাই মো. সুজন বাদী হয়ে হাকিমপুর থানায় যে হত্যা মামলা করেন, তাতে ভিন্ন অভিযোগ আনা হয়। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ৪ আগস্ট বেলা আড়াইটার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবে হাকিমপুর পৌর শহরে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য শিবলী সাদিকের নির্দেশে হাকিমপুর উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা হিলি রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের নিচে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেন। এ সময় আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনে অংশ নেওয়া আশাদুজ্জামান নূর, নাফিজ, মোস্তাকিম মেহেদী, মহিদুল ও বাবু আহম্মেদকে মারধর করতে করতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান। পরে আসাদুজ্জামানকে ও পরদিন ৫ তারিখ মোহতাসিম হাসান ফাহিমকে পৌর মেয়র জাহেদ হোসেনের বাড়ির টর্চার সেলে নিয়ে আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। নির্যাতনের ফলে সেখানে সূর্য ও ফাহিমের মৃত্যু হয়। পরে আসামিরা এ দুজনের লাশ গুম করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে গভীর রাতে নাফিজ, মোস্তাকিম মেহেদী, মহিদুল ও বাবু আহম্মেদ কৌশলে পৌর মেয়রের বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। পরদিন বেলা সাড়ে তিনটার দিকে নিহত এ দুজনের মরদেহ পুড়িয়ে ফেলে হত্যার ঘটনাকে ভিন্ন খাতে নিতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে রাতে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌর মেয়র জামিল হোসেনের বাড়ি থেকে আসাদুজ্জামান ও ফাহিমের মরদেহ উদ্ধার করে।

নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

ফাহিম ভালো ভদ্র ও নামাজি ছেলে ছিল বড়দের সম্মান করত এবং ছোটদের স্নেহ করতো। পড়াশুনাতেও সে অত্যন্ত ভালো ও নিয়মিত ছিল। ঘটনার দিন পড়া থেকে বিজয় মিছিলে যোগদান করে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

মাটির তৈরি টিনের ঘরে বসবাস করেন। বাবা কৃষিকাজ করে অল্প আয়ের সংসার পরিচালনা করতেন।

প্রস্তাবনা :

১ বোনের পড়ালেখার খরচ বহন করা যেতে পারে

২ বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

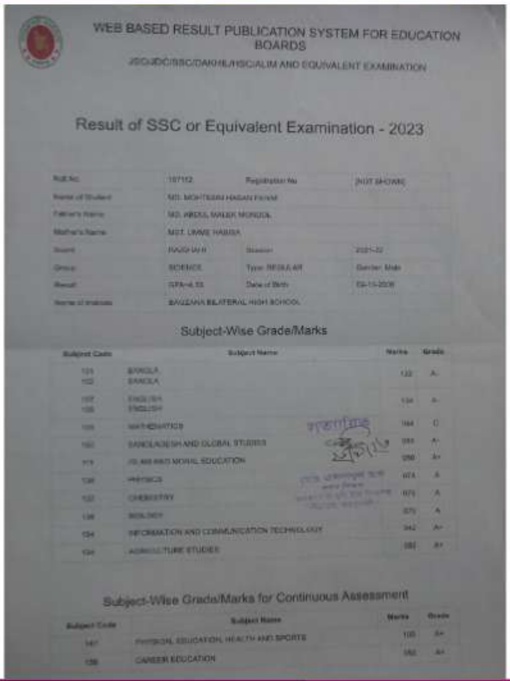

WEB BASED RESULT PUBLICATION SYSTEM FOR EDUCATION BOARDS

Result of SSC or Equivalent Examination - 2023

Subject-Wise Grade/Marks

Subject-Wise Grade/Marks for Continuous Assessment

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: মোহতাসিম হাসান ফাহিম
জন্ম তারিখ	: ০২-১০-২০০৬
পিতা	: মো: আব্দুল মালেক মন্ডল
মাতা	: মোসা: উম্মে হাবিবা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পূর্ব রামচন্দ্রপুর, ইউনিয়ন: বাঘ জানার, থানা: পাঁচবিবি, জেলা: জয়পুরহাট
পেশা	: ছাত্র (দ্বাদশ শ্রেণি, মানবিক বিভাগ)
প্রতিষ্ঠান	: হাকিমপুর ডিগ্রী কলেজ, জয়পুরহাট
ঘটনার স্থান	: হিলি স্টেশনের মিছিল থেকে ধরে নিয়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পৌরমেয়র জাহিদ হোসেন চলন্তের বাসায় আটকে রাখে
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫-৮-২০২৪, বিকেল ৩:৩০ মিনিট
শাহাদাতের সময়কাল	: ৫-৮-২০২৪ বাসায়, রাত দশটা, মেয়র চলন্তের বাসায়
আঘাতের ধরন	: অগ্নিদগ্ধ
আক্রমণকারী	: স্থানীয় উত্তেজিত জনতার অগ্নিসংযোগ
শহীদের কবরের অবস্থান	: গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে

শহীদ মো: সুমন পাটয়ারী

ক্রমিক : ৫৮৩
আইডি : রংপুর বিভাগ ০৪১

জন্ম ও জীবন সংগ্রাম

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দিনাজপুরের শহীদ সুমন পাটয়ারী। ২০০৩ সালের ২৫ নভেম্বর। চিরিরবন্দর থানার, ৬ নম্বর অমরপুর ইউনিয়নের লক্ষীপুর গ্রামে পিতা মো: ওমর ফারুক ও মাতা মর্জিনা বেগমের কোল জুড়ে আসেন পরিবারের প্রথম সন্তান সুমন পাটয়ারী।

পারিবারের অভাব ও দারিদ্রতার কারণে সুমন চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর স্থানীয় মাদরাসায় পড়াশোনা করে কোরআনের হাফেজ হন। সেইসাথে স্থানীয় মসজিদে ইমামতি করতেন। এতে যা আয় হয় তা দিয়ে দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে সংসারের খরচ নির্বাহ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই সংসারের স্বচ্ছলতা এবং মা-বাবার মুখে হাসি ফোটাতে বাধ্য হয়ে ছুটে যান ঢাকার আশুলিয়ায়। সেখানে সুমন একটি গার্মেন্টসে কাজ করতেন।

পরিবারের সদস্যদের মুখে একটু হাসি ও স্বচ্ছলতার জন্য ঢাকায় ভাগ্যের সন্ধানে এসেছিলেন সুমন। ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতন উপলক্ষ্যে বিজয় মিছিলে পুলিশের বন্দুকের গুলিতে নিহত হন তিনি। সন্তানকে হারিয়ে শোকে স্তব্ধ মা-বাবাসহ স্বজনেরা।

শাহাদাতের ঘটনা

২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৮। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে একটি পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। এরপর বাংলাদেশে নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটায়। এরপর দলীয় সরকারের অধীনে পরপর তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৪ সালের একক নির্বাচন। সর্বমোট ৩০০ টি সংসদীয় আসনের মাত্র ১৪৭ টি আসনে নির্বাচন হয়। বাকি ১৫৩ টি আসনে এর আগেই জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের।

২০১৮ সালে নৈশভোটের নির্বাচন। যাতে নির্বাচনের আগের দিন রাতেই নৌকা মার্কায় সিল মারা ব্যালট পেপার দিয়ে ব্যালট বক্স পূর্ণ করে রাখা হয়।

২০২৪ সালের ডামি নির্বাচন। আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না নেওয়ার ঘোষণা দিলে আওয়ামী লীগ নিজেই বিভিন্ন আসনে তাদের দলের একাধিক ডামি প্রার্থী দাঁড় করায়। নির্বাচনকে আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্য করানোর উদ্দেশ্যই ছিলো এই ভাঁওতাবাজির প্রধান কারণ।

দীর্ঘ ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসন, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আসন গেঁড়ে বসা দুর্নীতি, বিরোধীদল ও মতের প্রতি সীমাহীন অসহিষ্ণুতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোকে দলীয় মহড়ার মঞ্চে পরিণত করা, নতজানু পররাষ্ট্র নীতি, সীমান্তে পাখির মত মানুষ হত্যা সহ এমন কোন অপরাধ নেই যার দায় এই ফ্যাসিস্ট সরকার এড়াতে পারে।

প্রায় দেড় যুগের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। সর্বশেষ ছাত্রজনতা ৫ আগস্ট গণভবন উদ্দেশ্যে লংমার্চের কর্মসূচি ঘোষণা করলে, সারাদেশ থেকে মানুষ ঢাকা অভিমুখে রওনা হয়। প্রবল প্রতিরোধের মুখে অবশেষে বোন শেখ রেহানাসহ আওয়ামী সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা পালিয়ে যায় ভারতে। এ সংবাদে দেশজুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। উচ্ছ্বসিত জনতা বিজয় মিছিল বের করে দেশের অলিতে-গলিতে, রাজপথে। কিন্তু হাসিনার রেখে যাওয়া প্রেতাত্মা পুলিশ লীগ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তখনো তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে।

৫ আগস্ট বিকেল ৩ টায় সুমন পাটয়ারী কয়েকজন বন্ধু মিলে বাহিরে বের হন এবং ছাত্রজনতার আনন্দ মিছিলে শামিল হোন। কিন্তু মিছিলে পুলিশ অতর্কিত গুলি ছুঁড়লে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে দিকবিদিক পালাতে থাকে। সুমনের অন্য বন্ধুরা দৌঁড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু সুমন পালাতে পারেনি। পুলিশের বন্দুক থেকে ছোঁড়া তপ্ত বুলেট সুমনের কপাল ভেদ করে মাথায় ঢুকে পেছন দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাথে সাথেই লুটিয়ে পড়েন সুমন। শহীদের উষ্ণ লাল রক্তে ভিজে যায় রাজপথের কালো পিচ। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সুমন স্বপ্ন দেখতেন যেই অভাবের কারণে তিনি তার পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি, অল্প বয়সেই ধরতে হয়েছে সংসারের হাল, সেই অভাবের কারণে ছোট ভাই বোনের পড়াশোনা থেমে যেতে পারে না। কিন্তু তার সেই স্বপ্নকে থামিয়ে দিল অত্যাচারী, জালিম আওয়ামী শাসকের পেটোয়া পুলিশ। অঙ্কুরেই ঝরে গেলো স্বপ্নালু এক তাজা প্রাণ।

গত ৬ আগস্ট সকাল ১১টায় চিরিবন্দর উপজেলার অমরপুর ইউনিয়নের শান্তিরবাজারের লক্ষিপুর গ্রামের বাড়িতে নামাজে জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। উপার্জনক্ষম ছেলেকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন মা-বাবা।

পরিবারের অনুভূতি

সুমনের বাবা মো: ওমর ফারুক কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, 'আমাদের ছেলে পরিবারের একটু সুখের আশায় আশুলিয়ায় কাজের সন্ধানে যায়। কিন্তু সেই সুখ আর আমাদের কপালে সইলো না। সে আমাদের মাঝে অক্ষত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে আসল না। এলো তার লাশ।'

এ দিকে, উপজেলার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র সমন্বয়কেরা উপজেলার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে শহীদ সুমন মিনি স্টেডিয়াম রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা : বাবা পিকাপ চালক। শহীদ সুমন পাটয়ারী হাফেয, পরিবারের সহযোগিতার জন্য চাকরি করতেন। কলেজ ও স্কুল পড়ুয়া ছোট দুই ভাই বোন রয়েছে।

প্রস্তাবনা : ছোট ভাই বোনদের পড়াশোনার খরচ যোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

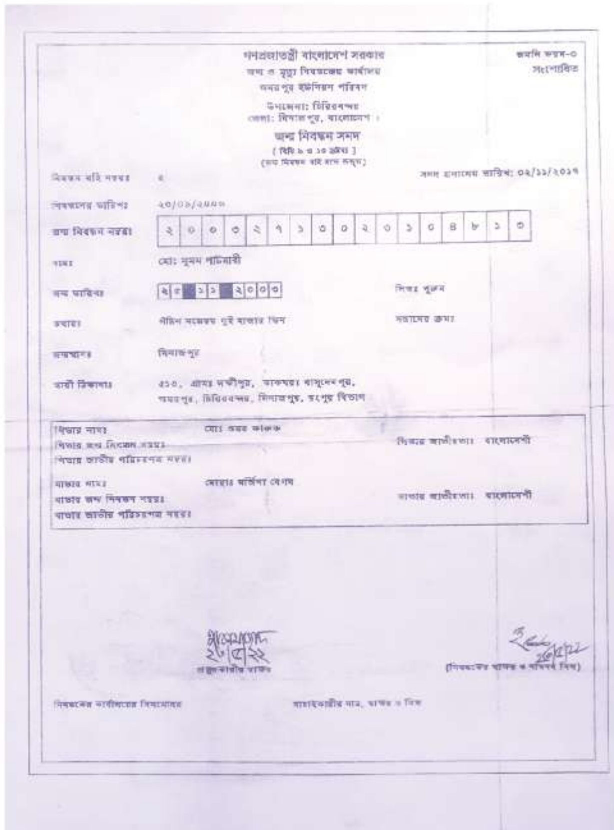

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
অমরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: চিরিরবন্দর
জেলা: দিনাজপুর, বাংলাদেশ।
জন্ম নিবন্ধন সনদ
(বিধি ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য)

ফরম-৩
সংশোধিত

সনদ প্রদানের তারিখ: ০২/১১/২০১৭

নিবন্ধন বহি নম্বর: ৫
নিবন্ধনের তারিখ:
জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২ ০ ০ ৩ ২ ৭ ১ ৩ ০ ২ ০ ১ ০ ৪ ৮ ১ ৩
নাম: মো: সুমন পাটওয়ারী
জন্ম তারিখ: ২৫ ১১ ২০০৩ — লিঙ্গ: পুরুষ
কথায়: পঁচিশে নভেম্বর দুই হাজার তিন — সন্তানের ক্রম:
জন্মস্থান: দিনাজপুর
স্থায়ী ঠিকানা: ৫১৩, গ্রাম: দক্ষিণপুর, ডাকঘর: বাসুদেবপুর, অমরপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর, রংপুর বিভাগ

পিতার নাম: মো: ওমর ফারুক
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: মোছা: আর্জিনা বেগম
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর
(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও পরিষদ সিল)
নিবন্ধকের কার্যালয়ের সিলমোহর
সাহায্যকারীর নাম, স্বাক্ষর ও সিল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ সুমন পাটয়ারী
Name: MD. SUMON PATWARI
পিতা: মোঃ ওমর ফারুক
মাতা: মোছাঃ মর্জিনা বেগম
Date of Birth: 25 Nov 2003
ID NO: 3768416418

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: সুমন পাটয়ারী
জন্ম তারিখ	: ২৫-১১-২০০৩
পিতা	: মো: ওমর ফারুক
মাতা	: মর্জিনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: লক্ষীপুর ইউনিয়ন: ৬ নং অমরপুর , থানা: চিরিবন্দর, জেলা: দিনাজপুর
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
পেশা	: পোশাক শ্রমিক
ঘটনার স্থান	: বাইপাইল, আশুলিয়া
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট বিকেল ৪:৩০
শাহাদাতের সময়কাল	: ৫ আগস্ট বিকেল ৬:০০
আঘাতের ধরন	: মাথায় গুলি
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: লক্ষীপুর গ্রামের বাড়িতে, পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মো: রবিউল ইসলাম

ক্রমিক : ৫৮৪

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৪২

শহীদ পরিচিতি

২০০৭ সালের ১২ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন শহীদ মো: রবিউল ইসলাম রাহুল। বাবা মোহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন এলাকায় মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট রাহুল। পরিবারের সকলের আদরের ছিলেন তিনি। বড় দুই ভাই গার্মেন্টস কর্মী ও মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কাজ করে থাকেন।

শহীদ রাহুল ইসলাম দিনাজপুর সদর উপজেলার ফাজিলপুর ইউনিয়নের বিদুরশাই মহারাজপুর এলাকার মোসলেম উদ্দিনের ছেলে। তিনি রানীগঞ্জ এহিয়া হোসেন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। পড়াশোনা আর খেলাধুলাই ছিল তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। দেশব্যাপী ছাত্রসমাজের কোটাসংস্কারের আন্দোলন শুরু হলে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে রাহুলও তাতে জড়িয়ে পড়েন। কোটাসংস্কার ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতেই তিনি ছিলেন সরব অংশগ্রহনকারী।

অবশেষে ৪ আগস্ট ২০২৪ সালে আন্দোলনকারীদের মিছিলে পুলিশের ছোড়া রাবার বুলেট ও ছড়রা গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরবর্তীতে ক্ষতস্থানে সংক্রমণ হয়ে আই সি ইউ তে মৃত্যুবরন করেন।

ঘটনার দিন

১৭ বছর বয়সী রাহুলের জন্মের পর থেকেই আওয়ামীলীগ ও তার ফ্যাসিবাদী শাসন দেখেই বড় হয়েছেন। ভিন্নমতের প্রতি দমন-পীড়ন, ট্যাগিং এর মাধ্যমে দিনদুপুরে পিটিয়ে মানুষ খুন, বিরোধী দল ও মতের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ, ক্ষমতার যথেচ্ছা ব্যবহার, বাহ্যিক চাকচিক্য ও অভ্যন্তরীণভাবে ফোকলা অর্থনৈতিক অবস্থা, নতজানু পররাষ্ট্রনীতি, সীমান্তে মানুষ হত্যা সর্বোপরি দেশের সামগ্রিক দুরবস্থা একজন রাজনীতি সচেতন শিক্ষার্থী হিসেবে রাহুলকে ভাবিয়ে তুলতো।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোটা বিরোধী নায্য আন্দোলন যখন সরকারের ক্রমাগত অবহেলা ও দমননীতির কারণে বৈষম্যবিরোধী গনআন্দোলনে রূপ নেয়, তখন রাহুল একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আন্দোলনে যোগদান করেন।

সুশৃঙ্খল আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড, ছররা গুলির ব্যবহার সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ গনআন্দোলনকে ব্যপকভাবে উসকে দেয়। সরকারিভাবে ইন্টারনেট শাটডাউন, দেশব্যাপী কারফিউ জারি, রাতের অন্ধকারে এলাকাভিত্তিক ব্ল্যাকআউট করে মানুষের বাসায় বাসায় তল্লাশি ও গণ গ্রেপ্তার জনগণের সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করে। ফলশ্রুতিতে বিগত ১৫ বছরের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ সাধারণ জনতা ফ্যাসিস্ট সরকারের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে নেমে পড়ে রাজপথে। যোগ দেয় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে। ছাত্র আন্দোলন রূপ নেয় গনআন্দোলনে।

কিন্তু আন্দোলনে সারা দেশবাসীর প্রবল জনসম্পৃক্ততাও সরকারের বোধদয় ঘটাতে পারেনি। ক্ষমতার লোভ ও লুটপাটের অন্ধ সরকার আন্দোলনকে দমাতে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে। হাসপাতালের মর্গ থেকে লাশ চুরি, হত্যা করে লাশ জ্বালিয়ে দেওয়া, গণকবর, হেলিকপ্টার ব্যবহার করে নিজ দেশের জনগণের উপরই গুলি চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ সহ হেন কোন অপরাধ নেই যা খুনি হাসিনা সরকার আর দোসর আওয়ামী বাহিনী করেনি। কিন্তু এক পর্যায়ে যখন বুঝতে পারে তাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে। এই বাংলার মানুষ তাদের আর কোনভাবেই মেনে নিবে না, তখন তারা মরণ কামড় দিতে প্রস্তুত হয়। নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে নিজের দেশের মানুষকেই। কিন্তু তবুও মানুষকে তারা দমিয়ে রাখতে পারেনি।

৪ আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেয় রবিউল ইসলাম। ছাত্র আন্দোলনে অন্যান্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে ছিল রাহুল। দুপুরের কিছু সময় পর দিনাজপুর শহরের হাসপাতাল মোড়ে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশ অবস্থান নেয় পৌরসভা রেলক্রসিং এলাকায়। পুলিশ আন্দোলনকারীদের ধাওয়া দিলে আন্দোলনকরীরা জজকোর্ট গেটে অবস্থান নেয়। পুলিশ জর্জকোট গেট খুলে অনবরত গুলি ও টিয়ারশেল ছুড়তে থাকে। এ সময় পুলিশের একটি কাঁদানে গ্যাসের শেল রাহুলের সামনে এসে পড়ে। পরে পুলিশের ছড়রা গুলিতে আহত হন তিনি। তাৎক্ষণিক তাকে দিনাজপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তার শরীর থেকে গুলি বের করেন চিকিৎসকেরা। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাসায় চলে আসেন। পরবর্তীতে আঘাতের স্থানে সংক্রমণ হলে পুনরায় তাকে এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে তাকে আই সি ইউ তে স্থানান্তর করা হয়।

হাসপাতালের আইসিইউতে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, রাহুলের উরুতে ছররা গুলির চিহ্ন আছে। তার শ্বাসকষ্টও ছিল। গত বুধবার আনুমানিক রাত আটটায় অচেতন অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয়। তার রক্তচাপ খুব কম ছিল, জ্বরও ছিল। মস্তিষ্কে ইনফেকশন ধরা পড়েছিল। দিনাজপুরের এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় (শুক্রবার) সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় তার মৃত্যু হয়।

নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

১. মায়ের অনুভূতি : ছেলেকে নিয়ে বড় আশা ছিল। আমার ছেলে তো চলেই গেছে, আর ফিরে পাবোনা।

২. পিতার অনুভূতি : আবু সাঈদ যেদিন মারা যায় আমার ছেলে বলে "দেশ বাঁচাবার জন্য আমিও শহীদ হয়ে যাব আমাকে কেউ আটকাতে পারবেনা" এদিনই সে মিছিলে চলে যায়।

৩. মেঝোভাই আলামিন বলেন: রাহুল প্রায় সময় বলতো- ''এইদেশে কিছুই হবেনা। যেকোন সেবা নিতেই তদবিরের প্রয়োজন হয়। এদেশের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন আমি সেটা করে দেখাবো।''

৪. খালার অনুভূতি : সে অত্যন্ত নিরীহ ছেলে ছিল, পড়াশোনার প্রতি তার ব্যপক আগ্রহ ছিল। তার আশা ছিল পড়াশোনা করে অনেক বড় হবে।

৫. রবিউল ইসলামের চাচাতো ভাই বলেন : সে দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ত। অত্যন্ত ভালো ছিল। পুলিশ এইভাবে গুলিবর্ষণ করে ? মানুষ মারা গণতন্ত্রের লক্ষণ হতে পারে না।

৬. বন্ধু : সে একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার পরিবার যেন অবহেলার শিকার না হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা : বাবা এলাকায় মাছ বিক্রি করেন। বড় দুই ভাই গার্মেন্টস কর্মী ও মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কাজ করে থাকেন। টিনের জরাজীর্ণ ঘরে বাবা মা বসবাস করেন।

প্রস্তাবনা : বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।

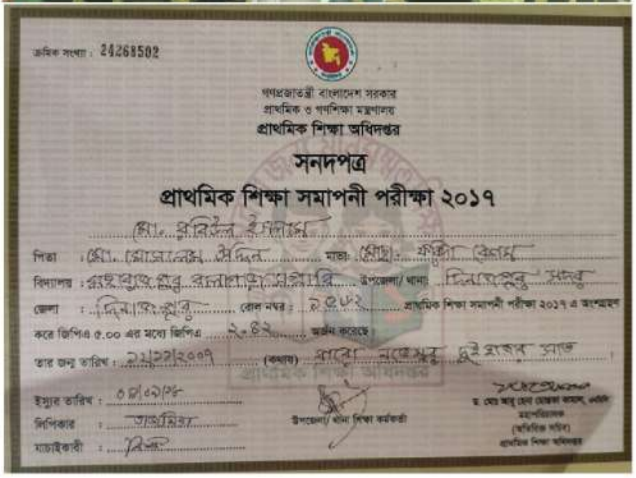

ক্রমিক সংখ্যা : 24268502

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সনদপত্র

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৭

পিতা : ... মাতা : ...
বিদ্যালয় : ... উপজেলা/ থানা : ...
জেলা : ... রোল নম্বর : ... প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৭ এ অংশগ্রহণ করে জিপিএ ৫.০০ এর মধ্যে জিপিএ ... অর্জন করেছে।
তার জন্ম তারিখ : ... (কথায়) ...
ইস্যুর তারিখ : ...
লিপিকার : ...
যাচাইকারী : ...

উপজেলা/ থানা শিক্ষা কর্মকর্তা

মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

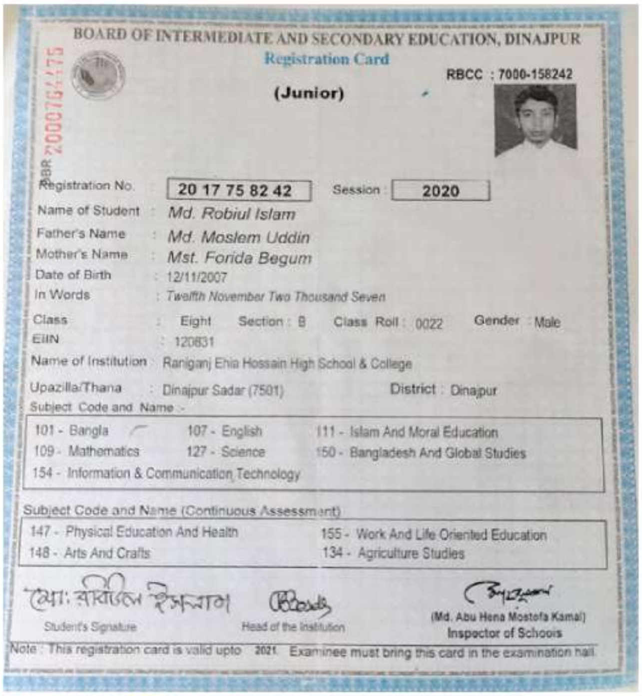

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DINAJPUR
Registration Card
(Junior)
RBCC : 7000-158242

Registration No. : 20 17 75 82 42 Session : 2020
Name of Student : Md. Robiul Islam
Father's Name : Md. Moslem Uddin
Mother's Name : Mst. Forida Begum
Date of Birth : 12/11/2007
In Words : Twelfth November Two Thousand Seven
Class : Eight Section : B Class Roll : 0022 Gender : Male
EIIN : 120831
Name of Institution : Raniganj Ehia Hossain High School & College
Upazilla/Thana : Dinajpur Sadar (7501) District : Dinajpur

Subject Code and Name :-
101 - Bangla
107 - English
111 - Islam And Moral Education
109 - Mathematics
127 - Science
150 - Bangladesh And Global Studies
154 - Information & Communication Technology

Subject Code and Name (Continuous Assessment)
147 - Physical Education And Health
155 - Work And Life Oriented Education
148 - Arts And Crafts
134 - Agriculture Studies

Student's Signature
Head of the Institution
(Md. Abu Hena Mostofa Kamal)
Inspector of Schools

Note : This registration card is valid upto 2021. Examinee must bring this card in the examination hall.

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: রবিউল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ১২-১১-২০০৭
পিতা	: মো: মুসলিম উদ্দিন
মাতা	: ফরিদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বিদুরশাই, ইউনিয়ন: ৩ নং খাজির বিল, থানা: কোতোয়ালি, জেলা: দিনাজপুর
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
পেশা	: ছাত্র
ঘটনার স্থান	: সদর মেডিকেল মোড়, জজকোর্ট গেইট, দিনাজপুর
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪-৮-২০২৪, বিকেল ৪টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ৯-৮-২০২৪, সন্ধ্যা ৬:৩০, দিনাজপুর মেডিকেল
আঘাতের ধরন	: ছররাগুলি ও রাবার বুলেট
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: মহারাজ জামে মসজিদ কবরস্থান

"বিজয় মিছিল থেকে ফিরে আসা হলো না শহীদ আসাদুলের"

শহীদ মোঃ আসাদুল হক বাবু

ক্রমিক : ৫৮৫
আইডি : রংপুর বিভাগ ০৪৩

জন্ম ও সংক্ষিপ্ত পারিবারিক পরিচিতি

শহীদ মোঃ আসাদুল হক বাবু উত্তরের জেলা দিনাজপুরের বিরল উপজেলার ভান্ডারা ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দিনাজপুরের ভারত সীমান্তবর্তী উপজেলা বিরলের অজপাড়াগাঁ রামচন্দ্রপুর। গ্রামটির উত্তরে মুন্সিপাড়া, দক্ষিণে গোপালপুর আর দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে বিরল-রাধিকাপুর করিডোর। এই গ্রামেরই মোঃ জয়নাল আবেদীন ও আলেয়া বেগম দম্পতির কোল জুড়ে ১৯৯৩ সালের ১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন শহীদ আসাদুল হক। পিতা-মাতার আদরের ছোট সন্তান আসাদুল হক, তাই আদর করে সবাই ডাকতেন 'বাবু' নামে।

শহীদ বাবুর বড় দুই সহোদর বোন হলেন লাকী ও সুমি আক্তার। রামচন্দ্রপুর গ্রামেই শহীদ বাবুর লেখাপড়ার হাতেখড়ি আর কেটেছে দুরন্ত শৈশব। হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান শহীদ বাবু। বাবার ছিল না কোন পৈত্রিক সম্পত্তি। তাই একটা বাবুর ছেলেবেলাতেই তাদের পুরো পরিবার জীবিকার তাগিদে চলে আসে রাজধানী ঢাকায়। ঢাকায় এসে শহীদ বাবুর পিতা মো:: জয়নাল আবেদীন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তিলেতিলে গড়ে তুলতে থাকেন তাঁদের সংসার। যখন যে কাজ পেয়েছেন, তাই করেছেন পরিবারের জন্য। এত কষ্টের মাঝেও বড় করে তুলেছেন নিজের আদরের সন্তান গুলোকে। বড় হয়ে বাবার পাশাপাশি শহীদ আসাদুল হক বাবুও হাল ধরেছিলেন এই পরিবারের। তবে হঠাৎ এমন ঝড় যেন এলোমেলো করে দিলো তাঁদের সবকিছু।

স্বৈরাচারের বিদায় পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ঘটনাক্রম

মূলত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত ছিল সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়কে কেন্দ্র করে, যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য ৩০% চাকরির কোটা পুনর্বহাল করা হয়। এর আগে ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই কোটা সংস্কার করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত জনসাধারণ বিশেষ করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে, কারণ কোটা পদ্ধতি মেধার ভিত্তিতে চাকরিতে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে ছিল বড় বাধা।

সরকারের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, মুদ্রাস্ফীতি, বিভিন্ন নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, সরকারি অধিকাংশ প্রকল্পে দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দিনে-দুপুরে দেশের সকল নির্বাচন গুলোতে কারচুপিতে তখন জনগন অতিষ্ঠ। তাই প্রথমে কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শুরু হওয়া আন্দোলন দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে আন্দোলন দমাতে মরিয়া হয়ে পড়ে স্বৈরাচারী হাসিনা। আন্দোলন বন্ধ করতে একপর্যায়ে খুনী হাসিনা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় এবং সারাদেশে পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব ও বিজিবি মোতায়েন করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, সাংসদ ও দলের শীর্ষ নেতারা ওদের অঙ্গসংগঠনগুলো বিশেষ করে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রভাবিত করতে থাকে। ১৫ জুলাই পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর নৃশংস হামলা চালায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী অঙ্গসংগঠন গুলো। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সরকার সারা দেশে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে কারফিউ জারি করে এবং ইন্টারনেট ও মোবাইল যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। যা কার্যকরভাবে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শতশত সাধারণ মানুষ আর শিক্ষার্থী হত্যার খবর আসতে থাকে। বাড়তে থাকে আন্দোলনের মাত্রাও। শুধু মাত্র ৪ আগস্টের সংঘাতেই ঢাকা সহ দেশের অন্তত ২১ জেলায় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। গণমাধ্যমের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী সেদিন সহিংসতায় ৯০ জনেরও অধিক মানুষ নিহত হয়েছিলো। পরবর্তীতে সরকার দেশজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করে। স্বৈরাচারী হাসিনার সরকারের পদত্যাগ ও নিরীহ ছাত্র-জনতার হত্যার বিচারের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ৫ আগষ্ট 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে দেশের সকল প্রান্ত থেকে সাধারণ ছাত্র-জনতা ঢাকা অভিমুখে লংমার্চে অংশ নেয়। কারফিউ ভেঙে করা এই লংমার্চ দমাতে মরিয়া হয়ে ওঠে দেশের সকল সামরিক বাহিনী। শুরুতে তারা ব্যাপক পেশিশক্তি প্রদর্শন করে, ফলশ্রুতিতে বাড়তে থাকে হতাহতের সংখ্যা। তবে জনতা দাবীতে ছিলো অনড়, জনতার এই দাবী আর গণজোয়ারের কারণে বিভিন্ন জায়গায় এবার আত্মসমর্পণ করতে থাকে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। অবস্থা বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি করে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। পরবর্তীতে হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানা একটি সামরিক হেলিকপ্টারে প্রতিবেশী দেশ ভারতের আগরতলায় পালিয়ে যায়। শেষ হয় প্রায় দেড় যুগের একনায়কতন্ত্র আর ফ্যাসিবাদ।

বিজয়ের পরেও ছিল দুঃস্বপ্নের অধ্যায়

বেলা ১ টার কিছুক্ষণ পর থেকেই রাজধানী জুড়ে হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তবে তখনও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র পাওয়া যাচ্ছিলো না। প্রতিদিনের মতো 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন আসাদুল হক বাবু। সেদিন হাজারো জনতার স্রোত নেমে আসে যাত্রাবাড়ীর রাস্তায়, মিছিল এগোতে থাকে শাহবাগের দিকে। মিছিলটি যাত্রাবাড়ী থানার সামনে পৌঁছালে শুরু হয় লোমহর্ষক এক অধ্যায়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মিছিলে। কারণ বিগত কয়েকদিনে যাত্রাবাড়ী এলাকায় নৃশংসভাবে সাধারণ মানুষ হত্যা করেছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। উত্তেজিত জনতার মধ্যে কয়েকজন ক্ষোভে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে মূল ফটকের সামনে রাখা কয়েকটি গাড়িতে আগুন দেয় এবং পুলিশের শাস্তি দাবী করে স্লোগান দিতে থাকে। মিছিলের আকার আর ছাত্র-জনতার ক্ষোভ আঁচ করতে পেরে এবার অতর্কিত হামলা চালায় যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ সদস্যরা। কারণ পুলিশ সদস্যরা জানতো স্বৈরাচারের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে তারা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে। যাত্রাবাড়ি থানা এলাকায় দুই থেকে তিন শতাধিক পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে থানার সামনে আসে। ততক্ষণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে মিছিল। পুলিশ সেখানেই ক্ষান্ত হতে পারতো, তবে তারা এবার পূর্বের মতোই বর্বরতা চালাতে দেরি করলো না। যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের পিলার গুলোর নিচে তখন অসংখ্য ছাত্র-জনতা

প্রাণভয়ে লুকিয়ে আছে। নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার অবস্থান টের পেয়ে সেখানে নির্বিচারে গুলি চালাতে লাগলো অতি উৎসাহী পুলিশ সদস্যরা। মুহূর্তেই জনতার তাজা রক্তে ভাসলো যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা। আশপাশের ভবন গুলো থেকে মানুষের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠলো আকাশ-বাতাস। ভবন গুলো থেকে মানুষ পুলিশের হত্যাযজ্ঞ থামানোর জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকলো। তবে থামলো না পুলিশ, আরও বেপরোয়া হয়ে গুলি করতে লাগলো আশেপাশে লুকিয়ে থাকা নিরস্ত্র মানুষের ওপর। বাদ

মিনিট ২৪ সেকেন্ডের ওই ভিডিও চিত্রে স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছিলো কিভাবে সেদিন ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যার সাক্ষী হলো যাত্রাবাড়ী এলাকা।

অজ্ঞাত থেকে পরিচয় মিললো শহীদ আসাদুলের

শহীদ আসাদুলের সাথে যাঁরা ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করলেন, তাঁদের পরবর্তী গন্তব্য হলো ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগ আর মর্গ। সেদিন ঢাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে লাশ আসতে লাগলো ঢাকা মেডিকেলে। এদিকে শহীদ আসাদুলের কোন খবর না পেয়ে

গেল না বৃদ্ধ, নারী কিংবা শিশু। হিংস্র হায়নারূপী ঘাতক পুলিশ যাকে সামনে পাচ্ছিলো তাকেই গুলি করছিলো। ফ্লাইওভারের পেছনে লুকিয়ে ছিলো আসাদুল হক বাবুও। পুলিশের গুলির সামনে আত্মসমর্পণ করার পরেও ছাড় পেল না তাঁরা। গুলি করা হলো তাঁদের দিকে। একে একে ঘাতকের চারটি গুলি এসে লাগলো আসাদুলের বুক বরাবর, ডান হাতে আর পায়ে। ঘটনাস্থলেই শাহাদাতের সুধা পান করলেন আসাদুল বাবু সহ লুকিয়ে থাকা সব নিরীহ মানুষ গুলো। যাত্রাবাড়ী থানার সামনের একটি বহুতল ভবন থেকে করা ভিডিও চিত্রে ফুটে ওঠে এইসব নৃশংসতার চিত্র। ৫

দিশেহারা তাঁর পরিবার। বিকাল ৪টায় একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসলো আসাদুলের বড় বোন লাকীর নিকট। ফোনের অপর পাশের ব্যক্তি আসাদুলের মারা যাওয়ার খবর গোপন করে জানালেন যে, তিনি যাত্রাবাড়ী থানার সামনে আহত অবস্থায় পড়ে থাকা আসাদুলের ফোন থেকে নম্বরটি পেয়েছেন। তারপর তিনি আসাদুলের বোনের থেকে তাঁর সম্পর্কে জানার পর বললেন,"আপনার ভাইকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালের দিকে নেওয়া হয়েছে। আপনারা আশেপাশের হাসপাতাল গুলোতে খোঁজ নিন। আমি এর বেশি কিছু জানি না।" আসাদুলের বড় বোন, তার

স্বামী শাহিদ আর কিছু নিকটাত্মীয় মিলে প্রথমে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, তারপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খোঁজার পর আসাদুলকে খুঁজে পেলেন। তবে পেলেন না আহত কোন আসাদুলকে বরং পেলেন শহীদ আসাদুলকে। আসাদুলের আত্মীয় স্বজনের মাঝে কান্নার রোল পড়ে গেল। আসাদুলের আড়াই বছর বয়সী ফুটফুটে জমজ দুই কন্যা শুধু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওদের বাবার দিকে। বাবাহারা ছোট্ট দুই মেয়ের এমন নিরব চাহনি দেখে সেদিন চোখের পানি ধরে রাখার সাধ্য ছিল না কারও। শুধু আসাদুল নয় সেদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আরও অসংখ্য অজ্ঞাত মানুষের লাশের সারি ছিল।

হাসপাতালের ভয়াবহ সে চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে আসাদুলের বড় বোন জামাই জিবরান শাহিদ বলেন, "সেদিনের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বর্ণনা দেওয়ার মতো সাধ্য আমার নেই। আমি বলে বোঝাতে পারবো না সে ভয়ানক দিনের কথা। স্ট্রোচার আর মেঝেতে স্তুপ করে রাখা শত-শত লাশ। জরুরি বিভাগে কোন ডাক্তার, নার্স কেউ ছিলো না। লাশ গুলো চেনারও কোন উপায় ছিল না। নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজনেরা এসে নিজেরাই লাশের স্তুপ সরিয়ে স্বজনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন। আমরাও লাশের স্তুপের মাঝে আসাদুলের নিথর দেহ খুঁজে পেলাম।"

শহীদের মর্যাদা দিয়েছিলো আপামর জনতা

শহীদ আসাদুলের নিথর দেহ নিয়ে বাইরে চলে আসার পর তাঁর স্বজনদের সান্ত্বনা দিতে লাগলো সাধারণ ছাত্র-জনতা। ছাত্ররাই শহীদের লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করলো এবং নিজেরাই ভাড়া পরিশোধ করে দিতে চাইলো। তবে ভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জানালেন অ্যাম্বুলেন্স চালক। একজন শহীদের লাশ নিয়ে যাওয়ার বিনিময়ে ভাড়া নিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন তিনিও। বিস্মিত চোখে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ দেখছিলেন শহীদ আসাদুলের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। অতঃপর সযত্নে শহীদ আসাদুলের লাশ গাড়ীতে তুলে দিলো ছাত্ররা। নিজেরাই রাস্তায় মানুষের ভীড় সরিয়ে হেঁটে হেঁটে সুদুর যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো শহীদ আসাদুলকে বহন করা অ্যাম্বুলেন্সটিকে। পরবর্তীতে সেখান থেকে পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসাদুলকে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর নিজ জন্মভূমিতে। পরদিন গোসল-জানজা শেষে গ্রামের কবরস্থানেই চিরনিদ্রায় শায়িত করা হলো শহীদ আসাদুল হক বাবুকে।

শহীদ পরিবারের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ আসাদুল হক বাবুদের বেঁচে থাকার লড়াইটা বেশ পুরনো। দারির্দ্যতার কারণেই শৈশবে পরিবারের সাথে এসেছিলেন ঢাকায়। তাঁর বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিবারটিকে আগলে রেখেছিলো। একটু বড় হতেই বাবার কষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন আসাদুল, তখন থেকেই নানা রকম কাজ করে পরিবারকে সহযোগিতা করতেন তিনি। একে একে বড় দুই বোনকে বিয়ে দেওয়ার পর, নিজেও বিয়ে করেন আসাদুল। বাবা-মায়ের পাশাপাশি স্ত্রী আর ফুটফুটে জমজ দুই কন্যা সন্তানের একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য সবসময়ই সর্বোচ্চ রকমের পরিশ্রম করতেন তিনি। মাস কয়েক আগেও আসাদুল যাত্রাবাড়ীর ঢালাই শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন, তবে একপর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে চাকুরী হারান তিনি। তাই দুই সন্তানের জনক আসাদুল নিরুপায় হয়ে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চালানো শুরু করেন ঢাকার রাস্তায়। এদিকে নতুন অতিথি আসার সময় ঘনিয়ে আসছিলো, আসাদুলের স্ত্রী ছিলেন সন্তান সম্ভবা। একদিকে অটো চালিয়ে সংসারের ভরণপোষণ, অন্যদিকে নতুন চাকরির খোঁজ এমনই উৎকন্ঠায় কাটছিলো আসাদুলের দিন। তবে সব উৎকন্ঠার অবসান হলো তাঁর শাহাদাতের মধ্যে দিয়ে। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা আসাদুলের স্ত্রী। আড়াই বছরের জমজ দুই কন্যা আর অনাগত সন্তানের ভবিষ্যত তাকে যেন অথৈ সাগরে ফেলেছে। অন্যদিকে চোখে আঁধার নেমে এসেছে আসাদুলের বৃদ্ধ পিতা-মাতারও, কারণ একমাত্র পুত্র আসাদুল যে তাঁদের ও সম্বল ছিল। সবমিলিয়ে এই শহীদ পরিবারটি এখন অসহনীয় দুর্দশায় আছে।

সহযোগিতা সংক্রান্ত এক বা একাধিক প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: শহীদের আড়াই বছর বয়সী জমজ দুই কন্যা সন্তান ও সন্তান সম্ভবা স্ত্রীর জন্য জরুরি ভিত্তিতে আর্থিক সহযোগিতা করা।

প্রস্তাবনা-২: শহীদের জমজ দুই কন্যার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা।

প্রস্তাবনা-৩: শহীদের আসহায় বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য কিছু আর্থিক সহযোগিতা করা। তাঁর পিতাকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

একনজরে শহীদের জীবনঘনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

শহীদের পূর্ণনাম	: মো: আসাদুল হক বাবু
জন্ম তারিখ	: ১ মার্চ, ১৯৯৩
পেশা	: অটোরিকশা চালক
পিতার নাম	: মো: জয়নাল আবেদীন
পিতার পেশা ও বয়স	: একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী, ৬০ বছর
মাতার নাম	: মোসা: আলেয়া বেগম
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৫০ বছর
স্ত্রীর নাম	: মোছা: শারমিন আক্তার
স্ত্রীর পেশা ও বয়স	: গৃহিনী, ২২ বছর
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
সন্তানের নাম, বয়স ও সম্পর্ক	: ১. নাম: খাদিজা জান্নাত আফিয়া, বয়স: আড়াই বছর, শহীদের কন্যা
	: ২. নাম: আছিয়া জান্নাত আফরা, বয়স: আড়াই বছর, শহীদের কন্যা
ঘাতক	: যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ সদস্যরা
আহত হওয়ার স্থান	: যাত্রাবাড়ী ফ্লাই ওভার এর নিচে, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ই আগস্ট, আনুমানিক দুপুর ১টা বেজে ৪৫ মিনিট
নিহত হওয়ার স্থান	: যাত্রাবাড়ী ফ্লাই ওভার এর নিচে, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
নিহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর আনুমানিক ১টা ৫০ মিনিট
শহীদের কবরের অবস্থান	: রামচন্দ্রপুর কবরস্থান, ৬নং ভান্ডারা ইউনিয়ন, বিরল, দিনাজপুর

ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ৮৬/২/১০/৬ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ৪ নম্বর গেইট, ডাকঘর: গেন্ডারিয়া-১২০৪, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রামচন্দ্রপুর, ইউনিয়ন: ভান্ডারা, উপজেলা: বিরল, জেলা: দিনাজপুর

শহীদ মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান

ক্রমিক : ৫৮৬

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৪৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: জিয়াউর রহমান ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সালে দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ৬ নং ভাটরা ইউনিয়নের নাড়াবাড়ি মুন্সিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আব্দুল কাফি ও মাতা মরহুমা খালেদা বেগম। শহীদ জিয়াউর রহমানরা পাঁচ ভাই। সীমান্তঘেরা গ্রাম নাড়াবাড়ি মুন্সিপাড়া। গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে দাঁড়াইল বিল। ছায়ায় ঘেরা মায়ায় ভরা গ্রামটিতে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এনে দিয়েছে অসংখ্য ছোট বড় পুকুর আর দিঘী। ছবির মত এমনই সুন্দর গ্রামে কেটেছে শহীদ মোহাম্মদ জিয়াউর রহমানের শৈশবকাল।

গ্রামে রয়েছে বেশ কয়েকটি লিচুবাগান। বাগানের গাছগুলোর ছায়ায় বসে, মধু মাস জ্যৈষ্ঠতে বাগানের লিচু খেয়ে আর গ্রামের মেঠো পথে হেঁটে হেঁটে হয়তো এক সময় শৈশব শেষ হয়েছে তাঁর। গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুর গুলোতে হয়তো গ্রামের দিঘী আর পুকুর গুলোর শীতল পানি প্রাণ জুড়িয়েছে তাঁর। গ্রামটির বর্ণনা শুনে মনের অজান্তেই মনে পড়ে যায় পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের সেই বিখ্যাত কবিতা 'নিমন্ত্রণ' এর কিছু চরণ,

"তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়,
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়;
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি,
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভাইয়ের স্নেহের ছায়,
তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়।"

আপোষহীন শহীদ মোঃ জিয়াউর রহমানের আত্মত্যাগ

শহীদ মোঃ জিয়াউর রহমান পড়াশুনা শেষ করে, তৈরী পোশাক খাতে নিজের কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সুদীর্ঘ ২৫ বছর ধরে পরিবার নিয়ে ঢাকায় বসবাস করছিলেন। সর্বশেষ তিনি ফ্লোরেন্স গ্রুপের কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। স্বৈরাচারী হাসিনার শাসনামল পুরোটাতেই দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচেছে বাংলাদেশের আপামর জনগন। কি ছিল না খুনী হাসিনার শাসনামলে! বিচারবহির্ভূত হত্যা-গুম, ঋণখেলাপি, রিজার্ভ চুরি, দেশের অর্থ বিদেশে পাচার, শিক্ষাখাতে অনিয়মের মহোৎসব, চিকিৎসা খাতের বেহাল দশা আর বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতার কারণে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম!

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল জিয়াউর রহমানদের, আর তাই তো স্বৈরাচারী সরকার পতনের আন্দোলন যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে, তখন তিনি নিজে সময় সুযোগ অনুযায়ী ছাত্রজনতার সাথে একাত্মতা পোষণ করে, সকল কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন তিনি। বাড়িতে অনেকটা গোপনীয়তা রক্ষা করেই আন্দোলনে যেতেন তিনি। কখনো কখনো বলতেন, "অফিসের কাজ আছে।" অথচ বাসায় এসে তার দুই সন্তান ছাড়া স্ত্রীকে গর্ব ভরা বুক নিয়ে বলতেন আন্দোলনের সেদিনের ইতি বৃত্তান্ত। প্রথমদিকেই স্ত্রী শাহনাজ বাঁধা দিলেও পরবর্তীতে তাঁর এমন দৃঢ়চেতা মনোভাব দেখে আর বাঁধা দিতে পারেননি তিনি। সর্বশেষ ৫ আগষ্ট, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একদফা কর্মসূচি 'লংমার্চ টু ঢাকা' সফল করার লক্ষ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন তিনি। তাঁদের মিছিলটি উত্তরা আজমপুর এলাকায় আসলে, লংমার্চে অংশ নেয়া সাধারণ মানুষের ওপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে অতি উৎসাহী নরপিশাচ পুলিশ। ঘাতক পুলিশের বুলেট জিয়াউর রহমানের বুকের বামপাশ ছিদ্র করে পিছন দিকে বেরিয়ে পড়ে। সাথে সাথেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। উনার সাথে থাকা এক সহকর্মী উনাকে নিয়ে নিকটস্থ হাসপাতালে যান। তবে সেখানে চিকিৎসা না পেয়ে তড়িঘড়ি করে সেখান থেকে ক্যান্সার হাসপাতালে নিয়ে যান। পরবর্তীতে সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা জিয়াউর রহমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। দীর্ঘ চারদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে, অবশেষে আগষ্টের ৯ তারিখ সন্ধ্যা ৭ টা ২০ মিনিটে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

মুক্ত বাতাস, প্রাণ ভরে শ্বাস নিচ্ছি যতবার,
পড়ছো মনে তোমরা সকল জাতির অহংকার!

শহীদ সম্পর্কে স্ত্রীর সহোদর ভাইয়ের অনুভূতি

শহীদের স্ত্রী শাহানাজ আক্তার বলেন, "আমার স্বামী কি রকম ছিল, তা হয়তো আমি বর্ণনা করে বোঝাতে পারবো না। মানুষ কতটা অমায়িক হতে পারে তা ওকে দেখে আমি শিখেছি। নিয়মিত সালাত আদায় করতো সে আর আমাকেও উৎসাহ দিত। ইসলামের মৌলিক বিধান গুলো মেনে চলার চেষ্টা করতো। সবার সাথে আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল তাঁর। আত্মমর্যাদার দিক থেকেও সে ছিল সবার চেয়ে আলাদা।"

শহীদ সম্পর্কে তাঁর বড় ভাই বলেন, "জিয়াউর ছিল আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে চতুর্থ। কর্মসূত্রে সে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ঢাকায় বসবাস করতো। ওর সহজ সরল জীবনযাপন মুগ্ধ করতো আমাদের। এখন তাঁর দুটি সন্তান এতিম হয়ে গেল। আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে হলেও, এই নৃশংস হত্যার বিচার দেখে যেতে চাই।"

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ মো: জিয়াউর রহমান পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আয় দিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দেই সংসার চলতো। তবে তার শাহাদাতের ঘটনায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে অসহায় পরিবারটির ওপর। পরিবার নিয়ে জিয়াউর রহমান ঢাকার যে বাসায় ভাড়া থাকতেন, অর্থাভাবে তা ছেড়ে দিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তাঁর স্ত্রী। গ্রামের বাড়িতে কিছুদিন পূর্বেই ঘর নির্মাণ শুরু করেছিলেন শহীদ মোঃ জিয়াউর রহমান কিন্তু মাঝ পর্যায়েই বন্ধ হয়ে গেল তা। ঢাকা ছেড়ে তাঁর পরিবার গিয়ে এখন সেই আধপাকা বাড়িতেই বসবাস শুরু করবে। এদিকে অনিচ্ছা শর্তেও, শহীদের পুত্র সারাফ হোসেনের প্রিয় 'সানরাইজ পাবলিক স্কুল' ছাড়তে হচ্ছে তাকে। সাথে স্কুল ছাড়ছে হচ্ছে তার ছোট্ট বোন জাফনাকেও।

পরিবারটির সহযোগিতা প্রসঙ্গে

প্রস্তাবনা-১: শহীদ পরিবারের বর্তমান অভিভাবক তাঁর স্ত্রীকে এককালীন কিছু অর্থ সহযোগিতা করা অত্যন্ত জরুরী।

প্রস্তাবনা-২: শহীদের পিতৃহীন দুই সন্তানের উচ্চ শিক্ষা ও ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী কোন সহযোগিতা করা।

প্রস্তাবনা-৩: শহীদের নির্মাণাধীন বাড়িটির নির্মাণসম্পন্ন করতে সহযোগিতা করা।

একনজরে শহীদ পরিচিতি

শহীদের পূর্ণনাম	: মো: জিয়াউর রহমান
জন্ম তারিখ	: ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১
পেশা বা পদবী	: চাকুরীজীবী
পিতার নাম	: মরহুম মো: আব্দুল কাফি
মাতার নাম	: মরহুম মোছা: খালেদা
স্ত্রীর নাম	: মোসা: শাহনাজ আক্তার
স্ত্রীর পেশা ও বয়স	: গৃহিনী, ৩৫ বছর
পরিবারের মাসিক আয়	: শহীদের অবর্তমানে কোন আয় নেই
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪
আহত হওয়ার স্থান	: আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা
আক্রমণকারীর পরিচয়	: পুলিশ
নিহত হওয়ার সময়কাল	: ৯ আগস্ট, ২০২৪, সন্ধ্যা: ৭:২০ মিনিট
নিহত হওয়ার স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ
শহীদের কবরের অবস্থান	: নাড়াবাড়ি মুন্সিপাড়া, বিরল, দিনাজপুর
জিপিএ লোকেশন	: 25°3958.2"N 88°28'43.3"E

ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য

স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: নাড়াবাড়ি, মুন্সিপাড়া, ইউনিয়ন: ৬ নং ভান্ডারা, উপজেলা: বিরল, জেলা: দিনাজপুর

আর রোবট তৈরি করা হল না অন্তরের। মা'কে বলা হল না শেষ কথা। স্বাধীন দেশ গড়তে নীরবে প্রাণ দিয়ে গেলেন এই যোদ্ধা। যেন দেশ থেকে অপার সম্ভাবনাময় একটি বালক নীরবে ঝরে গেল।'

"বুট দিয়ে তাঁর বুকে কয়েকটিলাথি মারা হয়"

শহীদ আশরাফুল ইসলাম অন্তর

ক্রমিক : ৫৮৭

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৪৫

শহীদ পরিচিতি

জনাব মিজানুর রহমান ও মাতা হামিদা বানুর একমাত্র ছেলে আশরাফুল ইসলাম অন্তর। ২০০৯ সালের ১২ মে দিনাজপুর জেলার বিরল থানার অন্তর্গত করলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবটা সেখানেই কেটেছে অন্তরের। তাঁর পিতা স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম মেরামত করেন। তবে নিমিষেই সন্তানকে নিয়ে বিপাকে পড়তে হয় আশরাফুল জননীর। যেন সকল স্বপ্ন মুহূর্তে দুঃস্বপ্ন হয়ে ধরা দেয় তার কাছে। তাঁকে না জানিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেন মিজানুর। অবুঝ শিশুর উপর নেমে আসে মানসিক নির্যাতন। অমানবিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একপর্যায়ে ছেলেকে নিয়ে ঢাকার যাত্রাবাড়ী, ডগাইর নতুন পাড়া এলাকায় বোনের বাসায় চলে আসেন হামিদা বানু। সেখানেই নতুন জীবন শুরু হয় অন্তর ও তাঁর মায়ের। রাজধানীর নিউমার্কেটে একটি পোশাক কাঁরখানায় স্বল্প বেতনে চাকরি নেন তিনি। কারখানা থেকে প্রাপ্ত নাস্তা নিজে না খেয়ে সন্তানের জন্য নিয়ে এসে মাতৃ দায়িত্ব পালন করতেন।

হামিদা বানুর ভাষ্যমতে- 'প্রতিদিন ডগাইর থেকে কামরাঙ্গিরচর কাঁরখানায় যাওয়া-আসা বাবদ চল্লিশ টাকা বাস ভাড়ার প্রয়োজন হতো। আমি দুধের শিশু বুকে করে মাইলের পর মাইল হেঁটেছি। নিজে না খেয়ে সন্তানের জন্য খাবার কিনে দিয়েছি। কখনও অন্তরের বাবা একবারও সন্তানের খোঁজ নেয়নি। আমার ছেলে একটু বড় হলে তাকে স্কুলে ভর্তি করেছি। লেখাপড়া শিখিয়েছি। স্বপ্ন দেখতাম একদিন আমার ছেলে অনেক বড় হবে। অন্তর আমাকে লাইট-ফ্যান বানিয়ে দিত। ভেবেছিলাম আমার ছেলে একদিন অনেক বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে। যেই দায়িত্ব ওর বাবার ছিল, সেই দায়িত্ব আমি পালন করেছি। একবারও নিজের সন্তানের খোঁজ করেনি ওর বাবা। আমার ছেলে যখন শহীদ হয়েছে জানার পর, আমি অন্তরের বাবাকে ফোন করে জানিয়েছিলাম। তখনও আমার সাথে রাগারাগি করেছে ওর বাবা। আমি শুধু চাই- আল্লাহ আমার সন্তানকে যেন জান্নাত দান করেন।"

জনাব মিজানুর রহমানের সাথে বিচ্ছেদের পর দীর্ঘ দশ বছর সন্তানকে নিয়ে একাই জীবনযাপন করেছেন হামিদা বানু। বিয়ের সম্বন্ধ আসলেও সন্তানের অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি তিনি। অন্তরের শাহাদতের বছর দুই পূর্বে পিতা-মাতা জোর পূর্বক মুন্সিগঞ্জ জেলার বানিয়াল, আশালিরচর গ্রামের জনৈক ব্যক্তির সাথে মেয়েকে পাত্রস্থ করেন। অন্তর আবারও তাঁর পরিবার ফিরে পায়। কিছুদিন পর হামিদা বানুর কোল জুড়ে জন্ম নেয় একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান ফারিয়া (১)। আবারও মাতৃত্বের স্বাদ পান তিনি। বর্তমানে কারখানার কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করে আবারও পরিবার গড়তে মনোনিবেশ করেছেন শহীদ আশরাফুল ইসলাম অন্তরের জন্মদাত্রী মা হামিদা বানু।

বর্তমানে অন্তরের সৎ বাবা মালয়েশিয়া থাকেন। তিনি এক বছর পূর্বে স্ত্রী'র গহনা বিক্রি করা টাকা দিয়ে প্রবাসে গিয়েছেন। দেশে থাকতে ফাস্টফুডের ব্যাবসা করতেন। টুরিস্ট ভিসা নিয়ে যাওয়ার পর কোম্পানি এখনও তাঁকে ওয়ার্কিং ভিসা দেয়নি। ফলে একপ্রকার অন্তরালে থেকে কাজ করছেন। তিনি মাত্র বিশ হাজার টাকা বেতন পান। যে কারনে সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। গ্রামে পৈতৃক বাড়ী ছাড়া তাঁদের আবাদি কোন জমি নেই।

শহীদের সৃজনশীলতা

শহীদ হওয়ার পূর্বে আশরাফুল ইসলাম অন্তর ডগাইর বাজার, বাশেরপুল রোড, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকার সিদ্দিক-ই-আকবর (রা:) ইন্সটিটিউটের সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়ন করতেন। অন্তরের সৃজনশীলতা দেখে যে কেউ মুগ্ধ হত। তাঁর টেকনিক্যাল জ্ঞান খুব ভালো ছিল। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস নষ্ট হয়ে গেলে নিজেই ঠিক করে ফেলত। ছোট-ছোট লাইট-ফ্যান তৈরি করে মাকে উপহার দিত। বাড়িতে বৈদ্যুতিক কোন সমস্যা হলে নিজেই সমাধান করত। বার বার মাকে বলত- আম্মু, একদিন আমি রোবট তৈরি করব। আমার রোবট তোমার ঘরের সব কাজ করে দেবে।

স্কুল পালিয়ে আন্দোলনের পথে

প্রতিদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি করে অন্তর। একদিন রেগে ভীষণ বকাঝকা করে তাঁর মা। মন খারাপ করে স্কুল ড্রেস পরিহিত অবস্থায় না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে। ঘুম থেকে ডেকে তোলে হামিদা বানু। ছেলেকে আদর করে বলে- তুমি আমার একটাই ছেলে, তোমার কিছু হলে আমি কিভাবে বাঁচব বাবা। অন্তর মায়ের দিকে তাকিয়ে জানায়- 'মা আমি আন্দোলনে যাবই, তুমি আমাকে নিষেধ করবে না'

বিজয় মিছিল ও শাহাদতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার পদত্যাগে উল্লাসে ফেটে পড়ে সারদেশের জনতা। রাজধানী সহ দেশের সমস্ত অলি-গলি থেকে বিজয় মিছিল বের হয়। তেমনই যাত্রাবাড়ী সংলগ্নে বিজয় মিছিল বের করে স্থানীয় জনতা। মায়ের চোখ ফাকি দিয়ে মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন অন্তর। বিজয়ের পরও যেন হাসিনার পেটুয়া বাহিনী থামতে জানে না। চারিদিকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে ঘাতক পুলিশ বাহিনী। শতশত লাশের রক্তে রঞ্জিত হয় যাত্রাবাড়ীর রাজপথ। হঠাৎ বিকাল ৫.০০ টায় আশরাফুল ইসলাম অন্তর গুলিবিদ্ধ হন। ঘাতকের গুলি তাঁর বক্ষ ভেদ করে পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করে। সাথে সাথে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয়দের মতে পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম 'অন্তরকে পা দিয়ে চেপে ধরে। অতঃপর বুকে ও পায়ে গুলি চালায়। বুট দিয়ে তাঁর বুকে কয়েকটি লাথি মারে। মৃত্যু নিশ্চিত হলে আবারও শহীদের দেহকে লাথি দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয় ঘাতক স্বৈরাচারের দোসর নরপিশাচ পুলিশ বাহিনী।

লাশ মেলে ঢামেকে

লাশ খুঁজে না পেয়ে তাঁর মা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। অতঃপর বিজ্ঞপ্তি দেখে এক ব্যক্তি ফোন করে জানায়- 'আপনার ছেলের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরী বিভাগের বাইরে পাওয়া গিয়েছে। আপনারা দ্রুত আসেন।' পাগলের মত হয়ে যায় শহীদের মা। অতঃপর লাশ বুঝে পায় শহীদ অন্তরের মা ও খালা। ছেলের জখম শরীর দেখে মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন হামিদা বানু।

দাফনের স্মৃতিপট

একমাত্র ছেলের লাশ বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে অঝরে কাঁদেন দুখিনী মা। ছেলের লাশ নিয়ে বিপাকে পড়েন তাঁর মমতাময়ী মা। অতঃপর প্রতিবেশীদের সাহায্যে লাশ বাড়িতে আনতে সক্ষম হন তিনি। বারবার বলতে থাকেন- আমার বুকেড় ধন কাইড়া নিলি রে, আমার জানকে ছাড়া কেমনে থাকুম রে।' মাত্র পনের বছরে থামে শহীদ অন্তরের জীবন। ডগাইর নতুন পাড়া মসজিদে জানাজা শেষে যাত্রাবাড়ীর ডগাইর কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হন শহীদ আশরাফুল ইসলাম অন্তর।

শহীদ সম্পর্কে খালার অভিমত

অন্তর আমার কাছেই বড় হয়েছে। তাঁর টেকনিক্যাল জ্ঞান খুব ভালো ছিল। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে যেন ঠিক করে ফেলত। আমি তার খালা হলেও আমাকে আদর করে মা বলে ডাকত। আমরা পাঁচ বোন। সবাই অন্তরকে আদর করতাম। অন্তরের মৃত্যুতে যেন আমি আমার সন্তানকে হারিয়েছি, বোনের সন্তান নয়। যে আমার সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে তার যেন ফাঁসি হয়। আমি তার বিচার চাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল, ঢাকা
জন্ম সনদ

নাম: আশরাফুল ইসলাম অন্তর
জন্ম তারিখ: ১২-০৫-২০০৯
বারই মে দুই হাজার নয়
লিঙ্গ: পুরুষ
পিতার নাম: মিজানুর রহমান
জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: হামিদা বানু
জাতীয়তা: বাংলাদেশী

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: আশরাফুল ইসলাম অন্তর
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১২ মে ২০০৯ ও (১৫)
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল: ০৫:১০টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ী
দাফন করা হয়	: যাত্রাবাড়ী ডগাইর কবরস্থান
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°42 Õ36,4'N90°28'31.6ÕÕEÕ23.710098,90.475451
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বানিয়াল, আশালির চর উপজেলা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
পিতা ও মাতা	: মিজানুর রহমান, হামিদা বানু (বৈবাহিক বিচ্ছেদ হয়েছে, শহীদের সকল দায়িত্ব মা পালন করেছেন)
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: টিনের তৈরি পৈতৃক বাড়ি আছে, আবাদি জমি নেই
ভাইবোনের বিবরণ	: একমাত্র বোন: ফারিয়া, বয়স: ১ বছর, (মায়ের কাছে আছে)

প্রস্তাবনা

১. শহীদের মাকে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. ঋণ পরিশোধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে
৩. শহীদের একমাত্র বোনকে এতিম প্রতিপালনের আওতাভূক্ত করা যেতে পারে

শহীদ আব্দুল্লাহ আল মাহিন

ক্রমিক : ৫৮৮

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০০১

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ আব্দুল্লাহ আল মাহিন। পিতা জামিল হোসেন সোহেল ও মাতা সামিরা জাহান মুনির ঘর আলোকিত করে এই ধরণীতে আগমন করেন ১১ জুলাই ২০০৮ সালে। তার গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালি থানার চরপাড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত পুরোহিত পাড়া গ্রামে।

পেশায় মাহিন ছিলেন ছাত্র। পড়াশোনা করতেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, ঢাকাতে। এই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে তিনি ডিপ্লোমা কোর্সে ১ম সেমিস্টারের ছাত্র ছিলেন। পড়াশোনায় মাহিন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী।

মাহিন ছিলেন বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। তার পিতা জামিল হোসেন সোহেল ছিলেন প্রবাসী। দীর্ঘদিন তিনি সিঙ্গাপুর ছিলেন। দেশে এসে আবারও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন রোমানিয়া যাওয়ার। কিন্তু একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি আর দেশ ছেড়ে কোথাও না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদিকে একমাত্র বুকের মানিকের মৃত্যুতে তার মা সামিরা জাহান মুনি পাঁচ দিন যাবত মুখে কিছু তোলেননি। ফলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

মাহিনকে হারিয়ে তার পিতা-মাতা এখন নিঃস্ব অসহায়।

যেভাবে শহীদ হন মাহিন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ৯ দফা দাবি আদায়ে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ ও আন্দোলনে ঢাকার রাজপথ থেকে শুরু করে সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবক থেকে শুরু করে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ সংহতি প্রকাশ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

দিনটি ৪ আগস্ট ২০২৪। উত্তরা আজামপুর মোড় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল। সেখানেই ছিলেন মাহিন; এক সাহসী তরুণ, যিনি চোখে স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। পুলিশ ও ছাত্রলীগের সাথে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে হাহাকার । আন্দোলনের উত্তপ্ত মুহূর্তে একপর্যায়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়ে পুলিশ ও কুখ্যাত ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। একটা বুলেট মাহিনের বাম চোখ দিয়ে ঢুকে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে। সেই মুহূর্তটা যেন এক ভয়াবহ ধ্বংসের বার্তা নিয়ে আসে তার জন্য।

স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তাক্ত মাহিনকে দ্রুত স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে তার কোনো স্থান হয়নি। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ারও কেউ ছিল না। অতঃপর অনেক চেষ্টা করে তাকে অন্য একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ICU-তে দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা মৃত্যুর সাথে লড়াই করেও শেষ রক্ষা হয়নি তার। মাহিনের প্রাণপাখি উড়ে যায় অজানা গন্তব্যে। মৃত্যুর আগে তিনি তার মায়ের নামই বারবার উচ্চারণ করছিলেন। বলছিলেন, 'আমার মায়ের নাম মুনি।' এই কথাই যেন তার শেষ কথা, এই কথাই যেন এক বুক আর্তনাদ।!

শহীদ মাহীন সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

শহীদ আব্দুল্লাহ আল মাহিন ছিলেন অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল ও সদা তৎপর এক মেধাবী ছাত্র। তিনি উত্তরা ইউনাইটেড কলেজ থেকে ২০২৪ সালে বিজ্ঞান বিভাগ হতে কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পাস করেন। পরবর্তীতে ভর্তি হন ঢাকা শহরের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজিতে। এই প্রতিষ্ঠানের সিএসই ডিপার্টমেন্টের ডিপ্লোমা কোর্সের ১ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি।

আকাশে ঘন কালো মেঘ! তীব্র ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে প্রকৃতি! ঠিক তেমনই এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে শেষ হলো ময়মনসিংহের তরুণ আব্দুল্লাহ আল মাহিনের তাজা প্রাণ। বাবামায়ের একমাত্র ছেলে, পরিবারের স্বপ্নের প্রদীপ! সবে কলেজের সিঁড়িতে পা রাখা মাহিন আজ আর নেই! এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা ভেঙ্গে চুরমার করে দিলো একটি স্বপ্নময় জীবন।

শহীদ মাহিনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই তার পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। শোকে পাথর হয়ে যান তার বাবা-মা। মাহিনের মা মুনি তার সন্তানের অকাল মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তার সব স্বপ্ন, সব আশা! তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষাও কারো নেই। একমাত্র ছেলের এই অকাল মৃত্যুতে শোকাহত মা টানা ৫ দিন ধরে কিছুই খাননি।

মাহিনের বাবা জনাব জামিল হোসেন প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে সিঙ্গাপুরে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাকে সংসারের প্রয়োজনেই উৎসর্গ করতে হয়েছে। তার একমাত্র ছেলে মাহিন ছিল তার স্বপ্নের আশ্রয়। কিছুদিন হলো তিনি দেশে ফিরেছেন এবং নতুন কর্মজীবনের খোঁজে রোমানিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তারই অংশ হিসেবে ভিসাসহ যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই তার রোমানিয়ায় পাড়ি জমানোর কথা ছিল। কিন্তু ছেলের অকাল মৃত্যু তার সেই পরিকল্পনাকে চিরতরে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এখন তার কাছে কোনো বিদেশের স্বপ্ন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা- সবই অর্থহীন। চোখের সামনে যে তার একমাত্র সন্তান অদৃষ্টের নির্মমতায় বিদায় নিয়েছে! জীবন যে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তা কেউ ভাবেনি। ময়মনসিংহের এই তরুণ, যে এখনও কৈশোরের গন্ধ মেখে জীবনের পথ চলছিলেন, আজ তাকে হারিয়ে সবাই স্তব্ধ। এলাকার মানুষজনেরও যেন বিশ্বাস হতে চায় না, তাদের পরিচিত সেই হাসিখুশি ছেলেটি আর নেই! আজ সে শহীদের তালিকায়!

শহীদ স্বজনের অনুভব-অনুভূতি

জীবনের শেষ মুহূর্তে মায়ের নাম উচ্চারণ করে মাহিন পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে গেল। তার এই শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে একটি নতুন ইতিহাস যুক্ত হলো। ইতিহাসের রক্তাক্ত পাতায় লেখা হয়ে গেল একটি তাজা প্রাণের অন্তিম বিদায়। তার বাবা-মায়ের আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহ যেন শহীদ আব্দুল্লাহ আল মাহিনের খুনিদের উপযুক্ত বিচার করেন এবং আব্দুল্লাহ আল মাহিনকে যেন আল্লাহ জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করেন।

মাহিনের চাচী বলেন, "সকালে নাস্তা করেছিল মাহিন। নিজে নিজেই ডিম ভেজে খেয়ে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায় সে। বাবা-মা আন্দোলনে যেতে দিতে রাজি ছিল না বলে সে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেত। প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধব সবার সাথেই তার ভালো সম্পর্ক ছিল।"

তার সহপাঠী, বন্ধু এবং এলাকার মানুষজনের মুখে একটাই কথা"মৃত্যুর বিচার চাই! এভাবে আর কত প্রাণ যাবে আর কত মায়ের বুক খালি হবে?"

প্রতিটি হৃদয়ে আজ এই প্রশ্ন! সকলেই আজ শোকাচ্ছন্ন!

এক নজরে শহীদ মাহিন

পূর্ণ নাম	: আব্দুল্লাহ আল মাহিন
জন্ম তারিখ	: ১১.০৭.২০০৮
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: হাসপাতালের আইসিইউ, উত্তরা, ৪ঠা আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৫টা
আহত হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: আজামপুর মোড়, উত্তরা, ঢাকা, ৪ঠা আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১২টা
আঘাতের ধরন	: বাম চোখে গুলি
ঘাতক	: পুলিশ ও ছাত্রলীগ (ডিবি রাসেল)
সমাধিস্থল	: ভাটিকাশর গোরস্থান, ময়মনসিংহ
পেশা	: শিক্ষার্থী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা
পিতা	: জামিল হোসেন সোহেল
মাতা	: সামিরা জাহান মুনি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পুরোহিত পাড়া, ইউনিয়ন: চরপাড়া থানা: কোতোয়ালি, জেলা: ময়মনসিংহ

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদের পিতার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন

শহীদ মো: রিদওয়ান হোসেন (সাগর)

ক্রমিক : ৫৮৯

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০০২

শহীদ পরিচিতি

ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার চৌরাঙ্গির মোড় আকুয়া ইউনিয়নের ফুলবাড়িয়া গ্রামে মো: আসাদুজ্জামান আসাদ ও রহিমা খাতুন দম্পতির কোল জুড়ে আগমন ঘটে মো: রিদওয়ান হোসেন সাগরের। সেই দিনটি ছিল ২০০১ সালের ১ আগস্ট। পরিবারের প্রথম সন্তানের আগমনে সেদিন এই দম্পতির খুশির সীমা ছিলনা। আজ অদৃষ্টের পরিহাসে সেই পরিবারটি শোকের সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে।

শহীদ রিদওয়ান হোসেন পেশায় ছিলেন ছাত্র। ফুলবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজে অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট নিয়ে স্নাতক চতুর্থ বর্ষে পড়তেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র।

রিদওয়ান হোসেনের পিতা আসাদুজ্জামান একজন সফল মুদি ব্যবসায়ী। এই ব্যবসা থেকে তার মাসিক আয় ৬০,০০০ টাকা। শহীদ রিদওয়ান তার পিতাকে ব্যবসায়িক কাজে সর্বদা সহায়তা করতেন। তার মৃত্যুর শোকে বাবার এই সফল ব্যবসা এখন ব্যাহত হচ্ছে।

শহীদ রিদওয়ানের মা রহিমা খাতুন একজন গৃহিণী। তিনি বিগত আট বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছেন।

শহীদ রিদওয়ানের পরিবারে আরও রয়েছে তার একমাত্র ছোট বোন আফিয়া তাবাসসুম। তিনি আনন্দমোহন কলেজে স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

শহীদ হন যেভাবে

শহীদ রিদওয়ান ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের একজন অগ্রজ সৈনিক। তিনি নিয়মিত আন্দোলনে যোগদান করতেন এবং অন্যকে যোগ দিতে উৎসাহিত করতেন। রিদওয়ান ছিলেন বাবা মায়ের খুবই আদরের একমাত্র ছেলে।

দিনটি ছিল ১৯ জুলাই। দুপুরে খেয়ে রিদওয়ান বাসা থেকে বের হন আন্দোলনের উদ্দেশ্যে। প্রথমে তিনি গিয়ে যোগ দেন তার কলেজের মিছিলে। এরপর কলেজের সেই মিছিলটি গিয়ে মিলিত হয় শহরের প্রধান মিছিলে। বৃহৎ সেই মিছিলটি পুরো শহর প্রদক্ষিণ শেষ করে একসময় ছোট হয়ে ৬০-৭০ জনে নেমে আসে। সে সময় তিনি এই দলের সাথে বাসায় ফিরছিলেন। ছাত্র-জনতার দলটি যখন মিন্টু কলেজের সামনে আসে, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে সরকারদলীয় আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং এদের অঙ্গসংগঠনের কুখ্যাত সন্ত্রাসী আর ক্যাডারেরা। যার নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় সংসদ সদস্য মহিতুর রহমান। সময় তখন আনুমানিক সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিট। আওয়ামী এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ছোঁড়া গুলিতে ময়মনসিংহের মিন্টু কলেজের সামনে সেদিন কমপক্ষে ৪ জন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ৩৫ জন আহত হয়। শহীদ রিদওয়ান মিছিলের অগ্রভাগে থাকার কারণে গুলিবিদ্ধ সেই ৪ জনের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। সাথে সাথে রিদওয়ানের সহযোদ্ধারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে যাওয়ার পথেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। নিভে যায় সম্ভাবনাময় এক তরুণের জীবন প্রদীপ।

শহীদ সম্পর্কিত আরো কিছু কথা

ফুলবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী রিদওয়ান হোসেন সাগর। সাগর লেখাপড়ার পাশাপাশি নগরীর একটি কম্পিউটারের দোকানে খণ্ডকালীন চাকরি করতেন। পাশাপাশি বাবার মুদি ব্যবসায় সহযোগিতা করতেন সমান তালে।

রিদওয়ান একজন ভালো ছাত্র ছিলেন। তিনি মাধ্যমিকে পড়াশোনা করেছেন ময়মনসিংহ শহরের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে। উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা করেছেন ময়মনসিংহ শহরের স্বনামধন্য কলেজ ময়মনসিংহ কমার্স কলেজে। এরপর হিসাববিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক চতুর্থ বর্ষে ফুলবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজে ভালো ফলাফল করে সুনামের সাথে পড়াশোনা করছিলেন। তিনি কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছেও খুবই আদরের, স্নেহের ছাত্র ছিলেন। সহপাঠীরা তার মর্মান্তিক মৃত্যুতে চরমভাবে ব্যথিত ও শোকাহত। তারা তার মৃত্যুর সঠিক বিচার চায়।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা রিদওয়ানের লাশ নিয়ে মিছিল করতে চাইলে তার বাবা এবং পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে তারা লাশ নিয়ে মিছিল না করে তাকে তার বাড়ি নিয়ে যায়।

রিদওয়ানের ছোট বোন আফিয়া তাবাসসুম সরকারি আনন্দমোহন কলেজে ম্যানেজমেন্টে অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। ভাইয়ের বিয়োগান্তে সে এখন শোকে কাতর। তার নিষ্পাপ চোখের চাহনি যে কারো বুকে ব্যথার তুফান তোলে।

রিদওয়ানের মা ৮ বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছেন। ছেলের মৃত্যুতে এখন মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ মায়ের হাহাকারে আকাশ ভারী হয়ে উঠেছে।

রিদওয়ানের মৃত্যুতে ফুলবাড়িয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। তার বাবা এবং গ্রামবাসী এই হত্যার বিচার চায়।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারের নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পূর্ণ নাম	: মো: রিদওয়ান হোসেন (সাগর)
জন্ম তারিখ	: ০১.০৮.২০০১
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: ময়মনসিংহ মিন্টু কলেজের সামনে, ১৯শে জুলাই' ২০২৪, সন্ধ্যা: ৬:৩০
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: আওয়ামীলীগ ও তাদের অঙ্গসংগঠন (এমপি মুহিতুর রহমান)
সমাধিস্থল	: ময়মনসিংহ
পেশা	: শিক্ষার্থী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: ফুলবাড়িয়ার ডিগ্রী কলেজ
পিতা	: আসাদুজ্জামান আসাদ
মাতা	: রহিমা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ফুলবাড়িয়া, ইউনিয়ন: চৌরাঙ্গীর মোড় আকুয়া, থানা: ময়মনসিংহ সদর, জেলা: ময়মনসিংহ
ভাইবোন	: ১ বোন। আফিয়া তাবাসসুম। শিক্ষার্থী, আনন্দমোহন কলেজ

শহীদ আসীর ইনতিশারুল হক

ক্রমিক : ৫৭০

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০০৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আসীর ইনতিশারুল হকের জন্ম ২০০৩ সালের ২৩ জুন। তার জন্মস্থান উজান বৈলর। ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বৈলর ইউনিয়নের ছায়া-সুনিবিড় মনোরম একটি গ্রাম উজান বৈলর। এই গ্রামের আহম এনামুল হক ও নাজমুন নাহার দম্পতির কোল জুড়ে আগমন ঘটে পরিবারের প্রথম সন্তান শহীদ ইনতিশারুল হকের।

শহীদ ইনতিশারুল হক পেশায় ছিলেন ছাত্র। তিনি পড়াশোনা করতেন ত্রিশালের কাঁঠাল হাই স্কুল এন্ড কলেজে।

তার পিতা এনামুল হক (৫২) পেশায় একজন ব্যবসায়ী। আর্থিকভাবে তারা যথেষ্ট সচ্ছল। তার বাবার মাছ-মুরগির খাবারের ব্যবসা আছে। যেখান থেকে তাদের প্রতি মাসে আয় হয় ৫০,০০০-৬০,০০০ হাজার টাকা। তবে আন্দোলন চলাকালীন তিনি তার ব্যবসায় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত না থাকলেও কিছু দুর্বৃত্ত তার দোকানে হামলা চালায়। তার মাতা নাজমুন নাহার (৪৫) পেশায় গৃহিণী।

তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন বড়। তার আর দুই ভাইয়ের মধ্যে বাসিরুল হক মাহি (১৯) ইন্টারমিডিয়েট ১ম বর্ষের ছাত্র। আর ছোট ভাই মুবিন (১০) হিফজ সম্পন্ন করছে।

শহীদ হন যেভাবে

২০২৪ সালের জুলাইয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের সময়কার একজন প্রতিবাদী আন্দোলনকারী ছিলেন শহীদ আসীর ইনতেশার। লং মার্চ টু ঢাকা কার্যক্রমের অংশগ্রহণকারীও ছিলেন তিনি। ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন লং মার্চ টু ঢাকার ডাক দিলে শহীদ ইনতিশার তার তিন বন্ধুসহ ঢাকায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। খন্ড খন্ড কিছু মিছিলেও যোগ দেন সেদিন।

তাদের লংমার্চকে ব্যর্থ করে দিতে বিকাল ৪টার দিকে মাওনা পল্লী বিদ্যুৎ মোড়ে পৌঁছালে তাদের লক্ষ্য করে বিজিবি সদস্যরা গুলিবর্ষণ করে। দুটি বুলেট বিদ্ধ হয় তার শরীরে। একটি বুলেট তার পেটের ডান দিক দিয়ে ঢুকে অপরপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আরেকটি বুলেট তার ডান হাতের বাহুতে লাগে। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গাড়ির অভাবে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই রক্ত সাগরে ভেসে গিয়ে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন প্রতিবাদী এই তরুণ।

শহীদ সম্পর্কে জানা যায় আরো যা কিছু

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সমবয়সীদের সাথে সহযোগিতাপরায়ণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব -এই বিশেষ গুণগুলো যার সাথে যায়, তার নাম শহীদ আসীর ইনতিশারুল হক। সবার প্রিয় এই তরুণ তার পরিবারের মধ্যমণি ছিলেন। ত্রিশালের কাঁঠাল হাই স্কুল এন্ড কলেজের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে একজন হয়েও শেষ পর্যন্ত মা-বাবার ভবিষ্যতের দায়িত্ব বহনকারী হতে পারলেন না তিনি। সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন অধরা এক জগতে।

বাশিরুল হক মাহি এবং মুবিনের আদর্শ বড় ভাই ইনতিশারের এমন চলে যাওয়া তার এলাকা, পরিবার, সহপাঠী এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাপক শোকের আবহ তৈরি করে। আফসোসের জন্ম দেয় এই যে, যে বিজয়ের জন্য তার এত লড়াই, সে বিজয়ের পরবর্তী ভোর তার আর দেখা হলো না। সেই ভোরে শুধু কান্নার আহাজারি আর রোনাজারি উঠেছিল তার ঘরে। আকাশ ভারী হয়ে বর্ষিত হয়েছিল বৃষ্টি।

পরিবারের ভবিষ্যতের সহযোগী বড় ছেলেকে হারানোর কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে তার বাবা-মায়ের আকুতি– তার হত্যাকারীদের যেন সঠিক বিচার করা হয় এবং তাকে যেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়। তারা আরো কামনা করেন, মহান আল্লাহ তা'আলা যেন শহীদ আসীর ইনতিশারুল হককে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করেন।

শহীদ-স্বজনদের অনুভব-অনুভূতি

শহীদ সম্পর্কে তার চাচা মো. নাজমুল হক বলেন, ইনতিশার ছোটবেলায় এক পারা কুরআন হেফজ করেছিল। তার সমবয়সীদের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল এবং সে ভ্রমণপ্রিয় ছিল। সবার সাথে ভালো ব্যবহার, মানুষকে সহযোগিতা করা এবং প্রতিবাদী মানসিকতা -এগুলো তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল।

শহীদের ছোটবেলার বন্ধু ও আন্দোলনের সহযোগী মোঃ মেহেদী হাসান ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে জানান, ৫ আগস্ট সকাল ১১ টায় তারা একটা সিএনজি নিয়ে ত্রিশাল থেকে মাওনা পর্যন্ত যায় এবং সেখানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের মিছিলে যোগ দেয়। এ সময় বিজিবি, ছাত্রদের প্রতিহত করার জন্য নির্বিচারে গুলি ছোঁড়ে। এতে অনেক ছাত্র গুলি বিদ্ধ হওয়াতে ছাত্ররা আরো বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। বিকাল ৩ টায় শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবরে তারা আরো সমাবেশ মিছিল করতে থাকে। তখনও বিজিবি ক্রমাগত গুলি চালাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই ইনতিশার গুলিবিদ্ধ হয়। গাড়ি না থাকার কারণে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে একটি মাইক্রোবাস পাওয়া গেলেও আর লাভ হয়নি। মাইক্রোবাসে করে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারের নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া।

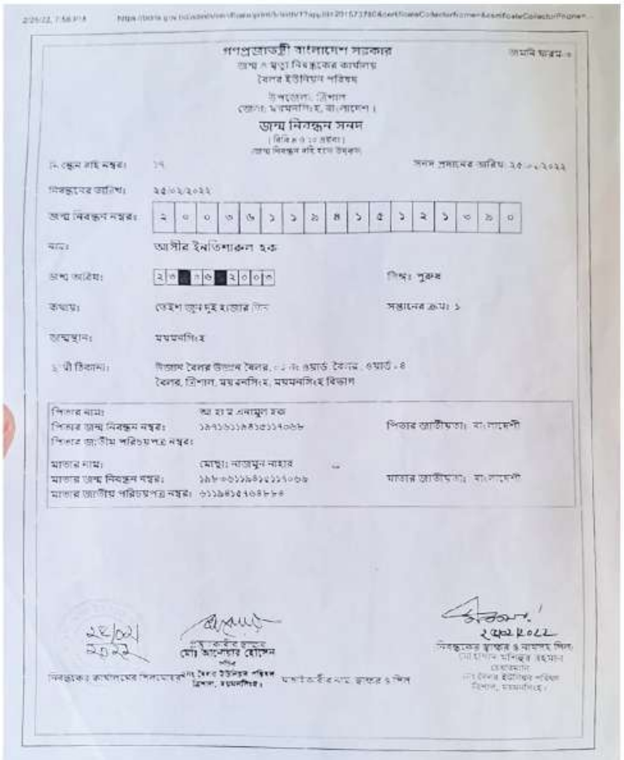
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জন্ম নিবন্ধন সনদ

নাম: আসীর ইনতিশারুল হক

জন্ম তারিখ: ২৩[redacted]০৬[redacted]২০০৩

লিঙ্গ: পুরুষ

জন্মস্থান: ময়মনসিংহ

পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: মোছাঃ নাজমুন নাহার

মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

এক নজরে শহীদের তথ্যাবলি

পূর্ণ নাম	: আসীর ইনতিশারুল হক
জন্ম তারিখ	: ২৩.০৬.২০০৩
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: মাওনা পল্লী বিদ্যুৎ মোড়, গাজীপুর, ৫ ই আগস্ট' ২০২৪, বিকাল ৪টা
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: বিজিবি
সমাধিস্থল	: উজান বৈলর, ত্রিশাল
পেশা	: শিক্ষার্থী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: কাঁঠাল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ত্রিশাল
পিতা	: আ হ ম এনামুল হক
মাতা	: নাজমুন নাহার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উজান বৈলর, ইউনিয়ন: বৈলর, থানা: ত্রিশাল, জেলা: ময়মনসিংহ
ভাইবোন	: ২ ভাই। বাশিরুল হক মাহি (শিক্ষার্থী), মুবিন (হিফজ বিভাগ)

শহীদ মো: নাজমুল ইসলাম রাজু

ক্রমিক : ৫৯১

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০০৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ নাজমুল ইসলাম রাজু জন্মগ্রহণ করেন ১৯৮৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর। তার জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার মুন্সিবাড়ি গ্রাম। সুজলা সুফলা এই গ্রামটি ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালি থানার সিটি ইউনিয়নে অবস্থিত। এই গ্রামের মো: নিলু এবং মোসা: সাজেদা বেগমের ঘর আলোকিত করে আগমন ঘটে নাজমুল ইসলাম রাজুর।

শহীদ নাজমুল ইসলাম রাজু পেশায় ছিলেন দর্জি। ঢাকার উত্তরায় একটি টেইলার্সে তিনি দর্জির কাজ করে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন।

শহীদ নাজমুল ইসলামের পরিবারে বাবা-মা, স্ত্রী ও এক কন্যা সন্তান রয়েছে। শহীদ রাজুরা দুই ভাই। বড় ভাইয়ের সংসার আলাদা।

শহীদ নাজমুল ইসলাম রাজুর পিতার কোনো জমিজমা নেই। তাই নিজ দেশে পরবাসীর মতো নিজ গ্রামে তাকে ভাড়া বাসায় থাকতে হতো। তার মৃত্যুর পর তার বাবা-মা, স্ত্রী এবং কন্যা তার বড় ভাইয়ের বাড়িতে উঠতে বাধ্য হয়েছেন। যেখানে তার বড় ভাইয়ের স্ত্রী ও এক কন্যা সন্তান রয়েছে। বর্তমানে এই ৭ জনের পরিবারটি খুবই অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন।

নাজমুল ইসলাম রাজু শহীদ হন যেভাবে

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন এবং ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত বিজয়ের দিন ৫ আগস্ট ২০২৪। এই দিন দুপুর ২ টায় শহীদ নাজমুল ইসলাম রাজু তার স্ত্রীর সাথে ফোনে কথা বলেন। তিনি স্ত্রীকে কিছু টাকার জন্য কল দিয়েছিলেন, যাতে উত্তরা থেকে বাড়িতে পৌঁছাতে পারেন। এর কিছুক্ষণ পর ঢাকাসহ সারা দেশে শেখ হাসিনার বিজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় রাস্তায় মহল্লায় মহল্লায় জনসাধারণ বেরিয়ে আসে এবং বিজয় উল্লাস করতে থাকে। সেদিন উত্তরাতেও মানুষের ঢল নামে। বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে শহীদ নাজমুল ইসলাম রাজু বিজয় মিছিলে অংশ নিতে এবং সার্বিক পরিস্থিতি দেখার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।

হাসিনা পালানোয় খন্ড খন্ড আনন্দ মিছিলে মানুষ স্বৈরাচার বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে সেই মিছিলে পুলিশ অতর্কিত আক্রমণ চালায়। গুলি ছোঁড়ে এলোপাথাড়ি। একটা গুলি এসে লাগে শহীদ নাজমুল ইসলামের শরীরে। নিমিষেই রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়েন শহীদ রাজু। প্রচন্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তার। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান রাজু যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আনুমানিক ৫টা (৪:৫৭) বাজে।

এদিকে রাজুর পরিবার তার কোনো খোঁজ পাচ্ছে না। সংশয় জেগে ওঠে তার স্ত্রীর মনে। হাহাকার করে ওঠে তার বুকটা। কোনোভাবে রাজুর খোঁজ না পাওয়ায় ছুটে আসেন উত্তরাতে। খুঁজতে থাকেন এ হাসপাতাল, সে হাসপাতাল। ততক্ষণে তার মনে উঠে গেছে বেদনার ঝড়। যে ঝড় ভেঙ্গেচুরে চুরমার করে দিচ্ছে তার অন্তর। স্বামী হারানোর বেদনা ততক্ষণে তিনি টের পাচ্ছেন।

অবশেষে শহীদ নাজমুল ইসলাম রাজুর মৃতদেহ পাওয়া যায় কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালের মর্গে।

শহীদ নাজমুল ইসলাম রাজু সম্পর্কে আরো যা জানা যায়

শহীদ নাজমুল ইসলাম রাজু থাকতেন ময়মনসিংহ শহরের মুন্সিবাড়ি এলাকায়। তাদের কোনো জায়গা-জমি অর্থ সম্পদ না থাকায় নিজ দেশে পরবাসীর মতো নিজ গ্রামেই ভাড়া বাসায় থাকতে হতো। ঢাকার উত্তরায় একটি টেইলার্সে দর্জির কাজ করে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কায়ক্লেশে দিন পার হতো তার। কিন্তু কে জানত, দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেদিন মানুষ হাসছে বিজয়ের হাসি, সেদিনই তার জীবনের ইতি ঘটবে!

স্বৈরাচার পতনে নতুন স্বাধীনতায় বিজয়ের উল্লাস দেখতে বেরিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি। পরিবারকে ব্যথিত করে, একমাত্র মেয়েকে এতিম করে চলে যান না ফেরার দেশে। তার মৃত্যুতে পরিবার এবং এলাকাবাসী গভীরভাবে শোকাহত। একই সাথে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার চায়। তার পরিবারকে যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে সহযোগিতা করা হয়, সেটিও চায় তারা।

শহীদ স্বজনের অনুভব-অনুভূতি

শহীদ নাজমুল ইসলাম রাজু সম্পর্কে তার এক এলাকাবাসী জসিম মিয়া বলেন, তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন।

সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)
প্রধান কার্যালয় : সি-২৫, জালেশ্বর, শিমুলতলা, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
ফোন : ২২৪৪৪২৪০৩, ২২৪৪৪৬২২৯, ২২৪৪৪৪৭২০
ইমেইল : sushelp360@gmail.com, ওয়েব : www.sus-bd.org
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত
সনদ নং ০০১৬১-০০২০৯-০০০১৪, তারিখ : ০৫/০৯/২০০৭
MRA- হটলাইন-১৬১৩৩

সঞ্চয় ও ঋণ পাশ বই জাগরণ/সুফলন

শাখার নাম :
সদস্যের নাম :
সদস্য কোড নং :
স্বামী/পিতার নাম :
মোবাইল নম্বর (নিজ/স্বামী/পিতা)(টিক) দিন :
ঠিকানা :
সমিতির নাম ও কোড নম্বর :
সদস্য হওয়ার তারিখ :
: ক্রেডিট অফিসারের নাম ও মোবাইল নম্বর :

কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Zone - 02
Mymensingh City Corporation, Mymensingh

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Death Registration Number
19846193516098052

Date of Birth	25/12/1984	Sex	Male
Date of Death	05/08/2024		
In Word	Fifth of August Two Thousand Twenty Four		
		Name	Md Nazmul Islam Raju
		Mother	Mst Saeda
		Nationality	Bangladeshi
		Father	Md Nilu
		Nationality	Bangladeshi
		Place of Death	Dhaka, Bangladesh
		Cause of Death	Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

এক নজরে শহীদ নাজমুল ইসলাম রাজু

পূর্ণনাম	: মো: নাজমুল ইসলাম রাজু
জন্ম তারিখ	: ২৫.১২.১৯৮৪
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: উত্তরা, ঢাকা ৫ই আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৫টা
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: পুলিশ
সমাধিস্থল	: কালিবাড়ি গোরস্থান, ময়মনসিংহ
পেশা	: দর্জি
প্রতিষ্ঠান	: উত্তরার একটি টেইলার্স, ঢাকা
পিতা	: মো: নিলু
মাতা	: মোসা: সাজেদা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মুন্সি বাড়ি, ইউনিয়ন: সিটি, থানা: কোতোয়ালি, জেলা: ময়মনসিংহ
স্ত্রী-সন্তান	: স্ত্রী ও ১ কন্যা সন্তান
ভাইবোন	: বড় ভাই ১ জন, তিনি শ্রমজীবী

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. একখণ্ড জমি ও একটি বাড়ি তৈরি করে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন
২. এতিম বাচ্চার ভরণ পোষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন
৩. এককালীন আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন
৪. স্ত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন

শহীদ আমিরুল ইসলাম

ক্রমিক : ৫৯২

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০০৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আমিরুল ইসলাম ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল ইউনিয়নের ছলিমপুর গ্রামে ১৯৯৭ সালের ৬ মে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৃত জাফর আলী। মাতা মৃত হাজরা খাতুন।

পেশায় শহীদ আমিরুল ইসলাম মোয়াজ্জিন ও ফল বিক্রেতা ছিলেন। উত্তরা আজামপুর কাঁচাবাজার রেলগেট মসজিদে তিনি মোয়াজ্জিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন এবং এ বাজারেই দিনের বাকি অংশে তিনি ফল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

শহীদ আমিরুল ইসলামের পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী এবং ৩ সন্তান। ২ মেয়ে এবং ১ ছেলে। বড় মেয়ে ৪ বছর বয়সী তুয়া, মেজ মেয়ে আড়াই বছর বয়সী তুষা এবং একমাত্র ছেলে সন্তান ১ বছর বয়সি মুহাম্মদ মুয়াজ।

তার স্ত্রী প্রতিবন্ধী হওয়ায় শিশু সন্তানদের লালনপালন করতে তার বেগ পেতে হতো। এখন তার মৃত্যুতে তার স্ত্রী শিশু সন্তানদের নিয়ে চরম বিড়ম্বনায় পড়েছেন। এর ওপর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নিহত হওয়ায় তার অসহায় স্ত্রী এবং শিশু সন্তানদের দুর্দশার সীমা নেই।

উল্লেখ্য শহীদ আমিরুল ইসলাম ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর একজন সক্রিয় কর্মী।

যেভাবে শহীদ হন আমিরুল ইসলাম

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে তখন উত্তাল গোটা দেশ। রংপুরের আবু সাঈদ শহীদ হওয়ার পর থেকে প্রতিদিন পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গুলিতে শহীদ হচ্ছিল অনেকেই। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল সারা দেশে ছাত্রদের আন্দোলন সংগ্রাম।

তেমনই এক সংগ্রামমুখর দিন ১৮ জুলাই ২০২৪। এই দিন শহীদ আমিরুল ইসলাম বেলা তিনটার দিকে তার পরিবারের সাথে আর্থিক অবস্থা নিয়ে কথা বলেন। এরপর উত্তরার বিএনএস সেন্টারে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে রাজপথে হাঁটছিলেন। একদিকে নিরীহ ছাত্রদের মুহুর্মুহু স্লোগানে উত্তাল, আরেকদিকে অবস্থান স্বৈরাচার খুনি হাসিনার পোষা পুলিশ বাহিনী।

সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটের দিকে হঠাৎ ছাত্রদের মিছিলে এই পুলিশ বাহিনী গুলি ছোঁড়ে। হিংস্র পুলিশের ছোঁড়া দুটো বুলেট শহীদ আমিরুল ইসলামকে মারাত্মকভাবে জখম করে। একটি বুলেট তার চোখ দিয়ে ঢুকে মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, আরেকটি বুলেট তার মুখ ভেদ করে মাথার ভেতরে গেঁথে যায়।

এমতাবস্থায় তিনি তার বাড়িতে পরপর তিনটি নাম্বারে কল করেন, কিন্তু কল রিসিভ হয়নি। অতঃপর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

পরিবার যখন তার কল দেখে, তখন অনেক বার কল করা হয় তার নাম্বারে। কিন্তু তার কোনো খোঁজ মেলে না। তারপর থেকে তার পরিবার তাকে হন্যে হয়ে খোঁজে সারা ঢাকা শহর। কিন্তু ৩ দিন পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অবশেষে ২১ জুলাই ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলের মর্গে তার লাশের সন্ধান মেলে। লাশ নেওয়ার জন্য মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার চেষ্টা করলেও তার পরিবারকে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়।

শহীদ আমিরুল ইসলাম সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

শহীদ আমিরুল ইসলাম জামায়াতে ইসলামের একজন সক্রিয় কর্মী হওয়ায় তার জীবন ছিল ইসলামের আদর্শে আলোকিত। পাশাপাশি তিনি মসজিদের মোয়াজ্জিন হওয়ায় প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়া মিস হতো না। তিনি নিজের জীবনকে ইসলামের আদর্শে গড়ে তোলার পাশাপাশি নিজের সন্তানদেরকেও ইসলামী আদর্শে, ইসলামী নিয়ম-কানুনে বেড়ে তুলছিলেন।

তিনি জামায়াতে ইসলামের বিভিন্ন মিটিং প্রোগ্রামে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। জামায়াতে ইসলামীকে আদর্শ ইসলামিক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে চেষ্টা করতেন। তিনি যুগের বৈরী হওয়ায় গা ভাসানোদের দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক পথে আনার চেষ্টা করতেন। চেষ্টা করতেন আল্লাহর গাফেল বান্দাদেরকে আল্লাহ তায়ালার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বোঝাতে। তিনি মানুষদেরকে আহ্বান করতেন নবী মোহাম্মদ (সা)-এর প্রদর্শিত আল্লাহর পথে অটল থাকতে।

শহীদ আমিরুল ইসলাম সম্পর্কে তার জেঠা মোহাম্মদ আলী হোসেন বলেন, শহীদ আমিরুল ইসলাম গ্রামের ভালো মানুষের মধ্যে একজন ছিলেন। সবসময় গ্রামবাসীর পছন্দের মানুষ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতেন। সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন।

শহীদ আমিরুল ইসলাম ঢাকা শহরের উত্তরায় অবস্থিত আজমপুর কাঁচাবাজার রেলগেট মসজিদে মুয়াজ্জিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যা পেতেন, তা দিয়ে তার স্ত্রী ও ৩ সন্তানের ভরণপোষণ যোগাতে খুবই বেগ পেতে হতো। তাই সময় পেলে বাড়তি আয়ের জন্য তিনি ফলের ব্যবসা করতেন। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কষ্ট করে তিনি তার সংসার আল্লাহ তা'লার দয়ায় চালিয়ে নিচ্ছিলেন।

আজমপুর কাঁচাবাজার রেলগেট মসজিদের মুসল্লীগণের সাথে তার অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল আমিরুলের। তিনি ছিলেন একজন ভালো চরিত্রের মানুষ। গ্রামবাসীর পছন্দের এই মানুষটি প্রতিবন্ধী স্ত্রী এবং তিন সন্তান নিয়ে কোনোমতে দিনাতিপাত করছিলেন। কিন্তু ২৪-এর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটির পরিবার হঠাৎ করেই অন্ধকারে তলিয়ে গেল।পুরো গ্রামের মানুষ শহীদ আমিরুল ইসলামের মৃত্যুতে শোকাহত। একজন ভালো মনের অধিকারী মানুষের জীবনে এমন দুর্ভোগ আসা কেউই মেনে নিতে পারেননি। শহীদ আমিরুল ইসলামের পরিবার এবং গ্রামবাসী তার মৃত্যুর সঠিক বিচার চায়।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. একটি ঘর তৈরি করে দেওয়া প্রয়োজন
২. এতিম বাচ্চাদের ভরণপোষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন
৩. নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নাম: আমিরুল ইসলাম

Name: AMIRUL ISLAM

পিতা: জাফর আলী

Date of Birth:

ID NO:

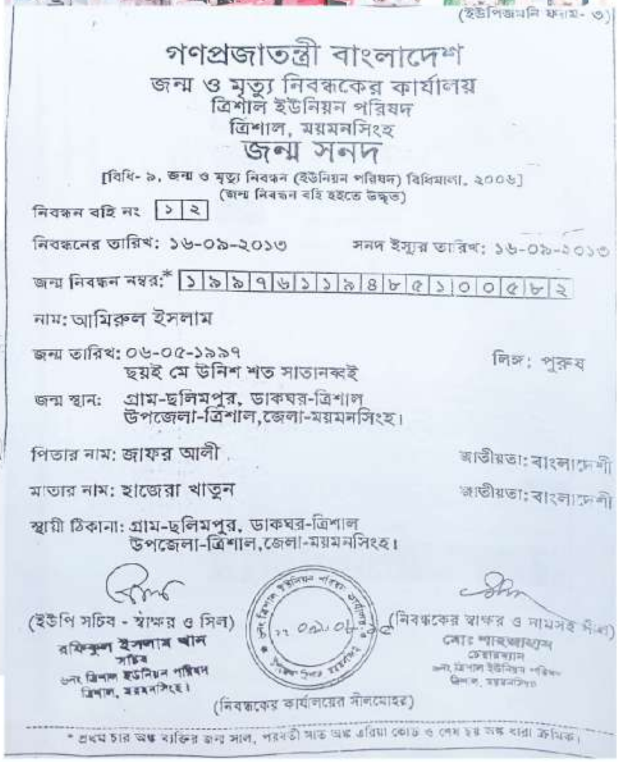

(ইউপিজন্মনি ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
ত্রিশাল ইউনিয়ন পরিষদ
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
জন্ম সনদ
[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ১ ২

নিবন্ধনের তারিখ: ১৬-০৯-২০১৩ সনদ ইস্যুর তারিখ: ১৬-০৯-২০১৩

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ১৯৯৭৬১১৯৪৮৫১০০৫৮২

নাম: আমিরুল ইসলাম

জন্ম তারিখ: ০৬-০৫-১৯৯৭ লিঙ্গ: পুরুষ
ছয়ই মে উনিশ শত সাতানব্বই

জন্ম স্থান: গ্রাম-ছলিমপুর, ডাকঘর-ত্রিশাল
উপজেলা-ত্রিশাল, জেলা-ময়মনসিংহ।

পিতার নাম: জাফর আলী জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: হাজেরা খাতুন জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-ছলিমপুর, ডাকঘর-ত্রিশাল
উপজেলা-ত্রিশাল, জেলা-ময়মনসিংহ।

(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল) রফিকুল ইসলাম খান সচিব ত্রিশাল ইউনিয়ন পরিষদ ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

* প্রথম চার অঙ্ক ব্যক্তির জন্ম সাল, পরবর্তী সাত অঙ্ক এরিয়া কোড ও শেষ ছয় অঙ্ক ধারা ক্রমিক।

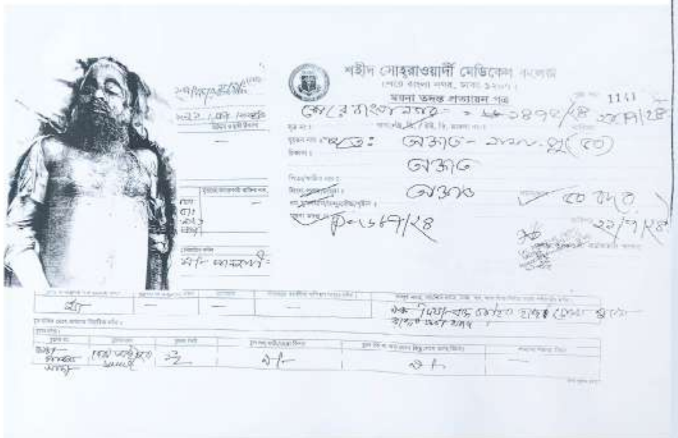

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পূর্ণনাম	: আমিরুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ০৬.০৫.১৯৯৭
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: বিএনএস সেন্টার উত্তরা, ঢাকা, ১৮ জুলাই, ২০২৪' সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট
আঘাতের ধরন	: মাথায় গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: পুলিশ
দাফনস্থল	: ধুরধরিয়া পশ্চিমপাড়া, ময়মনসিংহ
পেশা	: মুয়াজ্জিন ও ফল বিক্রেতা
প্রতিষ্ঠান	: উত্তরা আজমপুর কাঁচা বাজার রেলগেট মসজিদ
পিতা	: মৃত জাফর আলী
মাতা	: মৃত হাজেরা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ছলিমপুর, থানা: ত্রিশাল, জেলা: ময়মনসিংহ
স্ত্রী-সন্তান	: স্ত্রী (প্রতিবন্ধী) ও ৩ পুত্রকন্যা। পুত্র মুয়াজ(১), বড়কন্যা তুয়া (৪), ছোটো কন্যা তুষা (২.৫)

“মরে গেলেও মিছিল থেকে ফিরব না।”

শহীদ তোফাজ্জল হোসেন

ক্রমিক : ৫৯৩
আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০০৬

“এমনই দৃঢ়চেতা মানসিকতা ব্যক্ত করে মিছিলে যাওয়া ছেলেটি সত্যি সত্যি মরে গেলেন! সত্যি সত্যি আর মিছিল থেকে ফিরে আসেননি! তিনি গুলি খেয়ে শহীদ হওয়ার আগের দিন অনেকগুলো রাবার বুলেটে আহত হয়েছিলেন। তবুও থেমে যাননি, দমে যাননি। পরদিন বুক চিতিয়ে আবারও গিয়েছিলেন স্বৈরাচার তাড়ানোর আন্দোলনে”

শহীদ পরিচিতি

শহীদ তোফাজ্জল হোসেনের জন্ম ১৭ আগস্ট ১৯৯৫। তার পিতা মৃত নিকবর আলী, মাতা মমতাজ বেগম। তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভালুকযান গ্রামে। পেশাগত জীবনে তিনি স্টিল বিল্ডিংয়ের মিস্ত্রী ছিলেন। কাজ করতেন ঢাকার মিরপুরে।

শহীদ তোফাজ্জল হোসেন ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। তার ছোট ভাই প্রতিবন্ধী।

ব্যক্তি জীবনে তোফাজ্জল হোসেন বিবাহিত ছিলেন। তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন হামিদা নামের এক নারীর সাথে। তাদের ঘর আলোকিত করে ১০ মাস আগে আসে এক শিশুকন্যা। নাম তাশফিয়া। যে বাবা কী জিনিস তা বোঝার আগেই নিষ্ঠুর এক বাস্তবতায় এতিম হয়ে গেল। আর শোকাহত স্ত্রী হামিদা অকালে বিধবা হলেন।

জীবন প্রদীপ যেভাবে নিভলো শহীদ তোফাজ্জলের

তোফাজ্জল হোসেনকে পরিবারের একজন নক্ষত্র বলে সম্বোধন করলে ভুল হবে না। প্রতিবন্ধী ভাই, মা আর স্ত্রী-সন্তানের একমাত্র আশার প্রদীপ ছিলেন তিনি। পরিবারের যাবতীয় ভার বহনের জন্য নিজের সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করতেন তিনি। মাত্র ২৮ বছর বয়সেই এই প্রদীপ নিভে যাবে, কে জানতো!

এই মিছিল চলাকালীন বিকেল ৪টায় তিনি পুলিশের গুলিতে মর্মান্তিকভাবে আহত হন। ৩টি বুলেট তার মাথায়, গালে এবং ঘাড়ে লাগে। শুধু তাই নয়, ২টি রাবার বুলেটও তার শরীরে বিদ্ধ হয়।

স্বজনেরা জানান, গত ৫ আগস্ট বিকেল ৪ টার সময় মিরপুর-২ স্টেডিয়াম এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন তোফাজ্জল হোসেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে তোফাজ্জলের মুঠোফোন বন্ধ পাচ্ছিলেন স্বজনেরা। এরপর সহকর্মী ও স্বজনেরা তোফাজ্জল হোসেনকে অনেক খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। তারা মিরপুর এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে তোফাজ্জলের ছবি দেখালে হাসপাতালের লোকজন তাকে চিনতে পারেন।

স্থানীয় হাসপাতালের সূত্র মতে, ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে গিয়ে তোফাজ্জলের লাশ পাওয়া যায়। স্বজনেরা জানতে পারেন, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর স্থানীয় লোকজন তোফাজ্জলকে মিরপুরের সেই হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করে লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজে ময়না তদন্তের জন্য পাঠান। ঢাকা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাতনামা হিসেবে তোফাজ্জল হোসেনের লাশ ৫ আগস্ট রাতে ময়না তদন্তের জন্য গ্রহণ করেন। মরদেহের বুকে লাগানো টোকেন থেকে তারা নিহত হওয়ার সময়টি জানতে পারেন।

পরদিন ৬ আগস্ট বিকেলে ময়নাতদন্ত রিপোর্ট ছাড়াই তার লাশ বাড়িতে এনে দাফন করা হয়।

শহীদ তোফাজ্জল সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

শহীদ তোফাজ্জল হোসেন জামায়াতে ইসলামীর একজন একনিষ্ঠ সমর্থক, মিষ্টভাষী, এলাকার প্রিয় পাত্র এবং সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার এমন বিদায় পরিবার এবং আত্মীয় কারো জন্যই মেনে নেওয়া সহজ ছিল না।

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে তোফাজ্জল হোসেন একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তিনি স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন সবসময়। তিনি বলতেন, 'মরে গেলেও মিছিল থেকে ফিরবো না।'

৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচার পতনের আনন্দে সারাদেশের মতো ঢাকার মিরপুরেও চলছিল আনন্দ মিছিল। খণ্ড খন্ড মিছিল নিয়ে ছাত্র জনতা কাঁপাচ্ছিলেন ঢাকার রাজপথ। তাদের মুখে ছিল বিভিন্ন স্লোগান।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার এই ব্যক্তি আওয়ামী স্বৈরাচারের দাবানলে চাপা না পড়ে সব সময় অগ্রসর ছিলেন সামনের সারিতে। তার 'মরে গেলেও মিছিল থেকে ফিরবো না' এই কথা আমাদের সেটাই জানান দেয়।

'২৪ এর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের লড়াইয়ে সবসময় তিনি এগিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশের পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের সামনে সব শেষ হয়ে যায়। ৫ আগস্ট বিকাল ৪ টায় মিরপুরে আন্দোলনরত অবস্থায় তার জীবন প্রদীপ নিভে যায়।

তোফাজ্জলের বড় ভাই মোফাজ্জল হোসেন খান ঢাকার খিলক্ষেত এলাকায় কাজ করতেন। তিনি বলেন, 'আন্দোলনের শুরু থেকেই অংশ নিচ্ছিল তোফাজ্জল। গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার আগের দিন শরীরের বিভিন্ন অংশে ৭টি রাবার বুলেট লেগেছিল। পরদিন আবার মিছিল করতে গেলে পেছন দিক থেকে গুলি লাগে। মাথার পেছনে দুটি গুলি লেগে একটি বেরিয়ে গেলেও অন্যটি আটকে ছিল।'

তিনি আরো বলেন, 'গুলি লাগার পরপরই আমার ভাই মারা গিয়েছে বলে শুনেছি। ৬ আগস্ট ঢাকা মেডিকেলের মেঝেতে শোয়ানো অবস্থায় তার লাশ পাই। তোফাজ্জলের সঙ্গে মুঠোফোন, মানিব্যাগ ও টাকা কিছুই পাওয়া যায়নি।'

তোফাজ্জল হোসেন খান গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনায় বড় ভাই মোফাজ্জল হোসেন খান বাদী হয়ে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২৭ আগস্ট একটি মামলা করেন। মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২৬ জনের নাম উল্লেখ করার পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা আরো ৬০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মোফাজ্জল হোসেন বলেন, 'ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য মামলা করেছি।'

সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে শোকে মূহ্যমান পরিবারের আক্রোশ এবং দাবি এই যে, শহীদ তোফাজ্জলের হত্যাকারীদের যেন বিচার করা হয় এবং তাকে যেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়। একই সাথে তারা আর্থিকভাবে দুরবস্থায় থাকার দরুণ সরকারিভাবে সহযোগিতাও খুব প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

তার একমাত্র সন্তান ১০ মাস বয়সী তাসফিয়া বাবার খুব আদরের মেয়ে ছিল। সে বাবা কি জিনিস বোঝার আগেই তাকে ছেড়ে গেছেন বাবা তোফাজ্জল। তোফাজ্জলের স্ত্রী হামিদা খাতুন বলেন, "৪ আগস্ট রাতেও রাবার বুলেট খেয়ে আসার পর কথা হয়েছিল। তখন বলেছিল, 'আমি যদি মরে যাই তাহলে আমার সন্তানকে দেখে রাখবে না?' ৫ আগস্ট বেলা ৩ টার দিকে সর্বশেষ আমার সাথে কথা হয়। বলেছিল স্টেডিয়ামের মধ্যে আছে। আমি তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলি। চলে যাবে বলেছিলও। রাতে কথা বলবে বলে কথা দিয়েছিল। কিন্তু সেই কথা আর রাখতে পারেনি।"স্ত্রী হামিদা খাতুন আরও বলেন, 'স্বামী আমাদের অথৈ সাগরে ফেলে চলে গেছে। মেয়ে তার বাবার জন্য কান্নাকাটি করে। ব্যানারে থাকা ছবি দেখে বাবাকে ধরতে চেষ্টা করে। বাবাকে ডাকে। সে (তোফাজ্জল) সবসময় আমার কথা শুনলেও সেদিন আমার কথা না শুনে আন্দোলনে যায়।'

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন

২. স্ত্রী ও এতিম বাচ্চার ভরণপোষণ প্রয়োজন

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: তোফাজ্জল হোসেন খান
জন্ম তারিখ	: ১৭.০৮.১৯৯৫
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: মিরপুর, ঢাকা; ৫ই আগস্ট, ২০২৪; বিকাল ৫টা
আঘাতের ধরন	: মাথায় গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: পুলিশ
দাফনস্থল	: ভালুকযান, ময়মনসিংহ
পেশা	: স্টিল বিল্ডিং মিস্ত্রী
পিতা	: মৃত নিকবর আলী
মাতা	: মমতাজ বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভালুকযান, থানা: ফুলবাড়িয়া, জেলা: ময়মনসিংহ
স্ত্রী-সন্তান	: স্ত্রী হামিদা খাতুন (২৫), গৃহিণী. ১ কন্যা, তাসফিয়া (১০ মাস)

শহীদ হাফিজুল ইসলাম

ক্রমিক : ৫৯৪

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০০৭

শহীদ পরিচিতি

ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার ছায়া সুনিবিড় শান্ত সবুজ এক গ্রাম নাওগাঁও। এই গ্রামে বাস করতেন মো: শহীদুল্লাহ ও সজিলা খাতুন নামে এক দম্পতি। সেই দম্পতির ঘর উজালা করে কোল জুড়ে সুন্দর একটি দিনে জন্ম হয় শহীদ হাফিজুল ইসলামের। তার জন্মের সেই দিনটি ছিল ১৯৯৯ সালের ১৪ অক্টোবর।

সেদিনের সেই ছোট্ট শিশু হাফিজুল ইসলাম পিতামাতার হাত ধরে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠে এক সময় যৌবনে পদার্পণ করেন। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রবেশ করেন চাকরি জীবনে। পেশাগত জীবনে তিনি গার্মেন্টস কর্মী ছিলেন। কাজ করতেন টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে একটা গার্মেন্টসে। এই কাজের অর্থ দিয়েই চলতো তার পরিবার।

তার স্ত্রীর নাম আকলিমা আক্তার আঁখি। বয়স মাত্র ২০ বছর। অকালে বিধবা হওয়া এই নারী এখনও শোকে পাথর হয়ে আছেন। এক কন্যা সন্তান আছে তার। নাম সুমাইয়া আক্তার লাবিবা। মাত্র ৪ বছর বয়স তার। এই বয়সেই সে এতিম হলো। বাবার কথা মনে হলে তার ছোট্ট বুকটা ভেঙে যায়। তীব্র বেদনায় চোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু।

শহীদ হাফিজুল ইসলামের উপার্জনেই পরিবার চলত। তার মৃত্যুর পর নিঃস্ব-অসহায় স্ত্রী এবং কন্যা তার বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। শহীদ হাফিজুলের কোনো জায়গা জমি নেই, তাই তার স্ত্রী এখন তার বাবার বাড়িতেই থাকেন।

যেভাবে শহীদ হন হাফিজুল ইসলাম

জুলাইয়ে সারাদেশ উত্তাল ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। কোটা সংস্কারের ন্যায্য দাবি ছিল তাদের। কিন্তু সরকার গড়িমসি করে তাদের যৌক্তিক দাবি মানতে নারাজ। এমতাবস্থায় ছাত্ররা তীব্র আন্দোলনে যায়। এই তীব্র আন্দোলন দমাতে স্বৈরাচারী গণখুনি হাসিনা তার পেটোয়া পুলিশ বাহিনী ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ লেলিয়ে দেয় সাধারণ নিরীহ ছাত্রদের পিছনে।

১৬ জুলাই পুলিশ গুলি করে হত্যা করে আবু সাঈদসহ আরো পাঁচজনকে। এরপর থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ক্রমান্বয়ে ৯ দফা দাবি থেকে দাবি গিয়ে দাঁড়ায় এক দফায়। এক দফা এক দাবি শেখ হাসিনার পদত্যাগ।

ইতোমধ্যেই সারা দেশের আনাচে-কানাচে আন্দোলনের ডঙ্কা বেজে গিয়েছে। ছাত্রদের পাশাপাশি সারা দেশের আপামর সাধারণ জনতা যে যেভাবে পেরেছে আন্দোলনে এসে শরিক হয়েছে। একটাই উদ্দেশ্য, স্বৈরাচার খেদাও! গণখুনি খেদাও! অত্যাচারী জালিম হাসিনা খেদাও!

ছাত্র জনতার এই গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত বিজয়ের একদিন আগে, ৪ আগস্ট ২০২৪। তিনি তার ডিউটি পালন শেষে বিকাল সাড়ে ৪টায় রাস্তায় বের হন এবং তখনই তার স্ত্রীর সাথে কথা বলেন। ওদিকে ছাত্র জনতার তীব্র আন্দোলন চলছিল রাজপথে তখন। তাদেরকে দমাতে ছাত্রলীগ এবং পুলিশ বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল একপাশে।

আকাশ বাতাস ধ্বনিত হয়ে মুহুর্মুহু স্লোগানে এগিয়ে চলছিল মিছিল। সেখানে ছিল শহীদ হাফিজুল ইসলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশ বাহিনী আর ছাত্রলীগের ক্যাডাররা গুলি ছোঁড়ে ছাত্র-জনতার ওপর। অসংখ্য গুলি এসে ঝাঁঝরা করে দেয় হাফিজুল ইসলামের পুরো শরীর। ঘটনাস্থলেই নেতিয়ে পড়েন তিনি এবং মুহূর্তকাল পর ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে।

বিকাল সাড়ে চারটায় স্ত্রীর সাথে কথা বলার পর টানা ২ দিন তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘরে সবাই ছিলেন আতঙ্কিত। অজানা আশঙ্কায় ছিলেন শংকিত। কেননা তারা জানতেন না তার সাথে কি হয়েছে।

হাসপাতালে হাসপাতালে খোঁজা হয় তাকে। অবশেষে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে কুমুদিনী হাসপাতালে তার গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। দেখা যায়, তার শরীরে অসংখ্যগুলির ছিদ্র। কান, পেট, ডান হাত বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত।

পরিবারের একমাত্র ভরসা ছিলেন যিনি, স্ত্রী সন্তানের একমাত্র সহায় ছিলেন যিনি, সেই হাফিজুল ইসলাম এই দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য শতাব্দীর এক নিকৃষ্ট স্বৈরশাসককে তাড়াতে গিয়ে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে শহীদ হয়েছেন। এই দেশ এই জাতি এসমস্ত তাজা প্রাণদের ভুলবে না কখনো ইনশাআল্লাহ।

শহীদ সম্পর্কে আরো যা জানা যায়

সৎ, ধার্মিক এবং নিষ্ঠাবান একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন শহীদ হাফিজুল ইসলাম। পরিবারের উপার্জনকারী একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন তিনি। বাবা-মা, স্ত্রী আকলিমা আক্তার এবং এক কন্যা সুমাইয়া আক্তার লাবিবার ভরণপোষণের একমাত্র ভারবাহক ছিলেন তিনি। নিজের সাধ্যমতো পরিবারের সব চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেছেন শহীদ হাফিজুল ইসলাম। একজন গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে নিজের সবটুকু দিয়ে পরিবারকে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন সবসময়। কিন্তু জীবন তার সহায় হলো না।

গত ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতার উপর ঘাতক পুলিশ এবং কুখ্যাত সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের অতর্কিত হামলার মধ্যে পড়ে শহীদ হন হাফিজুল ইসলাম। তার শহীদ হওয়ার পর পরিবারের সামনে ঘনঘোর অন্ধকার নেমে আসে। শোকে মূহ্যমান হয়ে যায় সকলে।পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এলাকাবাসীর সাথে নমনীয় এবং নিজ পরিবার সম্পর্কে দায়িত্ববোধসম্পন্ন হাফিজুল ইসলামের এমন করুণ মৃত্যু কেউই মেনে নিতে পারেননি। পরিবারের অশ্রু যেন থামছেই না। পরিবারের এই দায়িত্বশীলকে হারিয়ে নির্বাক হয়ে যায় তার স্ত্রী এবং কন্যা। তাদের দাবি, শহীদ হাফিজুল ইসলামের হত্যাকারীদেরকে সনাক্ত করে সঠিক বিচার করা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করা, যাতে আগামী জীবনে তাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করতে অন্তত কিছুটা সহায়তা হয়।

শহীদ হাফিজুল ইসলাম আর বেঁচে নেই, কিন্তু তার গল্প বেঁচে থাকবে চিরকাল। তার রক্তাক্ত দেহ, তার সংগ্রাম, তার ত্যাগ -এগুলো সবই ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মশাল হয়ে জ্বলবে। এই মশাল ন্যায়বিচারের পক্ষে লড়াই করা নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করবে।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন
২. স্ত্রী ও এতিম বাচ্চার ভরণপোষণ প্রয়োজন
৩. স্ত্রী সেলাই মেশিনের কাজ জানে। তাকে সেলাই মেশিন দেওয়া যেতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
overnment of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: হাফিজুল ইসলাম
Name: HAFIZUL ISLAM
পিতা: মোঃ শহীদুল্লাহ
মাতা: সুফিলা খাতুন
Date of Birth: 14 Oct 1999
ID NO: 3304591062

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পূর্ণনাম	: হাফিজুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ১৪.১০.১৯৯৯
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, ৪ঠা আগস্ট' ২০২৪, আনুমানিক বিকাল ৫টা
আঘাতের ধরন	: সারা শরীরে গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: পুলিশ ও ছাত্রলীগ
দাফনস্থল	: নাওগাঁও, ময়মনসিংহ
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
পিতা	: মো: শহীদুল্লাহ
মাতা	: সুজিলা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নাওগাঁও, থানা: ফুলবাড়িয়া, জেলা: ময়মনসিংহ
স্ত্রী-সন্তান	: আকলিমা আক্তার আঁখি (২৫), গৃহিণী, ১ কন্যা, সুমাইয়া আক্তার লাবিবা (৪)

শহীদ রবিউল ইসলাম রকিব

ক্রমিক : ৫৯৫

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০০৮

শহীদ পরিচিতি

ময়মনসিংহ জেলার সুজলা সুফলা একটি উপজেলা ফুলবাড়িয়া। এই ফুলবাড়িয়া উপজেলার অন্তর্গত বালুঘাট ইউনিয়নের অত্যন্ত মনোরম একটি গ্রাম সন্তোষপুর। এই গ্রামেই ২০০২ সালের ৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন শহীদ রবিউল ইসলাম রকিব। তার পিতা মৃত আব্দুর রাজ্জাক একজন রিকশা চালক ছিলেন। তার মাতা জ্যোৎস্না আক্তার একজন গৃহিণী। এই দম্পতির কোল জুড়ে এসেছিলেন পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান রবিউল ইসলাম।

শহীদ রবিউল ইসলামেরা ৪ ভাইবোন। বড় ভাইয়ের নাম জহিরুল ইসলাম (২৪)। বোন দুজন ছোট। প্রথম জন ইলা মনি (১৭), দ্বিতীয়জন লিয়া মনি (১৪)। দুবোনই বিবাহিত; থাকেন শ্বশুরবাড়িতে।

শহীদ রবিউল ইসলামের বড় ভাই বেকার; থাকেন বাড়িতে। আর তার মা জোৎস্না আক্তার একজন অসুস্থ ব্যক্তি।

পারিবারিক টানাপোড়েনের কারণে শহীদ রবিউল ইসলাম অষ্টম শ্রেণীর পর আর পড়ালেখা করতে পারেননি। সংসারের হাল ধরতে ঢাকার উত্তরায় ১৪ নং সেক্টরে সরকার মার্কেটে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ নেন তিনি।

শহীদ রবিউল ইসলাম রাকিবের পারিবারিক অবস্থা তেমন ভালো না। পিতৃহীন পরিবারে অসুস্থ মা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অত্যন্ত কষ্টে দিনাতিপাত করেন। তার অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার পিছনে তার উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয় হয়।

অন্যদিকে তার বড় ভাই জহিরুল ইসলাম বেকার হওয়ায় তারও তেমন কোনো ইনকাম নেই। ফলে এই পরিবারটি প্রকৃতার্থে একটি দরিদ্র পরিবার ছিল। বর্তমানে রবিউল ইসলাম রকিবের ইন্তেকালে পরিবারটি অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছে।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

সারাদেশ উত্তাল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে। ইতিমধ্যেই প্রতিদিন পুলিশের গুলিতে অনেকেই নিহত হচ্ছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তবুও থেমে নেই আন্দোলন। প্রতিদিন যেন কয়েক গুণ হয়ে ফুঁসে উঠছিল ছাত্র-জনতা। তেমনই সংগ্রাম মুখর একটা দিনে গুলিবিদ্ধ হন শহীদ রবিউল ইসলাম রকিব।

শহীদ রবিউল ইসলাম রাকিবের মৃত্যুর ঘটনার বিষয়ে তার পরিবার তেমন কিছুই জানতেন না। ঢাকা শহরের উত্তরা ১৪ নং সেক্টরে সরকার মার্কেটের ছয় তলায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতেন তিনি। সরকার মার্কেটের প্রায় অনেক কর্মচারীর মতোই শহীদ রবিউল ইসলাম রকিব '২৪-এর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন।

কী রাত কী দিন, কী সকাল কী সন্ধ্যা, জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের দিনগুলোতে উত্তাল ছিল পুরোটা সময়। তেমনই একটি দিন ১৯ জুলাই, ২০২৪। সময়টা রাত আনুমানিক ৮ টা। উত্তরার আজমপুর মোড় তখনো আন্দোলনে উত্তাল ছিল। সেই উত্তাল আন্দোলনে গুলিবর্ষণ করে ঘাতক পুলিশ। একটি গুলি এসে লাগে রবিউল ইসলামের মাথায়। সাথে সাথে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এভাবে সারা রাত রাস্তায় পড়েছিল শহীদ রবিউলের নিথর দেহ। শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হয় প্রচুর।

পরেরদিন সকালে একজন হৃদয়বান ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করে বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে ভর্তি করান। শরীরের অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে পরবর্তীতে সেখান থেকে শহীদ রবিউল ইসলাম রাকিবকে আগারগাঁও নিউরো মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

মার্কেটের মালিকের মাধ্যমে তার পরিবার তার গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন। শহীদ রবিউলের বড় ভাই জহিরুল ইসলাম তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে রওনা হয়ে হাসপাতালে পৌঁছান এবং ডাক্তারের সাথে কথা বলেন। ডাক্তার তার ভাইকে জানান যে, রবিউলের মাথার ১৫% ড্যামেজ হয়ে গেছে।

এভাবে চিকিৎসারত থেকে ২২ জুলাই রাত ১১টা ৭ মিনিটে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে উড়াল দেয় শহীদ রবিউলের প্রাণপাখি। আল্লাহর জিম্মায় চলে যান তিনি।

শহীদ রবিউলের মা তার প্রতি এতই স্নেহময়ী ছিলেন যে, ছেলের মৃত্যুর সংবাদ শুনে অসুস্থ মা প্রায় এক সপ্তাহ জ্ঞানহীনের মতো পড়ে ছিলেন।

শহীদ সম্পর্কের আরো যা জানা যায়

ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার অন্তর্গত সন্তোষপুর গ্রামে জন্ম নেওয়া রবিউল ইসলাম রকিব পরিবারের একজন যোগ্য ও বিনয়ী সন্তান ছিলেন। তার পিতার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে পড়ালেখা বাদ দিয়ে নিয়েছিলেন সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি। থাকতেন উত্তরা ১৪ নং সেক্টরে। পরিবারের উপার্জনক্ষম এই চেরাগ নিভে যাওয়ার বিষাদ পরিবার সইতে পারছেন না।

অধিকার সচেতন শহীদ রবিউল ইসলাম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে একজন অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি হয়ত পেশায় ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু পরিবারের হাল ধরতে তার ছাত্রত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

শহীদ রবিউল ইসলাম যখন গুলিবিদ্ধ হন, তখন তার পরিবার কিছুই জানতেন না। সারারাত রাজপথে তার নিথর দেহ পড়েছিল। সে বিষয়েও পরিবার কিছুই জানতেন না। এক মানবিক ব্যক্তি পরের দিন তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেন। মার্কেটের মালিকের ফোন পেয়ে তার পরিবার এই ঘটনা জানার পর শোকাহত হয়ে পড়ে। হাহাকার করে ওঠে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের বুকের ভেতর। পাগলের মতো হয়ে যান তারা।তার বড় ভাই জহিরুল ইসলাম বলেন, আমার ছোট ভাই আমার খুব আদরের ছিল। আম্মা আর ছোট দুই বোনের মধ্যমণি ছিল। আমার আম্মা সবসময় অসুস্থ থাকে, তাই রবিউল আর আমাকে ছাড়া আম্মা কিছুই বুঝত না। আমার ভাইয়ের মৃত্যুতে আমাদের এতিম ভাইবোনের জন্য পৃথিবীটা আরো বেশি কঠিন হয়ে গেল।

এমতাবস্থায় শহীদ রবিউলের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীর দাবি, হত্যাকারীদের যেন কঠিন বিচার হয় এবং আর কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয়। কোনো ভাই যেন ভাইকে না হারায়। কোনো বোন যেন ভাইকে না হারায়।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. মায়ের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা

২. বড় ভাইয়ের জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করা

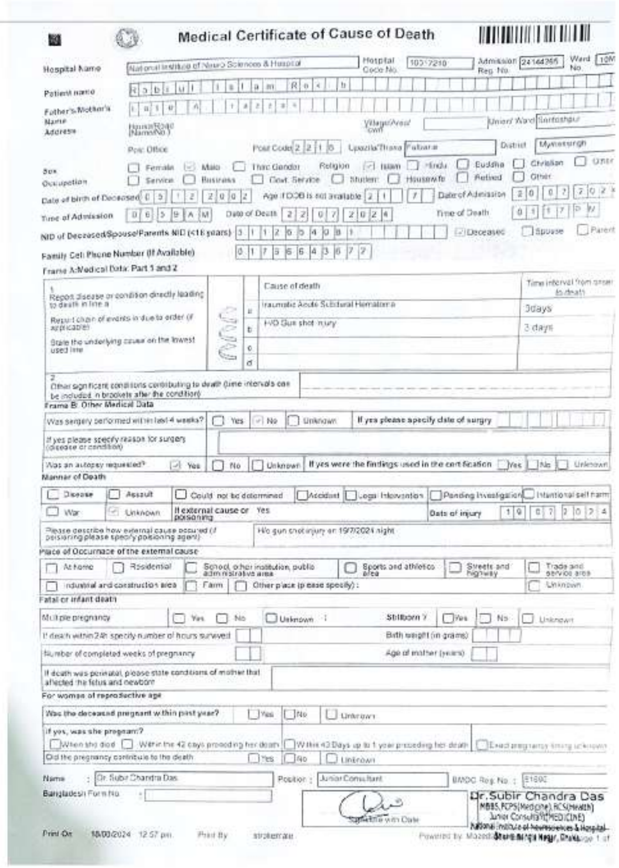

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: National Institute of Neuro Sciences & Hospital | Hospital Code No.: 10017210 | Admission Reg. No.: 24144265 | Ward No.: 10M

Patient name: Rabiul Islam Rakib

Father's/Mother's Name: [illegible]

Address: House/Road (Name/No.) | Village/Area/Town | Union/ Ward: Santoshpur

Post Office | Post Code: 2216 | Upazila/Thana: Fulbaria | District: Mymensingh

Sex: ☐ Female ☑ Male ☐ Third Gender | Religion: ☑ Islam ☐ Hindu ☐ Buddha ☐ Christian ☐ Other

Occupation: ☐ Service ☐ Business ☐ Govt. Service ☐ Student ☐ Housewife ☐ Retired ☐ Other

Date of birth of Deceased: 05 12 2002 | Age if DOB is not available: 21 7 | Date of Admission: 20 07 2024

Time of Admission: 06 59 AM | Date of Death: 22 07 2024 | Time of Death: 01 17 PM

NID of Deceased/Spouse/Parents NID (<18 years): 3112654081 | ☑ Deceased ☐ Spouse ☐ Parent

Family Cell Phone Number (If Available): 01756643672

Frame A: Medical Data: Part 1 and 2

1		Cause of death	Time interval from onset to death
Report disease or condition directly leading to death in line a	a	Traumatic Acute Subdural Hematoma	3days
Report chain of events in due to order (if applicable)	b	H/O Gun shot injury	3 days
State the underlying cause on the lowest used line	c		
	d		
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)			

Frame B: Other Medical Data

Was surgery performed within last 4 weeks?	☐ Yes	☑ No	☐ Unknown	If yes please specify date of surgry
If yes please specify reason for surgery (disease or condition)				
Was an autopsy requested? ☑ Yes	☐ No	☐ Unknown	If yes were the findings used in the certification ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown	

Manner of Death

☐ Disease	☐ Assault	☐ Could not be determined	☐ Accident	☐ Legal Intervention	☐ Pending Investigation	☐ Intentional self harm
☐ War	☑ Unknown	If external cause or poisoning: Yes			Date of injury	19 07 2024
Please describe how external cause occured (if poisoning please specify poisoning agent)	H/o gun shot injury on 19/7/2024 night					

Place of Occurnace of the external cause

☐ At home	☐ Residential	☐ School, other institution, public administrative area	☐ Sports and athletics area	☐ Streets and highway	☐ Trade and service area
☐ Industrial and construction area	☐ Farm	☐ Other place (please specify):			☐ Unknown

Fatal or infant death

Multiple pregnancy	☐ Yes	☐ No	☐ Unknown	Stillborn?	☐ Yes	☐ No	☐ Unknown
If death within 24h specify number of hours survived				Birth weight (in grams)			
Number of completed weeks of pregnancy				Age of mother (years)			
If death was perinatal, please state conditions of mother that affected the fetus and newborn							

For woman of reproductive age

Was the deceased pregnant within past year?	☐ Yes	☐ No	☐ Unknown
If yes, was she pregnant? ☐ When she died ☐ Within the 42 days preceding her death	☐ Within 43 Days up to 1 year preceding her death		☐ Exact pregnancy timing unknown
Did the pregnancy contribute to the death	☐ Yes	☐ No	☐ Unknown

Name: Dr. Subir Chandra Das | Position: Junior Consultant | BMDC Reg. No.: 51690

Bangladesh Form No.:

Signature with Date

Dr. Subir Chandra Das
MBBS, FCPS(Medicine), BCS(Health)
Junior Consultant (MEDICINE)
National Institute of Neurosciences & Hospital
Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka

Print On: 18/08/2024 12:57 pm | Print By: strokemate | Powered by: Mozeda | Page 1 of

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: রবিউল ইসলাম রকিব
Name: ROBIUL ISLAM ROKIB
পিতা: মৃত আঃ রাজ্জাক তারা
মাতা: জ্যোৎস্না আক্তার
Date of Birth: 05 Dec 2002
ID NO: 5112654081

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পূর্ণনাম	: রবিউল ইসলাম রকিব
জন্ম তারিখ	: ০৫.১২.২০০২
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: আগারগাঁও নিউরো মেডিকেল হাসপাতাল, ঢাকা, ২২ জুলাই, ২০২৪; রাত ১১.০৭ মিনিট
আহত হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: আজমপুর, উত্তরা; ১৯ জুলাই, ২০২৪; রাত আনুমানিক ৮ টা
আঘাতের ধরন	: মাথায় গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: পুলিশ
দাফনস্থল	: সন্তোষপুর, ময়মনসিংহ
পেশা	: সিকিউরিটি গার্ড
পিতা	: মৃত আ: রাজ্জাক তারা
মাতা	: জ্যোৎস্না আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: সন্তোষপুর, ইউনিয়ন বালুঘাট, থানা: ফুলবাড়িয়া, জেলা: ময়মনসিংহ
স্ত্রী-সন্তান	: অবিবাহিত
ভাইবোন	: শহীদ ছাড়াও ১ ভাই ও ২ বোন

শহীদ হুমায়ুন কবির

ক্রমিক : ৫৯৬

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০০৯

পুলিশের নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের শিকার হন শহীদ হুমায়ুন কবির। পুলিশের ভয়ে নিজের দোকানে শাটার টেনে আশ্রয় নেওয়া হুমায়ুন কবিরকে নিষ্ঠুর পুলিশ শাটার তুলে অনবরত গুলি করে বুক ঝাঁঝরা করে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। জানি না এর চেয়ে নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড এই আন্দোলনে আর ছিল কিনা!

শহীদের জন্ম-পরিচয় ও বেড়ে ওঠা

শহীদ হুমায়ুন কবির জন্মগ্রহণ করেন ১৯৯৭ সালের ৪ মার্চ। তার পিতার নাম হাবিবুর রহমান, মাতা ফরিদা খাতুন। বাবা মায়ের ৪ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন অনেক আদরের।

শহীদ হুমায়ুন কবিরের জন্মস্থান সাভার পূর্বপাড়া গ্রাম। এই গ্রামটির অবস্থান ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানায়। শস্য-শ্যামল সবুজে ঘেরা এই গ্রামেই ৩ ভাইয়ের সাথে হেসে খেলে তার বেড়ে ওঠা।

শহীদ হুমায়ুন কবির ছিলেন পেশায় পান ব্যবসায়ী। বড় ৩ ভাইয়ের সাথে গাজীপুরের সাইনবোর্ড এলাকায় একসাথে পানের ব্যবসা করতেন। স্ত্রী সন্তান নিয়ে থাকতেন গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকায়।

শহীদ হুমায়ুন কবিরের স্ত্রীর নাম আয়েশা খাতুন। তার স্ত্রী বর্তমানে ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এছাড়া তার ৪ বছর বয়সী জান্নাতুন্নেছা নামে এক কন্যা সন্তান আছে। শহীদ হুমায়ুন কবির আরও এক সন্তানের মুখ দেখার আশায় ছিলেন। কিন্তু অনাগত সেই সন্তান পৃথিবীতে আসার আগেই স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার হায়েনারা তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলো। অন্যদিকে মায়ের গর্ভেই এতিম হয়ে গেল অনাগত সন্তান।

শহীদ হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুর পর তার অসহায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও এতিম কন্যা গাজীপুরের সাইনবোর্ড এলাকায় তার ৩ ভাইয়ের পরিবারে গিয়ে উঠেছেন। তার পিতামাতা থাকেন গ্রামের বাড়িতে। তাদের আর্থিক অবস্থা খুব বেশি ভালো নয়।

যেভাবে নিভলো জীবন প্রদীপ

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন এবং ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের উপর পুলিশের হামলার অসংখ্য শিকারের মধ্যে হুমায়ুন কবিরও একজন ছিলেন। গত ২০ জুলাই বিকেলে হুমায়ুন নিজের কর্মস্থলে পান বিক্রি করছিলেন নিজের দোকানেই। এ সময় সারা রাজপথ জুড়ে চলছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন। ছাত্ররা দলে দলে মিছিল নিয়ে রাজপথ প্রদক্ষিণ করছিলেন। তার দোকানের সামনে দিয়েও চলছিল মিছিল। এ সময় আন্দোলনকারীদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে পুলিশ। তখন ভয়ে হুমায়ুন কবির এবং তার কর্মচারী হাসেম দোকানের শাটার বন্ধ করে ভিতরে আশ্রয় নেয়।

সময় তখন বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিট। পুলিশ সদস্যরা তার দোকানের সামনে আসে এবং শাটার তুলে দু'জনকেই গুলি করে। কর্মচারী হাশেমের পায়ে গুলি লাগলে সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু হুমায়ুনের তলপেটে গুলি লাগায় সে দুর্বল হয়ে পড়ে। পুলিশ তখন আরো গুলি করতে থাকে। আর সেই গুলিতে হুমায়ূনের তলপেট ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তার নিস্তেজ দেহ নেতিয়ে পড়ে দোকানের মেঝেতে।

তার শরীরের সবটুকু রক্ত ঝরিয়ে সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী সেখান থেকে চলে যায়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি করে তাকে জয়দেবপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি শহীদ হুমায়ুন কবিরকে। সন্ধ্যা ৭টায় সেখানেই তার প্রাণবায়ু ত্যাগ হয়।

শহীদ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

শহীদ হুমায়ুন কবির ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার সাভার পূর্বপাড়া গ্রামের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে একজন ভালো মানুষ ছিলেন। বাবা মায়ের ৪ ছেলের মধ্যে অনেক আদরের একজন সন্তান ছিলেন শহীদ হুমায়ুন কবির। সংসার আর পিতামাতার প্রতি বরাবরই দায়িত্বান ছিলেন তিনি। তার দাদার ভাষ্যমতে, তিনি এলাকাবাসী এবং পরিবারের কাছে সরল এবং কর্মঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

পরিবারের হাল ধরার জন্য বাকি ভাইদের সাথে তিনিও ব্যবসার কাজে নিয়োজিত হন। চেষ্টা করতেন স্ত্রী সন্তান এবং বাবা-মাকে যথেষ্ট আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার। কিন্তু হঠাৎ এই জীবনের উপর মর্মান্তিক আঘাত হানে হায়ানারূপী পুলিশ বাহিনী। থামিয়ে দেয় একটা পরিবারের স্বপ্ন এবং সাধনাকে।

তার শহীদ হওয়ার পর তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ৪ বছরের এতিম শিশু সন্তানকে নিয়ে চরম নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে তিনি স্বামীহারার যন্ত্রণা সইতে পারছেন না। এতিম শিশু জান্নাতুন্নেছা বাবাকে হারিয়ে হয়ে পড়েছে অসহায়। বারবার বাবার মুখটাই খুঁজে ফেরে। কিন্তু তার বাবা আর ফিরে আসে না।

শহীদ হুমায়ুন কবিরের বাবা-মা এবং ভাইয়েরা অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ। তাদের তার বিধবা স্ত্রী এবং এতিম কন্যার দায়িত্ব নেওয়ার মানসিকতা আছে। তাই তো স্ত্রী আয়েশা খাতুন কন্যাকে নিয়ে আশার আলো দেখছেন।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. বিধবা অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও এতিম কন্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন
২. নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পূর্ণনাম	: হুমায়ুন কবির
জন্ম তারিখ	: ০৪.০৩.১৯৯৭
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: জয়দেবপুর সদর হাসপাতাল, গাজীপুর, ২২ জুলাই, ২০২৪, সন্ধ্যা ৭টা
আহত হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: সাইনবোর্ড এলাকায় নিজ দোকান, গাজীপুর, ২২শে জুলাই, ২০২৪, বিকাল ৫টা ৩০
আঘাতের ধরন	: গুলিতে তলপেটে ঝাঁঝরা
ঘাতক	: পুলিশ
দাফনস্থল	: সাভার পূর্বপাড়া, ময়মনসিংহ
পেশা	: পান ব্যবসায়ী
পিতা	: হাবিবুর রহমান
মাতা	: ফরিদা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: সাভার পূর্বপাড়া, ইউনিয়ন+থানা: নান্দাইল, জেলা: ময়মনসিংহ
স্ত্রী-সন্তান	: অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আয়েশা খাতুন, ১ কন্যা জান্নাতুন্নেছা
ভাই-বোন	: শহীদ ছাড়াও ৩ ভাই

শহীদ এ কে এম শহীদুল ইসলাম

ক্রমিক : ৫৯৭

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০১০

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ এ কে এম শহিদুল ইসলামের জন্ম ১৯৭৫ সালের ১০ মে। তার পিতা মৃত রিয়াজ উদ্দিন। মাতা মিসেস হাজেরা খাতুন। শহিদুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার শেরপুর ইউনিয়নের মাদারীনগরে।

শহিদুল ইসলাম স্ত্রী ও দুই পুত্র সন্তানকে নিয়ে থাকতেন যাত্রাবাড়ীর বিবির বাগিচা ১ নং গেট এলাকায়। তিনি একটি বেসরকারি ফার্নিচার কোম্পানি Master Racks and Furniture ফ্যাক্টরিতে GM (factory) পদে কর্মরত ছিলেন। তার মাসিক বেতন ছিল ৭৫,০০০ টাকা। এই অর্থে তার ২ সন্তানের পড়াশোনাসহ তার পরিবার সচ্ছলভাবেই জীবনযাপন করছিলেন।

শহীদ শহিদুল ইসলামের পরিবারে তিনি ছাড়া উপার্জনক্ষম ব্যক্তি আর কেউ নেই। তার মৃত্যুর পর উক্ত ফ্যাক্টরি থেকে তার ১ মাসের স্যালারি তার পরিবারকে দেয়। সেইসাথে প্রফিডেন্ট ফান্ডের টাকাও দেওয়া হয়। যা দিয়ে তার পরিবার ৩-৪ মাস চলতে পারবে। তারপর সহায়হীন এই পরিবার নিঃস্ব এবং অসহায় হয়ে যাবে। কেননা তার পরিবারের আয়ের আর কোনো উৎস নেই।

বর্তমানে শহিদুল ইসলামের বড় ছেলে এ কে এম লতিফুল ইসলাম সরকারি তিতুমীর কলেজে অনার্স চতুর্থ বর্ষে পড়ছে। তার দ্বিতীয় ছেলে এ কে এম তাওহিদুল ইসলাম দশম শ্রেণির ছাত্র।

শহিদুল ইসলামের মৃত্যুতে তার স্ত্রী দুই সন্তানকে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন। স্বামী হারানোর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তাদের পড়াশোনার খরচ, সংসারের খরচ কীভাবে নির্বাহ করবেন- শোক বেদনার সাথে সাথে সেটা নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

যেভাবে শহীদ হন শহীদুল

৫ আগস্ট ২০২৪। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত বিজয়ের দিন। কোটি জনতার গণভবন অভিমুখে লংমার্চ রুখতে না পেরে স্বৈরাচারী হাসিনা পালিয়ে যায় ভারতে। এই খবর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাংলাদেশে। দেশের যে যেখানে ছিল, সে সেখান থেকেই রাজপথে নেমে আসে আনন্দ মিছিল নিয়ে। কী গ্রাম, কী শহর। কী পাড়া, কী মহল্লা।

শহিদুল ইসলাম তখন ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে ভাড়া বাসায় বসে স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে টেলিভিশনে খবর দেখছিলেন। সেনাপ্রধানের ভাষণ শুনলেন। এরপর শেখ হাসিনার পদত্যাগ করে পালানোর খবরও তারা পেয়ে যান। বিজয়ের আনন্দে তারাও উল্লাস করে ওঠে রুমের ভেতর। তার বড় ছেলে লতিফুল ইসলাম মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে রাজপথে নেমে আসেন আনন্দ মিছিলে শরিক হওয়ার জন্য।

ছেলের এমন উৎসাহ দেখে কিছুক্ষণ পর শহিদুল ইসলাম নিজেও বের হয়ে যান রাস্তায়। তার উদ্দেশ্য ছিল বাইরে দাঁড়িয়ে বিজয় মিছিল দেখা।

তিনি যখন বাসা থেকে বের হন, তখন বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট। এর ১০ মিনিট পর ৩ টা ৪০ মিনিটে তিনি যাত্রাবাড়ী বিবির বাগিচা ১ নম্বর গেটে আসেন। ঠিক তখনই পুলিশের ছোঁড়া দুটি বুলেট তার শরীরে লাগে। একটি পেটের ডান দিক দিয়ে ঢুকে বের হয়ে যায়, আরেকটি গুলি লাগে বাম পায়ের উরুতে। সেখানে লুটিয়ে পড়েন শহিদুল ইসলাম।

সাধারণ জনতা তাকে ধরাধরি করে তখনই নিয়ে যায় যাত্রাবাড়ী আল করিম হাসপাতালে। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ পায়ের বুলেটটি বের করেন।

এ সময় তার বড় ছেলে লতিফুল ইসলাম ছাত্র-জনতার আনন্দ মিছিলের সাথে গণভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। অপরিচিত এক ব্যক্তির ফোনকলে তিনি জানতে পারেন তার বাবা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটে আসেন যাত্রাবাড়ী আল করিম হাসপাতালে। গুলিবিদ্ধ বাবাকে দেখতে পান স্ট্রেচারে। সেখানকার চিকিৎসকেরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু বাইরে রাস্তাঘাট ছাত্র-জনতার দখলে থাকায় সংকটাপন্ন বাবাকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই তার বাবা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরিবারের শোকের ছায়া

শহীদ এ কে এম শহিদুল ইসলামের এমন মৃত্যুতে তার পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। সন্তানেরা পরিবারের একমাত্র অবলম্বন প্রিয় বাবাকে হারানোর তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। স্বামী হারানোর বেদনায় শোকাহত স্ত্রী হয়ে পড়েন হতবিহ্বল।

শহীদুল ইসলামের সন্তানেরা আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকলেও তিনি কখনো সরাসরি আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাননি। পুরো আন্দোলনে যে মানুষটা রাজপথে নামেননি, বিজয়ের দিন বিজয়োল্লাসটা এক ঝলক দেখতে গিয়ে সেই মানুষটা মুহূর্তেই লাশ হয়ে গেলেন। অদৃষ্টের কী নির্মম লিখন!

তার শোকাহত ব্যথিত পরিবারের কাঁধে তার মৃত্যুতে গভীর বেদনার পাহাড় এসে চাপে। কোনো কিছুতেই যে বেদনার পাহাড় অপসারণ সম্ভব নয়।

তার বড় সন্তান বলেন, "আমার বাবা ছিলেন আমাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। আমরা দুই ভাই এখনো পড়াশোনা করছি। পরিবারের সমস্ত খরচ আমার বাবা একাই দেখভাল করতেন। এখন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।"

তার শোকাহত স্ত্রী ও সন্তানেরা তার হত্যার সুষ্ঠু বিচার চান। সেই সাথে তারা কামনা করেন, মহান আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের বাবাকে শহীদ হিসেবে কবুল করবেন।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

২. বড় ছেলের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

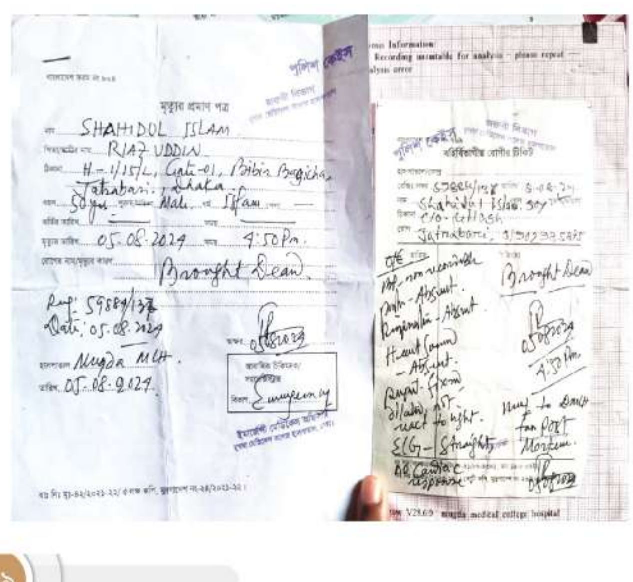

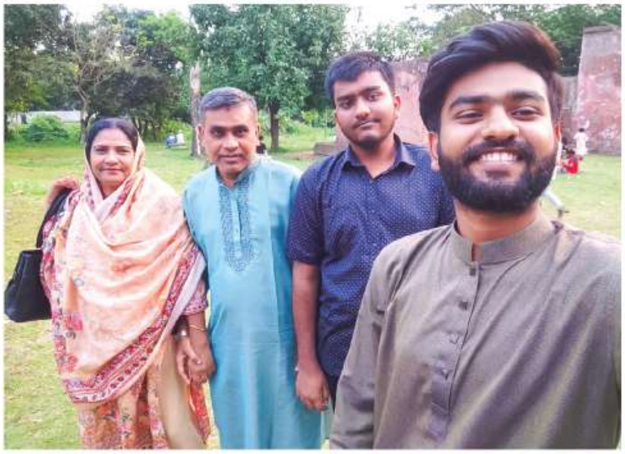

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পূর্ণনাম	: এ কে এম শহীদুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ১০.০৫.১৯৭৫
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা; ৫ আগস্ট, ২০২৪; আনুমানিক বিকাল ৫টা
আহত হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: বিবির বাগিচা ১ নং গেট, যাত্রাবাড়ী; ৫ আগস্ট, ২০২৪; বিকাল ৩টা ৪০
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: পুলিশ
দাফনস্থল	: মাদারীনগর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
পেশা	: চাকরিজীবী
পিতা	: মৃত রিয়াজ উদ্দিন
মাতা	: মিসেস হাজেরা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মাদারীনগর, ইউনিয়ন: শেরপুর, থানা: নান্দাইল, জেলা: ময়মনসিংহ
স্ত্রী-সন্তান	: স্ত্রী ও দুই পুত্র সন্তান। পুত্র দুজন শিক্ষার্থী

শহীদ মোহাম্মদ জামাল মিয়া

ক্রমিক : ৫৯৮

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০১১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ জামাল মিয়া ২০০৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার অন্তর্গত দেউল ডেঙরা গ্রামে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মোঃ শহিদুল ইসলাম এবং মোসাম্মৎ মিনা আক্তার দম্পতির ৫ সন্তানের মধ্যে শহীদ জামাল মিয়া তৃতীয়। তার বড় দুই ভাই এবং ছোট দুই বোন রয়েছে। পিতা মাতার স্বপ্ন ছিল ছেলেকে হাফেজে কোরআন বানাবেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছোটবেলা থেকেই তাকে মাদ্রাসায় পড়ালেখা করান এবং শহীদ জামাল সাত পারা কোরআনে হাফেজও হয়েছিললেন। কিন্তু পরিবারের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে পড়াশুনা এগিয়ে নিতে পারেননি। পরিবারকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেওয়ার জন্য তিনি নরসিংদীর তানিয়া ডাইং কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন।

পরিবার সংক্রান্ত তথ্য

বাংলাদেশের আর দশটা দরিদ্র পরিবারের মতোই শহীদ জামালের পরিবারও ছিল অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। তিন পুত্র এবং দুই কন্যা সন্তানের নিত্যদিনের চাহিদা পূরণ করতে সংগ্রাম করতে হয়েছে শহীদের দরিদ্র পিতাকে। স্বভাবতই সন্তানদের পড়ালেখার ব্যবস্থা করতে পারেননি। শহীদের বড় ভাই মোঃ রায়হান মিয়া একজন গরুর ফার্ম শ্রমিক এবং শহীদের ইমিডিয়েট বড় ভাই মোহাম্মদ আরমান সে ও একজন শ্রমিক। শহীদ জামালকে আলেম বানানোর জন্য পিতামাতার স্বপ্ন থাকলেও দারিদ্রতার কারণে সেটাও সম্ভব হয়নি।

শহীদ সম্পর্কে তার চাচার মন্তব্য, " জামাল অনেক ভালো ছেলে ছিল। বাড়ির সবার খোঁজ খবর নিত। বাবা, মা, ভাই-বোনের সাথে যোগাযোগ রাখত সবসময়। গ্রামের মানুষ তাকে অনেক ভালোবাসত। "

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই মাসে যখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন জামাল মিয়া শ্রমিকদের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ন্যায় আর মানবিকতার এই সংগ্রামে তার মতো শ্রমিকদের উপস্থিতি এক নতুন শক্তি এনে দেয়। ২১ জুলাইয়ের দুপুর ছিল এক অভিশপ্ত সময়, যখন শহীদ জামাল মিয়া নরসিংদির রাস্তায় তার কর্মস্থলের দিকে যাচ্ছিলেন। সময় তখন দুপুর ১২টা। হঠাৎ করে গুলির শব্দ শোনা যায়, আর সেই সাথে থেমে যায় তার জীবনযাত্রার ছন্দ।

রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকেন তিনি। গুলি তার পেটের ডান দিক দিয়ে ঢুকে বাম দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। রাস্তায় রক্তাক্ত জামাল মিয়ার নিথর দেহ পড়ে থাকে প্রায় ২/৩ ঘণ্টা ধরে। কেউ এগিয়ে আসেনি, কেউ তার পাশে দাঁড়ায়নি। রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তার জীবনপ্রদীপ নিভতে থাকে। শহরের ব্যস্ত রাস্তায় যেন তার জীবনটা উপেক্ষিত এক গল্প হয়ে যায়, তার কষ্টের সাক্ষী শুধু সেই রক্তাক্ত পথ আর প্রকৃতির নীরবতা।

প্রায় ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পর, তার একজন আত্মীয় ঘটনাস্থলে এসে তাকে দ্রুত নরসিংদির সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর তার শারীরিক অবস্থা আরও অবনতির দিকে যেতে থাকে। চিকিৎসকরা তার অবস্থা দেখে বুঝতে পারেন, তার জীবন ঝুঁকিতে রয়েছে। অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ার কারণে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ করা হয়।

ঢাকা মেডিকেলের বেডে শুয়ে থাকা জামাল মিয়া তখনও কিছুটা কথা বলতে পারছিলেন। তিনি জানতেন না, এই কথাগুলোই হতে যাচ্ছে তার জীবনের শেষ কথা। তার প্রতিটি শব্দ ছিল বেদনাবিধুর, তবুও ন্যায়ের পক্ষে তার মনোবল অটুট ছিল। একসময়, সেই কথার স্রোত থেমে যায়। ধীরে ধীরে তার অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত জীবনের জন্য তার লড়াইও থেমে যায়। যন্ত্রণা এবং বেদনার মধ্যে দিয়ে ২৫ জুলাই সকাল ৮ টা ৫০ মিনিটে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তার এই মৃত্যু ছিল শুধু একজন মানুষের মৃত্যু নয়; এটি ছিল একজন নায়কের আত্মত্যাগ, এক শ্রমিকের সংগ্রামী চেতনার অমর সাক্ষর।

শহীদ জামাল মিয়া আর বেঁচে নেই, কিন্তু তার গল্প বেঁচে থাকবে চিরকাল। তার রক্তাক্ত দেহ, তার সংগ্রাম, তার ত্যাগ-এগুলো সবই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মশাল হয়ে জ্বলবে। এই মশাল ন্যায়বিচারের পক্ষে লড়াই করা নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করবে।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।
২. শহীদের বৃদ্ধ পিতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৩. শহীদের বড় দুই ভাইয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।
৪. এদের ছোট বোনের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

এক নজরে শহীদ মোঃ জামাল মিয়া

নাম	: মো: জামাল মিয়া
পিতা	: মো: শহিদুল ইসলাম
বয়স	: ৬০ বছর
পেশা	: শ্রমিক
মাতা	: মোসাম্মৎ মিনার আক্তার
বয়স	: ৪৫ বছর
ভাই বোন	: তিন ভাই দুই বোন, ভাই বোনের মধ্যে শহীদের অবস্থান তৃতীয়
আহত হওয়ার স্থান	: নরসিংদী
আঘাতের ধরণ	: ঘাতক পুলিশের গুলি পেটের ডান দিক দিয়ে ঢুকে বাম দিক দিয়ে বের হয়ে যায়
যাদের আক্রমণে আহত হয়	: পুলিশ ও বিজিবি
আহত হওয়ার তারিখ	: ২১ জুলাই দুপুর ১২ টা
শাহাদাতের তারিখ	: ২৫ জুলাই সকাল ৮:৫০টা

শহীদ কবির

ক্রমিক : ৫৯৯

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০১২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ কবির ১৯৯৭ সালের ১ জানুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার দত্তের বাজার ইউনিয়নের পাগলা থানার স্বল্প পুনিয়া গ্রামের একটি হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আব্দুর রহমান এবং জমিলা খাতুন দম্পতির সাত সন্তানের মধ্যে শহীদ কবির হোসাইন পঞ্চম। পরিবারের অন্যতম উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শহীদ কবির রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

শহীদ কবির হোসেন ছিলেন একজন পরিশ্রমী ও সৎ তরুণ, যিনি তার পরিবারের অন্যতম আয়ের উৎস। সাত ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম শহীদ কবির হোসাইন তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা এবং পরিবারের দেখভাল করতেন। তার পিতা ৮৪ বছরের কর্মক্ষমতাহীন একজন বৃদ্ধ এবং মা বৃদ্ধা গৃহিণী। বড় ভাই অটোরিকশা চালিয়ে কোনোমতে সংসারের খরচ মেটানোর চেষ্টা করেন। কবির তার পরিবারের ঋণের বোঝা হালকা করতে এবং সংসারের অভাব-অনটন দূর করতে, দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। যদিও তাদের আয় ছিল অতি সামান্য, তবুও শহীদ কবিরের অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিবারটি কোনোরকমে টিকে ছিল।

শহীদ কবির সম্পর্কে আরো কিছু কথা

জীবনের কঠোর সংগ্রামের মাঝেও শহীদ কবির ছিলেন একজন উদার এবং সৎ মানুষ। বাবা-মায়ের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা এবং ভাইবোনদের প্রতি ভালোবাসা ছিল তার লক্ষণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নিজে কষ্ট করেও তিনি পরিবারের সকলের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতেন। তার উদারতা এবং ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকার ছিল দৃঢ়। কবির ছিলেন এক সাহসী যুবক, যিনি নিজের অবস্থান থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস দেখিয়েছেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ কবিরের জীবনের ইতি ঘটে এক ভয়ংকর ঘটনার মধ্য দিয়ে। ৫ আগস্ট ২০২৪, শহীদ কবির শ্রীপুর ওয়ানদার মোড়ে চলমান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষের পক্ষ হয়ে সেই আন্দোলনে তিনি যোগ দেন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে। মিছিল চলার সময় হঠাৎ করে ছাত্রলীগের কিছু সদস্য বিজিবির কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালায়। তখন বিজিবি উত্তেজিত হয়ে গুলি চালাতে শুরু করে জনতার উপর। এই সহিংসতার মাঝেই একটি গুলি এসে বিদ্ধ হয় শহীদ কবির হোসাইনের মাথায়। গুলির আঘাতে গুরুতর আহত শহীদ কবিরকে তার সহযোদ্ধারা তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। তার অবস্থার দ্রুত অবনতি হলে, তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে শহীদ কবির দুনিয়ার জীবনের সফর শেষ করে মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেন। কবিরের অকাল মৃত্যু শুধু তার পরিবারকে নয়, পুরো গ্রামকে গভীর শোকাহত করে তোলে। নিজ গ্রামেই তাকে দাফন করা হয়।

আরো কিছু কথা

শহীদ কবিরের এই অমূল্য আত্মত্যাগের পর, তার পরিবার এবং গ্রামবাসীরা তার হত্যার বিচার দাবি করেছেন। তারা বিশ্বাস করেন, কবিরের মৃত্যু কোনো সাধারণ ঘটনা নয়, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এলাকাবাসী মনে করেন, কবির ছিলেন গ্রামের এক অসাধারণ সন্তান, যিনি সবসময় অন্যের সাহায্য করতেন এবং সবার প্রিয় ছিলেন। তার মৃত্যুতে গ্রামের মানুষ গভীর দুঃখ এবং শোক প্রকাশ করে। অনেকেই বলেছেন, লোক হিসেবে কবির ছিলেন একজন ভাল লোক এবং সবসময় গ্রামবাসীদের সাথে মিলেমিশে চলতেন এবং তাদের যেকোনো প্রয়োজনে সহযোগিতা করতেন।

কবিরের বাবা-মা এবং পরিবারের জন্য এই শোক অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তার ভাই, যিনি অটোরিকশা চালিয়ে সংসারের ভরণপোষণ করছেন, এখন পুরো পরিবারের দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টে দিন পার করছেন। কবিরের বাবাও বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কবিরের পরিবার ও গ্রামবাসীরা আজ একতাবদ্ধ হয়ে তার হত্যার সঠিক বিচার ও ন্যায়বিচারের দাবি তুলেছে। তারা চান কবির হোসেনের এই বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা হোক এবং সরকার যেন এই পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের দূরবস্থা লাঘব করে। গ্রামবাসী চান, কবিরের মতো একজন ন্যায়প্রেমী যুবকের মৃত্যু যেন শুধু ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে না যায় তার মৃত্যুর যথাযথ বিচার এবং তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হোক।

শহীদ কবির হোসেনের জীবন ও সংগ্রাম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ন্যায়বিচার ও মানবতার জন্য লড়াই করা প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।
২. শহীদের বৃদ্ধ পিতা-মাতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।
৩. শহীদের ইমিডিয়েট ছোট ভাইকে একটি উপার্জনের উৎস তৈরি করে দেওয়া।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: কবির
Name: KABIR
পিতা: আব্দুর রহমান
মাতা: জমিলা খাতুন
Date of Birth: 01 Jan 1997
ID NO: 1026076263

এক নজরে শহীদ মোহাম্মদ কবির হোসাইন

নাম	: কবির
জন্মতারিখ	: ০১/০২/১৯৯৭
পিতা	: আব্দুর রহমান
বয়স	: ৮৪
মাতা	: জমিলা খাতুন
ভাই বোন	: চার ভাই তিন বোন, ভাই বোনের মধ্যে অবস্থান পঞ্চম
আহত হওয়ার স্থান	: শ্রীপুর ওয়ানদোর মোড়, মাওনা, গাজীপুর
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট দুপুর ২.৩০টা
শাহাদাতের স্থান	: ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
শাহাদাতের তারিখ	: ৮ আগস্ট, ২০২৪, সময়: ৫টা ৩০ মিনিট
আঘাতের ধরণ	: সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ, যুবলীগ, ঘাতক পুলিশ ও র‍্যাব এর গুলিতে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত

শহীদ মো: জুবাইদ ইসলাম

ক্রমিক : ৬০০

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০১৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: জুবাইদ ইসলাম ২০০৯ সালের ১০ জানুয়ারি ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার চামরুল্লাহ গ্রামে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো: আব্দুল আজিজ কুসুম এবং মাতা মোসা: নাছিমা আক্তারের নয় পুত্র সন্তান এবং এক কন্যা সন্তানের মধ্যে শহীদ জুবাইদ ইসলাম অষ্টম। বড় পরিবার হওয়ায় বাংলাদেশের আর দশটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মতই শহীদ জুবাইদের পরিবারেও আর্থিক অনটন সবসময় লেগেই ছিল। পিতা-মাতার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সকল সন্তানকে পড়ালেখা করানোর সুযোগ হয়নি আর্থিক সমস্যার কারণে। ফলে অল্প বয়সেই শহীদ জুবাইদকে পরিবারের অর্থের যোগানদাতা হিসেবে মুদি দোকানে কর্মরত হতে হয়।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

১০ ভাই বোনের বিশাল পরিবারের সন্তান শহীদের বড় ভাই আমিনুল ইসলাম পড়াশোনা করেছেন, করেন শিক্ষকতা। এদের বাকি আর কোন ভাই এই পড়ালেখা করার সুযোগ পাননি। কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ দোকানে কাজ করেন, কেউ বা শ্রমিক।ছোট দুই ভাই একজন দশম শ্রেণী এবং একজন নবম শ্রেণীর ছাত্র এবং ছোট বোন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। এই পরিবারের একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন শহীদ জুবাইদ ইসলাম। অল্প বয়সেই নিজেদের এই আদরের সন্তানকে হারিয়ে বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে গত ১৮ জুলাই পুলিশ ছাত্রদের উপর অন্যায়ভাবে হামলা করলে, এই হামলার প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ ২০ জুলাই কারফিউ ভঙ্গ করে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। পুলিশ এবং সরকারি দলের নেতাকর্মীদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে সেদিন সারাদেশ ছিল প্রতিবাদ মুখর। ছাত্র-জনতার এই প্রতিবাদী আন্দোলনে নির্বিচারে গুলি চালায় আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী এবং পুলিশ র‍্যাব বিজিবি। শহীদ জুবাইদ ইসলাম সেদিন দোকান থেকে কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার পথে পুলিশের এই নির্বিচার গুলির শিকার হন। পুলিশের নিক্ষিপ্ত বুলেট বিদ্ধ হয় তার বুকে।

লাশ নিয়ে বিড়ম্বনা

সন্ধ্যার দিকেই পুলিশের গুলিতে নিহত হলেও পরিবার প্রথমে তার মৃত্যুর খবর জানতে পারেনি। দোকান মালিক রাত নয়টার দিকে পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর খবর জানালে তারা ছুটে আসেন। লাশ পেতেও তাদের বিভিন্ন বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। লাশ পেতে পুলিশ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টাকা দাবি করে। টাকার বিনিময়ে লাশ হাতে পেলেও আবারো বিড়ম্বনায় পড়তে হয় অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে। কারফিউ অবস্থা চলমান থাকায় এবং আন্দোলনের কারণে সাধারণ পরিবহন বন্ধ থাকায় লাশ বাসায় নিয়ে যেতে অ্যাম্বুলেন্সকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের জন্য অনেক বড় পরিমাণ। একে তো পরিবারের একজন যুবক সন্তানকে হারিয়ে পরিবারের সদস্যরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, তার ওপর এই বিড়ম্বনা তাদেরকে দিশেহারা করে তোলে।

আরো কিছু কথা

শহীদ জুবাইদ ইসলাম এর মৃত্যুতে তার পরিবারের একটি গভীর ক্ষত তৈরি হয়। ছেলেকে হারিয়ে বাবা-মা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। যদিও শহীদ জুবাইদ একজন অল্প বয়সী যুবক ছিলেন, তথাপি পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ছিল প্রবল। তার বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই তার মৃত্যুর পর এক ধরনের শূন্যতায় ভুগতে থাকেন। পরিবারের আর্থিক ভারসাম্যহীনতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে এবং মানসিকভাবে তারা গভীর দুঃখের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে থাকেন। শহীদের পরিবার চায় তার হত্যাকারীদের যেন বিচার করা হয়।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।
২. স্কুল পড়ুয়া শহীদের তিন ভাই বোনের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা।

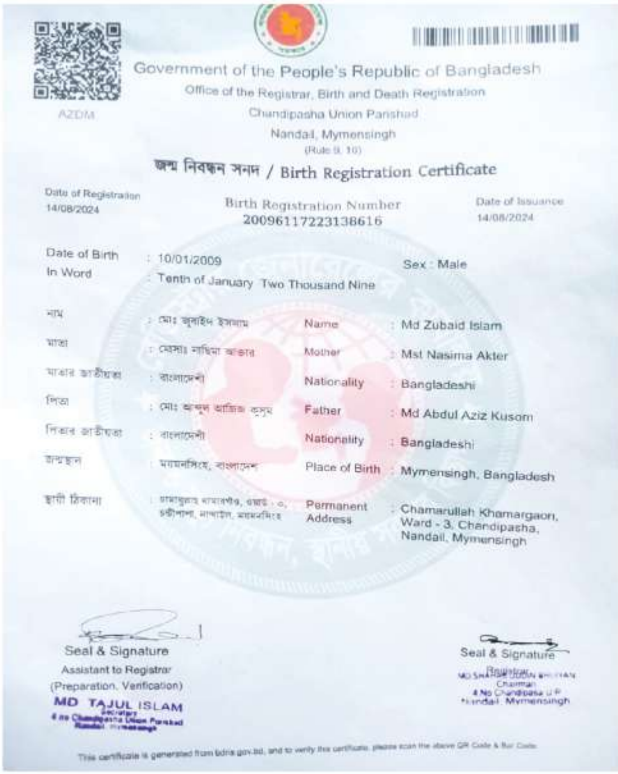

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Chandipasha Union Parishad
Nandail, Mymensingh
(Rule 9, 10)

AZDM

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 14/08/2024

Birth Registration Number 20096117223138616

Date of Issuance 14/08/2024

Date of Birth : 10/01/2009 Sex : Male
In Word : Tenth of January Two Thousand Nine

নাম	: মোঃ জুবাইদ ইসলাম	Name	: Md Zubaid Islam
মাতা	: মোসাঃ নাছিমা আক্তার	Mother	: Mst Nasima Akter
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ আব্দুল আজিজ কুসুম	Father	: Md Abdul Aziz Kusom
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Mymensingh, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	: [illegible]	Permanent Address	: Chamarullah Khamargaon, Ward - 3, Chandipasha, Nandail, Mymensingh

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
MD TAJUL ISLAM
Secretary
Chandipasha Union Parishad
Nandail, Mymensingh

Seal & Signature
Registrar
Chairman
4 No Chandipasha U.P.
Nandail, Mymensingh

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

এক নজরে শহীদের তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ মো: জুবাইদ ইসলাম
জন্ম	: ১০-০১-২০০৯
পিতা	: মো: আব্দুল আজিজ কুসুম
মাতা	: মোসা: নাছিমা আক্তার
ভাই বোন	: নয় ভাই এক বোন, ভাই বোনের মধ্যে অবস্থান অষ্টম
শাহাদাতের স্থান	: শনির আখড়া ঢাকা
শাহাদাতের তারিখ	: ২০/০৭/২০২৪
আঘাতের ধরণ	: ঘাতক পুলিশের গুলিতে পেটে বুলেট বিদ্ধ
যাদের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন	: পিশাচ পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি

শহীদ মোঃ শাকিবুল হাসান সাজু

ক্রমিক : ৬০১

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০১৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ সাজু ছিলেন তিন ভাই বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। সহজেই মানুষের সাথে মিশে যেতে পারতেন। বড়দের সম্মান ও ছোটোদের স্নেহ করতেন। হাস্যোজ্জ্বল এই ছেলেটিকে সবাই পছন্দ করত। শহীদ সাজু ১৫ পারার হাফেজ ছিলেন। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হবার কারণে পড়াশোনার পাশাপাশি দোকানে কাজ করতেন। বড় বোন খুকুমণি মাত্র ১৭ বছর বয়সেই কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন। তাদের ৭ বছর বয়সি ছোট্ট একটি বোনও আছে। ৫ সদস্যের এই পরিবারটি গাজীপুরের মাওনাতে মাত্র ২২০০ টাকা ভাড়ার একটি বাসায় থাকেন। বাবা, বোন ও সাজুর আয়ের মাধ্যমেই পরিবারটি চলছিল। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পেটোয়া বাহিনী তাদের একজনকে কেড়ে নিয়েছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ থেকে হয়ে গেছে ৪।

ঘটনার বিবরণ

সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু হলে নিজেকে ঘরে আটকে রাখতে পারেননি সাজু। পরিবারের ব্যাপক বাধা সত্ত্বেও লুকিয়ে আন্দোলনে যোগ দিতেন। প্রতিদিনই আন্দোলন চলছিল। দিনটি ছিল আগস্টের ৫ তারিখ। কাউকে না জানিয়ে সেদিনও মিছিলে যোগ দেন সাজু। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে আন্দোলন চলছিল। ৫ আগস্ট দুপুরে গণঅভ্যুত্থানের মুখে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করেন। সারাদেশে তখন চলছিল জনতার উচ্ছ্বাস। তবে কয়েকটি স্থানে স্বৈরাচার পতনের পরও ঘাতক পুলিশ নিরীহ-নিরস্ত্র মুক্তিকামী জনতার ওপর গুলি করে; যেন পালিয়ে যাওয়া হাসিনার প্রেতাত্মা তাদের উপর ভর করেছিল। তেমনি একটি স্থান ছিল গাজীপুর। বিকেল ৫ টার দিকে বিজয়োল্লাসরত ছাত্র-জনতার ওপর বিকট শব্দে টিয়ারশেল ও মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়তে থাকে পুলিশ। একটি গুলি এসে আঘাত করে শহীদ সাজুর শরীরে। ছোট্ট শরীরটিকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় ঘাতকের বুলেট।

শহীদ সাজুর পরিবার ঘটনাটি জানতে পারেন সন্ধ্যা ৬ টায়। দিশেহারা হয়ে ছুটে যান শহীদ সাজুর পিতা মো: খোকন মিয়া। দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে অটোরিকশা ঠিক করেন। শ্রীপুর হাসপাতাল থেকে মাওনা নেওয়ার পথে ছেলের শরীরে হাত দেন তিনি। শরীর একেবারে ঠান্ডা দেখে বুঝতে আর বাকি থাকে না- তার প্রিয় সন্তান আর তার কাছে নেই। শহীদ সাজুর বয়স হয়েছিল মাত্র ১৫ বছর। সম্ভবনাময় এই তরুণ চব্বিশের আন্দোলনের একজন সৈনিক ছিলেন। নিজের জীবন দিয়ে রেখে গেলেন দেশ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার স্বাক্ষর।

ছেলের লাশ দেখে মা মোসা: হোসনা বেগম বাকরুদ্ধ হয়ে যান। দাদা মো: আশরাফুল ইসলাম বলেন, "ও সবার সাথে ভালো ব্যবহার করত। সবাইকে সালাম দিত।" এ রকম সহজ-সরল নাতীকে কীভাবে হত্যা করতে পারে এটাই তার প্রশ্ন। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে বাবা শোকে বিহব্বল। ছেলের খুনির বিচার চান তিনি।

শহীদ সাজুর লাশ তার গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের নয়াপাড়ায় নেওয়া হয়। জানাজা শেষে তাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।

শহীদ সাজুকে হারিয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শহীদের হাফেজ হওয়ার স্বপ্ন ছিল। স্বপ্নটা অধরাই থেকে গেল। এলাকার বাসিন্দারাও তার মৃত্যুতে স্তম্ভিত। এই ঘটনার সঠিক তদন্ত ও বিচার চান তারা।

প্রস্তাবনা

১. বাসস্থান প্রয়োজন।
২. বাবার জন্য কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।
৩. বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহগযোগিতা করা যেতে পারে।
৪. শহীদের বড় বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার।

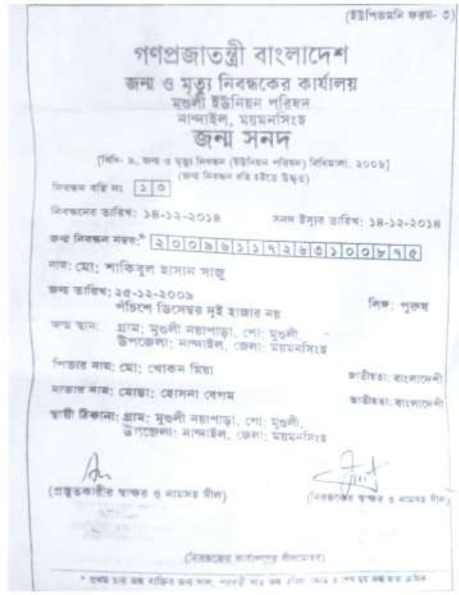

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
মুশুলী ইউনিয়ন পরিষদ
নান্দাইল, ময়মনসিংহ
জন্ম সনদ

নিবন্ধনের তারিখ: ১৪-১২-২০১৪ সনদ ইস্যুর তারিখ: ১৪-১২-২০১৪

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০৯৬১১৭২৬৩১০০৮৭৫

নাম: মো: শাকিবুল হাসান সাজু

জন্ম তারিখ: ২৫-১২-২০০৯
পঁচিশে ডিসেম্বর দুই হাজার নয় লিঙ্গ: পুরুষ

জন্ম স্থান: গ্রাম: মুশুলী নয়াপাড়া, পো: মুশুলী,
উপজেলা: নান্দাইল, জেলা: ময়মনসিংহ

পিতার নাম: মো: খোকন মিয়া জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: মোছা: হোসনা বেগম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: মুশুলী নয়াপাড়া, পো: মুশুলী,
উপজেলা: নান্দাইল, জেলা: ময়মনসিংহ

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামের সীল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামের সীল)

এক নজরে শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মো: শাকিবুল হাসান সাজু
জন্ম তারিখ	: ২৫.১২.২০০৯
জন্মস্থান	: ময়মনসিংহ
পেশা	: শিক্ষার্থী ও দোকানের কর্মচারী
আহত হবার স্থান	: ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, মাওনা, গাজীপুর
শহীদ হবার স্থান	: ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, মাওনা, গাজীপুর
আঘাতের ধরন	: গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হবার তারিখ ও সময়	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকেল ৫টায়
শহীদ হবার তারিখ ও সময়	: ০৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকেল ৫টায়
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: নয়াপাড়া, নান্দাইল, ময়মনসিংহ ৯০.৭৪১৮৫, ২৪.৫৭১৬৩
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নয়াপাড়া, ইউনিয়ন: মুশুলী, থানা: নান্দাইল, জেলা: ময়মনসিংহ
বর্তমান ঠিকানা	: মহল্লা: মাওনা, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর

পরিবারসংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মো: খোকন মিয়া
পিতার পেশা ও বয়স	: রাজমিস্ত্রী শ্রমিক মাওনা, ৪৫
মাতা	: মোসা: হোসনা বেগম
মাতার পেশা	: গৃহিণী
মাসিক আয়	: ১০,০০০/= (ছেলেসহ)
আয়ের উৎস	: বাবা, ছেলে ও বড় মেয়ে
শহীদের সাথে সম্পর্ক	: বাবা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
বোন	: খুকু মনি
বয়স ও পেশা	: ১৭, গার্মেন্টস কর্মী
বোন	: যাওদা
বয়স	: ৭ বছর

শহীদ বিপ্লব হাসান

ক্রমিক : ৬০২

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০১৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ বিপ্লব হাসানের বাবা একজন সাইকেল মিস্ত্রী। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ। তার মাসিক আয় মাত্র ৫,০০০ টাকা। যা দিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনাসহ পুরো পরিবারের সকলের ভরণপোষণের খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। শহীদ বিপ্লব সবই বুঝতেন। তাই পরিবারের অর্থনৈতিক হাল ধরার জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি তেলের মিলে কাজ করতেন। তাঁর ২ টা ছোটো বোন নিয়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ জন।

বাবা-মায়ের আদরের সন্তান ছিলেন শহীদ বিপ্লব হাসান। তিন ভাই-বোনের মধ্যে ছিলেন বড়। শহীদের দাদি শহীদকে খুব ভালোবাসতেন। শহীদ বিপ্লব বাবার ওপর চাপ কমাতে অসুস্থ বাবাকে সাহায্য করতেন। তাঁর শহীদ হবার পর সে পথটাও রুদ্ধ হয়ে গেল।

ঘটনার বিবরণ

সময়টা ২০ জুলাই ২০২৪। দুপুর ১২টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দাবি আদায়ে গৌরিপুর থানার চুরালি গ্রামে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। উত্তাল হয়ে ওঠে কলতাপারা বাজার। দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে পুরো গ্রামবাসীর জন্য। দলে দলে মানুষ মিছিলে যোগ দেয়। বাদ যায়নি শহীদ বিপ্লবও। দেশ ও মানুষের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছু হটেননি। বিক্ষোভ চলাকালীন শহীদ বিপ্লব হাসান ১৫০০ ছাত্রের সাথে ছিলেন। এ সময় স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার ঘাতক পুলিশ মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে গুলি করে। আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় পুলিশ শহীদ বিপ্লব হাসানকে গ্রেফতার করে। নির্ভিক এই কিশোরকে সেখানেই নির্দয়ভাবে মারধর করতে শুরু করে আওয়ামী বর্বর পুলিশ। সর্বশেষ বুট জুতা দিয়ে মাটির সাথে তাঁর মাথা চেপে ধরে। ঠান্ডা মাথায় তিনটি গুলি করে। প্রথমে বুকে ও পেটে এবং পরে মাথায়। ঘটনাস্থলেই শহীদ হন বিপ্লব হাসান।

ঘটনার পর পরিবার তাকে পাগলের মতো খুঁজতে থাকে। শহীদের নিথর দেহ খুঁজে পাওয়ার পর দাদি রোকেয়া বেগম কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তার নাতীর খুনির শাস্তি চায়।

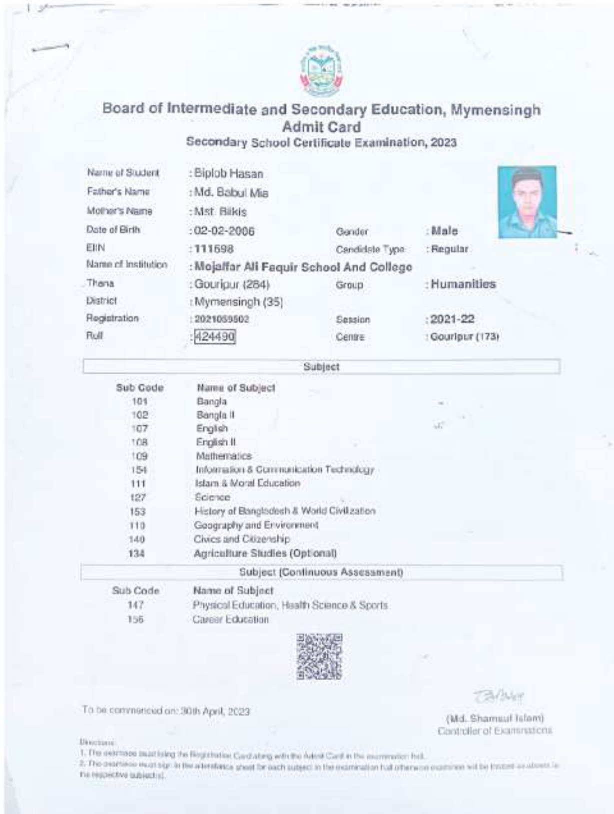

Board of Intermediate and Secondary Education, Mymensingh
Admit Card
Secondary School Certificate Examination, 2023

Name of Student	: Biplob Hasan		
Father's Name	: Md. Babul Mia		
Mother's Name	: Mst. Bilkis		
Date of Birth	: 02-02-2006	Gender	: Male
EIIN	: 111698	Candidate Type	: Regular
Name of Institution	: Mojaffar Ali Faquir School And College		
Thana	: Gouripur (284)	Group	: Humanities
District	: Mymensingh (35)		
Registration	: 2021069502	Session	: 2021-22
Roll	: 424490	Centre	: Gouripur (173)

Subject

Sub Code	Name of Subject
101	Bangla
102	Bangla II
107	English
108	English II
109	Mathematics
154	Information & Communication Technology
111	Islam & Moral Education
127	Science
153	History of Bangladesh & World Civilization
110	Geography and Environment
140	Civics and Citizenship
134	Agriculture Studies (Optional)

Subject (Continuous Assessment)

Sub Code	Name of Subject
147	Physical Education, Health Science & Sports
156	Career Education

To be commenced on: 30th April, 2023

(Md. Shamsul Islam)
Controller of Examinations

Directions:

শহীদ বিপ্লব হোসেনকে চুরালি, গৌরীপুরে দাফন করা হয়। সেদিন একই স্থানে বিপ্লবসহ মোট ৩ জন তরুণ, পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। অন্য দুজন হলেন, নূরে আলম সিদ্দিকী ওরফে রাকিব (২০), জোবায়ের আহমেদ (২১) গ্রামে নেমে আসে শোকের ছায়া। তারা এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার চান।

প্রস্তাবনা:

১. শহীদের পরিবারের বাসস্থান প্রয়োজন।

২. শহীদের বাবার জন্য কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে ভালো হয়।

৩. শহীদের বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহগযোগিতা করা যেতে পারে।

এক নজরে শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: বিপ্লব হাসান
জন্ম তারিখ	: ০২.০২.২০০৬
জন্মস্থান	: চুরালি, গৌরিপুর
পেশা	: শিক্ষার্থী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: মজাফফর আলি ফকির স্কুল এন্ড কলেজ, কলতাপাড়া, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ
আহত হবার স্থান	: কলতাপারা বাজার
শহীদ হবার স্থান	: গৌরিপুর, ময়মনসিংহ
আঘাতের ধরন	: গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: পুলিশ, ৩টি গুলি, দারোগা শফিক
আহত হবার তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই, ২০২৪, দুপুর ১২:০০টা
শহীদ হবার তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই, ২০২৪, দুপুর ১২:০০টা
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: চুরালি, গৌরিপুর,ময়মনসিংহ, ৯০.৫২৪০৯ ৪২.৭৪০৬৪
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: চুরালি, ইউনিয়ন: ডৌহাকলা, থানা: গৌরিপুর,জেলা: ময়মনসিংহ

পরিবারসংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মো: বাবুল মিয়া
পিতার পেশা ও বয়স	: সাইকেল মিস্ত্রি, ৪২ বছর
মাতা	: মোসা: বিলকিস
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৩৫ বছর
মাসিক আয়	: ৫,০০০
আয়ের উৎস	: বাবা
শহীদের সাথে সম্পর্ক	: বাবা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
বোন	: ফারজানা আক্তার মীম, বয়স ও পেশা : ১৪; শিক্ষার্থী (৮ম)
বোন	: জান্নাতুল ফেরদাউস, বয়স ও পেশা : ১২; শিক্ষার্থী (৮ম)
দাদি	: রোকেয়া বেগম

শহীদ মোঃ নূরে আলম সিদ্দিকী

ক্রমিক : ৬০৩

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০১৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: নূরে আলম সিদ্দিকী মাদ্রাসার শিক্ষকতা করতেন। তিনি আররি নূরানী শিক্ষা শেষ করে নিজেই মাদ্রাসা চালু করেন। নাম তালিমুল মিল্লাত মহিলা মাদরাসা। পরিবারের পছন্দে বিয়ে করেছিলেন। ভালোই চলছিল শহীদ মো: নূরে আলম সিদ্দিকীর ছোট্ট পরিবার। তাঁর স্ত্রী সাদিয়া ৪ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। অনাগত সন্তান নিয়ে কত স্বপ্ন ও জল্পনা-কল্পনা ছিল তাদের! কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। দাম্পত্য জীবনের প্রথম সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার আগেই ২০ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঘাতক পুলিশের গুলিতে শহীদ হন এই যুবক। ছেলেকে হারিয়ে নির্বাক নূরে আলমের পরিবার।

শহীদ নূরে আলম সিদ্দিকীর বাড়ি ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার রামগোপালপুর ইউনিয়নের দামগাঁও গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আব্দুল হালিম। তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে শহীদ নুরে আলম সিদ্দিকী পরিবারের তৃতীয় সন্তান।

শহীদ নূরেআলম সিদ্দিকীর বাবা ব্যবসা করেন। তারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। শহীদ নূরে আলম সিদ্দিকীর শাহাদাতের পর স্ত্রী বর্তমানে তার শ্বশুর বাড়িতে আছেন।

ঘটনার বিবরণ

২০২৪-এর জুলাইয়ে সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাক পড়ার পর চারদিকে উত্তাল অবস্থা বিরাজ করছিল। সারা দেশের মতো ময়মনসিংহের গৌরীপুরেও আন্দোলনের জোয়ার ছড়িয়ে পড়ে। ২০ জুলাই কলতাপাড়া বাজারে শহীদ নুরে আলম স্ত্রীর জন্য ঔষধ কিনতে গিয়েছিলেন। বাজারে গিয়ে আন্দোলনকারীদের ছবি এবং ভিডিও সংগ্রহ করছিলেন।

দুপুর ১২ টার দিকে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নির্দয় পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। ছাত্র-জনতার প্রতিবাদের মুখে পুলিশ গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। একটি গুলির আঘাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। যে বুকে পরিবারের ভালোবাসা লালন করতেন- সে বুকেই গুলি করে পুলিশ। আধাঘণ্টা রাস্তায় পড়ে থাকার পর তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছু সময়ের ব্যবধানে মেডিকেলেই শাহাদাত বরণ করেন।

শহীদের মামা ওয়াজকরুনী বলেন, "মাদরাসার ক্লাস শেষ করে বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরে কলতাপাড়া বাজারে গিয়েছিলেন। সেখানে হঠাৎ পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশের ছোঁড়া গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যান।"

তিনি আরও জানান, "ঘটনার দিন এক আত্মীয়ের বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিল শহীদ নূরে আলম সিদ্দিকীর বাবা-মা। সেখানে ছেলের গুলি লাগার খবরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তাঁর মা। সেই থেকে এখনো তিনি স্বাভাবিক তথা বলতে পারেন না। শুধু একটি কথাই বারবার বলেন, "তোমরা আমার ছেলেকে এনে দাও।"

শহীদ নূরে আলম সিদ্দিকীর বাবা আব্দুল হালিম কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, "কী অপরাধ ছিল আমার ছেলের। সে কোনো রাজনীতি করে না, কেন তাকে গুলি করে মেরে ফেললো পুলিশ। আমার ছেলে অপরাধ করলে তাকে জেলে দিতে পারত পুলিশ, কেন তাকে গুলি করে মেরে ফেললো? এখন আমার সব শেষ। আমি কার কাছে বিচার দেব?"

এ ঘটনায় শোকাহত শহীদের প্রতিবেশীরাও। তারা জানায়, শহীদ নূরে আলম অনেক ভালো ছেলে ছিল। সে পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত।

প্রতিবেশীরা বলেন, "ঘটনাটি মর্মান্তিক। ছেলে হারানোর শোকে পরিবারের কান্না দেখলে আমাদের চোখের পানি এসে যায়। আল্লাহ তাকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন।"

সেদিন আন্দোলনে কলতাপাড়া বাজার এলাকায় দুপুর ১২টার দিকে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ১৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়। এদের মধ্যে ৪ জন মারা যায়। বাকিরা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ঢাকায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

শহীদ সম্পর্কে তাঁর চাচাতো ভাই ফারুক আহমেদ বলেন, "তিনি সমাজের সকল মানুষের কাছে একজন প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল। সহজ-সরল নিরীহ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর মধ্যে ছিল। সমাজ এবং এলাকায় শিক্ষার প্রসার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই সে শিক্ষকতার মহান পেশায় যোগদান করেছিল।"

নূরে আলমের চাচাতো ভাই আব্দুল মালেক বলেন, "ঘটনার দিন সকালে সাদিয়া শারীরিক ভাবে অসুস্থতা বোধ করছিলেন। এ সময় নুরে আলম স্ত্রীর জন্য ওষুধ আনতে কলতাপাড়া বাজারে যান। শুনেছি সেখানে সংঘর্ষের ঘটনা মোবাইলে ভিডিও করার সময়ই সে গুলিবিদ্ধ হয়। সেখান থেকে হাসপাতালের নেয়ার পর তার মৃত্যু হয়।"

নূরে আলমের ভগ্নিপতি ইলিয়াস মাহমুদ বলেন, "রাকিবের মরদেহের বুকের বামপাশের গুলির ছিদ্র ছিল। ও ছিল আমার শ্বশুড়ের একমাত্র ছেলে। তার মৃত্যুতে পুরো পরিবার শোকে কাতর। আমরা এই ঘটনায় মামলা করবো না। মামলা করলেই কি আর নুরে আলম ফিরে আসবে?"

পরামর্শ

১. শহীদের স্ত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
২. শহীদের অনাগত সন্তানের দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Ramgopalpur Union Parishad
Gauripur, Mymensingh
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

HERR

Date of Registration 11/09/2024

Death Registration Number 20066112372127282

Date of Issuance 11/09/2024

Date of Birth : 09/03/2006
Sex : Male
Date of Death : 20/07/2024
In Word : Twentieth of July Two Thousand Twenty Four

নাম	: মোঃ নূরে আলম সিদ্দিকী	Name	: Md Nure Alam Siddiki
মাতা	: মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম	Mother	: Mst Nurunnahar Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ আব্দুল হালিম	Father	: Md Abdul Halim
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ	Place of Death	: Mymensingh, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
(Preparation, Verification)

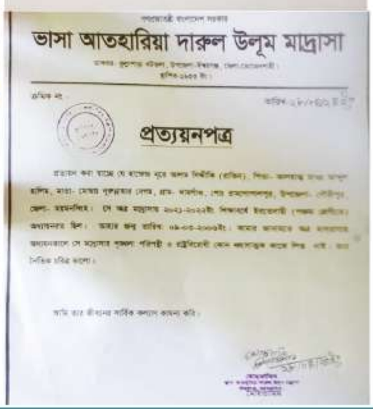
ভাসা আতহারিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসা

প্রত্যয়নপত্র

এক নজরে শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: শহীদ মো: নূরে আলম সিদ্দিকী
জন্ম তারিখ, জন্মস্থান	: ০৯.০৩.২০০৬, দামগাঁও
পেশা	: শিক্ষক
কর্মরত প্রতিষ্ঠান	: তালিমুল কুরআন মহিলা মাদ্রাসা
আহত হবার স্থান	: কলতাপাড়া বাজার, গৌরীপুর
শহীদ হবার স্থান	: ময়মনসিংহ মেডিকেল
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হবার তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই, ২০২৪, দুপুর ১২ টা
শহীদ হবার তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই, ২০২৪, দুপুর ১ টা
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: দামগাঁও, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ-২৪.৭২৬৮২, ৯০.৫৪৯৫৭
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দামগাঁও, ইউনিয়ন: রামগোপালপুর, থানা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ
পরিবারসংক্রান্ত তথ্য	
পিতার নাম, পেশা	: মো: আব্দুল হালিম, ব্যবসা
মাতা	: নুরুন্নাহার বেগম
মাতার পেশা	: গৃহিণী
স্ত্রীর নাম, পেশা	: সাদিয়া আক্তার, গৃহিণী
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন

শহীদ জুবায়ের আহমেদ

ক্রমিক : ৬০৪

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০১৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ জুবায়ের আহমেদ গৌরীপুর ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ছিলেন। জন্ম একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। পিতা একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।

শহীদ জুবায়ের মিথ্যা-অন্যায়ের সাথে কখনো আপোস করতেন না। তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতোই জুবায়েরও ছিল সবার প্রিয়। বন্ধুবান্ধব এবং সহপাঠীদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তার অন্যতম সুন্দর দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল দায়িত্ববোধ ও সাহসিকতা।

২০ জুলাই ২০২৪ ছিল জুবায়েরের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর একটি। সেদিন জুবায়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। জুবায়ের আহমেদ ছিলেন প্রতিবাদী সাহসী তরুণ। রাষ্ট্রীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও দেরি করেনি।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিচল অবস্থান তাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। পরিবারের কাউকে না জানিয়ে কোনো দ্বিধা ছাড়াই ২০ জুলাই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং কলতাপাড়ায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ দেয়। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করা এবং অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করা। তার মতো যুবকদের জন্য এই আন্দোলন ছিল সত্যপথে নিজেকে প্রমাণ করার নতুন সুযোগ।

ঘটনার বিবরণ

গত ২০ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শহীদ জুবায়ের আহমেদ। সেদিন কলতাপাড়ায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মিছিলে ঘাতক পুলিশ নির্মমভাবে গুলি চালায়। দুপুর ১২টার দিকে মিছিলে অংশগ্রহণের সময় জুবায়েরের একটি গুলি লাগে। গুলিটি তার পেটের ডান পাশ দিয়ে প্রবেশ করে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সহপাঠীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবশেষে সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে জুবায়ের আহমেদ শাহাদাত বরণ করেন।

একজন সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে গৌরবময় শহীদি মিছিলে নিজের নাম লেখান জুবায়ের আহমেদ। তার মৃত্যুতে গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণ তার এই আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিয়ে তার জন্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দাবি করে। জুবায়েরের এই নৃশংস হত্যার পরে গ্রামের সর্বস্তরের জনগণের দাবি ছিল তার হত্যার বিচার। অন্যায়ভাবে গুলি চালিয়ে একজন তরুণের প্রাণ নেওয়া কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই নৃশংস ঘটনার সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানায় এলাকাবাসী। জুবায়ের শহীদ হবার পর তার সহপাঠীরা এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়েছিল।

শহীদ জুবায়ের আহমেদ তার ত্যাগ ও সাহসীকতায় সকল তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে রইলেন।

শহীদের চাচা বলেন, “সে অতন্ত ভদ্র ও শান্ত ছেলে ছিল। ঝগড়া-বিবাদে ছিল না। আন্দোলনে সে একজন নিয়মিত সক্রিয় সদস্য ছিল। মিছিলে প্রথম সারিতে থাকা অবস'ায় গায়ে গুলি লাগে।”

শহীদের পিতা বলেন, “স্বভাবগতভাবে ও খুবই ভালো ছেলে ছিল। বন্ধুদের সাথেও ছিল তার ভালো সম্পর্ক । অত্যন্ত প্রখর স্মৃতি সম্পন্ন ছিল ছেলে আমার।”

এক নজরে শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: জুবায়ের আহমেদ
জন্ম তারিখ	: ০৪-০৫-২০০৩
জন্মস্থান	: পুর্ব কাউরাইট
পেশা	: ছাত্র
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: গৌরীপুর ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট
আহত হবার স্থান	: কলতাপাড়া, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
শহীদ হবার স্থান	: ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
আঘাতের ধরন	: বুকে গুলিবিদ্ধ
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হবার তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই, ২০২৪, দুপুর ১২টা
শহীদ হবার তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই, ২০২৪, দুপুর ১টা ৩০ মিনিট
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: কাউরহাট, ১নং মইলাকান্দা, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ-৯০.৫৮১৫ ,২৪.৮০২০২
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পুর্ব কাউরাইট, ইউনিয়ন: কাউরাইট, থানা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ
পরিবারসংক্রান্ত তথ্য	
পিতা	: মো: আনোয়ার উদ্দিন
পিতার পেশা ও বয়স	: শিক্ষক (অবসর প্রাপ্ত) (৬৭)
মাতা	: মোসা: নূরজাহান
মাতার পেশা	: গৃহিণী
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
পরিবারের অন্যান্য সদস্য	
ভাই	: মো: ওমর ফারুক
বয়স ও পেশা	: ৪৫ জন, চাকরিজীবী
বোন	: মোছাম্মত ফাতেমা
বয়স ও পেশা	: ৩২ বছর, বিবাহিত বোন

পরামর্শ ১. অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজন নেই তবে শহীদের বাবা-মায়ের খোঁজখবর রাখা যেতে পারে

শহীদ শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন

ক্রমিক : ৬০৫

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০১৮

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন ময়মনসিংহের কুমড়াশাসন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামে সকলের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। বন্ধু-পাড়া-প্রতিবেশি সকলের সাথে ছিল তার সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্ক। তার মৃত্যুর পর এলাকাবাসী ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় শহীদ শাহরিয়ার চত্বর নামে একটি সড়কের নাম ঘোষণা করেন।

বাবার চাকরির সুবাদে অনেক সময় ঢাকাতেও থাকতেন শহীদ শাহরিয়ার। রাজধানীর কুড়িল কুড়াতলী বাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন তার পরিবার। ঈশ্বরগঞ্জ পৌর এলাকার আইডিয়াল কলেজের মানবিক বিভাগ থেকে ২০২৪ সালের চলমান এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি। পাঁচটি পরীক্ষা শেষ হলেও বাকি পরীক্ষাগুলোয় তিনি আর উপস্থিত হতে পারেননি। কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে পরীক্ষা বন্ধ হওয়ায় ১০ জুলাই ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন। এরপর ঢাকাতেই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।

শহীদের ৮ বছর বয়সি একটি ছোটো বোন আছে। ২য় শ্রেণিতে পড়াশুনা করা শেখ মুমতাহিনা বিনতে মতিন-ই এখন তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান।

শহীদের পরিবার আর্থিকভাবে মোটামুটি স্বচ্ছল ছিলেন। তার বাবা ঢাকায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে চাকরি করতেন। বর্তমানে মানসিক অবস্থা ভালো না থাকায় চাকরি ছেড়ে গ্রামে চলে গেছেন। তার মা হবিগঞ্জ শাহজালাল সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু আওয়ামী সরকার দলীয় স্থানীয় এমপির রোষানলে পড়ে ২০১৬ সালে তিনি চাকরি হারান। বর্তমানে কর্মহীন হয়ে তার বাবা এবং মা বাড়িতে অবস্থান করছেন।

ঘটনার বিবরণ

শহীদ শাহরিয়ার এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। ছাত্র আন্দোলনের জন্য পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। অবসর সময়ের জন্য ঢাকায় মায়ের কাছে যায় সে। পরে মিরপুর ২ নম্বরে খালার বাসায় বেড়াতে যায়। সেখানে খালাতো ভাই বাদলের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেয়। ১৮ জুলাই মিরপুর ১০ নম্বরের গোলচত্বরের কাছে গুলিবিদ্ধ হয় শাহরিয়ার। সেদিন বাদলও গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। একপাশে ছিল আন্দোলনকারীরা, অপর পাশে ঘাতক পুলিশ ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ।

শহীদের বাবা আব্দুল মতিন বলেন, "১৮ জুলাই বিকেল ৫টার দিকে ঢাকার মিরপুরে ১০ নম্বরের গোলচত্বরের কাছে গুলিবিদ্ধ হয় শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন। ডান চোখের পাশ দিয়ে গুলি ঢুকে তার মস্তিষ্ক ছেদ হয়ে যায়। তখন আমি গ্রামের বাড়িতে। ছেলের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পৌঁছাতে রাত প্রায় একটা বেজে যায়। পথে পথে অনেক বাধা পেরিয়ে ছেলের কাছে গেলেও তাকে জীবিত ফেরাতে পারিনি।" একটানা কথাগুলো বলেই শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করেন শহীদের পিতা।

তিনি আরো বলেন, "লাইফ সাপোর্টে থাকা ছেলেকে ২০ জুলাই ২০২৪ বেলা দুইটার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জিডি করার জন্য মিরপুর থানায় গেলে কর্তৃপক্ষ জিডি রিসিভ করেনি। পরে শাহবাগ থানায় জিডি করি। ময়নাতদন্ত শেষে ২১ জুলাই রোববার রাত সাড়ে ১২টায় বাড়িতে আনা হয় লাশ। যদিও পুলিশ লাশ আনতে বাধা দিয়েছিল। ২২ জুলাই সোমবার সকাল ১০ টায় জানাজা শেষে দাফন করা হয় বাড়ির সামনের গোরস্থানে।" একটু থেমে আব্দুল মতিন আবার বলতে শুরু করলেন, "ছোটো একটা গুলি আমার ছেলেটারে শেষ করে দিলো! ছেলে হত্যার বিচার চাই। কিন্তু কার কাছে বিচার চাইব?"

শাহরিয়ারের বাবা জনাব আবদুল মতিন আহাজারি করে বলেন, ছেলে হারানোর শোক সইতে পারছেন না। মনের পর্দায় বারবার ভেসে ওঠে ছেলের মুখ ও তার স্মৃতি। সঙ্গে যোগ করেন, "আমাকে চাকরি করে অনেক কষ্টে জীবন চালাতে হতো। এসব দেখে ছেলে বড়ো ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু আমার তো সব শেষ হয়ে গেছে। ছেলে আন্দোলনে যাবে, এটি জানলে কখনোই তাকে ছাড়তাম না। ঢাকায় যাওয়ার সময়ও অনেক নিষেধ করেছিল তার চাচা, যেন কোনো আন্দোলনে অংশ না নেয়।"

এ ঘটনায় কোনো ধরনের প্রশাসনিক, পুলিশি কিংবা রাজনৈতিক হয়রানির শিকার হতে চায় না শাহরিয়ারের পরিবার। এ প্রসঙ্গে তাঁর চাচা আবদুল মোতালিব বলেন, "আমার ভাতিজাকে হারিয়েছি। প্রশাসন নানা তথ্য নিচ্ছে। আমরা কোনো ধরনের প্রশাসনিক, পুলিশি কিংবা রাজনৈতিক হয়রানি চাই না। বিচার একদিন পাব, এ আশায় বাকি জীবন কাটাবো।"

শাহরিয়ারের মা মমতাজ বেগম কোনো সান্ত্বনাই মানছেন না। একমাত্র ছেলেকে হারানোর শোকে ভেঙে পড়েছেন তিনি। তবু তার কান্না থামছিল না, বারবার একই কথা বলছিলেন, "ওরা আমার বুকের ধন কেড়ে নিল।"

শহীদ শাহরিয়ারের বাবা জনাব আবদুল মতিন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনাকে ১ নম্বর আসামী, রাশেদ খান মেননকে ২ নম্বর আসামী এবং হাসানুল হক ইনুকে ৩ নম্বর আসামী করে মোট ৫২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। আল্লাহ যেন শহীদ শেখ শাহরিয়ার বিন মতিনের শাহাদাতকে কবুল করে নেন এবং হাশরের দিন যেন তাকে শহীদ হিসেবে উঠান, এই দোয়া তার পরিবারের সকল সদস্যদের।

শহীদের চাচা বলেন, "আমার অত্যন্ত আদরের ভাতিজা ছিল শাহরিয়ার। আমার সাথে এবং পরিবারের সবার সাথে খুব গভীর সুসম্পর্ক ছিল তার। এলাকার সবার সাথে ছিল ভালো সম্পর্ক। সবাই ওকে খুব স্নেহ করতো। আদরের ভাতিজাকে হারিয়ে আমার ভাই নিঃস্ব হয়ে গেছেন। আমরা এই হত্যার সুষ্ঠ বিচার চাই।"

পরামর্শ

১. শহীদের পিতা-মাতার খোঁজখবর রাখা যেতে পারে।
২. শহীদের মায়ের চাকরিটা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা।
৩. শহীদের পিতার চাকরির ব্যবস্থা করা।

একনজরে শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন
জন্ম তারিখ	: ০১-১১-২০০৫
জন্মস্থান	: কুমড়াশাসন
পেশা	: শিক্ষার্থী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: ঈশ্বরগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ
আহত হবার স্থান	: মিরপুর-১০, গোলচত্তর, ঢাকা
শহীদ হবার স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ
আঘাতের ধরন	: মাথায় গুলিবিদ্ধ
আক্রমণকারী	: পুলিশ/ছাত্রলীগ/যুবলীগ
আহত হবার তারিখ ও সময়	: ১৮ জুলাই; বিকাল ০৫:০০ টা
শহীদ হবার তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই; দুপুর ০২: ০৬ টা
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: কুমড়াশাসন, মাইজবাগ, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ-৯০.৬২৩১৯ ,২৪৬৬১৮৯
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: কুমড়াশাসন, ইউনিয়ন: মাইজবাগ, থানা: ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা: ময়মনসিংহ
পিতা	: মো: আব্দুল মতিন
পিতার পেশা ও বয়স	: চাকুরিজীবী, ৪৯ বছর
মাতা	: মমতাজ বেগম
মাতার বয়স	: ৪৫ বছর
মাসিক আয়	: উল্লেখযোগ্য আয় নেই
বোন	: শেখ মুমতাহিনা বিনতে মতিন, বয়স ও পেশা : ৮ বছর, শিক্ষার্থী, ২য় শ্রেণি

শহীদ মো: উবায়দুল হক

ক্রমিক : ৬০৬

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০১৯

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: উবায়দুল হক ১৯৯৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা মো: নেজাম ইসলাম এবং মা মোসা: মরিয়ম বেগম (৫৫)। পিতৃহীন এই অসচ্ছল পরিবারটির ভরণপোষনণের দায়িত্ব ছিল ওবায়দুল হকের উপর। অনলাইন শপিং প্লাটফর্ম দারাজের পণ্য ডেলিভারির ড্রাইভার হিসেবে কাজ করতেন শহীদ উবায়দুল হক। এই উপার্জন দিয়েই বিধবা মা সহ দুই মাসের গর্ভবতী স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতেন।

৪ আগস্ট পল্টনের নাইটিঙ্গেল মোড়ে পদ্মা গার্মেন্টসের পেছন থেকে মিছিল বের হয়। তিনি আর তার দুই বন্ধুসহ তিনজন মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলে এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে। তারা ওবায়দুল হককে হাতুড়ি ও স্ট্যাম্প দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। পরবর্তীতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে। আঘাতে তার ডান হাত ও ডান পা একাধিক খন্ডে খন্ডিত হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক তাকে ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি করানো হয়। ৫ আগস্ট থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েন। অতঃপর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন তিনি।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

রিকশাচালক, আচার ব্যবসায়ী, ট্রাক ড্রাইভার, বাস ড্রাইভার, ভবঘুরে মানুষ, শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী, কর্মকর্তা, মুটে-মজুর, মালি, পিয়ন, ভাঙ্গারি ব্যবসায়ী, কসাই কোন শ্রেণীর মানুষ সম্পৃক্ত হয়েছিলেন না জুলাই বিপ্লবে তা আমাদের জানা নাই। ঘরে পাঁচ ছয়টা ক্ষুধার্ত মুখ কিংবা অতি আদরের একমাত্র সন্তান, কারো বিয়ে হয়েছিল সদ্য, কারো বা বিয়ে ঠিক হয়েছিল, কারো সন্তানের বয়স দুই মাস কারো সন্তানের বয়স ২০ বছর, আর কারো সন্তান পেটে অবস্থান করছিল, কেউবা ছিলেন ধনীর আদরের একমাত্র দুলাল, আর কারো জীবন ছিল আজন্ম সংগ্রামের, বিধবা মা, সুন্দরী স্ত্রী, অভাবী বোন সবাই শরিক হয়েছিল মহামুক্তির এই মিছিলে। অনেকেরই তৈরি হয়ে গিয়েছিল পাসপোর্ট, প্রিয় মা প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে সুখের নাগাল পেতে পাড়ি জমাতেন বিদেশে কত আশা কত স্বপ্ন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গেছিল মুক্তির প্রত্যাশায়। মুক্তি চাই মুক্তি চাই স্বৈরাচার এই হাসিনা সরকারের হাত থেকে। মুক্ত করতে চাই প্রিয় মাতৃভূমিকে। মুক্তির এই মহামন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে হাজারো দেশপ্রেমিক জনতা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বেরিয়ে এসেছিল রাজপথে। এমনি একজন শহীদ উবায়দুল হক। ঘরে বিধবা মা আর দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, কিছুই তাকে পিছুটানতে পারেনি। যোগ দিয়েছিলেন ৪ আগস্ট পল্টনের নাইটিংগেল মোড়ে বাংলাদেশের মুক্তির মিছিলে। প্রস্তুত ছিল দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়ার সেই শকুনেরা, মানুষের অধিকার হরণকারী সেই হায়েনেরা, যুবলীগ, ছাত্রলীগ নামের মানুষ নামধারী জানোয়ারেরা। ওরা হামলা করে মিছিলে। ওরা ধরে ফেলে দারাজের ডেলিভারি ম্যান শহীদ ওবায়দুল হককে। হাতুড়ী ও স্ট্যাম্প দিয়ে পিটিয়ে তাকে আহত করা হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হয় দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ডান হাত ও ডান পা খন্ডিত হয়ে যায় একাধিক খন্ডে। মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করানো হয়। প্রায় ১ সপ্তাহ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হেরে যান তিনি।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ উবায়দুল হকের বাবা জীবিত নেই। ৫৫ বছর বয়স্ক মা গৃহিণী। দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীও গৃহিণী। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের স্ত্রীর জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা।
২. শহীদের বিধবা মায়ের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা ।
৩. শহীদের বিধবা মা ও স্ত্রীর জন্য বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া।

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: DMCH
Patient Name: MD UBYDUL HAQUE
Father's Name: MD NEZAM ISLAM
Address: Village/Area: DATTA GRAM; Post Office: KUMARULI; Post Code: 2282; Upazila/Thana: ISHWARGONJ; District: MYMENSINGH
Sex: Male; Religion: Islam
Occupation: Service
Date of Birth of Deceased: 01 02 1996
Date of admission: 06 08 2024
Time of Admission: 02 00 AM; Date of Death: 13 08 2024; Time of Death: 12 01 AM
Family Cell Phone number: 01835601326

Cause of death:
a. Refractory Septic Shock
b. Type I Respiratory failure
c. Left sided ASDH & Left ICH
d. fractured Radius, Ulna (Rt)
Other significant conditions: H/O RTA on 06/08/2024 @ 1:30 AM

Manner of death: Accident
Date of Injury: 06 08 2024
Place of Occurrence of the external cause: Street and Highway

Name: Dr. Md Ibrahim Khalil; Position: Anaesthesiologist; BMDC Reg. No.: A 45060
Date: 13/08/24

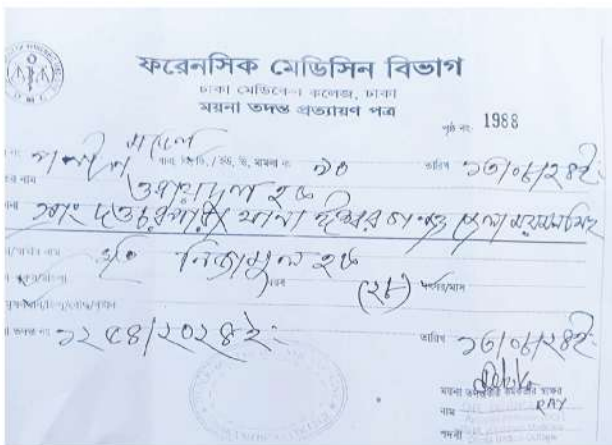

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যয়ন পত্র

পৃষ্ঠা নং 1988
তারিখ ২৬/০৮/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ উবাইদুল হক
Name: MD. UBYDUL HAQUE
পিতা: মোঃ নেজাম ইসলাম
মাতা: মোসাঃ মরিয়ম বেগম
Date of Birth: 01 Feb 1996
ID NO: 8661957624

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ মো: উবায়দুল হক
জন্ম তারিখ	: ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬
পিতার নাম	: মো: নেজাম ইসলাম
মাতার নাম	: মোসা: মরিয়ম বেগম (৫৫)
স্ত্রীর নাম:	: মোসা: জাহানারা খাতুন (২০)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দত্তগ্রাম, ইউনিয়ন: মাইজবাগ, থানা: ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা: ময়মনসিংহ
বর্তমান ঠিকানা	: দত্তগ্রাম, মাইজবাগ, ঈশ্বরগঞ্জ,ময়মনসিংহ
আহত হওয়ার স্থান	: পল্টন নাইটেঙ্গেল মোড, ঢাকা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, রাত ১২টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ১১ আগস্ট, ২০২৪, সময়: রাত বারোটা এক মিনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আঘাতে শহীদ	: যুবলীগ এবং ছাত্রলীগ

শহীদ মো: কামাল হোসেন

ক্রমিক : ৬০৭

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০২০

"কামাল হোসেন ছিলেন শান্ত স্বাভাবের"

-শহীদের সহকর্মীবৃন্দ

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: কামাল হোসেন ১৯৯৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার খুলিয়ার চরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । পিতা হাশিম উদ্দিন (৬০) একজন কৃষক এবং মা মজিদা খাতুন (৫০) একজন গৃহিণী । কঠোর পরিশ্রমী ও শান্ত স্বভাবের শহীদ কামাল হোসেন ছিলেন একজন বাবুর্চি। স্বৈরাচার খুনি হাসিনা পালানোর দিন অর্থাৎ ৫ আগস্ট সন্ধ্যার সময় বাবুর্চির কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ধানমন্ডি ৩২ নাম্বার রোডে পুলিশের আক্রমণে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট ভারতের সেবাদাসী খুনি হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে দিল্লি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। হাসিনা পালালেও তার প্রেতাত্মা সারা দেশে তৎপর ছিল। তখনো তার প্রভাবে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছিল ঘাতকের দল। শহীদ কামাল হোসেন প্রতিদিনের মতো বাবুর্চির কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। ধানমন্ডি ৩২ নাম্বার রোড দিয়ে যাওয়ার সময় আকস্মিক সংঘর্ষের মাঝে পড়ে যান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনর কর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। এ সময়ই শহীদ কামাল হোসেন সেই সংঘর্ষের মাঝে পড়ে যান। তিনি নিরাপদে বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলেন কিন্তু পুলিশের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। ঘাতক পুলিশের গুলিতে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃতদেহ রাস্তায় পড়েছিল। তবুও কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারছিলেন না। পরবর্তীতে একজন সাধারণ পথিক শহীদ মো: কামাল হোসেনের পকেটে থাকা মোবাইল ফোন থেকে পরিবারকে মৃত্যুর সংবাদ জানান। ডেমরায় বসবাসরত আপন তিন ভাই তাৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন। দ্রুত তারা লাশটি সংগ্রহ করেন। ৬ আগস্ট সকালে শহীদ কামাল হোসেনের মরদেহ নিজ বাড়িতে নিয়ে যান এবং কবরস্থ করেন।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদের স্বজনেরা এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান এবং ঘটনার সঠিক তদন্ত বিচার কামনা করেন। তারা শহীদ কামাল হোসেনকে অতি শান্ত স্বভাবের এবং কঠোর পরিশ্রমী হিসেবে উল্লেখ করেন। ইলিয়াস উদ্দিন বলেন, " কামাল হোসেন খুব ভালো ছেলে ছিল বড়দের সাথে বেয়াদবি করত না এবং আদর্শবান ছিলেন। " শহীদের কর্মস্থলের সহকর্মীরা বলেন, " কামাল হোসেন ছিল অতি শান্ত স্বভাবের। "

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ কামাল হোসেনরা আট ভাইবোন। তিনি ছিলেন চতুর্থ। বিবাহিত শহীদ কামাল হোসেন স্ত্রী কে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করতেন। স্বামীকে হারিয়ে বিধবা স্ত্রী অসহায় হয়ে পড়েছেন। সদ্য বিবাহিত এই নারীর আয়ের কোন নির্ভরযোগ্য উৎস নেই।

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের স্ত্রীর জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা।
২. শহীদের বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা।

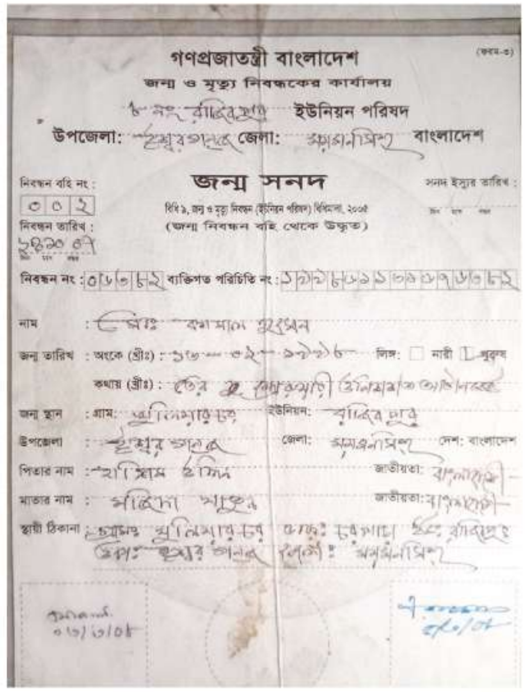

(ফরম-৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

[illegible] ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা: [illegible] জেলা: [illegible] বাংলাদেশ

জন্ম সনদ

নিবন্ধন বহি নং : ০০২

সনদ ইস্যুর তারিখ :

বিধি ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬

(জন্ম নিবন্ধন বহি থেকে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন তারিখ : [illegible]

নিবন্ধন নং : [illegible] ব্যক্তিগত পরিচিতি নং : [illegible]

নাম : [illegible]

জন্ম তারিখ : অংকে (খ্রীঃ) : [illegible] লিঙ্গ: নারী / পুরুষ

কথায় (খ্রীঃ) : [illegible]

জন্ম স্থান : গ্রাম: [illegible] ইউনিয়ন: [illegible]

উপজেলা : [illegible] জেলা: [illegible] দেশ: বাংলাদেশ

পিতার নাম : [illegible] জাতীয়তা: [illegible]

মাতার নাম : [illegible] জাতীয়তা: [illegible]

স্থায়ী ঠিকানা : [illegible]

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী

নাম	: শহীদ মো: কামাল হোসেন
জন্ম তারিখ	: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮
পিতার নাম	: হাশেম উদ্দিন (৬০)
মাতার নাম	: মজিদা খাতুন (৫০)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: খুলিয়ারচর, ইউনিয়ন: রাজিবপুর, থানা: ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা: ময়মনসিংহ
বর্তমান ঠিকানা	: খুলিয়ারচর, রাজিবপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
আহত হওয়ার স্থান	: ধানমন্ডি ৩২ নং রোড, ঢাকা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, সন্ধ্যা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪। সময়: সন্ধ্যা, ধানমন্ডি ৩২ নং রোড, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি

শহীদ মো: শাহজাহান

ক্রমিক : ৬০৮

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০২১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: শাহজাহান ২০০৩ সালের ২১ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ঘোষগাঁও ইউনিয়নের ভালুকাপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা মোহাম্মদ মিল্লাদ হোসেন এবং মা মোসা: সাজেদা খাতুন (৪০)। শহীদ শাহজাহান মহাখালীতে কার্টন ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। কোটা সংস্কারের আন্দোলনের মধ্যে ১৯ জুলাই দুপুরে বাসা থেকে খাবার খেয়ে কর্মস্থলে ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত একটার দিকে শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

প্রত্যেক জাতির জীবনে দু'একটি স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিন থাকে। তেমনি বাংলাদেশীদের জাতীয় জীবনে এক নতুন সংযোজিত স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিন "জুলাই বিপ্লব ২০২৪"।ছাত্র-জনতার অবিস্মরণীয় কীর্তিগাঁথা সম্বলিত বিপ্লব অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকা ফরাসি বিপ্লব কিংবা বলশেভিক বিপ্লব, সব বিপ্লবী সাধারণ জনগণের রক্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের অগ্নিমূল্য, শাসকগোষ্ঠীর ব্যাপক দমন- পীড়নমূলক আচরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতি কারণে উপরোক্ত বিপ্লবগুলা সংঘটিত হয়েছিল। বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবেও একই ধরনের কারণ প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিল ছিল। খুনি হাসিনার স্বৈর প্রশাসন পুরো দেশে ভয় এবং ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। এই দুর্বিষহ অবস্থার অবসানের জন্যই পুরো জুলাই উত্তাল ছিল আন্দোলন সংগ্রামে। ১৯ জুলাই, এই উত্তাল দিনে দুপুরে বাসা থেকে খাবার খেয়ে কর্মস্থলে ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন শাহজাহান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১ টার দিকে তিনি মারা যান। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের তথ্যানুযায়ী শাহজাহানের বুকের মাঝবরাবর একটু নিচে দুটি এবং বাম হাতের কব্জির উপরিভাগে একটি গুলি লেগেছিল। হাসপাতালে ভর্তির পর অপারেশেনের সময় ৩০ টি সেলাই দিতে হয় তাকে। পিঠের বাম পাশের নিচে কয়েকটি ছিদ্র রয়েছে।

লাশ পেতে ভোগান্তি

১৯ জুলাই দেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হতে এখনো বেশ কয়েক দিন দেরি ছিল। সর্বত্র অবস্থান করছিল খুনি হাসিনা সরকারের পাচাটা প্রশাসন। সন্তানের গুলিবিদ্ধ হবার কথা শুনে ধোপাউড়া থেকে ছুটে আসেন মা সাজেদা বেগম। আশা করছিলেন সুস্থ ছেলেকে নিয়ে ছাড়বেন অভিশপ্ত শহর কিন্তু ছেলের লাশ ফিরে পেতেও তাকে কম ভোগান্তির শিকার হতে হয়নি। শোকাহত পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর ৪১ ঘন্টা পর সন্তানের লাশ পেয়েছেন তারা। ঘুরতে হয়েছে শাহবাগ, তেজগাঁও ও বনানী থানা। তাদের ভাষ্যমতে,' শুধু একবার নয়, ময়নাতদন্তের পরে সাত চক্কর শেষে মেলে লাশ।' শহীদ শাহজাহানের মায়ের সঙ্গে আসা এক স্বজন জানান মৃত্যুর পরদিন বুধবার সকাল ৯ টার দিকে শাহবাগ থানায় জিডি শেষে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়িতে পাঠানো হয়। সেখানে তিন-চার ঘন্টা বসিয়ে রেখে বনানী থানা পাঠায়। বনানী থানা থেকে দুইটার দিকে পাঠানো হয় তেজগাঁও থানায়। সেখান থেকে আবারো বনানী থানায় যেতে বলা হয়। বনানী থানায় গেলে এক এসআই সেই স্বজনের সঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসেন । তিনি কাগজপত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফাঁড়িতে রেখে রাত আটটার দিকে চলে যান এবং শাহবাগ থানায় যোগাযোগ করতে বলেন। রাতেই স্বজনরা শাহবাগ থানায় গেলে পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে বনানী থানায় যেতে পরামর্শ দেয় শাহবাগ। এই পর্যায়ে বনানী গেলে তারা আবারও শাহবাগ থানায় যেতে বলেন। এখানে আসার পরে শাহবাগ থানার ওসি বলেন আপনাদের কাজ হয়ে গেছে, আপনারা ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে যান। এখানে তারা দেখতে পান তাদের সন্তানের লাশ দেওয়ার জন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। শহীদের স্বজনের দাবি লাশ নিতে বুধবার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করেছিলেন তারা, সারাদিন বসে রেখে ৬০০০ টাকা দিতে হয় তাদের। বৃহস্পতিবারও অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করা হয় নতুনভাবে। গোসল শেষে দাফনের জন্য প্রস্তুত করে বৃহস্পতিবার সাড়ে পাঁচটায় গ্রামের পথে রওনা দেয় শাহজাহানের লাশবাহী গাড়ি। ধোপাউড়ার ভালুকাপাড়া, গ্রামের বাড়ি নিয়ে রাতেই লাশ দাফন করেন স্বজনেরা।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

সন্তানের লাশের পাশে বসে মা সাজেদা বেগম কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, "গুলি আমার সব স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে। লাশ পেতেও প্রতিমুহূর্তে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। এমন ভোগান্তি যেন শত্রুকেও পোহাতে না হয়।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মো: শাহজাহান মহাখালীতে কার্টন ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। ডিভোর্সী মা পরে আবার বিয়ে করেছেন। আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। শহীদ শাহজাহান মায়ের কাছে কিছু কিছু করে টাকা পাঠাতেন।

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন সহায়তা করা প্রয়োজন।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: শাহজাহান
জন্ম তারিখ	: ২১ ডিসেম্বর ২০০৩
পিতার নাম	: মো: মিল্লাদ হোসেন
মাতার নাম	: মোসা: সাজেদা খাতুন (৪০)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভালুকাপাড়া, ইউনিয়ন: ঘোষগাঁও, থানা: ধোপাউড়া, জেলা: ময়মনসিংহ
বর্তমান ঠিকানা	: ভালুকাপাড়া, ঘোষগাঁও, ধোপাউড়া, ময়মনসিংহ
আহত হওয়ার স্থান	: মহাখালী, ঢাকা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ১৯ জুলাই, ২০২৪
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ২৩ জুলাই, ২০২৪, রাত ১২টা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (IUC)
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান	: ভালুকাপাড়া, ঘোষগাঁও, ধোপাউড়া, ময়মনসিংহ

শহীদ মো: সাদিকুর রহমান

ক্রমিক : ৬০৯

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০২২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: সাদিকুর রহমান ১৯৯৮ সালের ২৫ জুন ময়মনসিংহের ধোপাউড়া থানার কালিকাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা আব্দুল লতিফ (৭০) এখন বয়সের ভারে দুর্বল এবং মা ফাতেমা খাতুন মৃত। দুই মেয়ে রুহামা (৫) ও তাসনুবার (৩) বাবা মাওলানা সাদিকুর রহমান স্কাইলাইন গ্রুপ ফ্যাক্টরির ইমাম ও স্টাফ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ৫ আগস্ট সন্ধ্যা ছয়টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার বিজয় মিছিলে পুলিশ গুলি করলে একটি বুলেট তার পেটের নাভীর পাশ দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার বন্ধুরা তাকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। এখানে চিকিৎসারত থাকা অবস্থায় ৭ আগস্ট দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

খুনি হাসিনার পলায়নে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারে ভাসতে থাকে এদেশের আপামর জনসাধারণ। আনন্দের হিল্লোল ছুঁয়ে যায় এই নিপীড়িত জনপদের প্রত্যেক মানুষের হৃদয়। যেন সহস্র বছরের জঞ্জালমুক্ত হয়েছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এই স্মরণীয় দিনের সাক্ষী হতে চাচ্ছিলেন দেশের প্রতিটি মানুষ। খুশিতে রাস্তায় নেমে আসেন উল্লাসিত জনতা। অন্যান্য মানুষের মতো মাওলানা সাদিকুর রহমানও রাস্তায় নেমে আসেন। ধর্মপ্রাণ মাওলানা পূর্ব হতেই সমাজের অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সব সময় সক্রিয় ছিলেন। অংশগ্রহণ করেছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনেও।

৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ সাভারের বাইপাইল এলাকায় যে বিজয় মিছিল বের হয়েছিল, তাতে তিনি বন্ধুদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। এই বিজয় মিছিলে পুলিশ বাহিনী অতর্কিত হামলা চালায়। পুলিশের এই হামলা ছিল বেপরোয়া এবং সহিংস। গুলির তাণ্ডবে পুরো এলাকা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। মিছিলকারীদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া গুলির একটি বুলেট মাওলানা মো: সাদিকুর রহমানের পেটে নাভির পাশ দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার বন্ধুরা দ্রুত তাকে আশেপাশের মানুষদের সহযোগিতায় এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। মাওলানা সাদিকুর রহমানকে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা তার অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানান

৫ আগস্ট থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭ আগস্ট পর্যন্ত তিনি এনাম মেডিকেল হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে ছিলেন। চিকিৎসকরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার অবস্থা উন্নতি করতে পারেননি। সাদিকুরের আঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে, শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশেষে দুই দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর ৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখের দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ সাদিকুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত সৎ নির্ভীক এবং ধর্মপরায়ণ মানুষ। এ মানুষটি তার দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতার জন্য সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। বেতন কম হলেও নিজের বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী এবং দুই মেয়ের ওপর কোনদিনও অবহেলা করেননি। কঠিন পরিশ্রম,আত্মত্যাগ এবং সীমিত আয়-সামর্থের মধ্যে তিনি পরিবারকে যথাসম্ভব ভালোভাবে পরিচালনা করছিলেন। পরিবারের জন্য ছিল তার অপরিসীম ভালবাসা এবং দায়িত্ববোধ। শহীদের বৃদ্ধ বাবা ও স্ত্রী এই হত্যাকাণ্ডের সঠিক তদন্ত ও বিচার চান। তার মৃত্যুতে পুরো এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মো: সাদিকুর রহমান স্কাইলাইন গ্রুপ ফ্যাক্টরির ইমাম এবং স্টাফ ছিলেন। তার ছোট ছোট দুই মেয়ে রয়েছে। বাবা কর্মে অক্ষম। সামান্য বেতনে চাকরি করে বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী এবং সন্তানদের ভরণপোষণের খরচ চালাতেন। তার মৃত্যুর পর পরিবারটি মারাত্মক অর্থনৈতিক অসুবিধায় পড়েছেন। বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী এবং ছোট দুটো মেয়ের নির্ভরযোগ্য কোন আয় উৎস নেই। পরিবারটি এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে।

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন সহায়তা করা প্রয়োজন

২. শহীদের দুই মেয়েকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা

৩. শহীদের পরিবারের জন্য বাসস্থান নির্মাণ এবং বৃদ্ধ বাবার জন্য মাসিক সহায়তা ভাতা প্রদান

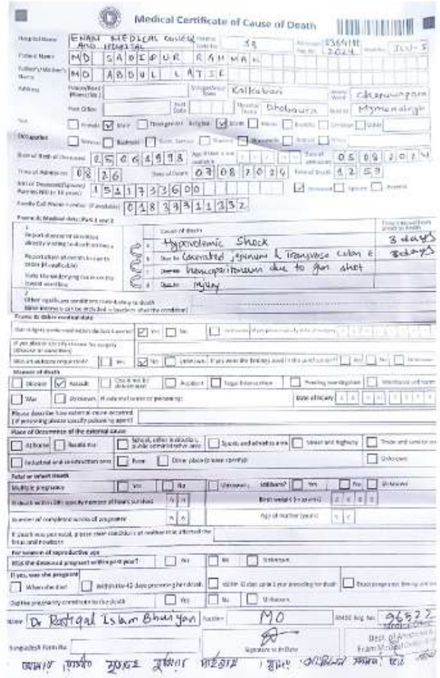

Medical Certificate of Cause of Death

Hypovolemic Shock — 3 days

Due to Lacerated jejunum & Transverse colon & haemoperitoneum due to gun shot

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ সাদিকুর রহমান

Name: MD. SADIQUR RAHMAN

পিতা: মোঃ আব্দুল লতিফ

মাতা: ফাতেমা খাতুন

Date of Birth: 25 Jun 1998

ID NO: 1511733600

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: সাদিকুর রহমান
জন্ম তারিখ	: ২৫ জুন ১৯৯৮
পিতার নাম	: আব্দুল লতিফ (৭০)
মাতার নাম	: ফাতেমা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কালীকাবাড়ি, ইউনিয়ন: ১ নং দক্ষিণ চারুয়াপাড়া, থানা: ধোপাউড়া, জেলা: ময়মনসিংহ।
বর্তমান ঠিকানা	: কালিকাবাড়ি, ১নং দক্ষিণ চারুয়াপাড়া, ধোপাউড়া, ময়মনসিংহ
আহত হওয়ার স্থান	: বাইপাইল, সাভার, ঢাকা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৭ আগস্ট, দুপুর ১২:৩০, এনাম মেডিকেল হাসপাতাল, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান	: কালিকাবাড়ি, মাইজপাড়া, ধোপাউড়া, ময়মনসিংহ

শহীদ মাজিদুল

ক্রমিক : ৬১০

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০২৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মাজিদুল ২০০৪ সালের ১০ জানুয়ারি ময়মনসিংহের ধোবাউড়া পূর্ব গামারিতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল মান্নান খান (৫৩) এবং মা রোজিয়া খাতুন। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। অধ্যবসায়ী শহীদ মাজিদুল ১৫ বছর বয়সে ২০১৯ সালে পবিত্র কোরআন হিফজ করেন। বড় মানের আলেম হওয়ার লক্ষ্যে মাওনার জামিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন ।

সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু হলে তিনি আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। চূড়ান্ত বিজয়ের দিন অর্থাৎ ৫ আগস্টেও তিনি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে ছাত্র-জনতা বিজিবিকে ঘিরে ফেলে। ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে বিজিবি গুলি ছুঁড়ে। ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হন শহীদ মাজিদুল ইসলাম খান। তার তলপেটে গুলি লাগে। মাওনার কোন হাসপাতাল তাকে গ্রহণ না করলে ময়মনসিংহ স্বদেশ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় ১০ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা খুনি হাসিনার নিরাপদ আশ্রয়স্থল গণভবন ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করে। দেশের কোন মানুষই জানতে পারছিলেন না কি হতে যাচ্ছে আজকে? সবার মধ্যেই চরম আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা। মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে জনগণ ঢাকায় সমবেত হয়েছিল কিন্তু কেউই রাস্তায় নামতে পারছিলেন না। অবশ্য প্রশাসনের অন্দরমহলে ঘটছিল ভিন্ন কিছু ঘটনা। খুনি হাসিনা পদত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছিল কিন্তু তার পেটোয়া বাহিনী তখনও রাজপথ দখল করে রেখেছিল। রাজপথে মিছিল দেখলেই গুলি চালাচ্ছিল। বিকাল তিনটার দিকে আন্দোলনে উত্তাল মুহূর্তে ছাত্র-জনতা বিজিবিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিজিবি আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে সরাসরি গুলি চালায়। সেই গুলির আঘাতে অনেক তাজা প্রাণ হারায়। শহীদ মাজিদুল ইসলাম খানের তলপেটে দুটি গুলিতে গুরুতর আহত হন। আহত মাজিদুলকে বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হলেও তাকে ভর্তি করাতে রাজি হচ্ছিল না। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ময়মনসিংহের স্বদেশ হাসপাতালে তাকে ভর্তি করানো হয়। তবে দুর্ভাগ্যবশত সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ মাজিদুলের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। আদরের ছোট সন্তানের মৃত্যুতে বাবা-মা বাকরুদ্ধ হয়ে যান। তার চাচা বলেন, "সে অত্যন্ত বিনয়ী ছিল।" শহীদের চাচতো ভাই মুফতি জালাল উদ্দিন বলেন," আখলাক (মাজিদুল) অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। মসজিদ-মাদ্রাসার কাজ করার আগ্রহ ছিল। " পরিবার ও এলাকাবাসী শহীদ হাফেজ মো: মজিদুল ইসলাম খানের হত্যার বিচার চান।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মাজিদুল ছিলেন পাঁচ ভাই বোন। বোন মোসা: মানসুরা আক্তার বিবাহিতা। বড় তিন ভাই মো: জারিফ খান, মো: জাহাঙ্গীর আলম এবং মো: মানিক হাসান সবজি ব্যবসায়ী। শহীদের বাবা-মা এখনো জীবিত রয়েছেন।

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পিতা-মাতাকে এককালীন সহায়তা করা প্রয়োজন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মাজিদুল
Name: MAJIDUL
পিতা: আব্দুল মান্নান
মাতা: রেজিয়া খাতুন
Date of Birth: 10 Jan 2004
ID NO: 1524492913

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মাজিদুল
জন্মতারিখ	: ১০ জানুয়ারি ২০০৪
পিতা	: আব্দুল মান্নান (৫৩)
মাতা	: রেজিয়া খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পূর্ব গামারিতলা, ইউনিয়ন: ২ নং গামারিতলা, থানা: ধোপাউড়া, জেলা: ময়মনসিংহ
আহত হওয়ার স্থান	: মাওনা, গাজীপুর,ঢাকা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল: ৩টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ১০ আগস্ট, সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট, মোমেনশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ
যাদের আঘাতে শহীদ	: বিজিবির গুলি
শহীদের কবরস্থান	: পারিবারিক, পূর্ব গামারিতলা, ধোপাউড়া, ময়মনসিংহ

শহীদ মোঃ কাওসার মিয়া

ক্রমিক : ৬১১
আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০২৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ কাওসার মিয়া ২০০২ সালের ৫ এপ্রিল ময়মনসিংহ বিভাগের নড়াইল ইউনিয়নের কাওয়ালীজান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ সাইদুল ইসলাম ফরাজি (৬০) এবং মা মোসাঃ বিলকিছ বেগম। সাইদুল-বিলকিছ দম্পতির ছেলে-মেয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন ছোট। বোন বিবাহিত হওয়ায় অসুস্থ ও বৃদ্ধ পিতা এবং মাকে নিয়ে তার সংসার। তিনি ছিলেন প্রাইভেট কারের ড্রাইভার। তার উপার্জনের টাকায় পুরো সংসারের ভরণপোষণ চলত।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিনি শুরু থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৫ আগস্ট বিজয় মিছিলে গিয়ে শহীদ হন। তার শরীরের চারটি গুলি বিদ্ধ হয়ছিল। একটি বুকের মাঝে, একটি বুকের বাম পাশে ঢুকে বের হয়ে যায়, পেটের দিকে একটি এবং ডান হাতে একটি।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ১৯৪৭ সালে একবার এবং ১৯৭১ সালে আর একবার স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তারপর হতে এই পর্যন্ত কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের সুফল খুব কমই ভোগ করেছে। বরং একনায়তন্ত্র, পরিবারতন্ত্র আর ঘৃণিত স্বৈরতন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে বারবার। আর শেষের সত্য ছিল নিকৃষ্টতম স্বৈরশাসকের কব্জায়। ভোট, বাক আর ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে বিদেশি প্রভুর পালিত স্বদেশী শাসকগোষ্ঠীই দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল পুরো বাংলাদেশকে। আবহমানকাল থেকে বাংলার জনগণ রাজকার্যের দিকে বেশি মনোযোগী না হলেও কখনও গোলামীর শৃঙ্খল গলায় পড়েনি। বরং অনিয়ম আর অনাচারের বিরুদ্ধে বুক চেতিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে বারবার। ভুখা নাঙ্গা এই স্বাধীনচেতা মানুষের কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে অমিত শক্তিধর বহু মানব আর দানব। বিদেশি দানবের কাছে মাথা বিক্রি করে দেওয়া শাসকগোষ্ঠী আবারও বাংলার জনগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে চেয়েছিল। রুখে দাঁড়িয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন। তাদের কর্মসূচিতে তাই জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। দেশের আপামর সাধারণ জনগণের মতো শহীদ আবু কাওসারও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জনগণের আন্দোলনের তোপে ব্রাহ্মবাদী শক্তির দোসর খুনি হাসিনা দিল্লি গিয়ে পড়ে। পুরো বাংলাদেশ আরেকবার স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করে। কিন্তু সেই দিনও থেমেছিল না পতিত সরকারের দোসর হিসেবে পরিচিত পেটোয়া বাহিনীর ভয়ানক নির্দয় আক্রমণ। জনতার বিজয় মিছিলে তারা নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল। শহীদ কাওসার মিয়া মোড়ের বিজয় মিছিলে অংশ নিয়েছিল। এই মিছিলে ঘাতক বাহিনী গুলি চালালে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই ইন্তেকাল করেন।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ মোঃ কাওসারের মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না বৃদ্ধ পিতা ও মাতা। মেনে নিতে পারছিলেন না এলাকার আপামর জনসাধারণও। তার মৃত্যুতে এলাকাবাসী মোঃ আবু বকর সিদ্দিক বলেন, " কাওসার পুরো এলাকায় হাসিমুখে থাকত। সবার স্নেহের মানুষ ছিল সে। বিজয়ের মৃত্যুর সাথে সাথে থমকে যায় তার পরিবারের জীবন। যে হাতে পরিবারের সঞ্চার ছিল সেই হাত চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। বাড়ি নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ, বাবার চিকিৎসা অনিশ্চিত আর পরিবার যেন ভেসে চলেছে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে। আল্লাহ তার পরিবারকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দিন এবং তাকে শহীদী মর্যাদা দান করুন।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

বৃদ্ধ অসুস্থ বাবার পরিবারের শহীদ আবু কাওসার ছিলেন আঁধার ঘরের মানিক। তার রোজগারেই বেঁচে ছিলেন তিনটি মানুষ। স্বল্প আয়ের হলেও সাজাতে চেয়েছিলেন নিজের জীবন। তাই তো শুরু করেছিলেন ঘর নির্মাণ। কিন্তু সবই ভেস্তে দিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে ঘাতকের বুলেট। একমাত্র মেয়ে বিবাহিত, এখন পরের ঘরে। এই বৃদ্ধ বাবা মাকে কে দেখবে?

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পিতা-মাতাকে এককালীন সহায়তা করা প্রয়োজন।
২. শহীদের অর্থ সমাপ্ত গৃহটির নির্মাণ শেষ করা দরকার।

শহীদ মো: কাওসারের কিছুই ছিল না। গৃহ, বউ ছেলে মেয়ে কিংবা সাজানো সংসার। বাসায় ছিল অসুস্থ ও বৃদ্ধ বাবা-মা। তবুও কোন কিছু তাকে পিছে ধরে রাখতে পারেনি। বিজয় ফরাজি শুধু একজন শহীদ নয়, তিনি এক সংগ্রামী জীবনের প্রতিচ্ছবি। এক অদম্য ইচ্ছা শক্তির প্রতীক।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Narail Union Parishad
Haluaghat, Mymensingh
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 15/08/2024 | Birth Registration Number 20026112481119941 | Date of Issuance 15/08/2024

Date of Birth : 05/04/2002 | Sex : Male
In Word : Fifth of April Two Thousand Two

নাম	: মোঃ কাওসার মিয়া	Name	: Md Kowshar Mia
মাতা	: বিলকিছ	Mother	: Bilkis
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ ছাইদুল ইসলাম ফরাজী	Father	: Md Sydul Islam Forazi
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Mymensingh, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	: কাওয়ালীজান কাওয়ালীজান, ওয়ার্ড - ৩, নড়াইল, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	Permanent Address	: Kawalijan Kawalijan, Ward - 3, Narail, Haluaghat, Mymensingh

15-08-24
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Md. Ashraf Ali Hriday
Secretary
6No Narail U.P
Haluaghat, Mymensingh

15/08/2024

Seal & Signature
Registrar
Md. Anwar Hossain (Manik)
Chairman
6 No. Narail U.P
Haluaghat, Mymensingh

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ কাওসার মিয়া
Name: MD. KOWSHAR MIA
পিতা: মোঃ সাইদুল ইসলাম ফরাজি
মাতা: মোছাঃ বিলকিছ বেগম
Date of Birth: 05 Apr 2002
ID NO: 9581484855

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: কাওসার মিয়া
জন্মতারিখ	: ৫ এপ্রিল ২০০২
পিতা	: মো: সাইদুল ইসলাম ফরাজি (৬০)
মাতা	: মোসা: বিলকিছ বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কাওয়ালীজান, ইউনিয়ন: নড়াইল, থানা: হালুয়াঘাট, জেলা: ময়মনসিংহ
বর্তমান ঠিকানা	: একই
আহত হওয়ার স্থান	: মাওনা, গাজীপুর, ঢাকা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল: ৩:৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, বিকাল ৩:৩০ মিনিট
যাদের আঘাতে শহীদ	: বিজিবির গুলিতে
শহীদের কবরস্থান	: কাওয়ালীজান, নড়াইল, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ

শহীদ রাজু

ক্রমিক : ৬১২

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০২৫

শহীদ পরিচিতি

ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব গোবরকরা গ্রামে শহীদ রাজু ১৯৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলছন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন হোটেল শ্রমিক। পিতা মিজান উদ্দিন (৬৫) আর মা রাহেলা খাতুন (৫৫) গ্রামের বাসায় থাকতেন আর শহীদ রাজু স্বস্ত্রীক থাকতেন টঙ্গীর বোর্ড বাজারে। নিজের সংসার চালিয়েও কিছু টাকা পাঠাতেন মা-বাবার কাছে। একজনের আয়ে চলে যেত দুটি সংসার। সেই মানুষটিও ২০ জুলাই দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী শহীদ আবু সাঈদের আত্মোৎসর্গে পুরো জাতি অনুপ্রাণিত। উত্তাল আন্দোলনে টালমাটাল বাংলাদেশ। স্বৈরশাসনে নিষ্পেষিত জনগণের সামনে আলোর ফোয়ারা দেখা দেয়। সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। হোটেল শ্রমিক শহীদ মো: রাজু মিয়াও যোগদান করেন এ আন্দোলনে।

২০ জুলাই সহযোদ্ধাদের সাথে তিনিও রাজপথে ছিলেন। দুপুর সাড়ে বারোটায় খুনি হাসিনার পেটোয়া বাহিনী পরপর পাঁচটি গুলি করে তাকে হত্যা করে। বুকের ডান ও বাম পাশে, মাথায় এবং বাম হাতে দুটি গুলি করা হয়। জনগণ তার রক্তাক্ত দেহটি ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

লাশ নিয়ে হয়রানি

শহীদ রাজুকে হত্যা করেও তৃপ্ত হয়েছিল না ঘাতক বাহিনী। আরো চারটি লাশের সাথে তার লাশ নিয়ে চলে যায় সেনাবাহিনী। লাশের জন্য ছোটাছুটি করতে থাকে পরিবারের সদস্যরা। সেনাবাহিনী জানায় লাশ টঙ্গী পশ্চিম থানায় রয়েছে। টঙ্গী থানায় গেলে পুলিশ প্রশাসন অস্বীকার করে। তারপর থেকে ভোগান্তি বাড়তেই থাকে। কোনক্রমেই লাশের সন্ধান পাওয়া যায় না। পত্রিকায় শিরোনাম হয় " নিহত রাজু মিয়ার লাশ ফেরত চায় পরিবার "। তবুও টনক নড়ে না প্রশাসনের। এখনো পাওয়া যায়নি শহীদ রাজু মিয়ার লাশ। এত নির্মমভাবে হত্যা করে লাশটিও গায়েব করে ফেলে খুনি হাসিনার দোসররা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
নিহত রাজু মিয়ার লাশ ফেরত চায় পরিবার

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার খুনি হাসিনা শহীদ রাজুকে হত্যা করে তার লাশ গুম করে ফেলে। শত চেষ্টার পরেও বাবা-মা তার ছেলের লাশ হাতে পায়নি। এতে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন পিতা মিজান উদ্দিন এবং মা রাহেলা খাতুন। তারা তাদের সন্তানের মৃত্যুমুখ পর্যন্ত দেখতে পাননি। শেষ বিদায় জানাতে পারেনি সন্তানকে। স্ত্রী রেহেনা খাতুনের অবস্থা আরো শোচনীয়। শহীদের ছবি দেখে তিনি বারবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন। বাবা মা ও স্ত্রীর দাবি তারা যেন অন্তত রাজুর লাশ বা কবরের সন্ধান পান। হত্যাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিচার করারও দাবী তাদের।

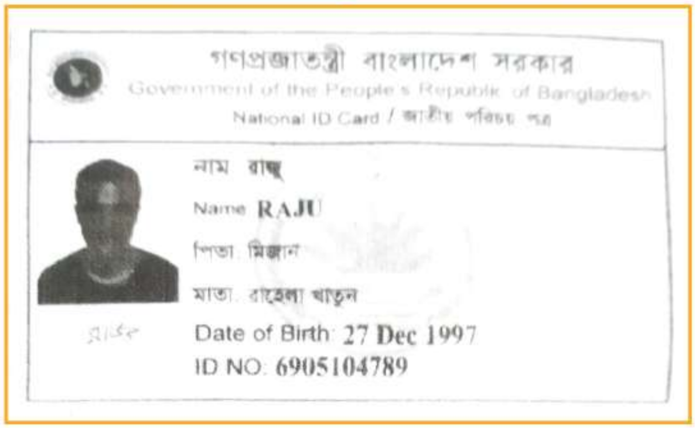
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম রাজু
Name RAJU
পিতা মিজান
মাতা রাহেলা খাতুন
Date of Birth 27 Dec 1997
ID NO 6905104789

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদরা তিন ভাইবোন। তিনি ছিলেন সবার বড়। ছোট বোন নুরজাহান (২৫) ও খাদিজা খাতুন (২৩) বিবাহিত। শহীদের পিতা পূর্বে কৃষি কাজ করলেও এখন তিনি আর কাজ করতে পারেন না। তাই বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছেলের আয়ের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। শহীদের স্ত্রী রেহেনা খাতুন (২৪) একজন গৃহিণী।

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পিতা-মাতাকে এককালীন সহায়তা করা প্রয়োজন।
২. শহীদের পিতার জন্য মুদি দোকানের ন্যায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দেওয়া দরকার।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: রাজু
পিতা	: মিজান উদ্দিন (৬৫)
মাতা	: রাহেলা খাতুন (৫৫)
জন্মতারিখ	: ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পূর্ব গোবরকরা, ইউনিয়ন: ৪ নং সদর-হালুয়াঘাট, থানা: হালুয়াঘাট, জেলা: ময়মনসিংহ
আহত হওয়ার স্থান	: বোর্ড বাজার, টঙ্গী, ঢাকা
আহত ও শহীদ হওয়ার সময় কাল	: ২০ জুলাই, ২০২৪, দুপুর ১২:৩০ মিনিট
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলিতে

শহীদ মো: আনারুল ইসলাম

ক্রমিক : ৬১৩

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০২৬

"শত কিছু করেও ছেলেকে ফিরে পাওয়া যাবে না, দেশের জন্য ছেলে জীবন দিয়েছে। আমরা তার মর্যাদা চাই"

- শহীদের মা আনোয়ারা বেগম

জন্ম ও পরিচিতি

ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ গোমগাঁও বড়বড়ি গ্রামে সেপ্টেম্বর মাসে ১৯৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শহীদ মো: আনারুল ইসলাম। পিতা মো: রফিকুল ইসলাম (৫০) ফলের ব্যবসা করেন এবং মা আনোয়ারা বেগম (৪০) গৃহিণী। পিতা-মাতার সাথে স্ত্রী নিয়ে উত্তরা হাউজ বিল্ডিং এলাকায় থাকতেন। ফুটপাতে সবজির ব্যবসা করছেন। মাঝে মাঝে বাবার সাথে ফলের ব্যবসাও করতেন। ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, ৪ আগস্ট তিনি গুলি বিদ্ধ হয়েছিলেন।

একটি বুলেট তার মাথার ডান পাশে লেগে মগজ ক্ষতবিক্ষত করে দেয় এবং আরেকটি বুলেট তার কপাল ছিদ্র করে দেয়। তারপর তাকে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে চার দিন অচেতন থাকার পর ৮ আগস্ট তিনি ইন্তেকাল করেন। এই ঘটনা জানতে পারেন শহীদের পরিবার আরও তিনদিন পর অর্থাৎ ১১ আগস্ট।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

শহীদ মো: আনারুল ইসলাম অটোচালক হলেও দেশ ও জাতি সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। দেশের করুণ অবস্থার কথা তার অজানা ছিল না। তাইতো স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে। যেসব অঞ্চল আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক ছিল তার অন্যতম ছিল রাজধানী ঢাকা। প্রশাসনের পেটোয়া বাহিনী, বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় সশস্ত্র ক্যাডারদের সমন্বয়ে গঠিত ছাত্রলীগ, টেন্ডারবাজ-চাঁদাবাজ যুবলীগ আর তাদের কর্তা আওয়ামীলীগ, পুরো রাজধানী শহরকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রেখেছিল। মোড়ে মোড়ে বসিয়েছিল মোবাইল চেকপোস্ট। একাত্তরের পাকিস্তানি হায়েনা গোষ্ঠীর মতই জনে জনে চেক করতো তারা। এরপরও মুক্তিকামী জনতা তাদের রক্ত চক্ষু মাড়িয়ে আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিত। মুক্তিকামী মানুষ যেন মুক্তির জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। ঐরকমই একজন মুক্তিকামী মানুষ হয়ে উঠেছিলেন শহীদ মো: আনারুল ইসলাম। তিনি উত্তরার আব্দুল্লাহপুরে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার সাথে রাজপথে অবস্থান নিয়েছিলেন ৪ আগস্ট। ছাত্রদের ওপর চালানো পুলিশের গুলি বুক পেতে ধারণ করেছিলেন শহীদ মো: আনারুল ইসলাম। একটি বুলেট তার মগজ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল আর আরেকটি বুলেট তার কপাল ছিদ্র করে দিয়েছিল। ৪ আগস্ট হতে ১১ আগস্ট, এই দীর্ঘ সময়েও শহীদের পরিবার জানতেন না শহীদের অবস্থা সম্পর্কে। ১১ আগস্ট রাত ১ টার দিকে ফুলপুরের পুলিশ তার বাবাকে ফোন দিয়ে তার মৃত্যুর ঘটনা জানান। ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে নাকি লাশ শনাক্ত করা হয়েছে। শহীদের পিতা বলেন, "আনারুল ইসলামের মাথায় দুটি গুলির ক্ষত ছিল।" পরেরদিন রাত সাড়ে ৯ টায় তাকে নিজ গ্রামে দাফন করা হয়।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ মো: আনারুল ইসলামের মা আনোয়ারা বেগম সরকারের কাছে শহীদ সন্তানের মর্যাদা দাবি করেন। শহীদের বাবা বলেন, “ছোট্ট তিন মেয়ে এক ছেলের সংসার। ছেলের মৃত্যুতে আমার সাহায্যের হাত শেষ হয়ে গেল। আমার বৃদ্ধ বয়সে ভবিষ্যৎ চলা অসম্ভব হয়ে পড়ল। দেড় বছর আগে এক মেয়েকে বিয়ে করিয়েছিলাম সেও আজ বিধবা হয়ে গেছে। অবৈধ হাসিনা সরকারের পতন ঘটাতে শত শত ছাত্র-জনতার মৃত্যু হয়েছে। খুনি সরকারের পতন হওয়ায় ছেলের মৃত্যুতে কোন কষ্ট নেই।”

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদরা চার ভাই বোন। শহীদ আনারুল ইসলাম (৩০) সবার বড়। বোনদের মধ্যে নুরুন্নাহার (২০) এবং আলফিনা আক্তার (১৯) বিবাহিত। সবার ছোট বোন আকলিমা(১৫)। শহীদের পিতা ফুটপাতে সবজি এবং কখনো কখনো ফল বিক্রি করে থাকেন।

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রীকে কর্মসংস্থান পেতে সহায়তা করা যেতে পারে।
২. শহীদের পিতার জন্য স্থায়ী দোকানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

একটি গণআন্দোলনে কিংবা একটি বিপ্লবে নিম্ন পেশার মানুষজন কেন এত ব্যাপক হারে ছুটে এসেছিল? কেনই বা তারা জীবন দিয়েছিল? শহীদ মোঃ আনারুল ইসলামদের জীবনাবসান অনাগত ভবিষ্যতে শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণের পাশাপাশি গবেষণারও কারণ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: আনারুল ইসলাম
পিত	: মো: রফিকুল ইসলাম (৫০)
মাতা	: আনোয়ার বেগম
জন্মতারিখ	: ৯ মার্চ ১৯৯৪
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ গোমগাঁও, বড়বাড়ি, ইউনিয়ন: ৮নং রূপসী, থানা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ
আহত হওয়ার স্থান	: আব্দুল্লাহপুর, উত্তরা, ঢাকা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪ টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৮ আগস্ট, ২০২৪, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলিতে
শহীদের কবরস্থান	: দক্ষিণ গুনগাঁও বড়বাড়ি, ৮ নং রূপসী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ

শহীদ মো: মাসুম শেখ

ক্রমিক : ৬১৪

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০২৭

শহীদ মো: মাসুম শেখ

শহীদ মো: মাসুম শেখ ১৯৯৪ সালে ময়মনসিংহের কোকাইল হয়খন্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা আব্দুর রাজ্জাক মৃত এবং ৭০ বছরের বৃদ্ধ মা রাহেলা খাতুন অসুস্থ। তিনি টঙ্গী গার্মেন্টসে কোয়ালিটি মাস্টার পদে যোগদান করেছিলেন। স্ত্রী নাদিয়া ও আড়াই বছরের সন্তান মফিজকে নিয়ে তার সংসার ভালোই চলছিল। পুলিশের গুলিতে শেখ মাসুম শেখ আক্রান্ত হন বিকাল ৫টার সময়। তার শরীরে তিনটি গুলি প্রবেশ করে। একটি গুলি পেটের একপাশ দিয়ে ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আরেকটি গুলি বুকে ঢুকে বের হয়ে যায়। সর্বশেষ গুলিটি চোখের বাম পাশে ঢুকে বের হয়ে যায়। পথচারীরা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যায়। পথিমধ্যেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

খুনি হাসিনা সরকারের দুঃশাসনকে টিকিয়ে রাখতে পুলিশ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল। মূলত তারাই হাসিনার অবৈধ ফ্যাসিস্ট সরকারকে টিকিয়ে রেখেছিল। অবৈধভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া এই দুর্বৃত্ত চক্র নিজেদের স্বার্থের কারণেই আওয়ামী দুঃশাসনকে দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছিল। অপরাধ জগতের এমন কোন অলিগলি ছিল না যাদের সাথে এদের সখ্যতা ছিল না। মাদক পাচার ও ক্রয়-বিক্রয়, সীমান্তে চোরা চালান, দাগি

চিহ্নিত ও অবৈধ দখলদারদের সাথে ছিল তাদের দহররম মহরম সম্পর্ক, অবৈধ দখলদাররা ছিল তাদের প্রাণের বন্ধু, বিরোধী দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে লাখ লাখ গায়েবী মামলা প্রস্তুতকারী, গুম খুম হত্যা সন্ত্রাস চাঁদাবাজিতে শতভাগ জড়িত, বিরোধী দলকে সম্পূর্ণভাবে দমন, অবৈধ সরকারের রাতের ভোট নিশ্চিত করা, পথে-ঘাটে রাস্তায় চাঁদাবাজি, সাধারণ জনসাধারণকে জিম্মি ও হয়রানি করা, এরকম হাজারো অপরাধের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল পুলিশ প্রশাসন। এজন্য আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের প্রতি যত ঘৃণা ছিল তার চেয়েও সহস্র গুণ বেশি ঘৃণা ছিল এই পুলিশ প্রশাসনের প্রতি। পুলিশ একটি আতঙ্কের নামে পরিণত হয়েছিল। জনসাধারণের চোখে যেন তারা ঘৃণ্য নরকের ঘৃণিত কিট। জনগণ মনে করতো পুলিশকে রুখে দিতে পারলে সরকার এমনি এমনি পড়ে যাবে। তাই যত ক্ষোভ আর রাগ ছিল পুলিশের উপর। ৫ আগস্ট বিজয়ের পর পুলিশের ফাঁড়িগুলোর দিকে তাকালে তা অনুমান করা যায়। পুরো বাংলাদেশের সকল ফাঁড়ি একযোগে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এ দ্বারা পুলিশ প্রশাসনের প্রতি মানুষের ঘৃণার পরিমাণ আঁচ করা যায়।

৫ আগস্ট শহীদ মো: মাসুম শেখ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ আন্দোলনের সংগ্রামী ছাত্র-জনতা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আন্দোলনের তীব্রতায় প্রশাসন নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। খুনি হাসিনা দিল্লি পালিয়ে গিয়েছিল। বিজয়ী জনতার রাগ এবং ক্ষোভ গিয়ে পড়ে পুলিশ ফাঁড়িগুলোর ওপর। একপর্যায়ে ছাত্র-জনতা উত্তরা থানা ঘেরাও করে ফেলে। এরপরই পুলিশ জনতার উপর নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ শুরু করে। তিনটি গুলি সরাসরি শহীদ মো: মাসুম শেখকে আঘাত করে। শরীর এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায়। একটি গুলি পেটের একপাশে ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। আরেকটা গুলি বুকে ঢুকে পড়ে। সর্বশেষ গুলি বাম চোখে ঢুকে বের বের হয়ে গিয়েছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়েছিলেন তিনি। পথচারীরা তাকে নিয়ে দ্রুত ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যান।কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদের ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখে মা রাহেলা খাতুন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এত নির্মম এবং জঘন্য কায়দায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল। শহীদের স্ত্রীও কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, " আড়াই বছরের ছেলেকে নিয়ে আমি কোথায় যাব? তার তো কোনো দোষ ছিল না। কেন তাকে এভাবে হত্যা করা হলো? ঘটনা যাই হোক না কেন আমি দোষীদের শাস্তি চাই। "

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মো: মাসুম শেখের বৃদ্ধ মা রাহেলা খাতুন, স্ত্রী নাদিয়া এবং ছেলে মফিজকে নিয়ে ছিল সংসার। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি । তার মৃত্যুতে বৃদ্ধ মা রাহেলা খাতুন, স্ত্রী নাদিয়া এবং ছেলে মফিজ অসহায় হয়ে পড়েছেন।

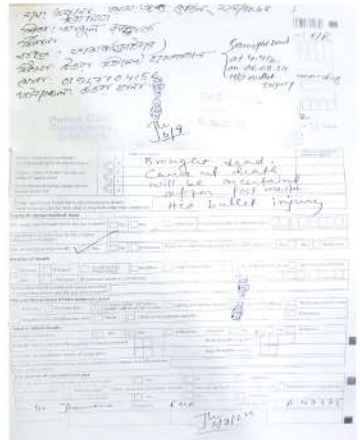

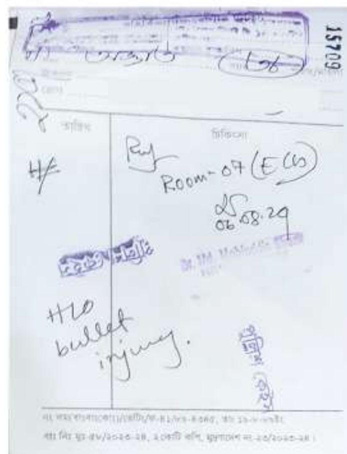

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ মো: মাসুম শেখ
জন্ম তারিখ	: ১৪ মে, ১৯৯৪
পিতা	: মৃত আব্দুর রাজ্জাক
মাতা	: রাহেলা খাতুন (৭০)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কোকাইল হয়খন্ড , ইউনিয়ন : বউলা, থানা: ফুলপুর , জেলা: ময়মনসিংহ
বর্তমান ঠিকানা	: স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর
আহত হওয়ার স্থান	: উত্তরা , ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৫টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: উত্তরা, ঢাকা, বিকাল পাঁচটা
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলিতে
শহীদের কবরস্থান	: কোকাইল, বউলা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের বিধবা স্ত্রীকে কর্মসংস্থান পেতে সহায়তা করা
২. শহীদের শিশু সন্তানের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের বৃদ্ধ মাতার জন্য গৃহের ব্যবস্থা ও মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা

শহীদ মো: মাহিন মিয়া

ক্রমিক : ৬১৫

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০২৮

শহীদ মো: মাহিন মিয়া

শহীদ মো: মাহিন মিয়া ময়মনসিংহের ফুলপুরে ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা গাজী মামুদ (৫২) দারোয়ানের চাকুরী করেন। মা জোসনা বেগম বাসা বাড়িতে কাজ করেন। শহীদ মাহিন মিয়া পিকআপ গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময়ে শহীদ মাহিন গুলিবিদ্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। শহীদ মাহিন মিয়ার দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী সন্তান সম্ভবা এবং দ্বিতীয় স্ত্রী ৮ মাস বয়সী ছেলে সন্তানের মা।

দুই যুগ ধরে ঢাকায় বসবাসকারী শহীদ মাহিন মিয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিল। ১৮ জুলাই হারিয়ে যায় শহীদ মাহিন মিয়া। বন্ধ হয়ে যায় তার মোবাইল ফোনও। স্বজনরা হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ান লাশেরর জন্য। অবশেষে দশ দিন পর ঢাকাস্থ আনজুমানে মফিদুল ইসলামে গিয়ে ছবি দেখে ছেলের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হন। শহীদের পিতাকে জানানো হয় শহীদকে মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

শহীদের স্বজনদের স্মৃতিচারণ

শহীদের পিতা বলেন, "প্রায় ২৪ বছর ধরে স্বপরিবারে ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর এলাকায় বসবাস করছি আমরা। একমাত্র ছেলে মাহিন পিকআপ গাড়ির ড্রাইভার। গত ১৮ জুলাই মাহিনের স্ত্রী আমার বাসায় বেড়াতে আসে। সন্ধ্যা সাতটার দিকে ছেলের বাসার কাছে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও আওয়ামী লীগের লোকজনের হামলা শুরু হয়। মাহিন মোবাইল ফোনে বিষয়টি আমাকে জানিয়ে সতর্ক করে স্ত্রীকে বাসায় পাঠাতে বলেন। এ সময় আমিও ছেলেকে সতর্ক থাকতে বলেছিলাম।এরই মধ্যে মাহিনের কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার লাশ পায় এবং তাকে শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে বলে শুনেছি। "শহীদের মা জোসনা বেগম জানান, ছেলের বিয়ের ১১ বছর পর সন্তান না হওয়ায় দ্বিতীয় বিয়ে করানো হয়। ৮ মাস আগে দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে সন্তান হয়েছে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে প্রথম স্ত্রীও সন্তান সম্ভবা। আমি ছেলে হারালাম তার ছেলে এতিম হয়ে গেল। এখনো তার মৃত্যুর কোন কাগজপত্র পাচ্ছিনা। আমরা ছেলে হত্যার বিচার চাই।'

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদের পিতা গাজী মামুদ বাসায় দারোয়ানের চাকরি করেন এবং তার মা জোসনা বেগম বাসা বাড়িতে কাজ করেন। শহীদের দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী সন্তানসম্ভবা এবং দ্বিতীয় স্ত্রী এক ছেলের মা। তারা দীর্ঘ ২৭ বছর যাবত ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। শহীদ মাহিন মিয়াও মোহাম্মদপুর তিন রাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাদের গ্রামের বাড়িতেও তেমন সম্পদ নেই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ মাহিন মিয়া
Name: MD. MAHIN MIA
পিতা: গাজী মামুদ
মাতা: জোসনা বেগম
Date of Birth: 01 Jan 1994
ID NO: 6013982993

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: মাহিন মিয়া
পিতা	: গাজী মামুদ (৫২)
মাতা	: জোসনা বেগম
জন্ম তারিখ	: ১ জানুয়ারি, ১৯৯৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দ্বারাকপুর, ইউনিয়ন: রামভদ্রপুর, থানা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ
বর্তমান ঠিকানা	: সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
আহত হওয়ার স্থান	: মোহাম্মদপুর, ঢাকা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৮ জুলাই, ২০২৪, সন্ধ্যা ৭টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ১৮ জুলাই, ২০২৪, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে
শহীদের কবরস্থান	: শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পিতা- মাতা ও স্ত্রীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা
২. শহীদদের সন্তানের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা

"আমাগোর ঘর নেই। দুই শিশু সন্তান নিয়ে কিভাবে চলাফেরা করমু আল্লাহই জানেন। দুই শিশুর জন্য ধান বিক্রি করে আম নিয়ে বাড়িতে আসার আগেই আমার স্বামীর প্রাণ গেল গুলিতে। এখন কিভাবে সামনের দিনগুলো চলবো বুঝতাছিনা" - শহীদের স্ত্রী রহিমা

শহীদ মোঃ সাইফুল ইসলাম

ক্রমিক : ৬১৬

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০২৯

শহীদ পরিচিত

শহীদ সাইফুল ময়মনসিংহের রহিমগঞ্জ ইউনিয়নের চকঢাকির কান্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৮৭ সালের ১ জানুয়ারি। পিতা মোঃ তৈয়ব আলী (৬৭) কৃষিকাজ করেন এবং মা রোকেয়া খাতুন (৬২) গৃহিণী। ধান ব্যবসায়ী শহীদ মোঃ সাইফুল ইসলাম তিন সন্তানের জনক। তার স্ত্রীর নাম জোসনা। সাইফুল ২০ জুলাই দুপুর দুইটার সময় পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।

শহীদ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য

দিনমজুর মোঃ সাইফুল ইসলামের (৩৭) ঘরের চাল চুয়ে পানি পড়ে। জীর্ণ ঘরটি ভেঙে নতুন ঘর তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য ধান বিক্রি করতে যান বাজারে। ধান বিক্রি শেষে ছোট্ট মেয়েটির জন্য আম কিনে বাড়িতে ফেরার কথা ছিল তাঁর, কিন্তু তা আর হয়নি। সাইফুল ফিরলেন লাশ হয়ে। কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান।

নিহত সাইফুল ইসলামের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার চক ঢাকিরকান্দা গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের তৈয়ব আলীর ছেলে। অল্প কিছু জমি বন্ধক রেখে চাষ করতেন সাইফুল। সেই সঙ্গে দিনমজুরি করেই সংসার চালাতেন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। পরিবারের ভাষ্য, ২০ শে জুলাই দুপুরে ফুলপুর-ময়মনসিংহ সড়কের আমুয়াকান্দা এলাকায় সংঘর্ষের সময় একটি গুলি এসে সাইফুলের ডান চোখের ওপরে লেগে মাথা ছিদ্র করে বেরিয়ে যায়। পরে তিনি মারা যান।

স্বামীকে হারিয়ে সন্তানদের নিয়ে অথই সাগরে পড়েছেন স্ত্রী রহিমা আক্তার। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, ধান নিয়ে সেদিন তাঁর স্বামী বাজারে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় ছোট মেয়ে বলেছিল আম নিয়ে আসতে। ধান বিক্রি করে আম নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু পুলিশের গুলিতে তাঁর স্বামী লাশ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

স্বজনেরা বলছেন, সাইফুলের মৃত্যুর পর তাঁর দাদা আফতাব উদ্দিন (৮০) মারা গেছেন ২৩ জুলাই। নাতির মৃত্যু সইতে না পেরে তিনিও মারা যান।

প্রথমে সন্তান ও পরে বাবার লাশ কাঁধে নিয়ে কবরস্থানে দাফন করেন কৃষক তৈয়ব আলী। তিনি বলেন, তাঁর বেঁচে থাকা না-থাকা এখন সমান কথা। তাঁর নিরাপরাধ ছেলেকে গুলি করে মারা হয়েছে। সরকারের কাছে এর বিচার চান।

দুই মেয়ে ও এক ছেলের বাবা ছিলেন সাইফুল। বড় মেয়ে মিম আক্তার (৬) প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। ছেলে রামিম হাসানের বয়স ৪ বছর। অপর মেয়ের সাইমা আক্তারের বয়স ২ বছর ৪ মাস। আমাদের তথ্য সংগ্রাহক বলেন, 'বাড়ির সামনে দেখা গেল শিশু রামিম হাসানকে। আইসক্রিম খাচ্ছিল সে। বাবা মারা যাওয়ার বিষয়টি এখনো সে বুঝে উঠতে পারেনি'।

সাইফুলের সঙ্গে সেদিন ধান বিক্রি করতে যান তাঁর ছোট ভাই শহীদুল ইসলাম। সাইফুল গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় পাশেই ছিলেন তিনি। শহীদুল বলেন, বেলা একটার দিকে আমুয়াকান্দা বাজারের ধানমহালে ছিলেন। ব্যাপারীর সঙ্গে ধানের দরদামও হয়। এ সময় গন্ডগোল শুরু হয়। গাড়ি থেকে ধান নামানোর আগেই হঠাৎ একটা গুলি এসে সাইফুলের চোখর ওপর দিকে লেগে মাথা ছেদ করে বেরিয়ে যায়। দ্রুত তাঁকে ফুলপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে সাইফুল শহীদ হন। পরে তাঁর লাশ বাড়িতে নিয়ে আসেন।
শহীদুল আরও বলেন, 'সে সময় সেখানে শুধু পুলিশ ছিল। পুলিশে গুলি করছে। বিচার কার কাছে দেব আমরা? বিচারের কিছু আছে? পুলিশে গুলি করছে, মামলা কার কাছে দেব?

শহীদের মৃত্যুর পর প্রতিবেশির প্রতিক্রিয়া

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন (প্রতিবেশী) বলেন, 'দিনমজুরি করতেন। ভালো মানুষ ছিলেন। সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী ছিলেন।'

One bullet claims two lives

Grandfather dies from stroke after Saiful was shot dead

OUR CORRESPONDENT, Mymensingh

For the last couple of days, two year old Sayma Akter holds a mango in her hand, hoping her father will return home so that they can share their favourite fruit together.

But her father, Md Saiful Islam, 35, will never return home. He was killed after a bullet pierced through him, when law enforcers opened fire at Amuakanda Bazar area in Phulpur municipality of Mymensingh on July 20.

However, this would not be the only death in their family that week.

"Hearing the news of Saiful's death, my grandfather Aftab Uddin, 80, cried out and suffered a stroke from the sorrow. He died on July 23, three days after Saiful," said Hafizul Islam, Saiful's younger brother.

Meanwhile, Sayma still firmly believes her father will return home with more mangoes.

"I cannot bear the pain when Sayma says, 'abba ashbe, aam niye' (father will return with mangoes)," said Rahima Akter, Saiful's widow.

A father of three children, Saiful

SEE PAGE 4 COL 1

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন শহীদ সাইফুল। একটি জরাজীর্ণ ঘর রয়েছে। দুই শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তিত পরিবার। স্বামীহারা রহিমা বলেন, 'আমগ্যোর ঘর নেই, দুই শিশুসন্তান নিয়ে কিভাবে চলাফেরা করমু আল্লাই জানেন।

দুই শিশুর জন্য ধান বিক্রি করে আম নিয়ে বাড়িতে আসার আগেই আমার স্বামীর প্রাণ গেল গুলিতে। এখন কিভাবে সামনের দিনগুলো চলবো বুঝতাছি না।'

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Rahimganj Union Parishad
Phulpur, Mymensingh
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Death Registration Number
19876118163142730

Date of Issuance
21/08/2024

Date of Birth : 01/01/1987 Sex : Male
Date of Death : 20/07/2024
In Word : Twentieth of July Two Thousand Twenty Four

নাম	: মোঃ সাইফুল ইসলাম	Name	: Md Siful Islam
মাতা	: রোকেয়া খাতুন	Mother	: Rokeya Khatun
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ তৈয়ব আলী	Father	: Md Taib Ali
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ	Place of Death	: Mymensingh, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code

শহীদের প্রোফাইল

নাম	: মো: সাইফুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ০১-০১-১৯৮৭
পিতা	: তৈয়ব আলী
মাতা	: রোকেয়া খাতুন
সন্তানাদি	: মীম আক্তার (৬), রামিম হাসান (৪), সায়মা আক্তার (২)
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: চক ঢাকিরকান্দা, ফুলপুর, রহিমগঞ্জ, জেলা: ময়মনসিংহ
আহত হওয়ার স্থান	: আমুয়াকান্দা বাজারের ধানমহালে
আহত হওয়ার সময় কাল	: ২০ জুলাই, বেলা ২টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ২০ জুলাই, বেলা ২টা, আমুয়াকান্দা বাজারের ধানমহালে
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা
২. এতিম বাচ্চাদের পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করা এবং ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা

“সকলেই বিজয়ের পতাকা নিয়ে ঘরে ফিরলেও আমার বুকের মানিক ফিরেছে লাশ হয়ে”

শহীদ সামিদ হোসেন

ক্রমিক : ৬১৭

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৩০

জন্ম ও পরিচিতি

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থানার তেঘুরী গ্রামে ২২ আগস্ট ২০০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শহীদ সামিদ হোসেন। পিতা মো: ফরহাদ আলী (৩৫) সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করেন এবং মা শিল্পী আক্তার একজন গৃহিণী। মা-বাবা আর ছোট ভাই আকিম হোসেনকে সাথে নিয়ে তারা টঙ্গীর গাজীপুরের চেরাগ আলীতে বাস করতেন। সামিদ পড়াশোনা করতেন কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় বর্ষে (চতুর্থ সেমিস্টার)। তিনি নিয়মিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন। ৫ আগস্ট সোমবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ডাকে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন তিনি। শহীদ সামিদ হোসেন, বাবা ফরহাদ আলীর সঙ্গে সকাল থেকে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে উত্তরার আজমপুর বিএনএস সেন্টারের সামনে স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ ও ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ শুরু হয়। বিকাল পাঁচটার দিকে হঠাৎ পুলিশের ছোঁড়া গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হন শহীদ সামিদ। পরে তাকে উদ্ধার করে কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

শহীদ সামিদ হোসেন ছিলেন একজন প্রতিবাদী ছাত্র। ছাত্র মাত্রই তিনি জানতেন পাশবিক শক্তি হিসেবে পরিচিত ছাত্রলীগ নামক বিশ্ব সন্ত্রাসী সংগঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কে। অপরাধ জগতের এমন কোন কাজ ছিল না যাদের সাথে এই ছাত্রলীগের সম্পৃক্ততা ছিল না। ধর্ষণের সেঞ্চুরি উৎসব, গণধর্ষণ, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে কেড়ে

নিয়ে ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যা, সন্ত্রাস, গুম, খুন, টেন্ডারবাজি, ব্যালট বক্স ছিনতাই, অন্যের পুকুরের মাছ, অন্যের গাছের ফসলাদি লুণ্ঠন, সিট দখল, গণরুম কালচার, প্রতিটি হল কে টর্চার সেলে পরিণত, সারারাত্রি পিটিয়ে পিটিয়ে ছাত্রদের খুন করা, সালাম না দেওয়ার অপরাধে হল ছাড়া করা, সিট বাণিজ্য, ক্যান্টিনে বাকি খাওয়া, ফ্রি খাওয়া, শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নির্যাতন এমনকি হত্যা করা, প্রতিটি হলরুমকে অস্ত্রাগার বানানো, মদ-গাঁজা আর নারীর সমন্বয়ে বালাখানা তৈরি, অবৈধভাবে বছরের পর বছর হলে অবস্থান, পাশের আবদার, শিক্ষককে পানিতে চুবানো, আর নিজেদের মধ্যেই সংঘাত সংঘর্ষ তো ছিলই। সাধারণ মানুষের ধারণা প্রতিটি ছাত্রলীগের কর্মী এক একটি জারজ সন্তান। কোন মায়ের গর্ভে এদের জন্ম হতে পারে না। এই বিভীষিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সবাই উদ্ধার পেতে চাইছিলো। আশার আলো হয়ে আসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন। আবহমান বাংলার সন্তান নিম্ন আয়ের মানুষ সিকিউরিটি গার্ড মো: ফরহাদ আলী সুসন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। এই অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি যেমন সোচ্চার ছিলেন তেমনি সেই আদলে করে গড়ে তুলেছিলেন স্বীয় পুত্রকে। তারা ছিলেন সীমিত আয়ের মানুষ। স্বপ্ন ছিল খুবই সীমিত। ছেলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে পরিবারের হাল ধরবে, এতটুকুই কিন্তু খুনি সরকারের পেটোয়া বাহিনী তাকে বাঁচতে দেয়নি। ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে তাকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেয়া ঘাতক পুলিশ।

গুলি খেয়ে পড়ে থাকা শহীদ সামিদকে বন্ধু শাকিল সহায়তা করতে গেলে তাকেও নির্মমভাবে গুলি করা হয়। শাকিল ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান কিন্তু সামিদকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তাকে দ্রুত কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি ইন্তেকাল করেন। মায়ের সাথে তার শেষ কথা ছিল, "বলেছিলাম না মা আজ সরকারের পতন হবে। "

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ সামিদের মৃত্যুতে তার পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং আন্দোলনের সহকর্মীদের কাছে এই শোক ছিল অসহনীয়। গভীর শোকাহত শহীদের পিতা বলেন, "আমি সরকারের কাছে আমার ছেলের শহীদ হিসাবে স্বীকৃতি দাবি করছি। " শহীদের মা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, " সকলেই বিজয়ের পতাকা নিয়ে ঘরে ফিরলেও আমার বুকের মানিক ফিরেছে লাশ হয়ে।"

একটি সন্ত্রাসমুক্ত সুন্দর শিক্ষাঙ্গনের স্বপ্ন দেখতেন শহীদ সামিদ। তিনি ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য। আন্দোলনে তার সক্রিয়তা,সাহসিকতা আর দৃঢ়তা দেশের ছাত্র সমাজের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করবে।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

সিকিউরিটি গার্ড বাবার সন্তান শহীদ সামিদ। সে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। তিনি ছিল বাবার আঁধার ঘরের মানিক। স্বপ্ন ছিল ছেলেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন। ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগাতে বাবা রাত দিন পরিশ্রম করতেন। সামিদের মৃত্যুতে তার সেই স্বপ্ন মাটিতে মিশে গেছে। শহীদের ছোট ভাই (১৪) নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের সাহসী দৈনিক

আলোকিত প্রতিদিন

The Daily Alokito Protidin

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মুক্তাগাছার শহীদ সামিদের শেষ কথা-

বলেছিলাম না মা আজ সরকারের পতন হবে

রিপন সরওয়ার:

হলো, মা বলেছিলাম না আজ সরকারের পতন হবে। কিছুক্ষণ পরেই সেনাপ্রধান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন, শুনতেছি হাসিনা নাকি দেশ ছেড়ে পালাইছে- এটিই ছিলো বড় ছেলে সামিদের শেষ কথা। ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে বলতে বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন মা শিল্পী আক্তার। তার মা আরও বলেন, সকলেই বিজয়ের পতাকা নিয়ে ঘরে ফিরলেও আমার বুকের মানিক ফিরেছে লাশ হয়ে। স্বজনরা জানিয়েছেন ৫ আগস্ট সোমবার হাসিনা সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে আজিমপুর বিজিবি এর সামনে পুলিশ ও ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ চলছিলো। সামিদ ও তার বাবা ফরহাদ হোসেন সকাল থেকেই 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। বিকাল চৌর দিকে হঠাৎ পুলিশের ছোড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন সামিদ। পরে তাকে উদ্ধার করে কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মুক্তাগাছা উপজেলার মানকোন ইউনিয়নের বেতুড়ী গ্রামের ফরহাদ হোসেনের বড় ছেলে সামিদ হোসেন (১৯)। সে কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই তার সক্রিয় অংশগ্রহন ছিলো। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো ১৯ বছর। শহিদ সামিদের বাবা বলেন, তার ক্যাম্পাস বন্ধ থাকার কারণে কয়েকদিন যাবত সামিদ আমার চেরাগআলীর বাসায় অবস্থান করছিল। ঘটনার দিন সকালবেলা খাওয়া-দাওয়া করে তার বন্ধুদের সাথে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে অংশনেয়। আমি যাই আমার বন্ধুদের সাথে। পরে বিকেলে খবর পাই আমার ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আমি আমার ছেলের বিচার দাবী করছি। সামিদের ছোট ভাই সাকিব হোসেন বলেন, ভাইয়া সবসময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাফল্যের কথা বলতেন, সে বলতো ছাত্র আন্দোলন কখনো বৃথা যায়নি এবারো তার ব্যতিক্রম হবে না। মানকোন ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম তার বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গিয়ে বেতুড়ী গ্রামের ফরহাদ হোসেনের বড় ছেলে সামিদ হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। আমি তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিচার দাবী করছি। শহীদ সামিদের বন্ধুমহলের নাসির, রেজাউল, রায়হান, সাকিল ও রানা বলেন সামিদ কোটা বিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকে আমাদের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে আসছিলো। 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে সামিদের সাথে তার বাবাও অংশ নেন। বিকাল চৌর দিকে একটি গুলি সামিদের মাথার বামপাশে লেগে অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, ঘটনা স্থলেই সামিদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়েগেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করে। সামিদের বাবার অস্থায়ী নিবাস চেরাগআলীতে ঐদিন রাত ১২ টার দিকে একটি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরেরদিন মঙ্গলবার (৬ আগস্ট) মুক্তাগাছার উপজেলার মানকোন বেতুড়ীতে তার নিজ গ্রামে একটি জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: সামিদ হোসেন
Name: SAMID HOSSAN
পিতা: মোঃ ফরহাদ আলী
মাতা: শিল্পী আক্তার
Date of Birth: 22 Aug 2006
ID NO: 7372308317

MD Al Amin
৪ দিন ·

আমাদের মুক্তাগাছা আমার ভাতিজা প্রথম মোঃ সামিদ হোসেন ৫ ই আগস্ট ঢাকা পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন সবাই তার জন্য দোয়া করবেন

২৩টি 1টি কমেন্ট

এক নজরে শহীদ সামিদ হোসেন

নাম : সামিদ হোসেন
পিতা : মো: ফরহাদ আলী (৩৫)
মাতা : শিল্পী আক্তার
জন্ম তারিখ : ২২ আগস্ট, ২০০৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: তেঘুরী, ইউনিয়ন : মানকোন, থানা: মুক্তাগাছা, জেলা: ময়মনসিংহ
বর্তমান ঠিকানা : চেরাগ আলী, টংগী, গাজীপুর
আহত হওয়ার স্থান : উত্তরা, আজমপুর বিএনএস সেন্টারের সামনে
আহত হওয়ার সময় কাল : ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান : ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন
আক্রমণকারী : স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান : চক ঢাকিরকান্দা, রহিমগঞ্জ, ময়মনসিংহ

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পিতা-মাতাকে এককালীন সহায়তা করা
২. শহীদের ভাইয়ের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা

শেয়ার বিজ
কোটা সংস্কার চেয়ে করা রিট খারিজ
বেকাররা কোটা বৈষম্য থেকে মুক্তি চায়
১০% এর বেশি কোটা নয়!
বাংলাদেশ
কোটা সংস্কারের রিট সরাসরি খারিজ
কোটা দিয়ে কামলা নয়, মেধা দিয়ে আমলা চাই!
কোটা আন্দোলন
ছাত্রীদের বর্ণনায় ছাত্রলীগের হামলা
আজকের পত্রিকা
কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছাত্রলীগের হামলা, সমন্বয়ককে তুলে মিছিল
কিশোরগঞ্জে কোটা আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্রলীগের হামলা, ৫০ শিক্ষার্থী আহত
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার, রাজাকার
বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার
কালবেলা
কুড়িগ্রামে কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছাত্রলীগের হামলা
মধ্যরাতে কোটা আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, পুলিশের গুলি
এখনো ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না ছাত্রলীগের হাতুড়ি হামলার শিকার সেই তরিকুল
সমকাল
আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের
The Daily Campus
কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছাত্রলীগের হামলা

Jagonews24.com

বৃহস্পতিবার সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' ঘোষণা আন্দোলনকারীদের

প্রথম আলো

সারা দেশে আজ 'কমপ্লিট শাটডাউন', জরুরি সেবা ছাড়া সব বন্ধের ঘোষণা

নয়া দিগন্ত

কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচিতে

দৈনিক বাংলা

বৃহস্পতিবার সারা দেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' ঘোষণা

সংঘাত ছড়িয়েছে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে, মঙ্গলবার দেশজুড়ে বিক্ষোভের ঘোষণা

মঙ্গলবার সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কোটা সংস্কার আন্দোলনকা

১৫ জুলাই ২০২৪

সুনসান ঢাবি, উত্তপ্ত রাজধানী

BBC NEWS

প্রথম আলো

১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' ঘোষণ কোটা আন্দোলনকারীদের

ঢাকা টাইমস

পুলিশের 'ব্লক রেইডে' গণ-গ্রেফতার, নিখোঁজ, রিমান্ডে নির্যাতনসহ যত অভিযোগ

পুলিশের হাতে আটক ঠেকানোর চেষ্টা করছেন আন্দোলনকারীরা

জাতীয়

বৃহস্পতিবার সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন'

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা টাইমস

প্রকাশিত : ১৭ জুলাই ২০২৪, ২০.০০| আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৪, ০৯:১৬

কোটা আন্দোলন ঘিরে সহিংসতা, কারফিউ, সেনা মোতায়েন, ইন্টারনেট বন্ধ-আরো যা যা ঘটেছে
বাংলাদেশে গত শুক্রবার রাত থেকে জারি করা কারফিউ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অফিস-আদালত খুললেও নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে মঙ্গলবার কোটা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। টানা পাঁচদিন ইন্টারনেট বন্ধ থাকার পর আবার সীমিত আকারে চালু হয়েছে। গত এক সপ্তাহের সহিংসতায় নিহত হয়েছে দেড়শোর বেশি মানুষ, গ্রেফতার হয়েছে সহস্রাধিক। চার দফা দাবি জানিয়েছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।
বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশ
প্রথম আলো
BBC NEWS বাংলা
দেশজুড়ে সংঘর্ষে নিহত ২০
দিনভর সংঘাত ও সহিংসতায় রক্তাক্ত ঢাকা
রাজধানীতে চার স্থানে সংঘর্ষ, ধাওয়া
জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন
বিক্ষোভ-সহিংসতায় অগ্নিগর্ভ দেশ, সারা দেশে নিহত অন্তত ৯৪
আরও একদিন বাড়ল সাধারণ ছুটি
প্রথম আলো
BBC NEWS
ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার দেশত্যাগ, ভারতের জন্য
শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর যে চিত্র দেখা গেল ঢাকার রাস্তায়
VOA
AMNESTY INTERNATIO
গণ-অভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতন
BBC NEWS বাংলা
দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা সেনাপ্রধানের

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

'২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা' শিরোনামে ৭১৭ জন শহীদের জীবনবৃত্তান্ত, শাহাদাতের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা নিয়ে প্রথম ধাপে (১ম - ১০ম) মোট ১০টি খন্ডে প্রকাশিত হলো।

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের আরও শহীদদের তথ্য-সংগ্রহ চলমান রয়েছে। তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত, শাহাদাতের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা নিয়ে পরবর্তী খন্ড সমূহও প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

শহীদের তথ্য যুক্ত করতে আমাদেরকে মেইল করুন-

julyshahid6@gmail.com

وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ. سَيَهۡدِيهِمۡ
وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ. وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।

-সুরা মুহাম্মদ আয়াতঃ ৪-৬

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

নবম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী